শ্রীশ্রী ভক্তি রহস্য কনিকা

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা

'সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি—'
(কাঠকে ১/২/১৫)

'বেদৈঃ সাঙ্গপদ-ক্রমোপনিষদৈ-
গায়ন্তি যং সামগাঃ' (ভাগবত ১২/১৩/১)
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো—'
(গীতা ১৫/১৫)

'গৌণ-মুখ্যবৃত্তি কি অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥"
(চরিতামৃত ২/২০/১২৮)

পরিবর্দ্ধিত

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যাব্দ
৫১৩

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী
প্রণীত

[আনুকূল্য ১০০টাকা মাত্র।]

প্রকাশক
শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী
৩বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন,
পাইকপাড়া, কলিকাতা—২
পিন ৭০০০০২

গ্রন্থ-প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীগৌররায় গোস্বামী
শ্রীগৌররায় সেবাকুঞ্জ
প্রাচীন মায়াপুর (দক্ষিণ)
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।
পিন—৭৪১৩০২

২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট
(কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা- ৭৩
পিন-৭০০০৭৩

৩। ঢাকা ষ্টোরস্
রাজার বাজার
পোঃ-নবদ্বীপ, নদীয়া
পিন-৭৪১৩০২

৪। শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাস
১১৩ ব্রহ্মকুণ্ড
মদনমোহন থোর,
পোঃ-বৃন্দাবন
জেলা-মথুরা (উঃ প্রঃ)
পিন—২৮১১২১

৫। স্বাগতম্
মহাপ্রভুপাড়া
নবদ্বীপ, নদীয়া
পিন-৭৪১৩০২

৬। শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী
শ্রীশ্রীগৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ
প্রাচীন মায়াপুর, পোঃ-নবদ্বীপ
পিন৭৪১৩০২

৭। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা- ৭০০০০৬

৮। পাঠক ষ্টোর্স
শ্রীবাস অঙ্গন রোড
নবদ্বীপ (নদীয়া) ৭৪১৩০২

৯। প্রাচীন মায়াপুর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ
জন্মস্থান মন্দির
প্রাচীন মায়াপুর নবদ্বীপ
(নদীয়া)৭৪১৩০২

মুদ্রণেঃ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

উপহার পত্র
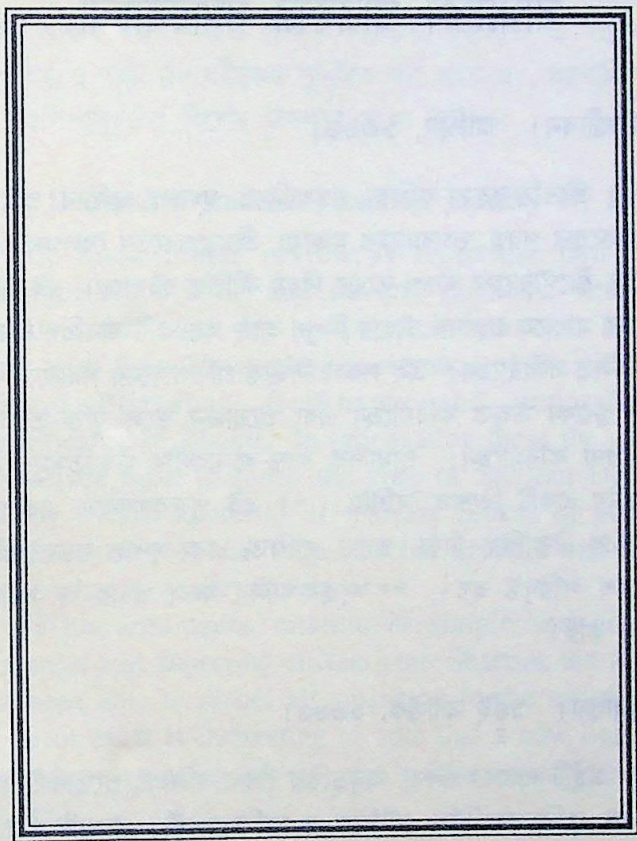
স্থানাভাবে কয়েকখানি মাত্র সংবাদপত্র ও সাময়িকী পত্রিকার সমালোচনা

উজ্জীবন। আশ্বিন, ১৩৬৬।

** শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা গ্রন্থখানিতে মূলতঃ ভক্তির প্রাধান্য, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরত্ব, ভগবন্নামের মাহাত্ম্য, শ্রীমদ্ভাগবতের বৈলক্ষণ্য এবং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ-তত্ত্বের বিষয় কীর্তিত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের মাধ্যমে গ্রন্থকার তাঁহার নিপুণ হস্তে কয়েকটি জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত করিয়াছেন। এই সকল সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের সমর্থনে তিনি বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং প্রয়োজন স্থলে যুক্তি-তর্কেরও অবতারণা করিয়াছেন। প্রামাণিক শাস্ত্র-বচনাবলীর উদ্ধৃতিসমূহ এই গ্রন্থখানির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ** এই পুস্তকখানিতে একাধারে গ্রন্থকর্তার ঐকান্তিক নিষ্ঠা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং কুশল রচনাশৈলীর সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। ** পুস্তকখানির বহুল প্রচার ও সমাদর কামনা করি।

যুগান্তর। ১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৬৬।

** গ্রন্থটি দরদের লেখা, অনুভূতির লেখা বলিয়াই প্রত্যেকটি কথা ভাবস্বচ্ছ, কৃত্রিমতাবর্জিত, মৌলিক ও মর্ম্মমূলস্পর্শী। বেদাদি সনাতন হিন্দুধর্মশাস্ত্রের পরিপূর্ণ মীমাংসা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, বলিষ্ঠযুক্তি ও দৃষ্টান্ত উপমাদির দ্বারা সকলের সুবোধ্য করা হইয়াছে। শাস্ত্রের যাবতীয়

কূটপ্রশ্নের উত্তর, যুগমানব মনের অসংখ্য সংশয় ও বিপরীত ভাবনার এবং বিশ্বশান্তির বিভিন্ন সমস্যার বিস্তৃত সমাধান এই একটি গ্রন্থেই পাওয়া যাইবে। ** ইহাতে জীবের পরম প্রয়োজন ও পরমাশান্তির সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। কেবল সন্ধান ও গবেষণাত্মক বিশ্লেষণই নহে—বাস্তব বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়, বস্তুলাভ ও বস্তুসিদ্ধির সহজতম ও পরম উপায়টিকেও সুবিদিত করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি ভক্তি ও তত্ত্বপিপাসুগণের বিশেষ উপকার সাধন করিবে।

The Hindusthan Standard; Sunday, January 17, 1960.

The book under review is from the pen of a distinguished scholar and devout Vaishnav, who has already made name by his previuos works. It mainly deals with the all pervading supremacy of Sri Krishna, Srimad Bhagabat, God-name and unparalleled singnificance of Bhakti. In propagating these the author has delved deep to reach the core of Sanatan Dharma and by critical appraisal of relevant Slokas of pricipal Shastras including the Vedas; he has brought into sharp focus what they are aiming at.

By his arguments, citation of simple and popular examples and suporting slokas from Shastras the author has been able to dispel all suspicion to the satisfaction of devotees. It is interesting to note that a new light has been thrown on the advent of Sir Chaitanya. The style is lucid.

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

নিবেদন

শ্রীশ্রীগৌররায়-মহাপ্রভুর প্রেরণায়, শুভেচ্ছায় ও অচিন্ত্য-কৃপায়, 'শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা' গ্রন্থের প্রকাশকার্য সুসম্পন্ন হইল। এইজন্য সর্বাগ্রে তদীয় রাতুল শ্রীচরণাম্বুজে সকৃতজ্ঞ অশেষ প্রণতি নিবেদন করি।

এই গ্রন্থ লিখন বিষয়ে আমার কোন স্পৃহা, আগ্রহ বা সঙ্কল্প ছিল না। সেই অনন্ত লীলাময়ের কোন্ উদ্দেশ্যে জানিনা, ঘটনাচক্রে এই গ্রন্থের প্রকাশ কার্যে অপ্রত্যাশিতরূপে এমনভাবে জড়িত হইয়া পড়িতে হইল যে, ইহা হইতে নিবৃত্ত হইবার কোন উপায়ও ছিল না; অথচ অগ্রসর হওয়াও মাদৃশ ক্ষুদ্র ও অজ্ঞ জীবের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণই হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইহার সম্পূর্ণ কোন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইবার পূর্বে মুদ্রাঙ্কন কার্য আরম্ভ হইয়া যাওয়ায়, উহার সঙ্গে সঙ্গে তদীয় প্রেরণায় যখন যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই মুদ্রিত হইয়া এইভাবে গ্রন্থখানির পরিসমাপ্তি হয়। তদ্বিষয়ে বিস্তারিত ঘটনাবলীর উল্লেখ অনাবশ্যকবোধে কেবল উহার ইঙ্গিত মাত্র করা হইল।

নিজ নিয়মিত কার্যের পর গ্রন্থাদি লিখিবার মত কোন অবসর ছিল না বলিলেই চলে. অথচ এই গ্রন্থ প্রকাশ কার্য ঘটনাচক্রে আমার পক্ষে বাধ্যতামূলক হইয়া পড়িল। যে-হেতু সঙ্গে সঙ্গে ছাপার কার্য চলিতে থাকায়, উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া রাখাও চলে না। আবার প্রত্যেক ফর্মাতেই গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার অভিপ্রায় লইয়া লিখিতে

বসিলেও, সমাপ্তির দিকে না গিয়া, উহার গতি বুঝা যাইতে লাগিল—বিস্তারিত হইবার দিকেই। কিভাবে কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহাও ছিল অজ্ঞাত; সুতরাং ইহাও এক সমস্যার বিষয় হইয়াছিল। তাহার উপর নানাপ্রকার প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া সামান্য অবসর সময়ে তিন বৎসরাধিক কাল অবিরতভাবে এই কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিয়া, আজ যে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে,—অন্যের পক্ষে যাহাই বিবেচিত হউক,—ইহা সেই পরম করুণাময়ের এক কৃপার খেলা ব্যতীত আমার পক্ষে অন্য কিছুই মনে করিবার উপায় নাই।

কি উদ্দেশ্যে জানি না,—যিনি সুকৌশলে এই গুরুভার আমার দুর্বল শিরোপরি চাপাইয়া দিয়াছিলেন, তিনিই যে আজ কৃপাপূর্বক সকুশলে উহা নামাইয়া লইয়া, আমাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে দিলেন, এই পবিত্র ভার বহন করিতে পারিবার সৌভাগ্যমাত্রই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ইহার অধিক আমার আর কিছুই প্রাপ্য নাই।

যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত, মাদৃশ সর্ববিষয়ে অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ ক্ষুদ্র জীব এই গ্রন্থ রচনায় কেবল লেখনী ধারক মাত্র; প্রেরকরূপে সেই দীন-বৎসল প্রভুই ইহার প্রণেতা বলিয়াই আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। পঙ্গুকে দিয়া যিনি নির্বিঘ্নে শৈল লঙ্ঘন করাইয়া থাকেন, সেই তাঁহার করুণার প্রবাহিনী প্রায়শঃ নিম্নগামিনী। সুতরাং মাদৃশ হীনজনের প্রতি তাঁহার এই করুণার কোন অসম্ভাবনার কারণ দেখা যায় না।

অতএব এই গ্রন্থ প্রকাশে আমাকে কেবল নিমিত্ত মাত্র করিয়া যিনি নিজেই সমস্ত সমাধান করিয়াছেন,—ইহার সমস্ত কর্তৃত্ব সেই ইচ্ছাময়েরই। তথাপি মাদৃশ অযোগ্য আধারের অজ্ঞতাদি দোষ ইহাতে সংস্পৃষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সারগ্রাহী হংসস্বভাব, অদোষদর্শী সজ্জনবৃন্দ কৃপাপূর্বক সেই হেয়াংশ বর্জন ও উপেক্ষা করিয়া,

গুণাংশ থাকিলে তাহাই গ্রহণ করিবেন—এই বিনীত প্রার্থনা।

বর্তমানে এই গ্রন্থের কোনও প্রয়োজনীয়তা বিবেচিত হইবে কি না, কিম্বা ইহা ব্যর্থতা অথবা সার্থকতা বরণ করিবে, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবার মত কোন সামর্থ নাই। সহৃদয় ও চিন্তাশীল সজ্জন ও সুধিবৃন্দ নিজ বিবেচনায় তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। ইহার বিচার ভার তাঁহাদিগেরই উপর সন্ন্যস্ত রহিল।

এই গ্রন্থখানি যাঁহারাই কৃপাপূর্বক অভিনিবেশ ও চিন্তার সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই নিরপেক্ষ অভিমত জানিতে পারিলে উপকৃত ও অনুগৃহীত হইব।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে কোন ভাবে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন,—সকলকেই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্বশেষে সর্ববৈষ্ণব চরণে সকাতর প্রার্থনা এই যে শ্রীনামাশ্রয়ে থাকিয়া এই ব্যর্থ জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি দিন যাহাতে অনর্থশূন্য হইয়া নিজ অভীষ্ট ভজনে নিযুক্ত থাকিতে পারি, ক্ষুদ্র জীবাধমের প্রতি তাঁহারা সেই অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করুন। ইতি—

শ্রীধাম নবদ্বীপ।
অক্ষয় তৃতীয়া
২৬ শে বৈশাখ, ১৩৬৬ সাল;
শ্রীচৈতন্যাব্দ— ৪৭৩।

শ্রীশ্রীগৌররায় শ্রীচরণাশ্রিত—
দীনাতিদীন
গ্রন্থকার।

তৃতীয় সংস্করণের

—বিজ্ঞপ্তি—

শ্রীশ্রীগৌররায়হরির অহৈতুকী ও অচিন্ত্য কৃপায় এবং সাধু-সুধী ও সজ্জন বৃন্দের আগ্রহে, শুভেচ্ছায় ও পোষকতায়, 'শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

কার্যক্ষেত্রে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর, এই গ্রন্থের প্রচার বিষয়ে যথোপযুক্ত বিজ্ঞাপনাদির বা অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থাদির সুযোগ না থাকিলেও, গ্রন্থ নিজেই নিজেকে প্রচার করিয়াছেন। যে সকল অনুসন্ধিৎসু, চিন্তাশীল ও গ্রন্থের বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ সম্পন্ন সহৃদয় সজ্জনগণকর্তৃক ইহা সমাদরে গৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদিগের প্রতি সর্বান্তঃ-করণে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বর্তমান সময়ে কাগজের মূল্য বৃদ্ধি ও গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যয়, পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা প্রায় চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইলেও যথাসম্ভব ব্যয় পরিমাণের নিকটবর্তী করিয়া, এই তৃতীয় সংস্করণের মুল্য নির্দ্ধারণ করা হইলেও, পূর্বাপেক্ষা বহুলাংশে মূল্য বর্দ্ধিত করিতে হইল বলিয়া আমরা দুঃখিত। পরিস্থিতি বুঝিয়া, নূতন গ্রাহকগণ সেজন্য মার্জনা করেন,—ইহাই অনুরোধ। তবে গ্রন্থের ক্রয় মূল্য অপেক্ষা ইহার বিষয়বস্তুর মুল্য যদি সহৃদয় পাঠকগণের নিকট অধিক বোধ হয়, তাহা হইলে আমাদের এই প্রচেষ্টার সার্থকতা ও চিত্তের প্রসন্নতা অবশ্যই লভ্য হইতে পারিবে।

সর্বদোষনিধি কলির প্রভাবে পরমার্থ জগতেও প্রভূত অনর্থের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। গ্রন্থকারকৃত "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম"; "শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি" এবং "শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা" প্রভৃতি গ্রন্থের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে বহু মনীষী ব্যক্তিই মুক্তকণ্ঠে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(গ্রন্থের ভূমিকা ও অভিমত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। বর্তমানে উক্ত গ্রন্থসকলের নাম প্রভৃতি কিছুরই উল্লেখ না করিয়া, উহার অংশ বিশেষ প্রবন্ধাকারে কিম্বা প্রায় সম্পূর্ণ গ্রন্থই কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া অথবা ভাষান্তরিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে বা প্রকাশের উদ্যোগ চলিতেছে—এরূপ অনুমান করিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। আমরা তদ্বিষয়ে সহৃদয় পাঠকবর্গের প্রতি এইমাত্র নিবেদন জানাইয়া রাখিতেছি যে,—উক্ত গ্রন্থ সকলের প্রথম মুদ্রাঙ্কণ কাল নিম্নে পাদটীকায় বিজ্ঞাপিত হইল; *যদি উক্ত গ্রন্থগুলির মৌলিকাংশ সকলের সহিত অন্য কোন প্রবন্ধ বা গ্রন্থাদির একরূপতা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উভয়ের মুদ্রাঙ্কণ কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই, পূর্বাপর বিচার দ্বারা আসল ও নকল নিরূপণ করিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না। আপাততঃ এবিষয়ে মাত্র এইটুকুই ইঙ্গিত করিয়া রাখা হইল।

এই গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের মুদ্রণ কার্যে প্রুফ দেখা ও যাবতীয় তত্ত্বাবধান কার্য নির্বাহ করিয়াছেন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগৌররায়দাস গোস্বামী। আমাদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীগৌররায় জীউচরণে তাঁহার ভজনানুকূল্য প্রার্থনা করি।

1...'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম''—ভাদ্র, ১৩৩৮ সাল হইতে ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে 'শ্রীশ্যামসুন্দর' পত্রিকায় প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রথম মুদ্রাঙ্কণ ১৩৪০ সাল।

২। ''শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি''—(প্রথম কিরণ) ১৩৪৯ সালে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত। ইহাতে শ্রীভগবন্নামের স্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

৩। শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি—(দ্বিতীয় কিরণ) বা নামপরাধ দর্পণ। ১৩৮৫ সালে প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়।

৪। 'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি—(তৃতীয় কিরণ) বা শ্রীভগবন্নাম মাহাত্ম্য—১৩৯৪ সালে প্রথম সংস্করণের প্রকাশ।

৫। 'শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা'—প্রথম প্রকাশ ২৬ শে বৈশাখ ১৩৬৬ সাল। শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৭৩।

এই তৃতীয় সংস্করণের মুদ্রণে অপর উল্লেখ যোগ্য বিষয় এই যে, সুদূর আমেরিকায় কর্মনিরত স্বধর্মনিষ্ঠ, উদারচরিত্র ও ভক্তিপরায়ণ শ্রীযুক্ত প্রশান্ত রায়, বি. এম. ই (যাদবপুর) এম, এস. (যুক্তরাষ্ট্র) এবং শ্রীযুক্ত কল্যাণ রায়, এমটেক (কলিকাতা) পি-এইচ. ডি (যুক্তরাষ্ট্র) ভ্রাতৃযুগলের, পরম ভক্তিমান ও উদার হৃদয় প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ অমিত ঘোষ, মদীয় অগ্রজ শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী দেবনাথ, (এ্যাডিঃ ও. সি, কলিকাতা পুলিশ) শ্রীযুক্ত শক্তিপ্রসাদ ঘোষাল এম টেক, পি. এইচ. ডি, রিডার দুর্গাপুর আর, ই, কলেজ ইঁহাদের সকলের স্বতঃ প্রণোদিত ও সদৈন্য অর্থানুকূল্যে এবং মৃণাল কান্তি রায়ের (পূর্বোক্ত রায় ভ্রাতৃদ্বয়ের অগ্রজ) ইচ্ছানুযায়ী মরণোত্তর অর্থ সংস্থানের দ্বারা এই গ্রন্থের বিপুল মুদ্রণ ব্যায় নির্বাহ সম্ভব হইয়াছে। নতুবা এই গ্রন্থপ্রকাশ আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভবই ছিল। এই গ্রন্থপাঠে সজ্জনগণ মধ্যে যদি কেহ কিছুমাত্র প্রীতিলাভ করেন, তাহা হইলে তদীয় শুভেচ্ছার সহিত শ্রীগৌর-গোবিন্দ চরণারবিন্দে ইঁহাদের পারমার্থিক মঙ্গলের নিমিত্ত, তিনি যেন কৃপাপূর্বক প্রার্থনা করেন— ইহাই বিনীত অনুরোধ।

আর আমাদের সকল গ্রন্থ মুদ্রণ বিষয়ে যাঁহাদের আন্তরিক সমর্থন, সহযোগীতা ও সাহায্য সংশ্লিষ্ট আছে সেই পরমভাগবত পণ্ডিত শ্রীকানাই লাল অধিকারী পঞ্চতীর্থ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ নবদ্বীপ

৬। শ্রীশ্রীরাগভক্তি রহস্য-দীপিকা' —শ্রীচৈতন্যাব্দ-৫০০। প্রথম প্রকাশ ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯২ সাল।

৭। বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা—প্রথম সংস্করণের প্রকাশ জন্মাষ্টমী, ১৩৮৮ সালে হইলেও, ইহাতে বিধৃত প্রবন্ধ গুলির বিভিন্ন ভক্তি পত্রিকায়, প্রথম প্রকাশকাল বিজ্ঞাপিত আছে।

৮। মহৎ-সঙ্গ প্রসঙ্গ—'হিমাদ্রি'-পত্রিকায় (১৪/২/৬৯ থেকে—৮/৬৯ পর্যন্ত) বিভিন্নসংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রকাশ শ্রীদোল পূর্ণিমা, ১৩৭৬ সালে।

গভঃ সংস্কৃত কলেজ, পরমভাগবত শ্রীমণীন্দ্র নাথ গুহ পঃ বঙ্গ সরকারের অবসর প্রাপ্ত চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার, পরম ভাগবত ডাঃ মণীন্দ্র কুমার সিংহ, ভক্তপ্রবর শ্রীশঙ্কর লাল গাঙ্গুলী চাটার্ড সেক্রেটারী ও কষ্ট অ্যাকাউন্টান্ট প্রভৃতি এবং শ্রীনকুলচন্দ্র সাহা, শ্রীসূর্যকান্ত দাস, শ্রীমনোরঞ্জন মণ্ডল, শ্রীবরুণ প্রধান প্রমুখ ভক্তবৃন্দের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্যও আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি—শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর রাতুল শ্রীচরণকমলে।

গ্রন্থের মনোরম ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটটি পরম আগ্রহে ও আন্তরিকতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন, গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজের এক-কালীন কৃতিছাত্র শ্রীঅশোক চৌধুরী—সাধু ও সুধী পাঠকবৃন্দ এই নবীন চিত্রশিল্পীর 'কৃষ্ণভক্তি' বর্দ্ধনের নিমিত্ত আশীর্বাদ করুন এই প্রার্থনা।

প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় অঙ্কিত চিত্র-পরিচয়

শ্রীভগবানের স্বরূপ-বৈভবস্থ নিত্যধামের নিত্য পরিকরগন হ'তে আরম্ভ ক'রে ভক্ত পরম্পরাক্রমে—পবিত্র শঙ্খধারার মত ভক্তিধারা নেমে আসেন বিশ্ব-প্রপঞ্চে। সেখানে এসে ভক্তি দীর্ঘিকারূপে বিরাজ করেন তিনি।

তথায় মরালরূপ সাধুসঙ্গ ও তা'থেকে উত্থিত শ্রীকৃষ্ণনামাদিরূপ হরিকথার যুগপৎ সংযোগ হ'তে, অনাদি সংসার-পঙ্কে নিমজ্জিত—কমলস্থানীয় জীবে, সঞ্চার হয়—শুদ্ধাভক্তি। জীব-কমল তথায় বর্দ্ধিত হ'তে থাকেন—ভক্ত-মরালের সেবায় ও সঙ্গে। উক্ত চিত্রে প্রথমে ব্যঞ্জিত হ'য়েছে—এই অভিপ্রায়ই।

পঙ্কোত্থিত কমল-কলিকার মুকুলিত অবস্থা থেকে প্রস্ফুটিত শতদলে ক্রমিক অভিব্যক্তির মত' জীব-হৃদয়-কমলও যথাক্রমে 'শ্রদ্ধা' 'সাধুসঙ্গ' 'ভজন-ক্রিয়া' 'নিষ্ঠা' 'রুচি' আসক্তি'-রূপে অভিব্যক্ত হ'য়ে পরে

'ভাবভক্তি' ও পরিশেষে 'প্রেমভক্তি' বা প্রেম-শতদলে পরিণত হ'য়ে থাকে-শুদ্ধাভক্তির সংযোগে। ভজন ক্রিয়ার' আনুষঙ্গিক ফলেই ক্রমে নিবৃত্তি হ'য়ে যায়—ভজন পথের সকল অনর্থ।

চিত্রে, সরসীস্থিত আট্টি কমলের ক্রমিক বিকাশ দ্বারা প্রদর্শিত হ'য়েছে—জীব-হৃদয়ে প্রেমোদয়ের সেই ক্রমিক অভিব্যক্তি।

ফুল্ল-কমলিনীর স্নিগ্ধ সুবাসের প্রীতি আমন্ত্রণে আকৃষ্ট হ'য়ে মধুব্রত যেমন স্বেচ্ছায় সাধ ক'রেই ছুটে এসে সংবদ্ধ হয় তামরস-কোষে,— প্রেম-পরিমলে আকৃষ্ট হ'য়ে সুর-মুনীন্দ্র-দুর্লভ শ্রীভগবানও সেইরূপ ভ্রমরের মত ভক্তের হৃদয় দুয়ারে আপনিই আসেন; এসে ধরা দিয়ে আবদ্ধ হ'তে চান্—ভক্তের প্রেম-পাশে। প্রস্ফুটিত শতদল-সকাশে ভ্রমরের আবির্ভাব-চিত্রে উহাই ব্যঞ্জিত হ'য়েছে।

শ্রীধাম নবদ্বীপ।
জন্মাষ্টমী
শ্রীচৈতন্যাব্দ, ৫১৩
১৪০৫ সাল

ভক্তকৃপালব প্রার্থী
বিনীত
প্রকাশক

॥ শ্রীহরিঃ ॥

উৎসর্গ-পত্র

কলিযুগ-পাবণাবতারী

'আদ্য-হরি'

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র,

প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্র, প্রভু শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্র,

—ত্রয়ী-নিগূঢ়তম—

মূর্তিমন্ত প্রেম-সুধাকরত্রয়ে

এই ক্ষুদ্র

শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা

নিবেদন পূর্বক, সেই প্রসাদী নির্মাল্য

শ্রীগৌরচন্দ্র-চরণ-চন্দ্রিকানুচর—সুধাপায়ী

চকোর-নিকর—নিত্য-পরিকরগণের

পবিত্র স্মৃতি উদ্দেশ্যে

ও

কলিহত জগতের প্রতি তাঁহাদিগের

কৃপাশীর্বাদরূপ অমৃতনির্ঝরণ কামনায়,

এই অকিঞ্চন দীন-হীনকর্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল।

'জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥'

উদ্ভাসন সূচী

বিষয় সূচী

প্রথম উদ্ভাসন

অতিক্রম করা যায় (৩২)। মুখ্য বা পরমধর্ম ভক্তির সংযোগ বা বিয়োগ অনুসারেই সমস্ত ধর্মাধর্মের বিচার (৩৩)। ভারতীয় আর্য ও আচার্যগণ সকলেই ভক্তির শরণার্থী ছিলেন (৩৫)। জ্ঞানিগুরু ও যোগীশ্বরেরও ভক্তির আনুগত্য (৩৭)। বেদসকল যাহা হইতে প্রাদুর্ভূত, সেই সর্বাদিকারণ শ্রীভগবান্ ব্যতীত বেদের যথার্থ অভিপ্রায় অপর কাহারও পক্ষে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে (৩৮)। নিঃশ্বাস ধ্বনি হইতে শ্রীমুখের বাণী সুস্পষ্ট হয়; 'গীতা' সেই শ্রীভগবানের সুস্পষ্ট বাণী ও বেদের সংক্ষিপ্ত সারার্থ (৩৯)। সমস্ত বেদে সেই শ্রীভগবান্ ও তদনুশীলনরূপা ভক্তিই কীর্তিত হইলেও, অস্পষ্ট বেদধ্বনি হইতে তাহার কিছুই বুঝা যায় না,—উহার সারার্থ ও সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণী-স্বরূপ শ্রীগীতা শাস্ত্রের সহায়তা ভিন্ন (৪০)। গীতোক্ত সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বাণী হইতেই বেদসকলের অস্পষ্ট ও পরোক্ষবাদে আবৃত অভিপ্রায়সমূহের যথার্থ উপলব্ধি (৪২)। কর্মকাণ্ডের নিগূঢ় ও যথার্থ অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তি; বাহ্য অর্থ—কর্ম ও যজ্ঞাদি (৪৩)। দেবতাকাণ্ডের নিগূঢ় ও যথার্থ অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ ও তদারাধনা বা ভক্তি; বাহ্যার্থ—ইন্দ্রাদিদেবতা ও তদারাধনা (৪৫)। ইন্দ্রাদিদেবতা-বাচক সাঙ্কেতিক-শব্দে পরমাত্মবস্তুকেই নির্দেশ করা হইয়াছে; উহার বাহ্য অর্থ—তৎতৎ দেবতা বিশেষ (৪৬)। সর্বান্তর্যামী পরমাত্মার শ্রীকৃষ্ণই পরমাবস্থা (৪৭)। জ্ঞানকাণ্ডে বর্ণিত 'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্যাবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণই। তিনিই নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা ঘনীভূত সমূর্ত ব্রহ্ম (৪৭)। সর্ববেদের বিস্তারার্থ শ্রীমদ্ভাগবতেও সেই স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী দ্বারা উক্ত অভিপ্রায়ই উদাত্তস্বরে জগতে বিঘোষিত (৪৯)। বিদ্বদনুভব প্রমাণেও (৫০)। সিদ্ধভক্তগণের অপরোক্ষ অনুভবেও (৫০)। বেদবিহিত অপর সমস্ত সাধনই ভক্তি-বিশেষ বা ভক্তির প্রকার ভেদ (৫২)। বেদবিহিত অপর সমস্ত সাধনার

দ্বিতীয় উদ্ভাসন

তৃতীয় উদ্ভাসন

এবং অধঃপ্রবাহিনী বা 'অধর্ম' ভেদে দ্বিবিধা; ধর্মদ্বারা জীব অধঃপতন হইতে 'ধৃত' হইয়া ক্রমে উর্ধ্বগতি লাভ করে; অধর্মদ্বারা জীব অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ভক্তি ভিন্ন জীবের গতি বা চাঞ্চল্যের বিরাম নাই (৯২-৯৩)। কেবল ভক্তি ভিন্ন অপর কোন ধর্মে পরম স্থিতিকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না (৯৪)। ভক্তির স্বপ্রকাশতা ও সুদুর্বোধ্যতাই জন-সাধারণের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধানুরূপ অন্য ধর্মে প্রবৃত্তির কারণ (৯৬)। ভক্তি বা আত্মিক ধর্মের একমুখ্যতা; দৈহিক ধর্ম সকলের বিভিন্নতা (৯৭)। শাস্ত্রকর্তৃক জীবের অন্ততঃ অধোগতি অবরোধের জন্য অগত্যা অন্য ধর্মের ব্যবস্থা (৯৮)। অন্য ধর্মাদির অনুষ্ঠানও অন্ততঃ সহজলভ্যা সগুণাভক্তির সহযোগে অনুষ্ঠিত হইবার নির্দেশ (১০০)। শ্রীভগবৎসম্বন্ধের সংযোগই সর্বসিদ্ধির হেতু (১০২)। ভক্তির সহযোগিতা ভিন্ন কর্মজ্ঞানাদি সমস্ত সাধনারই বিফলতা নির্দেশ (১০৩)। ভক্তিই জীবের পরমধর্ম বা মুখ্য প্রয়োজন (১০৩)। জ্ঞানের পথেও জীবের প্রকৃষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না (১০৪)। যোগীগণও ভক্তিসুখে আকৃষ্ট হয়েন (১০৫)। জ্ঞান ও যোগের সিদ্ধিকে ভক্তই উপেক্ষা করিতে পারেন (১০৬)। অধঃপ্রবাহিনী গতির অনুবর্তনই জীবের অধর্ম (১০৭)। অধিকারীভেদে 'ধর্ম' 'স্বধর্ম' ও 'অধর্ম—ইহাদের বিভিন্নতা (১০৭)। গুণদোষ দর্শনের ত্রিবিধ দৃষ্টি-বৈশিষ্ট (১০৯)। শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের পালনই যথাক্রমে জীবের অশেষ কল্যাণের প্রবর্তক ও অশেষ অকল্যাণের নিবর্তক (১১২)। যাঁহার সম্বন্ধের সংযোগ ও বিয়োগে অপর ধর্ম সকল সিদ্ধ ও অসিদ্ধ হয়, সেই স্বয়ংসিদ্ধা, ভক্তিই জীবের পরমধর্ম (১১২)। এতাবৎ আলোচনার সারমর্ম (১১৩)। ধেনুর দৃষ্টান্ত (১১৫)। গোপরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সর্বোত্তম ও সুনিপুণ দোহন-কর্তা; উপনিষদ্রূপ গাভী-নিঃসারিত

চতুর্থ উদ্ভাসন

পরস্পর নিরবচ্ছিন্ন ও নিত্য সম্বন্ধে উক্ত তিনই এক এবং একই তিন (১৩০)। বেদসকল কাঁহার নিঃশ্বাস হইতে প্রাদুর্ভূত,—অস্পষ্ট বেদ হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না,—উহার সার ও বিস্তারার্থ গীতা ও ভাগবতের সহায়তা ভিন্ন (১৩২)। অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ও তদবতার সকলে অংশী ও অংশরূপে অভিন্ন এবং একাত্ম সম্বন্ধ (১৩৪)। পরমেশ্বর হইতে প্রথম প্রাদুর্ভূত বেদের অস্পষ্টতার কথা এবং পরে দেব ও ঋষিগণ কর্তৃক সুসংস্কৃত করিবার কথা, বেদের নিজোক্তি হইতেও জানা যায় (১৩৫)। দেবতা ও ঋষিগণ কেহই বেদের কারক নহেন, সকলেই স্মারকমাত্র (১৩৫)। অস্পষ্ট বেদ-সকলকে মনুষ্যের বোধোপযোগী কথঞ্চিৎ সুস্পষ্ট করা হইলেও, উহাকে আবার পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত করা হইয়াছে (১৩৬)। শ্রীকৃষ্ণ ও তদাত্মক-ধর্ম বা ভাগবতধর্মই সমস্তবেদের সর্বসার সম্পদ হইলেও, পরোক্ষতার আবরণ জন্য উহা বাহ্যদৃষ্টিদ্বারা বোধগম্য হয় না (১৩৭)। সাক্ষাৎ বেদবাক্য হইতেও উক্ত পরমসত্যের কোথাও বা ঈষৎ ও ক্বচিৎ সুস্পষ্ট প্রকাশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে (১৩৯)। বেদোক্ত সেই অস্পষ্ট পরমাত্মবস্তুই যে শ্রীকৃষ্ণ, উহার বিশদার্থ শ্রীভাগবত হইতেই তাহা সুস্পষ্টরূপে বিদিত হওয়া যাইবে (১৪০)। বেদোক্ত সকল দেবতাই যে, পরব্যোমধীশ কোনও এক পরম দেবতার আশ্রিত,—শ্রুতিতেও এ-কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ (১৪১)। শ্রুতিবিশেষে সুস্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণকেই সেই 'পরম-দেবতা' বলিয়া নির্দেশ (১৪২)। শ্রীকৃষ্ণ পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া, শ্রুতিসকল প্রায়শঃ স্বরূপ-লক্ষণে নির্দেশ না করিয়া, কিঞ্চিৎ আবরণপূর্বক তটস্থলক্ষণে অর্থাৎ কেবল কার্যদ্বারা তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন (১৪৩)। অনাবৃত বেদস্বরূপ শ্রীভাগবতকর্তৃক তাঁহাকে সুস্পষ্ট স্বরূপ-লক্ষণে নির্দেশ (১৪৫)। শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মার

স্রষ্টা ও বেদোপদেষ্টা (১৪৬)। বেদ ও ভাগবতের একার্থ বাচকতা (১৪৭)। পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত ভাগবতই 'বেদ' নামে এবং অনাচ্ছাদিত বেদই 'ভাগবত' নামে অভিহিত হয়েন (১৪৭)। বেদাদি সর্বশাস্ত্রে 'বিষ্ণু' শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দেশ (১৫০)। শ্রীকৃষ্ণই 'বিষ্ণু' বা সর্বব্যাপক পরমদেবতা বলিয়া, এইহেতু বেদাদি শাস্ত্রে বিষ্ণুরই প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে (১৫১)। বেদাদি শাস্ত্র বর্ণিত 'বিষ্ণু' যে, পরোক্ষপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণেরই একটি সাঙ্কেতিক নাম—বেদের বিস্তারার্থ শ্রীভাগবত সে কথা সুস্পষ্টরূপে বিদিত করাইয়াছেন (১৫২)। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—সর্বান্তর্যামী ও সর্বব্যাপক বিষ্ণুতত্ত্বের লীলায়িত ও সুস্পষ্ট—সমূর্তস্বরূপ (১৫৩)। শ্রুতিতে পরমাত্মাকর্তৃক আলিঙ্গন সুখের কথা যাহা অস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, শ্রীভাগবতবর্ণিত রাস-লীলায় তাহারই সুস্পষ্ট—সমূর্ত অর্থের অভিব্যক্তি (১৫৩)। পরমাত্মার আলিঙ্গন সুখের পূর্ণ অনুভূতি ভক্তগণেরই প্রাপ্য বিষয় এবং পরিপূর্ণ অনুভূতি ব্রজের রাগাত্মিকা ও তদনুগা ভক্তগণেরই; উহা দুষণ না হইয়া অনির্বচনীয় ভাগ্যসাপেক্ষ জীবাত্মার পক্ষে পরম ভূষণ-স্বরূপই জানিতে হইবে (১৫৪)। বেদোক্ত সমস্ত দেবতাকাণ্ডের নিগূঢ়মর্ম ও সারার্থ যিনি—সেই পরম দেবতা—স্বয়ং শ্রীভগবৎকর্তক গীতায় সেকথা নিজ শ্রীমুখে প্রকাশ (১৫৫)। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা তাহাই নহে; অন্য দেবোপসকগণের উপাস্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাদাতাও তিনি (১৫৭)। সকাম হইলেও শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার ও কৃষ্ণ হইতে পৃথক বুদ্ধিতে সকামভাবে অন্য দেবতার উপাসনার ফলবৈষম্য (১৫৮)। শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার ও কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র-মননপূর্বক অন্য দেবারাধনার যথাক্রমে নিত্যানিত্য ফলবৈষম্য (১৬০)। শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রই সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য হইলেও, তিনি

পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া পরোক্ষবাদরূপ মেঘমালায় তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার প্রয়াস (১৬১)। উক্ত বেদমন্ত্রের সুস্পষ্ট ও সারার্থ গীতায় প্রকাশ (১৬২)। পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত বেদার্থ সকল কেবল ভাগবতগণের শুভদৃষ্টি সমক্ষেই স্বয়ং উন্মোচিত হয়েন (১৬৪)। 'সর্ব' বা সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ (১৬৫)। সর্বমূল বলিয়া, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভজনেই সর্বারাধনা সুসিদ্ধ হয় (১৬৬)। সর্বকারণ বলিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা হইতেই সর্বানুকূল্য প্রাপ্ত হওয়া যায় (১৬৭)। শ্রীকৃষ্ণই পরম উপাস্য বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণভজন প্রবৃত্তির উদয় না হওয়া অবধি অন্য সাধনের অনুসন্ধান থাকে (১৬৭)। শ্রীকৃষ্ণেরই পরম-দেবত্ব ও সর্বেশ্বরত্ব সর্বশাস্ত্রসম্মত (১৬৮)। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধবর্জিত উপাসনা-মাত্রই দৈববিড়ম্বনা (১৬৯)। শ্রীকৃষ্ণের সহিত অন্য দেবতার সমতা দর্শনেও অপরাধ (১৬৯)। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রহ্মা-রুদ্রের সমতা দর্শন সম্বন্ধে সমাধান (১৭০)। কার্যকারণের অভিন্নতা অথবা প্রিয়তা সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রহ্মা-রুদ্রের অভিন্নতা; তত্ত্বতঃ ভিন্নতা বা বৈশিষ্ট (১৭১)। এইহেতু পূর্বাচার্য শ্রীসনকাদি মুনিবৃন্দের শ্রীহরি-ভজন প্রবৃত্তি (১৭৪)। শ্রীহরির সহিত তত্ত্বতঃ ব্রহ্মা-রুদ্রাদির সমতা দর্শনেই অপরাধ (১৭৫)। শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্ব ও সর্বসেব্যত্ব শাস্ত্র প্রসিদ্ধ (১৭৫)। শ্রীকৃষ্ণই 'বাসুদেব' বলিয়া, বেদের বাসুদেবপরতার অর্থ মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণপরতা (১৭৮)। শ্রীকৃষ্ণই 'নারায়ণ' বলিয়া, বেদের নারায়ণ-পরতার অর্থ মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণপরতা (১৭৯)। পুরুষাবতারত্রয় ও মহা-বৈকুণ্ঠপতি—এই মূর্তিচতুষ্টয় 'নারায়ণ' নামে প্রসিদ্ধ; শ্রীকৃষ্ণই তৎসর্বের মূল হওয়ায়, তিনিই হইতেছেন—'মূল-নারায়ণ' (১৮০)। বিদ্বদনুভবপ্রমাণেও শ্রীকৃষ্ণই আদি পুরুষাবতার ও আদ্য নারায়ণ (১৮১)। শ্রীকৃষ্ণ অক্ষর ব্রহ্মের পরমাবস্থা বা পুরুষোত্তম

নামে প্রসিদ্ধ (১৮২)। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে পারম্যবোধই পরাবিদ্যার পরমাবস্থা (১৮৩)। জ্ঞান-শব্দে ভক্তি পর্যন্ত বোধ্য (১৮৪)। শ্রীকৃষ্ণের পারম্য বিষয়ে উপলব্ধিকারী যাঁহারা, তাহারাই 'সর্বজ্ঞ'; তদ্ভিন্ন বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও 'অসর্বজ্ঞ' (১৮৪)। 'পরাবর' শব্দের আবরণে শ্রীকৃষ্ণকে বেদে প্রচ্ছন্ন রাখা হইলেও, অনাবৃত-বেদ—শ্রীভাগবতে উহার সুস্পষ্ট প্রকাশ (১৮৬)। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ও তন্নামপ্রধান শ্রীকৃষ্ণভক্তিই যে, বেদাদি সর্বশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য, ইহাই সর্বভাবে স্থিরীকৃত হইতেছে (১৮৭)। পরতত্ত্ববিষয়ক সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ, শ্রীমদর্জুনকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণে প্রত্যক্ষীকরণ (১৮৮)। সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের পারম্যবোধ ও তদারাধনায় প্রবৃত্তি না হইবার কারণ,—তদ্বিষয়ে প্রমাণের অভাব নহে,—তদ্বিষয়া নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধার অভাব (১৯০)। জীবের স্বাভাবিকী সগুণা শ্রদ্ধাবশতঃ সগুণ উপসনায় এবং নির্গুণা শ্রদ্ধার উদয়ে নির্গুণ ভগবদারাধনায় প্রবৃত্তি (১৯১)। শাস্ত্রবিদ্ না হইয়াও ভগবৎবিষয়ে প্রবৃত্তি এবং শাস্ত্রবিৎ হইয়াও অপ্রবৃত্তির কারণ,—নির্গুণা ভাগবতীশ্রদ্ধার উদয় ও অনুদয় (১৯১)। শ্রীভগবান্ একমাত্র 'ভক্তি-গ্রাহ্য' বলিয়া, নিজতত্ত্ব ও মহিমাদি স্বয়ং জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিলেও উহা কেবল ভক্তকৃপাভিন্ন এবং ভক্ত ভিন্ন অন্যের গ্রাহ্যবিষয় হয় না (১৯২)। 'ত্রয়ী' নিহিত সেই পরমনিগূঢ় ত্রিতত্ত্বের পৃথক দেহভেদে প্রপঞ্চে আবির্ভাবই—'শ্রীকৃষ্ণলীলা' (১৯৩)। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে প্রকৃষ্ট চৈতন্য ও তদ্বিষয়া পরমাভক্তি প্রদানের নিমিত্ত উক্ত ত্রিতত্ত্বের একীভূতরূপে জগতে আবির্ভাবই—'শ্রীগৌরলীলা (১৯৪)। 'চতুঃশ্লোকী' (১৯৬) ॥ ৪ ॥

পঞ্চম উদ্ভাসন

ব্রহ্ম-বিচারে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মত্ব,
নির্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয়ত্ব এবং
শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মলক্ষণ সকলের মুখ্য
তাৎপর্য পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণেই
পর্যবসিত। ১৯৭-২৬৫ পৃষ্ঠা

বিষয়—অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয় বা সর্বশক্তিমৎ ব্রহ্মই শ্রুতি-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু (পত্রাঙ্ক ১৯৭)। দ্রব্য, গুণ ও কর্মভেদে শক্তি-কার্যের ত্রিবিধ অভিব্যক্তিরই নাম 'ভাব' বা 'ধর্ম' (১৯৮)। নিজনিজ অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধভাবের সহিত উক্তদ্রব্য, গুণ ও কর্মের সমূর্ত অবস্থা হইতেছে—লৌকিকালৌকিক নিখিল বিশ্ব-সংসার (১৯৮)। 'তটস্থ' ও 'স্বরূপ'—এই উভয় লক্ষণে শ্রুতিসকলে ব্রহ্মবস্তু নিরূপিত হইয়াছেন (১৯৯)। উক্ত অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ধর্মের যুগপৎ প্রকাশ ও অপ্রকাশ সামর্থই সর্বশক্তিমত্তার পরিচায়ক; কিন্তু কেবল কোনও একতরপক্ষীয় ধর্মের প্রকাশ সামর্থে নহে (২০০)। ব্রহ্মের শক্তিগত অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের অতিরিক্ত কেবল অবিরুদ্ধ—অর্থাৎ কেবল সর্বকল্যাণগুণাত্মক স্বরূপগত—ধর্মবিশিষ্ট ব্রহ্মবস্তুই শ্রুতির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়; তিনিই পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত সর্বমূল—শ্রীকৃষ্ণ (২০১)। শ্রুতিসকলে নানাভাবে বর্ণিত তটস্থ-লক্ষণগুলির যুগপৎ সংযুক্ত ও সমন্বিত ভাবই হইতেছে—শক্তি ও শক্তিমৎ ব্রহ্মে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-লক্ষণ (২০২)। ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্মে ও ধর্মীতে অভেদ-লক্ষণ, অর্থাৎ স্বরূপগত রূপগুণাদি, স্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন-তত্ত্ব এবং এই স্বরূপ-লক্ষণই হইতেছে—আরও পরম অচিন্ত্য-লক্ষণ (২০৩)।

শ্রুতি বর্ণিত ব্রহ্মবস্তুর তটস্থ ও স্বরূপ-লক্ষণের যথাক্রমে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন (২০৩)। সমস্ত বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের যুগপৎ প্রকাশ ও অপ্রকাশ সামর্থ্য ভিন্ন ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্তা বা সর্বসক্ষমতা সিদ্ধ হয় না (২০৬)। পূর্বোক্ত ১-৪ সংখ্যক ব্রহ্মলক্ষণগুলির মধ্যে—স্বাভাবিকত্ব, অদ্ভুতত্ব ও অচিন্ত্যত্ব নির্ণয় (২০৭)। ব্রহ্ম-সামর্থ স্বভাবতঃই আমাদের বাক্য ও মনের অতীত সীমায় অবস্থিত বলিয়া, উহা অচিন্ত্য বিষয়; তথাপি যথেষ্ঠরূপে শাস্ত্র প্রতিপাদ্য এবং সম্যকরূপে ভক্তিগ্রাহ্য (২০৮)। অচিন্ত্য ব্রহ্মলক্ষণ জীবের বাক্য ও মনের অতীত হইলেও, উহা শাস্ত্রবাচ্য ও শাস্ত্রবেদ্য (২০৯)। একই তত্ত্ববস্তুর অধিকারীভেদে ত্রিবিধ প্রকাশ;—'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'শ্রীভগবান্' (২১১)। শ্রীভগবৎ-স্বরূপ একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্যবস্তু (২১১)। 'বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে'—এই প্রচ্ছন্ন শ্রুতিবাক্যের স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নিগূঢ় তাৎপর্য (২১২)। যুগপৎ কেবল বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয় হওয়াই 'অচিন্ত্য নহে; —উহা হইয়াও আবার সমকালে না হইবার সামর্থ থাকা, ইহাই যথার্থ অচিন্ত্যলক্ষণ (২১৩)। শক্তি ও শক্তিমৎ সম্বন্ধীয় ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে ও অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বেই সর্বশ্রুতিবাক্যের সমন্বয় ও পরিপূর্ণ ব্রহ্মলক্ষণের প্রকাশ (২১৪)। শ্রুত্যুক্ত সর্বধর্মাশ্রয় ব্রহ্মবস্তুই শ্রীভগবত্তত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তত্ত্বের পরমাবস্থা বা স্বয়ং-ভগবান্ (২১৬)। সর্বধর্মযুক্ত ব্রহ্মবস্তুবিষয়ে সর্বমতবাদের আংশিক সত্যতা (২১৭)। বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সর্বধর্মযুক্ত ব্রহ্মলক্ষণ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদীর বাদ-প্রতিবাদ উত্থিত কোলাহলই অচিন্ত্য-সর্বশক্তিমৎ শ্রীভগবৎ মহিমার উপযুক্ত পরিচয় (২১৭)। শ্রুতিকর্তৃক স্বরূপলক্ষণে নির্দেশ্য ব্রহ্মবস্তুই হইতেছেন—শ্রীভগবান্ বা সর্বমূল—শ্রীকৃষ্ণ (২১৮)। একমাত্র শুদ্ধাভক্তি সার-প্রেমের আলোক ভিন্ন তত্ত্বতঃ শ্রীভগবদ্বস্তু সাক্ষাৎকারের বা উপলব্ধির অন্য

উপায় নাই (২১৯)। স্বয়ং শ্রুতি-কর্তৃক তদীয় মহিমারূপ জ্যোতির অভ্যন্তরে সেই পরম রমণীয় স্বরূপ দর্শনের জন্য সকাতর প্রার্থনা (২২০)। সত্যের মুখ্যার্থ শ্রীকৃষ্ণেই পর্যবসিত (২২০)। অচিন্ত্য শক্তিগত ধর্মেরও ঊর্দ্ধে বিরাজিত সেই পরমাচিন্ত্য স্বরূপ ও স্বরূপান্তরঙ্গ অনন্ত গুণ দর্শনে ব্রহ্মার বিস্ময় বিহ্বলতা (২২২)। যুগপৎ হওয়া ও না হওয়া যুক্ত সর্বশক্তির আশ্রয় হওয়ায়, ব্রহ্ম-সামর্থের পক্ষে চিন্ত্য বা অচিন্ত্য কোন কিছুরই অসম্ভাব্য থাকিতে পারে না (২২৩)। শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় (২২৫)। নির্বিশেষ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গপ্রভা স্থানীয় (২২৬)। নির্ভেদ জ্ঞানিগণের ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিসুখ; শ্রীহরিকর্তৃক নিহত অরিগণেরও প্রাপ্য (২২৭)। সবিশেষ ভগবল্লোক ও ভগবৎস্বরূপের তত্ত্বতঃ উপলব্ধি, কেবল ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই সম্ভব নহে (২২৮)। শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম-লক্ষণের সর্ববিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ শ্রীভগবত্তত্ত্বেই বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু নির্ধর্মক—নির্বিশেষ ব্রহ্মে নহে (২৩০)। শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মলক্ষণ সকলের লীলায়িত অবস্থাই শ্রীভগবত্তত্ত্ব (২৩১)। একমূর্তির বহুমূর্তিতে প্রকাশ—শ্রীরাস ও মহিষী-বিবাহ লীলায় (২৩২)। যুগপৎ সকলের অন্তরে ও সকলের বাহিরে—মৃদ্‌ভক্ষণ লীলায় প্রকাশ (২৩৩)। একমুখ হইয়াও সর্বতোমুখ,—পুলিন-ভোজন লীলায় প্রকাশ (২৩৪)। একই মূর্তির যুগপৎ বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব দামবন্ধন লীলায় প্রকাশ (২৩৫)। দূরে থাকিয়াও নিকটে, শয়ান থাকিয়াও সর্বত্রগামী,—দুর্বাসার অভিশাপ হইতে পাণ্ডব রক্ষণ লীলায় প্রকাশ (২৩৬)। শ্রীপাদ শঙ্কর কল্পিত মায়াবাদ এবং নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা (২৩৯)। একই ব্রহ্মের দ্বিবিধ বিরুদ্ধধর্ম শ্রুতিসম্মত; সগুণ ও নির্গুণভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্ম শ্রুতি বিরুদ্ধ (২৪১)। সশক্তিক সবিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতি সম্মত; নিঃশক্তিক

নির্বিশেষ ব্রহ্ম শঙ্করকল্পিত (২৪১)। প্রলয় নিদ্রায় মায়ার জাগরণের পূর্বে, পরমেশ্বরের সক্রিয়তা ও তদিচ্ছায় ও তদীক্ষণে যে মায়ার জাগরণ,—পরমেশ্বরের সেই জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াদি কখন সেই মায়ার অধীন হইতে পারে না (২৪৩)। সর্বশক্তি ও বিশেষণহীন নির্গুণ ব্রহ্ম—মায়াবাদিগণের স্বকল্পিত ও শ্রুতি-বিরুদ্ধ (২৪৬)। সর্বশক্তিমৎ মহামহিমময় ব্রহ্মই শ্রুতি সম্মত (২৪৭)। শ্রুতিতে সক্রিয় বা সবিশেষ ব্রহ্মেরই মায়া নির্লিপ্ততার কথা স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয় (২৪৮)। শ্রীপাদ শঙ্কর কল্পিত নির্গুণব্রহ্ম অপেক্ষা তৎকল্পিত অনির্বাচ্যা মায়ারই মহিমাধিক্য প্রকাশ হওয়ায়, তৎপ্রচারিত ব্রহ্মবাদের 'মায়াবাদ' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ (২৪৯-২৫০)। শ্রীভগবদাদেশেই শ্রীপাদ শঙ্কর কর্তৃক 'মায়াবাদ' প্রবর্তিত হওয়ায়, তদ্‌বিষয়ে আচার্যপাদের দোষ-রাহিত্য (২৫১)। শ্রীভগবানের মায়াতীত শ্রীমূর্তি ও গুণ-কর্মাদির অপ্রাকৃতত্ব বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণ (২৫২)। শ্রুতিকর্তৃক স্থলবিশেষে ব্রহ্মকে 'অরূপ' ও 'নির্বিশেষ' প্রভৃতি বলিবার তাৎপর্য—তদীয় প্রাকৃতরূপ ও মায়িক বিশেষণাদির নিষেধ (২৫৬)। শ্রীভগবানের গুণ সকল ভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন (২৫৬)। শ্রীভগবদ্‌বিষয়ে শাস্ত্রে 'নির্গুণ', 'অনামা', 'অরূপ' প্রভৃতি উক্তির তাৎপর্য (২৫৬)। বিদ্বদনুভব প্রমাণেও শ্রীভগবন্মূর্তির চিদানন্দময়ত্ব (২৫৯)। মৌষল-লীলা, মহিষীহরণ, জরাব্যাধ-নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে দেহত্যাগ লীলা সকল মায়া রচিত—ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা (২৬০)। তটস্থলক্ষণে শ্রুতিবর্ণিত ব্রহ্মবস্তু যে শ্রীকৃষ্ণই,—ইহা স্বরূপ-লক্ষণের সহিত ভাগবত হইতে স্পষ্টতঃ জানা যায় (২৬১-২৬৫)।

ষষ্ঠ-উদ্ভাসন

বিষয়—সমস্ত শ্রুতির সারার্থ ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত হইলেও, উহার দুর্বোধ্যতার কারণ (পৃষ্ঠাঙ্ক ২৬৬)। অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতাদি রচনা করিয়াও ভগবান্ বেদব্যাসের চিত্তের অপ্রসন্নতা (২৬৭)। শ্রীনারদ কর্তৃক উহার কারণ নিরূপণ এবং বিমল শ্রীকৃষ্ণযশঃ ও মহিমাদির প্রাধান্যরূপে কীর্তনের নির্দেশ এবং ভাগবতার্থ সংক্ষেপে উপদেশ (২৬৮)। শুদ্ধা ভক্তিযোগের আশ্রয়ে শ্রীব্যাসদেবের সমধিতে স-শক্তিক শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার ও শ্রীভাগবতের আবির্ভাব (২৬৯)। শ্রীব্যাসদেবের সমাধিদৃষ্ট বিষয় ও উহার সারমর্মার্থ (২৭১)। শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের ও গায়ত্রীর অকৃত্রিম ভাষ্য (২৭২)। প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে চতুঃশ্লোকী ও চতুঃশ্লোকী হইতে চতুর্বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রম বিকাশ (২৭৩)। ধান্য ও তণ্ডুলের ন্যায়, ত্বগাচ্ছাদিত ও ত্বঙ্মুক্ত বেদ ও ভাগবতে পার্থক্য (২৭৪)। গায়ত্রী হইতে বেদের বিকাশের ন্যায় শ্রীভাগবতের মূলেও সেই গায়ত্রী-অর্থের সন্নিবেশ (২৭৬)। সূত্রোক্ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার সুস্পষ্ট অর্থ যে কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা, ইহা 'ঋষি-প্রশ্নাধ্যায়' নামক ভাগবতের প্রারম্ভেই প্রকাশ করা হইয়াছে (২৭৯)। সমস্ত ভাগবতই শ্রীকৃষ্ণৈকতাৎপর্যময় (২৮০)। পূর্বোক্ত ত্রয়ীর নিগূঢ় ত্রিধারাই, মুক্তধারায় সমগ্র ভাগবতে প্রবাহিত (২৮১)। শ্রীকৃষ্ণই দশম বা আশ্রয় তত্ত্ব-লক্ষণ বলিয়া, ভাগবতাদি বর্ণিত অপর নব-লক্ষণই উহার আনুষঙ্গিক বিষয়রূপে জানা আবশ্যক

(২৮২)। শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয় তত্ত্ব; তদ্‌ভিন্ন অপর সমস্তই তদাশ্রিত-তত্ত্ব (২৮৪)। 'অবতার' শব্দের দ্বিবিধ অর্থ; প্রপঞ্চে অবতরণ ও অবতারীর অংশ-কলাদি (২৮৬)। দ্বিতীয় পুরুষ প্রায়শঃ অবতার সকলের আশ্রয় হইলেও, তাঁহারও আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই পরমাশ্রয় হইতেছেন (২৮৮)। 'ভগবান্' হইতে পুরুষাবতার; 'পুরুষরূপই' ভগবান্ নহেন (২৮৮)। কেবল বলরাম ও কৃষ্ণকে উক্ত 'ভগবান্' সংজ্ঞায় উল্লেখ দ্বারা পুরুষের অবতারিরূপে খ্যাপন (২৮৯)। 'ভগবান্' সংজ্ঞায় বিশেষভাবে নির্দেশ্য তত্ত্ব; তন্মধ্যে আবার সর্বাশ্রয় বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন "স্বয়ং-ভগবান্" (২৮৯)। অন্যত্রও অপর অবতার হইতে আধিক্য বর্ণন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উক্ত বৈশিষ্ট প্রদর্শন (২৯০)। শ্রীকৃষ্ণের সহিত অপর কাহারও সমতা চিন্তনে অপরাধ (২৯১)। ভগবান্ ও ভগবন্নাম অভিন্ন বলিয়া, শ্রীনামের সহিতও অপর কোন সাধনাদি শুভক্রিয়ার তুল্যত্ব চিন্তনও সেইরূপ অপরাধ জনক (২৯২)। এই বৈশিষ্ট দ্বারা ভগবদবস্তু বা সর্বমূল শ্রীকৃষ্ণ ও সাক্ষাৎ তৎসম্বন্ধীয় বিষয় সকলের পারম্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে (২৯২)। এই হেতু শ্রীসূতমহাশয়েরও সতর্কতা (২৯২)। এই হেতু শ্রীব্যাসদেবেরও চিত্তের অপ্রসন্নতা (২৯৩)। শাস্ত্র-প্রমাণ ভিন্ন ভগবদ্‌বস্তু নির্ণয়ের অপর কোন প্রমাণ নাই (২৯৪)। সর্বাদি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই সর্বজ্ঞ (২৯৫)। শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ও উহার সমাধান (২৯৫)। স্বয়ং-ভগবানের শরীরে সর্ব অবতারের স্থিতি (২৯৬)। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ও উক্ত নাম ধারণের সার্থকতা (২৯৭)। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাব-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (২৯৮)। শ্রীগৌর-কৃষ্ণ 'ছন্ন' অবতার বলিয়া, বেদাদি শাস্ত্রে ছন্নলক্ষণে নির্দেশ (৩০০)। শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তিদ্বারা ছন্ন—

সপ্তম-উদ্ভাসন

বিষয়—সকাম পুরুষার্থ—ভক্তি ও মুক্তি; গুণ-সংস্পৃষ্ট জীবের পক্ষে প্রকৃষ্ট নিষ্কামভাব ধারণাতীত (পৃষ্ঠাঙ্ক-৩২১)। শুদ্ধাভক্তিই যথার্থ নিষ্কাম, সুতরাং ইহাই পরমপুরুষার্থ (৩২৩)। পুরুষার্থ চতুষ্টয় হইতেছে—কৈতব বা আত্মবঞ্চনারূপ কপটতা (৩২৩)। কারণের সুখপোষণই কার্যের সুখপুষ্টির প্রকৃষ্ট উপায় (৩২৭)। জীবের পক্ষে সাধারণতঃ ভক্তির পরিবর্তে ভুক্তি ও মুক্তি বিষয়ে প্রবৃত্তির কারণ (৩২৮)। পুরুষার্থের প্রকৃষ্ট অর্থ 'স্বার্থ' নহে—পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণার্থ' (৩৩০)। বহির্মুখ জীবে কেবল কৃষ্ণোন্মুখতার উন্মেষেই পরম-পুরুষার্থের উপলব্ধি (৩৩১)। পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের অতীত প্রেমভক্তিই পরমপুরুষার্থ (৩৩২)। কেবল ভক্ত হৃদয়েই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যরূপ শুদ্ধাভক্তির উদয়ে সমস্ত স্বসুখ-তাৎপর্যের অবসান (৩৩৩)। আপ্তকাম শ্রীভগবানে কেবল বিশুদ্ধা ভক্তি বা ভালবাসা পাইবার কামনা (৩৩৪)। 'রস' ও 'ভাব'—এই উভয়ের আবর্তনরূপ সক্রিয়তা হইতে আনন্দের বিকাশ (৩৩৫)। কেবল ভক্তের সহিত ভগবানের সাপেক্ষ সম্বন্ধ (৩৩৬)। শ্রুতিসকলে প্রচ্ছন্নতার আবরণে নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তেরই পারম্য পরিগীত হইয়াছে (৩৩৮)। অস্পষ্ট শ্রুতিতে ভাগবত পদের ইঙ্গিত এবং শ্রীভাগবতে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ (৩৩৪)। ভগবদ্ভক্তগণই অসমোর্দ্ধ মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠ (৩৪৭)। সর্বোপরি শ্রীভগবৎ-বশীকারিত্ব (৩৫০)। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে ত্রিবিধ ভক্তভেদ (৩৫৩)। বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি (৩৫৪)।

অষ্টম-উদ্ভাসন

(৩৭৫)। সুদুর্লভ মহৎসঙ্গ হইতে আবির্ভূত শ্রীহরিপ্রসঙ্গ—যুগপৎ এই উভয় কারণের সংযোগই ভাগবতী শ্রদ্ধামূলক শুদ্ধাভক্তি লাভের একমাত্র উপায় (৩৭৬)। আনুষঙ্গিক ধর্ম সকলের আত্মপ্রকাশ উদ্দেশ্যেই, বেদে ভাগবতধর্মের আত্মগোপনের কারণ (৩৭৭)। ভক্তপরিত্যক্ত, ভক্তির আনুষঙ্গিক বা গৌণফল সকলই কর্মজ্ঞানাদি আনুষঙ্গিক ধর্ম সকলের মুখ্যফল (৩৭৯)। সূর্য ও তৎসম্বন্ধীয়-গ্রহ ও প্রদীপাদির দৃষ্টান্তে, বেদ ও ভাগবতের পার্থক্য নির্ণয় (৩৮০)। মুখ্য বিষয়ের সম্পর্কশূন্য হইয়া তদানুষঙ্গিক বিষয় সকলের ফলদানে অক্ষমতা (৩৮৩)। ক্রিয়াভেদে এক ভক্তিরই মুখ্যা ও গৌণীরূপে প্রকাশভেদ (৩৮৪)। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীব-সমষ্টির প্রতি স্রষ্টা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ বাণীই ভক্তিযোগ বা ভাগবতধর্ম (৩৮৫)। শ্রীভগবৎপ্রোক্ত কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি যোগ এবং উহার অধিকার-লক্ষণ (৩৮৬)। সকাম কর্ম ও কর্মযোগে পার্থক্য (৩৮৯)। ভক্তিযোগে শ্রদ্ধার বিকাশই মহৎকৃপাদি সঞ্চারের লক্ষণ (৩৯০)। মহৎ কৃপাদি সঞ্চারেই কেবল মুখ্যবিষয় তদ্রূপেই গ্রাহ্য হয়; তদভাবে গৌণবিষয় মুখ্যরূপে গ্রাহ্য হইয়া, তৎ-সিদ্ধির নিমিত্ত নির্গুণা ভক্তিই সগুণারূপে প্রকাশ হয়েন (৩৯১)। কর্মজ্ঞানাদির ফল তৎসাধন ব্যতীত কেবল সগুণা ভক্তিদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যাইলেও, সাধারণতঃ জীবে তৎ গ্রহণ সৌভাগ্যেরও অভাব (৩৯২)। কেবল অপরাধ ভিন্ন ভক্তির ফলোদয়ে অপর কোন বাধা নাই (৩৯৫)। নিষ্কাম, সকাম, মোক্ষকাম-সকলের পক্ষে কেবল ভক্তিই অনুশীলনীয় (৩৯৫)। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন,—ইহাই চতুঃশ্লোকীর অভিপ্রায় হওয়ায় সমস্ত বেদের সেই অভিপ্রায় হইতেছে (৩৯৬)। শুদ্ধাভক্তিই পরমপুরুষার্থ; ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ পুরুষার্থ হইতেছে—স্বপ্রয়োজনপর জীবের জন্য উহারই ছদ্মরূপ (৪০০)। শুদ্ধাভক্তির অনুদয়কালে, ভগবানে সর্বকর্মার্পণ পূর্বক অন্ততঃ ভক্তির সন্নিকটবর্তী

নবম উদ্ভাসন

দশম-উদ্ভাসন

আকরগ্রন্থের সাঙ্কেতিক পরিচয়

ঈশ—ঈশোপনিষৎ
ঐতরেয়—ঐতরেয়োপনিষৎ
কাঠকে—কঠোপনিষৎ
কূর্মঃ পু—কূর্মপুরাণম্
গীতা, গী—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
চরিতামৃত, শ্রীচৈঃ, চৈঃ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
চৈতন্য ভাঃ—শ্রীচৈতন্যভাগবত
ছান্দো—ছান্দোগ্যোপনিষৎ
তৈত্তিরী—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
পাদ্ম—পদ্মপুরাণম্
ভাঃ, শ্রীভাঃ শ্রীভাগঃ—শ্রীমদ্ভাগবতম্
মুণ্ডক—মুণ্ডকোপনিষৎ
লঘুভাঃ—শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্
শ্রীগো উঃ—শ্রীগোপালতাপণী উত্তর
বৃঃ আঃ, বৃহদা—বৃহদারণ্যকোপনিষদ্।
শ্বেতাশ্ব, শ্বেতা—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
হঃ ভঃ বিঃ, হরিভঃ—হরিভক্তিবিলাসঃ

শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা

প্রথম উদ্ভাসন

শাস্ত্রবিচারে শ্রীভগবদ্ভক্তির সর্বমুখ্যতা, সর্বাত্মকতা ও সার্বত্রিকতা ।

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥

প্রমাণ ব্যতীত কেহ কোন কথা শুনিতে চাহেন না, কিছু গ্রহণ করিতে চাহেন না,—প্রমাণই সর্ব প্রবৃত্তির মূল। প্রমাণ হইতেই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা জন্মে; বিশ্বাস হইতে প্রবৃত্তি জন্মে; প্রবৃত্তিই সকল কর্মের পূর্ববর্তী হেতু। প্রমাণ অনেক প্রকার থাকিলেও, শাস্ত্র প্রধানতঃ তিনটি প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। যথা—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান ও (৩) শব্দ।

আমরা নিজচক্ষে দেখিয়া যে জ্ঞান অর্জন করি, তাহাই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান; যেমন প্রভাতে উঠিয়া পূর্বদিকে সূর্যোদয় দেখিলাম; ইহাতে জ্ঞান হইল সূর্য পূর্বদিকেই উদিত হন,—ইত্যাদি। যাহা হইতে, যে বস্তু হইয়াছে বা হইবে বা হয়,—এরূপ বুঝিতে পারি—তাহাই অনুমান।

যেমন মেঘ দেখিয়া বৃষ্টি হইবে, অথবা নদীর পূর্ণতা দেখিয়া জোয়ার হইয়াছে, কিম্বা ধূম দেখিয়া অগ্নি আছে,—এইরূপ নিশ্চয় করাকে 'অনুমান' কহে। লৌকিক ও অলৌকিক সকল প্রকার জ্ঞানের নিদানভূত অভ্রান্ত বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রসকল যাহা বলিয়াছেন তাহাই শব্দ প্রমাণ। উহাকে আপ্তোপদেশও[১] কহে—'আপ্ত' শব্দে যথার্থ বক্তা,[২] তাঁহার যে উপদেশ।

প্রমাণ প্রধানতঃ এই তিন প্রকার হইলেও, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ অপেক্ষা শব্দ-প্রমাণই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু মায়াধীন জীবের প্রত্যক্ষ ও অনুমান জ্ঞান,—ভ্রম (যে বিষয় যাহা নহে, তাহাকে তদ্ধর্মী রূপে জানা), প্রমাদ (অনবধানতা), বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা) ও করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা)—এই দোষ চতুষ্টয়ে দুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু মায়াধীশ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্যস্বরূপ শাস্ত্রবাক্যে এই প্রকার কোনও দোষের সম্ভাবনা নাই। যথা,—

"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥"

(শ্রীচৈঃ আদি ৭/১০৭)

মনুষ্যের প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান, সর্বদা 'প্রমা' বা অভ্রান্ত জ্ঞান না হইয়া, উহা যে অতি সহজেই দোষদুষ্ট হইতে পারে, সামান্য দুই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই সহজে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণ বৃহৎ সূর্যকে আমরা একখানি স্বর্ণের থালার ন্যায় দেখিতে পাই যাহা দেখিতেছি, তাহাই যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে সূর্যের আয়তন একখানি থালার ন্যায়ই বলিতে হইবে। যাহাদের সূর্যের আয়তন সম্বন্ধে শাস্ত্রজ্ঞান নাই, তাহারা স্বীয় প্রত্যক্ষ অনুরূপই সূর্যের

১। আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ—ন্যায়দর্শন ১/১/৭ ২। তর্কসংগ্রহ—৪

আয়তনকে মনে করিয়া থাকে; সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল সময়ে 'প্রমা' বা অভ্রান্ত জ্ঞানরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। অগ্নি জলের দ্বারা নির্বাপিত হইলেও কিছুক্ষণ তাহা হইতে ধূমরাশি উত্থিত হইয়া থাকে; সুতরাং ধূম পরিদৃষ্টে অগ্নির কল্পনা যেমন সকল স্থানে অভ্রান্ত অনুমান নহে, সেইরূপ অপরাপর অনুমানও অনেক স্থলে অসত্য হইবারই সম্ভাবনা।

প্রমাণের মধ্যে শাস্ত্র-প্রমাণই সর্বশ্রেষ্ঠ।

আমরা যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান জ্ঞানদ্বারা সামান্য লৌকিক বিষয়ই অভ্রান্তরূপে সকল সময়ে নির্ণয় করিতে পারি না, সেই তুচ্ছ প্রত্যক্ষ ও অনুমান-বলে কি করিয়া অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য, অলৌকিক ও অনন্ত ব্রহ্মবস্তু নির্ণয় করিবার সাহস পোষণ করিতে পারি? ইহা পঙ্গুর শৈল-লঙ্ঘন-প্রয়াসের ন্যায় অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। সুতরাং জানিতে হইবে, শ্রীভগবানের আদেশ ও উপদেশস্বরূপ শাস্ত্রই তাঁহাকে নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায়। অপ্রাকৃত অচিন্ত্য বস্তু নির্ণয়ে 'শব্দ' বা শাস্ত্র-প্রমাণই শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ।[১]

বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রসমূদয়ই শব্দ-প্রমাণরূপে গণ্য হইয়া থাকে। শাস্ত্র অতি বিশাল ও বিস্তৃত, রত্নাকরের ন্যায় অতলস্পর্শী। ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত,—ইহার দিক্, প্রান্ত ও সীমা, পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির দ্বারা আমরা কোন প্রকারেই নির্ণয় করিতে পারি না। দিগন্তবিস্তৃত মহা-সাগরের অজ্ঞাত বক্ষে যেমন নাবিক ব্যতীত আর কেহই পথ-নির্ণয়ে সক্ষম হয় না,—যাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ[২] নহেন, তাঁহাদের বুদ্ধি শাস্ত্রের প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ নির্ণয়ে কখনই সমর্থ নহে; সুতরাং

১। এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা, গ্রন্থাকার কৃত "শ্রীনামচিন্তামণি" গ্রন্থের ১ম কিরণের ১ম উল্লাস দ্রষ্টব্য। সুবিস্তারিত আলোচনা, শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ-কৃত তত্ত্বসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য।

২। গীতা ২/৫৫।

শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ-শিরোমণি হইলেও, "বাঁশবনে ডোম কাণার" ন্যায় শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্য, কি বিধেয়, তাহা নির্ণয়ে সাধারণতঃ আমরা অক্ষম। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ ।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥
(মহাভারত। বনপর্ব। ৩/১৩/১১৭)

ইহার অর্থ,—তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই; শ্রুতিসকলও বাহ্যদৃষ্টিতে বিভিন্ন মত নির্দেশ করেন দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং এমন মুনি নাই, যাঁহার মত অপরের সহিত ভিন্ন নহে; ধর্মের তত্ত্ব অন্ধকার গর্ভেই নিহিত; মহাজন যে পথে গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ ব্যতীত ধর্মপথ-নির্দেশের গত্যন্তর নাই।

পূর্বোক্ত শ্লোকের টীকায় 'মহাজনঃ' প্রভৃতি অর্থ সম্বন্ধে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ মর্য্যাদাবিহীনঃ, শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ পৃথক্ পৃথক্ মতান্বিতাঃ। মহাজনঃ সাধুঃ।" ইহার তাৎপর্য এই যে নিগুর্ণা ভগবদ্ভক্তি কৃষ্ণদাস্য সর্বজীবের আত্মধর্ম; সুতরাং জীবাত্মায় জাতি ভেদ না থাকায়, ইহা বিভেদ রহিত। তদ্ব্যতীত অনাত্ম বা জড়দেহ দৈহিক বিষয়ক ধর্মমাত্রেই, গুণসম্বন্ধহেতু বিভিন্নতা অনিবার্য। সুতরাং বিভিন্ন মতভেদে উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুর্গম। অতএব মহাজন—ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের পদাঙ্ক অনুসরণে, ভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম-পথে বিচরণ করাই, তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত জনমাত্রের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুগম ও সুমঙ্গল পন্থা।[১]

১। "নিজগুরু শ্রীকেশব ভারতীর স্থানে"—(চৈতন্য ভাঃ ৩/১০) "প্রভু কহে শ্রুতিস্মৃতি যত ঋষিগণ" ইত্যাদি; এবং শ্রীভাগবত ৬/৩/২৫—শ্রীজীবপাদকৃত 'ক্রমসন্দর্ভঃ' দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রের উদ্দেশ্য-নিরূপণ ব্যাপারটি বাস্তবিক তাহাই। দুগ্ধ পেয় হইলেও যেমন বস্ত্রপূত দুগ্ধই পানযোগ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ গ্রহণীয় হইলেও সদ্‌গুরু ও সাধুমুখ-নিঃসৃত শাস্ত্রোপদেশই গ্রহণীয়, অন্যথা পথভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

সচরাচর আমরা নিজ বুদ্ধিবলে বেদাদি-শাস্ত্র-তাৎপর্য অন্বেষণ করিতে গিয়া, সেখানে দেখিতে পাই, —কোথাও কর্ম্মের প্রাধান্য, কোথাও জ্ঞানের প্রাধান্য, কোথাও যোগের প্রাধান্য, কোথাও বা ভক্তির প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে। ইহাতে প্রয়োজন ও অভিধেয় নির্ণয়ে বুদ্ধি-বিক্ষেপ উপস্থিত হয়; কিন্তু বেদবিদ্ সজ্জনগণ আমাদিগকে সেই বেদ, অধিকারী ও ক্রম অনুসারে যেরূপ সুন্দর বিভাগ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যদি শাস্ত্র-তাৎপর্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারি, **একমাত্র ভক্তিই সমস্ত শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য, —সকল নিগমবল্লীর সৎফল—ভক্তি।** যতদিন-না এই ভক্তিফল আস্বাদিত হইবে, ততদিন জীব—তিনি বিষয়ী অথবা কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী যাহাই হউন,—তাঁহার সুখ-পিপাসার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি অসম্ভব। এইজন্য দেখা যায়, পরিচ্ছিন্ন—অপূর্ণ বিষয়-সুখান্বেষী জীবের কথা দূরে থাক,—পরমাত্মদর্শী—পূর্ণকাম আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরিপাদপদ্ম-সৌরভ-লুব্ধকারিণী অমলা ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। যথা,—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভুতগুণো হরিঃ ॥

(ভাঃ ১/৭/১০)

ইহার অর্থ,—আত্মারাম মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াও সেই উরুক্রম—শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, শ্রীহরির এমনই গুণ।

সকল শাস্ত্রের এক সুর—এক তাৎপর্য।

অধিকারীভেদে সাধনার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও সাধ্য একই, —"একমেবাদ্বিতীয়ম্"—সেই একেরই বিজয়বার্তা বহন করিবার জন্য,—সেই এককেই ব্যক্ত করিবার জন্য সমস্ত শাস্ত্রের সম্মিলিত অভিপ্রায়। যতক্ষণ না ঐকতানবাদনের মধুর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, ততক্ষণ এক একটি বাদ্যের পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি শুনিয়াই লোকে পরিতৃপ্ত থাকে; নিজরুচি অনুরূপ একপ্রকার বাদ্যকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, অন্যপ্রকার বাদ্যধ্বনি বর্জন করে। সেইরূপ সমগ্র শাস্ত্রের সম্মিলিত ধ্বনি—ঐকতান শ্রুতিগোচর হইলে, তখন আর পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি শুনিতে ইচ্ছা হয় না; তখন সকল শাস্ত্রবাক্যই সেই ঐকতানের সম্মিলিত ঝঙ্কারে মিশাইয়া দিয়া, সেই মধুর ধ্বনির অমৃত-তরঙ্গে ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। তখন সর্ববেদের ঐকতান—কাহার গুণগান, তাহা বুঝিতে পারা যায়,—"সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি"—এই বেদবাণী হইতেই।

ত্রিগুণের তারতম্যই দেহাত্মবোধ-মুগ্ধ জীব-প্রকৃতির পার্থক্যের কারণ।

কেন্দ্রস্থল হইতে যে যতদূরে অবস্থিত,—জীবের চিদাত্মবোধ, আত্মা হইতে জড়দেহাদির দিকে যতই অধিক প্রসারিত, কেন্দ্রের নৈকট্য ও দুরত্ব অনুসারে কেন্দ্রের উপলব্ধি ও তথায় উপস্থিতির তারতম্য হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। কেন্দ্রস্থল হইতে যে যতদূর সরিয়া গিয়াছে, তাহাকে তথায় ফিরিয়া আসিতে তত বিলম্ব হইবে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি প্রাকৃতগুণের তারতম্যানুসারে মনুষ্যের অধিকারেরও তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। এই গুণত্রয়ের তারতম্য,—কেবল জীবের প্রকৃতি ও অধিকারেরই নহে—সমস্ত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ।

মনুষ্যেরও বিভিন্ন প্রকৃতি, বিভিন্ন রূপ ও গুণাদির কারণও এই ত্রিগুণের তারতম্য। কেহ সত্ত্বগুণ-প্রধান, কেহ রজোগুণ-প্রধান, কেহ বা তমোগুণ-প্রধান। আবার এই তিনটি গুণের হীন, মধ্য ও অধিক ভেদে অসংখ্য প্রকার বিভাগ হইতে পারে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের তারতম্যানুসারে যেমন অসংখ্য ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে ও দোষের বলাবল অনুসারে তাহাদের ঔষধ ও চিকিৎসাদি যেমন একপ্রকার না হইয়া বহুপ্রকার হওয়াই যুক্তিযুক্ত, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অসংখ্য বিকারানুরূপ ভবব্যাধিও বহুপ্রকার; সুতরাং গুণত্রয়ের বলাবল অনুসারে তাহাদের প্রতিকারোপায়ও একপ্রকার না হইয়া বহুপ্রকার হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। সনাতন ধর্মের লীলা-নিকেতন—পুণ্য ভারতভূমি ব্যতীত অপর কোনও দেশে এই যুক্তির মূল্য অনুভূত হয় নাই। ত্রিদোষের বলাবল ভেদে দেহরোগের ঔষধাদি বহুপ্রকার হইলেও, ত্রিদোষের সাম্যভাব স্থাপন ও স্বাস্থ্যসুখ প্রদান যেমন চিকিৎসা-বিদ্যার মুখ্যতম প্রয়োজন—সেইরূপ ভবরোগের চিকিৎসা অধিকারী ভেদে বহুপ্রকার পরিদৃষ্ট হইলেও উদ্দেশ্য এক। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও অনন্ত সুখপ্রাপ্তি—ইহাই সকল ধর্ম-শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য। এতদুদ্দেশ্যে—কেবল ভক্তিই যে জীবের মুখ্য প্রয়োজন,—যুগপৎ আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির সহিত পরমানন্দ-প্রাপ্তির,—ভক্তিই যে প্রকৃষ্ট পন্থা বা পরম উপায়—এ কথা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি নিরপেক্ষ ও নিবিষ্টভাবে পর্যালোচনা করিলেই আমরা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব। ভক্তিই যে সমস্ত বেদবল্লীর মুখ্যতম ফল—একমাত্র ভক্তিতেই যে সমগ্র বেদবাণীর পর্যবসান,—বেদের যথাযথ বিভাগ অনুসারে পর্যালোচনা করিলেই তাহা সহজে বোধগম্য হইতে পারে।

দেহাবিষ্ট জীব-প্রকৃতির ভিন্নতা অনুসারে বেদসকল বিভক্ত হইলেও, ভক্তিই সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য।

বেদ প্রধানতঃ কাণ্ডত্রয়ে বিভক্ত; যথা—(১) কর্মকাণ্ড, (২) দেবতাকাণ্ড ও (৩) জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ড পুনরায় দ্বিবিধ ঃ সকামকর্ম ও নিস্কাম কর্ম; সকাম কর্ম পুনরায় ভুক্তীচ্ছা বা ভোগবাসনা মূলক ও মুক্তীচ্ছা বা মোক্ষ বাসনামূলক-ভেদে দ্বিবিধ। বিষয় বাসনাশূন্য মুক্তীচ্ছাকে নিষ্কাম বলা হইলেও, ভুক্তীচ্ছা ও মুক্তীচ্ছা উভয়েই আত্মসুখেচ্ছা-তাৎপর্যময়ী বলিয়া সকাম কর্মেরই অন্তর্গত হইতেছে। ভুক্তীচ্ছামূলক সকামকর্ম পুনরায় ঐহিক ও পারত্রিকভেদে দ্বিবিধ। ইহকালে ধন-ধান্য, পুত্র-কলত্র; রাজ্যসম্পদ, যশ-মান-প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তি-কামনাকে ঐহিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম-কর্ম এবং পরকালে স্বর্গ-সুখাদি-প্রাপ্তি কামনা-মূলক কর্মকে পারত্রিক ভুক্তীচ্ছা-মূলক সকাম কর্ম কহে। এই উভয়বিধ ভুক্তীচ্ছা-মূলক কর্মই পুনরায় হিংসাযুক্ত ও হিংসারহিত-ভেদে দ্বিবিধ। ঐহিক বা পারত্রিক-ভুক্তীচ্ছা পূরণের জন্য ছাগ-মেষাদি বলি প্রদানপূর্বক যে সকল যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই হিংসাযুক্ত ও তদ্বর্জিতকে হিংসারহিত কহে।

(১) হিংসাযুক্ত ঐহিক বা পারত্রিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম হইতেছে—তামসিক।

(২) হিংসা-রহিত ঐহিক বা পারত্রিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকামকর্ম হইতেছে—রাজসিক।

(৩) মুক্তীচ্ছামূলক কর্ম—সাত্ত্বিক।

(৪) নিষ্কাম-কর্ম— (অর্থাৎ ফলভোগ-বাসনা রহিত ভগবানে অর্পিত কর্মই) চিত্তশুদ্ধিকর ও জ্ঞানের প্রাপক।

উক্ত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের সহিত বহুপ্রকার দেবতার উপাসনা

উপদিষ্ট হইয়াছে; ইহাই বেদের দেবতাকাণ্ডের বিষয়। অধিকারীভেদে এই উপাসনাও আবার দ্বিবিধ। যথা (১) সগুণ উপাসনা ও (২) নির্গুণ উপাসনা। সাত্ত্বিকাদি অধিকারী ভেদে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনাকে সগুণ উপসনা ও একমাত্র পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের উপাসনাকেই নির্গুণ উপাসনা বলা হয়। নির্গুণ অর্থে—প্রাকৃত-গুণ-সম্বন্ধ রহিত। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অধিকারী ভেদে অর্থাৎ তজ্জাতীয়া শ্রদ্ধা অনুসারে বিভিন্ন সগুণ দেবতার উপাসনা বিহিত হইয়াছে।[১] নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানে যাঁহাদের চিত্ত বিষয়-ভোগবাসনাশূন্য হইয়াছে, পরব্রহ্মের উপাসনায় তাঁহারাই অধিকারী; পরব্রহ্ম বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হওয়াই তদ্বিষয়ে অধিকার। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সেই পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা পরমাশ্রয়। যথাঃ,—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

(গীতা ১৪/২৭)

ইহার অর্থ,—আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘণীভূত ব্রহ্মই আমি; সেইরূপ অমৃত, অব্যয়, শাশ্বত ধর্ম ও ঐকান্তিক বা অখণ্ড সুখেরও আমি প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।

অধিকারী বা শ্রদ্ধা অনুরূপ সগুণ কর্ম ও উপাসনার দ্বারা জীবের ক্রমিক উন্নতি বা উর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে। কেবল নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি ও তৎফলে জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে; ইহাই বেদের জ্ঞানকাণ্ডের প্রারম্ভ।

১। ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ (গীতা ১৭/২)

অপরা ও পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মসম্বন্ধীয় পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান।

এই জ্ঞান আবার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দ্বিবিধ। কেবল শাস্ত্র-শ্রবণ ও অধ্যয়নাদিজনিত জ্ঞান—পরোক্ষজ্ঞান বা অপরাবিদ্যা, আর সেই পরোক্ষজ্ঞানের সারাংশ যাহা, তাহাই—অপরোক্ষজ্ঞান বা পরাবিদ্যা নামে কথিত হইয়াছেন। যেমন মানচিত্র দৃষ্টে পৃথিবীর অনুভূতি, ইহা পরোক্ষ জ্ঞান এবং পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া যে পৃথিবীর অনুভূতি—ইহাই তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান। এই পরা বিদ্যার আলোকেই পরতত্ত্ববস্তু সাক্ষাৎকার হয়েন বলিয়া, ইহাই সমস্ত বিদ্যার ফলরূপে গণ্য হইয়াছেন। যথা,—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদাঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥" (মুণ্ডক ১/১/৪-৫)

ইহার অর্থ,—ব্রহ্মবিদেরা বলেন বিদ্যা দুইটি, পরা এবং অপরা। তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি (এই সকলের কেবল শ্রবণ বা অধ্যয়নাদি জনিত জ্ঞান) তাহারই নাম অপরা বিদ্যা; আর যাহার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষ বা পরতত্ত্বকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ (গীতা ১৭/২,৪)

অর্থ,—দেহিগণের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা ত্রিবিধা; সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, —তাহাশ্রবণ কর। (২) সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকে দেবগণের, রাজসিক লোকে যক্ষ ও রাক্ষসগণের এবং তামসিক লোকে ভূত-প্রেতগণের উপাসনা করিয়া থাকে। (৪)

'রজঃ সত্ত্ব তমো নিষ্ঠা—'(শ্রীভাগঃ ১১/২১/৩২) দ্রষ্টব্য।

এই পরা বিদ্যার আলোকেই তত্ত্ব বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই পরা বিদ্যার প্রয়োজন।

এক অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ

একই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব সাধকের অধিকার ও ভাব-অনুরূপ ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন; যথা,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/২/১১)

ইহার অর্থ—তত্ত্ববিদ্‌গণ এক অদ্বয়-জ্ঞানকে 'তত্ত্ব' বলিয়া থাকেন। এই অদ্বয় বা অখণ্ড জ্ঞানতত্ত্ব নির্বিশেষ সত্তামাত্ররূপে প্রকাশ পাইলে, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন; অন্তর্যামিরূপে প্রকাশ পাইলে, যোগিগণ তাঁহাকে 'পরমাত্মা' রূপে নির্দেশ করেন; আর সর্বশক্তি-সমন্বিত সচ্চিদানন্দঘন শ্রীমূর্তিরূপে প্রকাশ পাইলে, ভক্তগণ তাঁহাকে 'শ্রীভগবৎ স্বরূপে' প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

অপরোক্ষ জ্ঞানের ফলস্বরূপ যে তত্ত্বসাক্ষাৎকার, তাহা প্রধানতঃ দ্বিবিধ। যথা—(১) নির্বিশেষ বা নির্বিকল্প সাক্ষাৎকার, এবং (২) সবিশেষ বা সবিকল্প সাক্ষাৎকার। নির্বিশেষ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের অপর নাম ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার; ইহা জ্ঞান-যোগীর অধিকার-সীমা। সবিশেষ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার পুনরায় আংশিক ও পূর্ণভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে (১) পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হইতেছে আংশিক তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার; ইহা অষ্টাঙ্গ-যোগীর অধিকার-সীমা, এবং (২) শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইতেছে পূর্ণ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার,—ইহার অধিকার কেবল ভক্তি-যোগীর বা ভক্তেরই; —"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (শ্রীভাঃ ১১/১৪/২০)

স্বপ্রকাশ শুদ্ধাভক্তি বা ভাগবতধর্মই সমস্ত বেদবল্লীর মুখ্যফল

ভক্তিও জ্ঞান-বিশেষ। ("ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি"—সিদ্ধান্তরত্নম্ ১/৩২), ইহা কর্মযোগীর, জ্ঞানযোগীর বা অষ্টাঙ্গযোগীর জ্ঞান হইতেও বিশেষ জ্ঞান; এবং কর্ম জ্ঞান ও যোগাদি দ্বারা আবৃত বা সংপৃষ্টও নহে,—ইহা বিশুদ্ধা এবং স্বরূপসিদ্ধা, কেবলা বা অনন্যা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধা। এই জ্ঞানবিশেষ বা শুদ্ধা ভক্তির, নিষ্কাম কর্মাদিও হেতু নহে। ইহা একমাত্র যদৃচ্ছালব্ধ বা অহৈতুক ভক্ত-মহৎসঙ্গ ও কৃপাদি হইতে জীব-হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। আমরা নিম্নোদ্ধৃত বেদের বিভাগটি স্থিরভাবে পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিব,—ভক্তিই সমস্ত নিগম-কল্পতরুর শেষ ফল,—ভক্তিই সমস্ত বেদবাণীর বিশ্রাম স্থল, অতএব—**ভক্তিই সর্বজীবের মুখ্য-প্রয়োজন।**

(১) ভুক্তিচ্ছামূলক হিংসাযুক্ত সকাম কর্ম—তামসিক অধিকারীর জন্য।

(২) মুক্তীচ্ছামূলক হিংসারহিত সকাম কর্ম—রাজসিক অধিকারীর জন্য।

(৩)মুক্তীচ্ছামূলক নিষ্কাম কর্ম—সাত্ত্বিক অধিকারীর জন্য।

(৪) নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানে, চিত্তের মলিনতা ক্ষয়ে (অর্থাৎ ফল-ভোগাসক্তি ক্ষয়ে) জ্ঞানের অধিকার জন্মে। (গীতা ৩/১৯ দ্রষ্টব্য)

বেদের উক্ত ক্রমনির্দেশ হইতে বুঝিতে পারা যায়, হিংসামূলক, তামসিক সকাম কর্ম হইতে বেদের আরম্ভ এবং শুদ্ধা ভক্তিতেই বেদবাক্যের পর্যবসান।

অধিকারী ভেদে—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক কর্ম এবং তদূর্দ্ধে—ফল-ভোগবাসনা বা বিষয়-বাসনা ক্ষয়কর—নিষ্কাম কর্ম,—

ক্রমরীতিতে বেদের বিভাগ
কর্মকাণ্ড
দেবতা কাণ্ড
জ্ঞানকাণ্ড
নিষ্কামকর্ম
(চিত্তশুদ্ধিকর)
সকাম কর্ম
সগুণ
(আধিকারিক দেবতাসকলের উপাসনা)
নির্গুণ
(প্রাকৃত গুণাতীত পরব্রহ্মের উপাসনা)
পরোক্ষ জ্ঞান
(শাস্ত্রজ্ঞান মাত্র)
অপরাবিদ্যা
অপরোক্ষজ্ঞান
(তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান)
পরাবিদ্যা
নির্বিশেষ বা নির্বিকল্প
সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার
(জ্ঞান—জ্ঞানযোগীর অধিকার।)
সবিশেষ সাক্ষাৎকার
ভুক্তিচ্ছামূলক
মুক্তিচ্ছামূলক
ঐহিক
পারত্রিক
হিংসামূলক
অহিংসামূলক
হিংসামূলক
অহিংসামূলক
(আংশিক)
(পূর্ণ)
পরমাত্মা-সাক্ষাৎকার
(যোগ—অষ্টাঙ্গযোগীর অধিকার।)
শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার
(ভক্তি—ভক্তিযোগীর অধিকার)

তদূর্দ্ধে পরোক্ষ জ্ঞান, তদূর্দ্ধে—অপরোক্ষজ্ঞান ও তৎফলস্বরূপ নির্বিশেষ পরতত্ত্ব বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার, তদূর্দ্ধে—আংশিক সবিশেষ-পরতত্ত্ব বা পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার, বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় বা প্রয়োজন হইলেও, এই সকল বিষয় মুখ্য প্রয়োজন নহে। পূর্ণ সবিশেষ পরতত্ত্ব বা শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার ও উহার হেতুভূতা ভক্তিই বেদের মুখ্য প্রয়োজন;—শ্রীভগবান ও তৎবিষয়া ভক্তি বা এক কথায় শ্রীভাগবত-ধর্মই সমস্ত বেদবাণীর বিশ্রামস্থল। **শ্রীভাগবত ধর্মই পরম ধর্ম;** যাহার অধিক বা সমান অপর কিছুই নাই।

যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—দরিদ্র ভিক্ষা করে কেন?—অর্থের জন্য। অর্থের কি প্রয়োজন?—অন্নের সংস্থানের জন্য। অন্নের কি প্রয়োজন?—ক্ষুধাশান্তি। ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজন কি?—সুখপ্রাপ্তি। সুখ-প্রাপ্তির কি প্রয়োজন?

সুখপ্রাপ্তির অন্য প্রয়োজন নাই; ইহা অন্য কোন প্রয়োজনের অধীন নহে; সুখপ্রাপ্তিই সুখপ্রাপ্তির প্রয়োজন। দরিদ্রের পক্ষে সুখ প্রাপ্তিই মুখ্য প্রয়োজন; ভিক্ষা, অর্থোপার্জন, অন্ন-সংস্থান ও ভোজনাদি প্রয়োজন হইলেও সে সমস্তই গৌণ প্রয়োজন—একমাত্র সুখপ্রাপ্তির অনুরোধেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে মাত্র, নচেৎ ভক্ষ্যাদির কোনও প্রয়োজন বা সার্থকতা ছিল না; উহা মুখ্য প্রয়োজনের অধীন মাত্র; সুতরাং মুখ্য প্রয়োজন যাহা, তাহাই সাধ্য বস্তু। বেদাদি শাস্ত্রের উদ্দেশ্যও ঠিক তাহাই—

১। হিংসাযুক্ত ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম,
২। হিংসাশূন্য ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম,
৩। মুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম,
৪। নিষ্কাম কর্ম,
৫। পরোক্ষ জ্ঞান,
৬। অপরোক্ষ জ্ঞান,
৭। নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার,

৮। আংশিক সবিশেষ পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার

৯। সবিশেষ ও পরিপূর্ণ শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার,—

এতগুলি প্রয়োজন পরিদৃষ্ট হইলেও, ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের যাহা একমাত্র কারণ, সেই ভক্তিই বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন বা পরম সাধ্যবস্তু এবং অপর সমস্তই গৌণ প্রয়োজন, সুতরাং মুখ্য প্রয়োজন ভক্তিরই অধীন; অধিক কথা কি,—সর্বাধীশ শ্রীভগবানও ভক্তির অধীন হইয়া থাকেন।—"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।" (শ্রীভাঃ ৯/৫/৬৩) ভক্তি নিগমকল্পতরুর শেষ ফল, তাই সর্বাপেক্ষা সুদুর্লভ সম্পদ। ভক্তির এই সুদুর্লভতাও উহার সর্বশ্রেষ্ঠতার একটি বিশেষ প্রমাণ।

শুদ্ধা ভক্তির সুদুর্লভতা।

যে বস্তু যত সুলভ, তাহার অধিকারীও তত অধিক এবং যাহা যত দুর্লভ, তাহার অধিকারী তত অল্প হওয়াই স্বাভাবিক। ভক্তি সর্বাপেক্ষা দুর্লভ বস্তু বলিয়াই ইহার অধিকারী সংখ্যাও তদ্রূপ অল্প। সেই অনুপাতে সকাম কর্মী অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মীর সংখ্যা অল্প; তদপেক্ষা জ্ঞানী ও তদপেক্ষা যোগীর সংখ্যা অল্প এবং ভক্তের সংখ্যা তদপেক্ষা আরও অল্প। সুতরাং ভক্তিই হইতেছেন—পরম সুদুর্লভা। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষ্বপি মহামুনে ॥

(শ্রীভা ৬/১৪/৫)

ইহার অর্থ,—হে মহামুনে! যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাদৃশ কোটিসিদ্ধের মধ্যে একজনও হরিভক্ত প্রশান্তচেতা সুদুর্লভ।

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

বেদনিষ্ঠ মধ্যে অৰ্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম নাহি গণে ॥
ধর্মচারী মধ্যে বহুত কর্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥

(শ্রীচৈঃ মধ্য ১৯)

সুতরাং একমাত্র ভক্তিই জীবের মুখ্য প্রয়োজন ও তন্নিবন্ধন ভাগবত-ধর্মই বেদাদি শাস্ত্রে মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, শুদ্ধা ভক্তির সুদুর্লভতা ও স্বপ্রকাশতা নিবন্ধন সকলের পক্ষে তাহাতে 'অধিকার' বা 'শ্রদ্ধা' লাভ করিবার সৌভাগ্য হয় না, যেহেতু ভাগবতী শ্রদ্ধাও নির্গুণা ও স্বপ্রকাশ বস্তু।[১] ভক্তি বা ভাগবত-ধর্মের অনুষ্ঠানে একমাত্র তজ্জাতীয়া ভাগবতী শ্রদ্ধা লাভ করাই তদ্বিষয়ে 'অধিকার';—"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।" (শ্রীচৈঃ ২/২২/৩৮)—তদ্ভিন্ন ভক্তির অনুশীলনে বা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের পথে অপর কোনও অধিকার অর্থাৎ দেশ, কাল, পাত্রাদি বিচার নাই।

শ্রীহরিভজনের সর্বাত্মকতা, সার্বজনীনতা ও সার্বত্রিকতা সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে ঘোষিত হইয়াছে; যথা,—(২/২/৩৬)

তস্মাৎসর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥

১। সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াত্ত নির্গুণাঃ ॥ (ভা ১১/২৫/২৭)

ইহার অর্থ,—হে রাজন! (শ্রীহরি সর্বভূতের অন্তর্যামী প্রিয়তম পরমাত্মা বলিয়া) এই হেতু শ্রীহরিই সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বাবস্থায় সকল মনুষ্যের পক্ষে শ্রবণীয়, কীর্তনীয়, স্মরণীয়। চ-কার প্রয়োগে ধ্যেয়, পূজ্য, সংসেব্য প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে।

কোন অনির্দিষ্ট মহাভাগ্যোদয়ে যিনি ভক্তির মুখ্য প্রয়োজনীয়তা, উপাদেয়তা ও সর্বশ্রেষ্ঠতা বুঝিয়া, ভক্তি বা ভগবৎ সম্বন্ধীয়া শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিয়াছেন, জানিতে হইবে, ইহা যদৃচ্ছালব্ধ ভক্ত-মহৎ-সঙ্গাদি জন্যই তাঁহার ভক্তি সেবনের এই অধিকার জন্মিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহার অপর কোনও হেতু নাই। অহৈতুকী মহৎ-কৃপাদি-সাপেক্ষ ভক্তি বা ভাগবতধর্মের অনুশীলনপ্রবৃত্তি অপেক্ষা, এইজন্য কর্মাদিসাপেক্ষ ও দেহীদিগের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধানুকূল 'ভুক্তি' ও 'মুক্তি'-ধর্মের অনুষ্ঠান-প্রবৃত্তি, জীব-সাধারণের পক্ষে সাহজিক হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত—তন্ত্রোক্তি।)

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য এই যে,—নিষ্কাম কর্মাদির অনুষ্ঠানে চিত্তে নির্বেদ অর্থাৎ ভুক্তিচ্ছায় বিরক্তি হইলে, অভেদ ব্রহ্ম-চিন্তাদিরূপ জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বারা 'মুক্তি' সুলভ হইয়া থাকে ; কিম্বা সকাম কর্মোক্ত যজ্ঞাদি পুণ্যের অনুষ্ঠান দ্বারা, ইহলোকে সুখ-সম্পদ ও পরলোকে স্বর্গাদিভোগ বা 'ভুক্তি' সুলভ হইয়া থাকে; কিন্তু এই হরিভক্তি তদ্রূপ সহস্র সাধন দ্বারাও সুদুর্লভ। যেহেতু ইহা একমাত্র যদৃচ্ছালভ্য—অহৈতুক মহৎসঙ্গাদি হইতে সঞ্জাত নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধা সাপেক্ষ।[১]

১। অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধী।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম ॥ (শ্রীভাঃ ২/৩/১০)

অতএব অহৈতুক মহৎসঙ্গাদি দ্বারা যে-পর্যন্ত জীবের অন্তরে ভাগবতীশ্রদ্ধার উদয়ে,—পরম আদর-বুদ্ধির সহিত—সর্বোত্তম-বোধে ভক্তির অনুশীলন-প্রবৃত্তি না জন্মে, সে-পর্যন্তই বেদাদি শাস্ত্র সকলকে বাধ্য হইয়াই অন্ততঃ জীবের গৌণ প্রয়োজন সাধনের জন্যও সচেষ্ট হইতে হইয়াছে। এই নিমিত্ত জীবের অধোগতি-নিরোধক ও ক্রমোন্নতি-প্রাপক 'ভুক্তি' বা কর্মের পথ এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ নিবৃত্তি করাইয়া, বিষয়ভোগে বা ভুক্তিচ্ছায় নির্বেদ উপস্থিত হইলে, তদপেক্ষাও উন্নততর 'মুক্তি' বা জ্ঞানের পথে জীব সকলকে পরিচালিত করিবার জন্য বেদাদি শাস্ত্রের প্রয়াস দেখা যায়। এই হেতু শাস্ত্র-সকলকে জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধানুরূপ তামসিক কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মুক্তি পর্যন্ত উপদেশ করিতে হইয়াছে। শ্রীভগবান্ নিজেও উক্ত ব্যবস্থারই পোষকরূপে শ্রীমদুদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া এই কথাই জীবকে উপদেশ করিয়াছেন। যথা,— (ভাঃ ১১/২০/৯)

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা ।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

ইহার অর্থ,—যে পর্যন্ত কোন বিশেষ ভাগ্যে (অহৈতুক মহৎসঙ্গাদি দ্বারা) আমার কথা (শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলা কথা) শ্রবণাদিতে

শ্রদ্ধার (নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধার) উদয় না হয়, কিম্বা (মুক্তি প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ) নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ভুক্তীচ্ছার বিরতিরূপ নির্বেদ উপস্থিত না হয়, সে-পর্যন্ত (স্বাভাবিকী শ্রদ্ধানুরূপ যথাক্রমে) বেদবিহিত কর্ম করিতে থাক।

অর্থ,—সুখবাসনাশূণ্য একান্তভক্ত, কিম্বা সর্বকামনাযুক্ত-কর্মী, অথবা মোক্ষকামনাপর-জ্ঞানী,—যিনিই হউন, তিনি যদি (মহৎসঙ্গাদি প্রভাবে) উদারবুদ্ধি (অর্থাৎ সর্বোত্তমা ভাগবতী-শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েন) তাহা হইলে ঐকান্তিক ভক্তির সহিত পরম পুরুষ শ্রীভগবান্‌কেই ভজনা করিবেন।

(এই শ্লোকে তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা হইলেই সকলেই যে ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে।) গীতা ৯/৩০-৩২ দ্রষ্টব্য।

তাহা হইলে বুঝিলাম ভক্তি বা ভাগবতধর্মই বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য হইলেও, নির্গুণা ও স্বপ্রকাশ ভাগবতী শ্রদ্ধার সুদুর্লভতার জন্যই, কর্মাদি ব্যবস্থাক্রমে সংসার-কূপ-মণ্ডুক জীবকে 'ভুক্তি' হইতে ক্রমশঃ 'মুক্তি'সমুদ্র পর্যন্ত প্রাপ্ত করাইবার যে চেষ্টা,—ইহা শাস্ত্র-সকলের গৌণ অভিপ্রায় মাত্র। কূপ-মণ্ডুক (কুয়ার ব্যাঙ) যেমন মনে করে,—কূপের আয়তনকেই জগতের সীমা, তাহার অধিকার নাই—জগতের যথার্থ আয়তন অনুভব করা। জগতের যথার্থ আয়তন অনুভব করাইতে হইলে, তাহাকে যেমন ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জলাশয়ে স্থাপন করিয়া পরিশেষে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে হয়,—নিম্নতম তামসিক অধিকারীকে ভুক্তির পথে ক্রমশঃ রাজসিক হইতে সাত্ত্বিক অধিকারে উন্নমিত করাইয়া, কিম্বা নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানে জ্ঞানের অধিকার দ্বারা 'মুক্তি' সমুদ্রে স্থাপন করাইবার জন্য শাস্ত্রসকলের সেইরূপ গৌণ প্রয়াস।[১]

এবম্বিধ মুক্তি মহার্ণবও যে শুদ্ধা ভক্তির উদয়ে গোষ্পদ-জলতুল্য[২] তুচ্ছ বোধ হয়,—সেই ভক্তিই হইতেছে সর্বজীবের মুখ্য প্রয়োজন ও সর্ব-শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ অনুভূতি কেবল শুদ্ধাভক্তি দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে।

জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগাদি সাধন দ্বারা পরতত্ত্ব বস্তুর নির্বিশেষ বা আংশিক সাক্ষাৎকার ঘটিতে পারিলেও, কেবল শুদ্ধা ভক্তি দ্বারাই যে পরিপূর্ণ সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়,—এ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য যথা,—

১। "বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া—" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। (ভাঃ ৭/১১/৩২)

২। ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহলাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥ (হরিভক্তিসুধোদয়। ১৪/৩৬)

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি—হে জগদ্‌গুরো! তোমার সাক্ষাৎকার-জনিত যে বিশুদ্ধানন্দার্ণবে আমি অবস্থিত রহিয়াছি, তাহার তুলনায় নির্বিশেষ ব্রাহ্মানন্দও আমার নিকট এখন গোষ্পদ-জলের ন্যায় অত্যল্পই বোধ হইতেছে।

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ ॥

(শ্রীভাঃ ৩/৩২/৩৩)

ইহার অর্থ,—বহুগুণাশ্রয় এক ক্ষীরাদি দ্রব্য যেমন চক্ষু ইত্যাদি পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় দ্বারা বিভিন্নরূপে পরিগৃহীত হয়, সেইরূপ একই ভগবান্ উপাসনা-ভেদে নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে ভক্তির প্রাধান্য ও পূর্ণতা গূঢ়ভাবে প্রতিপাদিত হইলেও, স্থূলদৃষ্টিতে সকল উপাসনার সমতা-বিষয়ক উক্তি বলিয়াই ভ্রম হইবার সম্ভাবনা; পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিকৃত নিম্নোদ্ধৃত কারিকা হইতে উক্ত শ্লোকার্থ যথার্থরূপে বুঝিতে পারা যায়; যথা,—

তত্তৎ শ্রীভগবত্যেব স্বরূপং ভূরি বিদ্যতে ।
উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে ॥
যথা রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা ।
ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জ্ঞায়তে বহুধেন্দ্রিয়ৈঃ ॥
দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা ।
উপাসনাভির্বহুধা স একোঽপি প্রতীয়তে ॥
জিহ্বয়ৈব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্য্যং তস্য নাপরৈঃ ।
যথা চ চক্ষুরাদীনি গৃহ্ণন্ত্যর্থং নিজং নিজম্ ॥
তথাঽন্যা বাহ্যকরণস্থানীয়োপাসনাঽখিলা ।
ভক্তিস্তু চেতঃস্থানীয়া তত্তৎ সর্বার্থলাভতঃ ॥

(লঘুভা° ১/৪৭৭)

ইহার অর্থ,—এক ভগবানে বহুবিধ স্বরূপের বিদ্যমানতা থাকিলেও উপাসনানুসারে সেই সেই উপাসকে তদুপযোগী স্বরূপেরই প্রকাশ হইয়া থাকেন।

যেমন রূপ-রসাদি বহুবিধ গুণের আশ্রয় এক দুগ্ধাদি দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীত হয়: অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা শুক্ল, রসনা দ্বারা মধুর ইত্যাদি অনুভূত হয়, সেইরূপ একই ভগবান্ উপাসনাভেদে বহুধা প্রতীত হইয়া থাকেন। যেমন দুগ্ধাদির মধুরতা কেবল রসনাই গ্রহণ করিতে সমর্থ, অপর ইন্দ্রিয় নহে; আর যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপ রসাদির মধ্যে নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ, কিন্তু চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বহিরিন্দ্রিয়-স্থানীয় অন্যান্য উপাসনাবর্গ কেবল স্বস্বোপযোগী সেই সেই স্বরূপই গ্রহণ করিতে সমর্থ,—চিত্ত স্থানীয়া ভক্তি কিন্তু তত্তদুপাসনার বিষয় সমস্ত স্বরূপই গ্রহণ করিতে পারেন।

তাই ভক্তিরই সর্বশ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নারদ-ভক্তিসূত্রকার বলিয়াছেন—

"ওঁ সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।"

(নারদ-ভক্তিসূত্র—২৫)

ইহার অর্থ,—সেই ভক্তি, কর্ম-জ্ঞান ও যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠতরা।

ভক্তি বা মুখ্য-প্রয়োজন বিষয়ে শ্রদ্ধার অভাব স্থলেই গৌণ-প্রয়োজনের ব্যবস্থা

ভক্তি, সাধন জগতের মহারাণী-স্বরূপা হইলেও, তদনধিকারীর পক্ষে নিজ অধিকারানুরূপ সাধনাশ্রয় গ্রহণ করাই সর্বদা যুক্তিসঙ্গত। ভক্তি বা ভাগবতধর্মে শ্রদ্ধালু হওয়া বা না হওয়াই কেবল তদ্বিষয়ে অধিকার বা অনধিকার লক্ষণ; এতদ্ভিন্ন ভক্তির অনুশীলনে অপর কোন অধিকার-বিচার নাই। 'মৃতসঞ্জীবনী' সর্বরোগহারিণী ও জীবনদায়িনী হইলেও, যাঁহারা তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হইবার সৌভাগ্যলাভ করেন নাই, তাঁহাদিগের

পক্ষেই—যাঁহার যেরূপ ব্যাধি, তদুপযুক্ত ঔষধ ব্যতীত অপর ঔষধ যেমন উপযোগী হয় না, সেইরূপ যাঁহার যেমন 'শ্রদ্ধা' তদনুরূপ ধর্মই তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত ও রুচিকর হইয়া থাকে। স্বভাবানুরূপ স্বধর্মের অনুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ শুদ্ধচিত্ত হইলে, তদুপরিতন ধর্মাচরণে ক্রমশঃ অধিকার জন্মে। তখন তাঁহার নিকট সেই ধর্মের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হয় এবং তদনুষ্ঠানও রুচিকর হইয়া থাকে। ভক্তি স্বতন্ত্রা ও সর্বশ্রেষ্ঠা; ভক্তির অধিক বা সমান কোন সাধনাই নাই,—যেহেতু সকলেই ভক্তির অধীন,—ভক্তির অনুগত। সুতরাং যে-কোনও ব্যক্তি, যে-কোনও অবস্থায় ভক্তি-মহারাণীর শরণ লইতে পারিলেই, যাহা সাধনার চরম ফল,—যাহা বেদ-নির্দিষ্ট মুখ্য প্রয়োজন, তাহা লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। —অন্যান্য সাধনার সমস্ত ফলই ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলরূপেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

যৎ কর্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥

(শ্রীভাঃ ১১/২০/৩২-৩৩)

ইহার অর্থ,—কর্মদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, জ্ঞান ওবৈরাগ্যদ্বারা, যোগদ্বারা, দানধর্মদ্বারা কিম্বা অন্য তীর্থ-ব্রতাদিদ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়,—যদিও আমার ভক্তের অন্য কোন বাঞ্ছা থাকে না, তথাপি যদি ভজনপুষ্টির নিমিত্ত কখনও স্বর্গ, মোক্ষ বা তদতিরিক্ত বৈকুণ্ঠলোক প্রভৃতি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে মদ্ভক্তিযোগ দ্বারা ভক্ত সে-সকল অনায়াসেই প্রাপ্ত হইতে পারে।

কিন্তু ভক্তির যথার্থ মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধালু হইয়া

একমাত্র তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা,—কোনও এক অনির্বচনীয় ভাগ্যসাপেক্ষ—সে-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

মুখ্য-প্রয়োজনের আনুগত্যেই, অধিকার বা শ্রদ্ধানুরূপ স্বধর্মের অনুষ্ঠান করাই বেদাদিশাস্ত্র-বিহিত।

অধিকারী না হইয়া শ্রেষ্ঠতর ধর্মের অনুষ্ঠান অনিষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে। সেইজন্য পূর্বোক্ত ক্রমরীতিই বেদ-গ্রাহ্য; কিন্তু যুগপৎ গ্রহণযোগ্য নহে। অধিকারী হইলেও বুঝিতে হইবে, মানবের প্রবল ভোগতৃষ্ণার অবস্থায়—সকাম-কর্ম-প্রতিপাদক বেদ, বিষয়ভোগ-সুখের ক্ষয়িষ্ণুতা ও স্বল্পতা দর্শনে ক্রমশঃ তাহাতে বিতৃষ্ণা জন্মিলে—নিষ্কাম-কর্ম-প্রতিপাদক বেদ, তদনুষ্ঠানে চিত্তের পরিশুদ্ধিতে—জ্ঞান-প্রতিপাদক-বেদ; কিম্বা যে-কোন অবস্থায়, যদৃচ্ছালব্ধ মহৎকৃপাদিলাভ দ্বারা মোক্ষেচ্ছারও বিনিবৃত্তিতে—জ্ঞান-বিশেষ বা ভক্তি-প্রতিপাদক বেদ; অধিকার অনুসারে এইরূপ ক্রমান্বয়ে উপদিষ্ট বেদ গ্রহণীয়, অনধিকার-চর্চা সর্বথা পরিত্যজ্য। ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধাহীন নিম্নাধিকারীর পক্ষে স্বধর্মানুষ্ঠানই তাহার ক্রমোন্নতির কারণ হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ংই গীতায় বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥

(গীতা ৩/৩৫)

ইহার অর্থ,—উৎকৃষ্ট পরধর্মাপেক্ষা অপকৃষ্ট নিজ অধিকার বা শ্রদ্ধানুরূপ ধর্মের অনুষ্ঠানই আপাততঃ শ্রেয়স্কর। স্বধর্মানুষ্ঠানে নিধনপ্রাপ্ত হওয়াও বরং শ্রেয়ঃ, তথাপি (শ্রদ্ধাহীন) পরধর্মের অনুষ্ঠান ভয়াবহ বলিয়াই জানিবে।

মুখ্য-প্রয়োজনকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করিয়া কোন সাধনা দ্বারাই কোনও মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই।

অধিকারানুসারে ধর্ম আচরণীয় হইলেও মুখ্য প্রয়োজনকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিয়া,—ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া কোন সাধনাই ফল-প্রদানে সমর্থ নহেন। অধিকারীর পক্ষে সেই সেই সাধন তৎকালে উপযোগী ও উপাদেয় বলিয়া মনে হইলেও এবং উহা তৎকালে তাঁহার প্রয়োজন হইলেও, উহা গৌণ প্রয়োজন মুখ্য প্রয়োজন সর্বদা মুখ্যরূপেই অবস্থান করিবে। তবে যে, বেদাদি শাস্ত্র কোন কোন স্থলে সকাম কর্মাদিকে মুখ্য প্রয়োজনের ন্যায় নির্দেশ করিয়াছেন, সে কেবল জননী যেমন বালককে আরোগ্যের কারণ-স্বরূপ ঔষধ সেবন করাইবার জন্য প্রথমে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নাদির দ্বারা প্রলুব্ধ করেন—সেইরূপই জানিতে হইবে।[১]

ফলতঃ বেদ-বিহিত সকাম কর্মাদিও পরম্পরা-সম্বন্ধে ভক্তিকেই নির্দেশ-পূর্বক, একমাত্র সেই ভক্তি-গ্রাহ্য শ্রীভগবানেরই জয়বার্তা ঘোষণা করিয়াছেন। "সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তীত্যাদি" (কঠোপ ১/২/১৫) অর্থাৎ সকল বেদ যে পূজনীয়কে কীর্তন করিয়া থাকেন, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। ভক্তির আসন সর্বদা সর্বোপরি বিরাজিত। ভক্তির সম্বন্ধ বর্জন করিয়া ভবরোগ মুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। রাজাকে অবজ্ঞাপূর্বক রাজকর্মচারিগণের শরণাপন্ন হইয়া কেহ যেমন কোনও সুফল প্রাপ্তির আশা করিতে পারে না। কিন্তু রাজদ্বেষী না হইলে রাজকর্মচারিগণ তাঁহাদের সেবককে নিজ নিজ সামর্থ অনুরূপ, পুরস্কারাদি প্রদান করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ মহারাণী-স্বরূপিণী ভক্তির অবজ্ঞাকারী ব্যক্তি, ভক্তির অধীন অপর সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, সে সকল সাধনা সাধককে সাধনানুরূপ পুরস্কার প্রদানে সমর্থ হয়েন

১। "ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং—" (ভাঃ ১১/২২/২০)

না, বরং তিরস্কার-স্বরূপ বিপরীত ফলই প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তির অনুগত হইয়া, সাধকের অধিকার মত, ভক্তির অধীন যে কোনও সাধনা—তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে অবশ্যই যে তদনুরূপ সুফল লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আবার যে সাক্ষাৎ-রাজভক্ত বা রাজার সেবক, তাহার পুরস্কারাদি যেমন স্বয়ং রাজকর্তৃকই প্রদত্ত হইয়া থাকে,—রাজকর্মচারিদিগের কোনও অপেক্ষা করে না, সেইরূপ সাক্ষাৎ ভক্তিরাণীর সেবক যাঁহারা, তাঁহাদের পুরস্কার-লাভার্থে অপর সাধনার কোনই অপেক্ষা নাই। ভক্তিরাণী ভক্তকে শ্রীভগবৎসেবারূপ শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন,—যাহার নিকট সালোক্যাদি মুক্তিও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে। শাস্ত্র বাক্য যথা,—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

(শ্রীভাঃ ৩/২৯/১৩)

ইহার অর্থ,—কপিলদেব জননীকে কহিলেন, হে মাতঃ! আমার ভক্তগণ কেবল আমার সেবা ভিন্ন আমার সহিত এক লোকে বাস, আমার সমান ঐশ্বর্য, আমার সমীপে অবস্থান, আমার সমান রূপ, আমার সঙ্গে সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিতে যাইলেও উহা গ্রহণ করেন না।

সুতরাং স্পষ্টরূপে জানিতে হইবে, অধিকারানুরূপ কর্ম, জ্ঞান, যোগ, যে-কোনও সাধনার অনুষ্ঠান দ্বারা জীবের যথোপযুক্ত মঙ্গললাভ হইতে পারে,—যদি তাহা কোনরূপে ভক্তিকে অবজ্ঞাপূর্বক অনুষ্ঠিত না হয়।

উক্ত উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত শাস্ত্রবাক্য পরিকীর্তিত হইয়াছেন। তাই দেখিতে পাই, কর্মকাণ্ডে যজ্ঞাদির প্রাধান্য পরিলক্ষিত

হইলেও সমস্ত যজ্ঞাদির সহিত যজ্ঞেশ্বর হরিই জয়যুক্ত হইতেছেন। তাই ব্রত শ্রদ্ধাদি নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠান মন্ত্রাদির সহিত ভক্তির প্রধান অঙ্গস্বরূপ শ্রীভগবন্নাম সর্বত্র জয়যুক্ত। শাস্ত্রবাক্য যথা,—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হ-বস্তুতঃ।
সর্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নাম-সংকীর্ত্তনং তব ॥

(শ্রীভাঃ ৮/২৩/১৬)

ইহার অর্থ,—মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রমবিপর্যয়াদি দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও দক্ষিণাদিদ্বারা যে-সকল দোষ ঘটে, শ্রীভগবন্নাম-কীর্তনে তাহা নির্দোষ হইয়া থাকে।

ভক্তি-সম্বন্ধ-বর্জিত কর্ম-জ্ঞানাদির অনাদর।

বর্ণাশ্রমাচাররূপ স্বধর্ম বা কর্মকাণ্ডোক্ত ধর্মসকল যদি ভক্তি-সম্বন্ধ বর্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে উহা অধর্মেরই ন্যায় অধঃ পাতিত করিয়া থাকে; শাস্ত্রবাক্য যথা—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১১/৫/২-৩)

ইহার অর্থ,—"বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে সত্ত্বাদি গুণ-তারতম্যে পৃথক্ পৃথক্ চারি বর্ণের ও আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। যিনি উক্ত বর্ণাশ্রম সকলের সাক্ষাৎজনক-স্বরূপ সেই ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষকে ভজন করেন না,—সুতরাং যিনি সেই পুরুষকে অবজ্ঞাই করেন, তিনি কর্ম লব্ধ অধিকার হইতে চ্যুত ও অধঃপতিত হন।"

সুতরাং সকল বর্ণ ও আশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠানে, ভক্তি সম্বন্ধের সংযোগ একান্ত অপরিহার্য।

জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধেও সেই একই কথা। যে জ্ঞান ভক্তিসম্বন্ধবর্জিত, তাহা মঙ্গলের পরিবর্তে প্রবল অনর্থেরই কারণ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি নিজেই বলিয়াছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥

(ঈশ ৯)

ইহার অর্থ,—যাহারা কেবল অবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তিবর্জিত কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা ঘোর তামস লোক প্রাপ্ত হয়; আর যাহারা কেবল বিদ্যা অর্থাৎ ভক্তিবর্জিত জ্ঞানে রত, তাহারা তদপেক্ষা ঘোরতর তামস লোকে গমন করিয়া থাকে। শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত ব্রহ্মবাক্য; যথা,—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥

(শ্রীভাঃ ১০/১৪/৪)

ইহার অর্থ,—"যাহার প্রসাদে অভ্যুদয় ও অপবর্গ প্রভৃতি সর্ববিধ মঙ্গলই লাভ হইয়া থাকে, 'হে বিভো! তোমার সেই ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানলাভার্থ ক্লেশ স্বীকার করে, তোমার সর্বেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া যাহারা কেবল আত্ম-জ্ঞানলাভার্থ চেষ্টা করে, তাহাদের কিছুই লাভ হয় না, নিজের সত্তামাত্রই অবশিষ্ট থাকে; আর কিছুই সঞ্চয় হয় না, কেবল স্বাভাবিক সত্তাজ্ঞানই থাকে; অতএব স্থূলতুষাবঘাতীর ন্যায় তাহাদের ক্লেশমাত্রই লাভ হয় বলিতে হইবে।"

শাস্ত্রের সারকথা এই যে, মন্ত্রীর মন্ত্র, তপস্বীর তপ, কর্মীর কর্ম, জ্ঞানীর জ্ঞান, যোগীর যোগ, ভক্তিসম্বন্ধ ব্যতিরেকে কখনই সুফল প্রদান করে না। ভক্তিই সাধন-জগতে মহারাণী; ভক্তিই সর্বপ্রধান সাধ্য ও সাধনা। কর্ম, জ্ঞান ও যোগ—সকলেই ভক্তিমুখাপেক্ষী, সুতরাং ইহাদের ফল ভক্তিফলের তুলনায় অতি তুচ্ছ।

"ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক—কর্ম, যোগ, জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥

(শ্রীচৈঃ মঃ ২২)

ভক্তিই সকল সাধনা ও সকল সিদ্ধির জীবন-স্বরূপিণী। প্রাণহীন দেহ যেমন বর্জনীয় হয়, ভক্তিসম্বন্ধরহিত সাধনা, সেইরূপ সর্বদা পরিত্যজ্য। শাস্ত্রবাক্য যথা,—

জীবন্তি জন্তবঃ সর্বে যথা মাতরমাশ্রিতাঃ।
তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্বা জীবন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১/৫৬৯ ধৃত বৃহন্নারদীয় বাক্য)

ইহার অর্থ,—জীবগণ যেমন জননীকে অবলম্বন করিয়া জীবনধারণে সমর্থ হয়, সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সকল সিদ্ধিই জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

স্বামীর সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, স্বামীর আত্মীয় পুরুষগণের সেবা যেমন কুলস্ত্রীর পক্ষে ব্যভিচারের সমান হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তির সম্বন্ধবর্জিত হইলে, শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত নিখিল কর্মই ব্যভিচারে পরিণত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য, যথা—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
কায়ক্লেশফলং তাসাং স্বৈরিণী ব্যভিচারবৎ ॥

ইহার অর্থ,—বিষ্ণুভক্তিবিহীন হইলে, শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত সমুদয় কর্মই কুলটার ন্যায় ব্যভিচারযুক্তই হইয়া থাকে; অতএব কেবল ক্লেশমাত্রই তদনুষ্ঠানের ফল জানিবে।

সেইরূপে যে শাস্ত্রানুশীলন—যে বিদ্যা, ভক্তিলাভের অনুকূল না হয়, ভক্তির মহিমা উপলব্ধি না করায়, অবশ্যই জানিতে হইবে সে বিদ্যা অতিশয় নিকৃষ্টা। শাস্ত্রবাক্য, যথা—

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
যো ন সর্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০/৩০৩ ধৃত গারুড়বাক্য।)

ইহার অর্থ,—বেদের অন্ত পাইয়াও এবং সকল শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়াও যদি শ্রীহরিতে ভক্তি না জন্মে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়াই জানিবে।

অধিক কথা কি, যে শাস্ত্রে ভক্তি-সম্বন্ধ বর্জিত হইয়াছে, কিম্বা যাহাতে ভক্তির প্রতিকুলতা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা শাস্ত্রপদবাচ্যই হইতে পারে না। ব্রহ্মার ন্যায় কেহও যদি তাহার রচয়িতা হন তথাপি সেই শাস্ত্র অনুশীলনযোগ্য নহে, ইহা শাস্ত্রেরই অনুশাসন; যথা,—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎশাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥

(জৈমিনি ভারতে)

ইহার অর্থ,—শাস্ত্রে বা যে পুরাণাদিতে হরিভক্তি পরিদৃষ্ট না হয়, স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক কীর্তিত হইলেও সেই শাস্ত্র শ্রোতব্য বা বক্তব্য নহে।

ভক্তিই সর্ব-শাস্ত্র বন্দনীয়া ও সর্ব-নিরপেক্ষ সাধন।

ফলকথা, সেই সর্বশক্তি-সমন্বিতা-ভগবৎসাক্ষাৎকারের একমাত্র হেতু ভূতা ভক্তিই বেদাদি সর্বশাস্ত্রের বন্দনীয়া। বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য

ও জীবের পরম পুরুষার্থ—সেই পরম শুদ্ধা ও মহামহিমান্বিতা ভক্তির উদ্দেশ্যেই সমস্ত শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ প্রকীর্তিত হইয়াছে, একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে.—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

(পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড, ৪২ অঃ বৃহৎ সহস্রনামস্তোত্র ৯৭ শ্লোক)

ইহার অর্থ,—সর্বদা শ্রীহরিকেই স্মরণ করিবে, কদাচ তাঁহার কথা ভুলিয়া থাকিবে না; সমস্ত শাস্ত্রের যত বিধি ও নিষেধ, সে সমুদয় উক্ত বিধি-নিষেধদ্বয়েরই অধীন।

এই সমস্ত শাস্ত্র-নির্দেশ হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, সকল নিগমবল্লী-সারফল ভক্তি সেবনে যাঁহার অধিকার অর্থাৎ শ্রদ্ধা জন্মে নাই, ভক্তির অধীন কর্ম-জ্ঞানাদি অপর সাধনসমূহের অনুষ্ঠান, ভক্তির সংযোগেই তাঁহার পক্ষে বিশেষভাবে করণীয়; তদবস্থায় গ্রহণীয় ভক্তিই হইতেছে—'সগুণাভক্তি'। কিন্তু শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী যিনি, তিনি অপর কোনও ধর্মের,—অপর কোনও বিধি-নিষেধের অধীন নহেন। তাই সর্বশাস্ত্রের সার-মর্ম এই যে, হে জীব! যদি শ্রীভগবদ্‌বশীকার হেতুভূতা ভক্তিরাণীর সর্বাভীষ্টপ্রদ অভয় চরণাম্বুজ একান্তভাবে বক্ষে ধরিতে পার, তবে তাঁহার পরিজন-স্বরূপ অপর ধর্ম—অপর সাধনার চরণাশ্রয়ের আর প্রয়োজন কি? কিন্তু যতক্ষণ-পর্যন্ত ভক্তিরাণীর সন্ধান না পাও, ততক্ষণ তাঁহারই কৃপালাভের নিমিত্ত, নিজ অধিকারানুরূপ তদীয় পরিজনগণের চরণসেবায় নিযুক্ত থাক। এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার জন্যই বেদাদি শাস্ত্রের বিভাগ, —এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বেদাদি শাস্ত্রের সমুদয় বিধি ও নিষেধ। সুতরাং কোনও

অনির্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে ভক্তিদেবীর সেবাধিকার যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম, জ্ঞান, যোগ—তাঁহার পক্ষে বর্ণাশ্রমাদি সর্ব-ধর্মানুষ্ঠানই তখন নিষ্প্রয়োজনীয়,—কিন্তু কিছুই অবজ্ঞেয় নহে।

ভক্তি বা ভাগবত-ধর্মই সর্বগুহ্যতম বিদ্যা।

সর্বোপনিষৎ-সার গীতায় করুণাময় শ্রীভগবান্ অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে এই তত্ত্বই উপদেশ করিয়াছেন। ইহাই সমুদয় গীতার সার, যে-হেতু ইহাকেই তাঁহার উপদেশ-সমূহের মধ্যে 'সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরম বাক্য" বলিয়া শ্রীভগবান্ প্রতিজ্ঞাপূর্বক উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

(গীতা ১৮/৬৪-৬৬)

ইহার অর্থ,—"সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য পুনশ্চ শ্রবণ কর। তুমি আমার প্রিয়, আমার বাক্য দৃঢ় বলিয়া নিশ্চয় করিতেছ, অতএব তোমার হিত বলিব। তুমি মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত ও মদর্চন-পরায়ণ হও; আমাকে নমস্কার কর; আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার পূর্ব পূর্ব যে আজ্ঞাকে ধর্ম বলিয়া স্থির করিয়াছ, সেই সকল পরিত্যাগ-পূর্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। আমার এই শেষ আজ্ঞাকেই বলবতী বলিয়া গ্রহণ কর। আমি তোমাকে ঐ সকল ধর্মের ত্যাগ জন্য সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত করিব; তুমি শোক করিও না।"

পূর্ববিধি অপেক্ষা পরবিধি বলবান্—ইহাই মীমাংসা শাস্ত্রের নিয়ম। তাই শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

পূর্ব আজ্ঞা বেদ-ধর্ম, কর্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্ ॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তো শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব কর্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥

(শ্রীচৈঃ ২/২২/৩৬)

একমাত্র ভক্তির উদয়েই সমস্ত বিধি-নিষেধের বন্ধন অতিক্রম করা যায়।

সুতরাং সেই পর্যন্তই বেদোপদিষ্ট ধর্ম-কর্মাদির সার্থকতা, যে পর্যন্ত না ভক্তিদেবীর সেবাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইলে জীব আর বিধি-নিষেধের বাধ্য নহে; যাহার জন্য সকল বিধি ও সকল নিষেধ, তদাশ্রয়ে উপনীত হইলে সে-সমস্ত আপনিই ক্ষীণ হইয়া যায়; একমাত্র ভক্তির অনুষ্ঠানে সকল অনুষ্ঠানই সুসম্পন্ন হয়। ভক্তির অনুষ্ঠাতা যিনি, তিনি শ্রীহরি ভিন্ন আর কাহারও নিকট ঋণী নহেন—আর কাহারও ভৃত্য নহেন, প্রকৃত স্বাধীনতা তাঁহারই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥

(শ্রীভাঃ ১১/৫/৪১)

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্র-বিহিত কর্মাদি পরিহার-পূর্বক সর্বতোভাবে শরণাগত-প্রতিপালক মুকুন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন; তিনি, দেব, ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব ও পিত্রাদির নিকট আর ঋণী নহেন; শ্রীভগবদ্দাস অপর কাহারও ভৃত্য হন না।

উক্ত শাস্ত্রবাক্য সকলের সারমর্ম এই যে, **স্বধর্ম ত্যাগ করিলেই**

লোকে ভক্তির অধিকারী হয় না কিন্তু যদৃচ্ছা-লব্ধ ভক্তির অধিকার জন্মিলে, স্বধর্ম সকল আপনিই ত্যাগ হইয়া যায়। ভক্তির অধিকারী যিনি, তাঁহার অপর কোন কৃত্য না থাকিলেও, কোন কোন স্থলে তাঁহাদের যে কর্মাপেক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়; সে সকল নিম্নাধিকারীদিগের বুদ্ধি চালিত না করিয়া, তাঁহাদিগকে স্বধর্মে নিযুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যেই জানিতে হইবে।[১]

মুখ্য বা পরমধর্ম ভক্তির সংযোগ ও বিয়োগ অনুসারেই সমস্ত ধর্মাধর্মের বিচার।

মোট কথা, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ধর্মাধর্ম যাহা কিছু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সে সকলই একমাত্র ভক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়াই পর্যবসিত। ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যে-সকল ধর্মকর্ম, তাহাকে অধর্মই জানিতে হইবে, আর ভক্তিতে যাহার অধিকার জন্মিয়াছে, তদাচরিত অধর্মও ধর্ম হইয়া থাকে; সুতরাং ভক্তির সর্বোৎকর্ষ ও ভক্তির মুখ্য প্রয়োজনীয়তা বুঝিবার জন্য আর অধিক প্রমাণের কি প্রয়োজন? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ধর্মো ভবত্যধর্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০/৯১ ধৃত স্কন্দ রেবাখণ্ড)

ইহার অর্থ,—হে হরে! তোমার ভক্তকৃত অধর্মও ধর্মের নিমিত্ত হইয়া থাকে; আর তোমার অভক্তকৃত ধর্মাচরণ,—তাহা পাপ বলিয়াই গণনীয় হয়।

১। যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ (গীতা ৩/২১)

অর্থ,—শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, সাধারণ ব্যক্তিরাও তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এবং মহৎ ব্যক্তিসকল যাহা মান্য করেন অন্যরাও তাহারই অনুবর্তী হয়; অতএব তুমি লোকরক্ষার্থ কর্মের অনুষ্ঠান কর।

অধিক কথা কি, হরিভক্তি সম্বন্ধের সংযোগ ও বিয়োগ হইতে জীবের যথাক্রমে দৈব ও অসুর ভাবের নির্ণয় হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্রে বিষ্ণুভক্তি হীন জন স্পষ্টতঃ 'আসুর' রূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছে,—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্ বিপর্য্যয়ঃ ॥

(হরিভঃ ১৫/৩৬৯ ধৃত অগ্নিপুঃ)

ইহার অর্থ,—ইহলোকে দৈব ও আসুর ভেদে জৈবীসৃষ্টি দ্বিবিধ। বিষ্ণুভক্তগণ দৈব; তদ্বিপরীত অর্থাৎ ভক্তিহীন যাহারা, তাহারাই অসুর।[২]

তাই দেখিতে পাই, ভক্তি-সম্বন্ধ বর্জন-পূর্বক, তপস্যা, জ্ঞান ও যোগাদির প্রবল অনুষ্ঠান করিয়াও রাবণ, বাণ, বৃক, পৌণ্ড্রক, কংস, ক্রৌঞ্চ, অন্ধক, প্রভৃতি নৃপতিগণ, নিজ ও জগতের অমঙ্গল-স্বরূপ হইয়াই অসুররূপে গণনীয় হইয়াছেন; আর অন্য পক্ষে, কেবল ভক্তির সম্বন্ধ লাভ করিয়া, শিশু হইয়াও ধ্রুব, বিদ্যাহীন হইয়াও গজেন্দ্র, কুরূপিণী হইয়াও কুব্জা, নির্ধন হইয়াও সুদামা বিপ্র, বংশগৌরব-বর্জিত হইয়াও বিদুর, এবং শৌর্যহীন হইয়াও উগ্রসেন শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া সমস্ত জগতের প্রণম্য ও মঙ্গলস্বরূপ হইয়াছেন। জ্ঞানের অপেক্ষা নাই, যোগের অপেক্ষা নাই,—দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য, পশু, স্থাবর, জঙ্গম,—যে কেহ হউন,—বিদ্যাহীন, ধনহীন, রূপহীন, গুণহীন, সর্বস্ববিহীন হইয়াও যিনি কোন ভাগ্যে কেবল তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধালু হইয়া ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই পূর্ণকাম হইয়াছেন, সর্বাভীষ্ট লাভ করিয়াছেন—জগৎকে ও নিজেকে ধন্য করিয়াছেন। অহো! ভক্তির এতাদৃশই মহিমা। জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুলাদি কোন কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া, নিজ অনুগত-জনকে সর্ব-নিরপেক্ষ ভক্তিরাণী সর্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।

২। গীতা ১৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তাই নারদ তদীয় ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন—ওঁ নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ। (৭২) অর্থাৎ ভক্তের জাতি,বিদ্যা, রূপ, কুল ধন, ও ক্রিয়াদির কোনই অপেক্ষা নাই। ওঁ স তরতি স তরতি স লোকাস্তারয়তীতি ॥ (৫০) অর্থাৎ তিনি যে কেবল নিজেই উদ্ধার হইয়া যান, তাহা নহে, লোকসকলকেও রক্ষা করিয়া থাকেন। ওঁ মদন্তি পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি ॥ (৭১) তখন ভক্তের সৌভাগ্যে পিতৃলোক আনন্দিত হন, দেবলোক নৃত্য করিতে থাকেন, এই বসুন্ধরা নিজেকে সনাথা বলিয়া মনে করেন।

ভারতীয় আর্য ও আচার্যগণ সকলেই ভক্তির শরণার্থী ছিলেন।

তাই শাস্ত্রে দেখিতে পাই, ভারতের সর্বপ্রধান গৌরবের বস্তু,—প্রাচীন আর্য-ঋষিদের মধ্যে এমন কেহই ছিলেন না, যিনি অমলা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে আরম্ভ করিয়া, চতুঃসন, নারদ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, শুক, ব্যাস, বশিষ্ঠ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, কশ্যপ, ভৃগু, লোমহর্ষণ, শৌনক, গর্গ, দাল্‌ভ্য, বৈশম্পায়ন, অঙ্গিরা, পরাশর, পৌলস্ত, মার্কণ্ডেয়, অগস্ত্য প্রভৃতি সকলেই পরম ভাগবত ছিলেন; সকলেই ভক্তির মহিমা প্রচার করিয়াছেন। ভক্তিই ভুবন-মান্য ব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম। শাস্ত্রোক্তি যথা,—

ব্রাহ্মণানাং স্বধর্মশ্চ সন্ততং কৃষ্ণসেবনম্ ।
নিত্যং তে ভুঞ্জতে সন্তস্তন্নৈবেদ্যং পদোদকম্ ॥

(শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে ১/২/৪২)

ইহার অর্থ,—ব্রাহ্মণদিগের স্বধর্ম হইতেছে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণসেবা; সেই সাধুরা প্রত্যহ তাঁহার নৈবেদ্য এবং পাদোদক সেবন করেন।

শিব—পরম বৈষ্ণব—পরম ভক্ত; "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"—(শ্রীভাঃ ১২/১৩/১৬) সুতরাং তিনি ভক্তের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল।

পার্বতী—মহা বৈষ্ণবী; নারায়ণী তাঁহার গৌরবের নাম। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুরূপ কার্যেই সতত নিযুক্তা রহিয়াছেন।[১] সূর্য শ্রীহরিকে হৃদয় মধ্যেই ধরিয়া রাখিয়াছেন,—আদিত্য-মণ্ডলান্তর্গত পুরুষ যিনি তিনিই সেই ভগবান্,— তাঁহারই তেজে সূর্য জ্যোতির্ময় হইয়া জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন।[২] বিঘ্নবিনাশন গণপতি প্রণিপাতকালে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-যুগল নিজ মস্তকের কুম্ভদ্বয়ে স্থাপন পূর্বক ত্রিজগতের বিঘ্ননাশে সমর্থ হয়েন;[৩] সুতরাং তিনিও যে পরম ভক্ত এ-পরিচয় দেওয়াই বাহুল্য।

১। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা, ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা, গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪৪)

অর্থ,—চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপিণী—প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী, মায়াশক্তির অধিষ্ঠাত্রী ভুবনপূজিতা 'দুর্গা',—যাঁহার ইচ্ছানুবর্তিনী হইয়া কার্য করেন,—সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

২। যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ (গীতা ১৫/১২)

অর্থ—সূর্যেযে নিখল ভুবন-উদ্ভাসিত—তেজ, চন্দ্রে ও অনলে যে তেজ উহা আমারই তেজ জানিবে।

৩। যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৫২)

অর্থ,—সর্বলোকচক্ষু সূর্যেরও যিনি চক্ষু অর্থাৎ প্রকাশক,—সকল গ্রহগণের রাজা, দেবমূর্তি, অশেষ তেজোদীপ্ত সূর্য যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

৪। যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভদ্বন্দ্বে প্রণাম-সময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। (ঐ-৫০)

অর্থ,—ত্রিজগতের বিঘ্ননাশনের নিমিত্ত গণপতি, তৎকার্যে শক্তিলাভের জন্য যাঁহার পাদ-পল্লব নিজ মস্তকের কুম্ভযুগলোপরি নিয়ত ধারণ করেন,—সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

জ্ঞানিগুরু ও যোগীশ্বরেরও ভক্তির আনুগত্য।

জ্ঞানি-গুরু আচার্য শঙ্করের বিশ্ববিশ্রুত অদ্বৈতবাদের প্রকৃত মর্ম আমরা যতদূর বুঝি, বা নাই বুঝি কিন্তু জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হইয়াও তিনি যে ভক্তির অনাদর বা উপেক্ষা করেন নাই, সে কথা বুঝিতে আর বাকী থাকে না—যখন দেখি, তিনি গোবিন্দভজনহীন মূঢ়মতিদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া "ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে" (চর্পটপঞ্জরিকা স্তোত্র) বলিয়া কৃষ্ণ ভজনে উপদেশ করিতেছেন। ভক্তির সর্ব প্রধান ভজনাঙ্গ শ্রীভগবন্নামের শরণ ব্যতীত নিজাভীষ্ট অপূর্ণ থাকে ভাবিয়া যিনি শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম স্তোত্রের ভাষ্যকরণোপলক্ষে শ্রীনামাশ্রয়ই করিয়াছেন, কি করিয়া স্বীকার করিব—তিনি ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই? অপরের জন্য তিনি যে মতবাদই প্রচার করুন, পরম বৈষ্ণব শ্রীশম্ভুর অবতার—শ্রীশঙ্কর আচার্যের নিজের পক্ষে যে, ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে,—তৎকৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটি তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ;—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥

অনুবাদ—"জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকিলেও নাথ! আমি জানি, আমি তোমারই অধীন—আমি তোমা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার অধীন নহ,—তুমি আমার নিকট হইতে সঞ্জাত হও নাই। তরঙ্গ ও তরঙ্গময় সমুদ্রে পরস্পর পার্থক্য না থাকিলেও, ইহা সুনিশ্চিত যে, তরঙ্গই সমুদ্রের কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গের নহে।"[১] (ষট্‌পদীস্তোত্র)

অষ্টাঙ্গযোগের মহাগুরু ভগবান্ পতঞ্জলি, যোগিশিরোমণি হইলেও

১। প্রভুপাদ শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কৃত অনুবাদ। তৎসম্পাদিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ৩য় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত।

যে, ভক্তির শরণ লইয়াছেন,—তদীয় যোগশাস্ত্রের নিম্নলিখিত সূত্রসকলই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ; যথা,—

"ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা ॥"[১] এই সূত্রে ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"[২] ও "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।"[৩] এই সূত্রদ্বয়ে ভক্তির প্রধান অঙ্গ যে নামাশ্রয়, তাহাই সূচিত হইয়াছে। "তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।"[৪] এই সূত্রে শ্রীভগবানে কর্মফলার্পণ ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ ভক্তির প্রাধান্যজ্ঞাপক বহু সূত্রে উক্ত যোগশাস্ত্র বিভূষিত; বাহুল্যভয়ে অধিক উদ্ধৃত হইল না। অতএব সেই ভক্তিবশ পুরুষ—শ্রীভগবান্ ও তদীয় সাক্ষাৎকারের হেতুভূতা ভক্তিই যে, বেদাদি নিখিল শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য—ভক্তিই যে শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি সর্বশাস্ত্রের সর্বসার সম্পদ,—ভক্তিই যে সর্বজীবের পরম প্রয়োজন বা পুরুষার্থ-শিরোমণি, তৎপ্রমাণ বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়টির পর আর অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বেদ সকল যাহা হইতে প্রাদুর্ভূত, সেই সর্বাদি-কারণ শ্রীভগবান্ ব্যতীত বেদের যথার্থ অভিপ্রায় অপর কাহারও জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে।

নিঃশ্বাসের ন্যায় অবলীলাক্রমে বেদ যাঁহা হইতে সমুদ্ভূত,[১] বেদের যথার্থ অভিপ্রায় একমাত্র সেই বেদময় পুরুষ—শ্রীভগবান্ ভিন্ন, দেবতা মহর্ষি, বা মনুষ্যাদি যিনিই হউন, অপর কেহই অবগত নহেন। যে-হেতু তিনিই হইতেছেন সকলের আদি কারণ। তাঁহার আদি অপর

১। যোগসূত্র— ১/২৩; ২। ঐ ১/২৭; ৩। ঐ ১/২৮; ৪। ঐ ২/১।

১। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্‌বেদো যজুবেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণ্।"—(বৃহদারণ্যকে ২/৪/১০)

অর্থ,—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি সেই ব্যপক ও পূজ্য পরমেশ্বরের নিশ্বাস-স্বরূপ তাঁহা হইতে অবলীলাক্রমে নিঃসৃত হইয়াছে।

কেহই বা কিছুই নাই,—একথা স্বয়ং শ্রীভগবান্ নিজ শ্রীমুখেই শ্রীগীতায় ঘোষণা করিয়াছেন; যথা,—

> ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
> অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ (১০/২)

ইহার অর্থ,—আমার প্রভাব সুরগণ বা মহর্ষিগণ কেহই অবগত নহেন; যে-হেতু দেবতা ও মহর্ষিগণের উৎপত্তি ও বুদ্ধ্যাদি প্রবর্তন সম্বন্ধে আমিই হইতেছি আদি-কারণ। সুতরাং আমার অনুগ্রহ ব্যতীত আমাকে কেহই জানিতে পারে না,—ইহাই সুচিত হইতেছে। (শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকার তাৎপর্য।)

তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

> ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
> অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্ ॥
> (ব্রহ্মসংহিতা৫/১)

ইহার অর্থ,—সচ্চিদানন্দ-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। সেই শ্রীগোবিন্দই অনাদি সকলেরও আদি এবং কারণ সকলেরও সর্বমূল-কারণ।

অতএব সকলের আদি কারণ যিনি, একমাত্র তিনি ভিন্ন তদীয় নিশ্বাসস্বরূপ বেদ হইতে বেদের প্রকৃষ্ট মর্ম অবগত হওয়া,—দেব, ঋষি, মনুষ্যাদি সকল জীবের পক্ষেই যে, দুঃসাধ্য ব্যাপার, ইহা বুঝিতে পারা কঠিন নহে।

নিশ্বাসধ্বনি হইতে শ্রীমুখের বাণী সুস্পষ্ট হয়; 'গীতা' সেই শ্রীভগবানের সুস্পষ্ট বাণী ও বেদের সংক্ষিপ্ত সারার্থ।

অস্পষ্ট নিশ্বাস-ধ্বনি হইতে সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী যে অবশ্যই

সুস্পষ্ট হইবে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অর্থপুস্তক দেখিয়া যেমন মূল গ্রন্থের দুর্বোধ তাৎপর্য অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ অস্পষ্ট বেদের সুস্পষ্ট ও সারার্থই হইতেছেন—'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,—সেই শ্রীভগবানেরই সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী। এইজন্য গীতার ভাষ্যকারগণের মধ্যে অনেকেই গীতাকে বেদের সারার্থ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। আচার্য শ্রীশঙ্করও বলিয়াছেন,—"তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহেত্যাদি—।" (গীতাভাষ্য সূচনায়)। অর্থাৎ সর্ববেদের সংগৃহীত সারার্থই এই গীতাশাস্ত্র।

বেদের অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ও নিগূঢ় তাৎপর্য সকল উহার সারার্থ-স্বরূপ গীতায় কি ভাবে সুব্যক্ত হইয়াছে, কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার দুই একটি বিষয়মাত্রের নিম্নে দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে।

সমস্ত বেদে সেই শ্রীভগবান্ ও তদনুশীলনরূপা ভক্তিই কীর্তিত হইলেও, অস্পষ্ট বেদধ্বনি হইতে তাহার কিছুই বুঝা যায় না,—উহার সারার্থ ও সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণী-স্বরূপ শ্রীগীতাশাস্ত্রের সহায়তা ভিন্ন।

বেদশির শ্রুতি বলেন,—"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি।" (কাঠকে ১/২/১৫) অর্থাৎ,—সমস্ত বেদ যে পূজনীয়কে কীর্তন করেন। সমস্ত বেদ বলিতে, ত্রিকাণ্ডাত্মক নিখিল বেদকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম, দেবতা ও জ্ঞান,—এই ত্রিকাণ্ডের সর্বত্রই সেই সর্বপূজনীয়ই কীর্তিত হইয়াছেন, ইহাই উক্ত শ্রতিবাক্যের অভিপ্রায়। কিন্তু বেদের কর্মকাণ্ড আলোড়ন করিয়া দেখিলে, সেখানে কেবল স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, ঘৃত, অগ্নি প্রভৃতি যজ্ঞোপকরণ সকলের সহিত যজ্ঞেরই জয়গান ব্যতীত স্থূল দৃষ্টিতে অপর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না; উপাসনা বা দেবতাকাণ্ডে, স্থল বিশেষে বিষ্ণুর পারম্য প্রকাশিত হইয়া পড়িলেও,

ইন্দ্র, সূর্য অগ্নি, অশ্বিনীকুমার, মিত্র, বরুণ, বিশ্বদেব প্রভৃতি বিভিন্নদেবতা সকলের স্তুতিগানেই উহা মুখরিত হইতে দেখা যায়; জ্ঞানকাণ্ডেও অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের জয়ঢক্কা নিনাদিত; অথচ সেই বেদ নিজেই বলিতেছেন,—"সমস্ত বেদ যে পূজনীয়কে কীর্তন করেন।" কীর্তন করেন সত্যই; কিন্তু সেই কীর্তনধ্বনি সমুদ্রের নির্ঘোষধ্বনির ন্যায় নিশ্বাস-স্বরূপ অস্পষ্ট বেদবাণীর কোন্ গহন তলে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, তাহার সন্ধান একমাত্র সেই বেদময়—সর্বাদি, সর্বজ্ঞ, পুরুষের শ্রীমুখের বাণী ভিন্ন অপর কেহই দিতে পারেন না। যিনি কালত্রয়েই বর্তমান থাকিয়া একই সময়ে ত্রিকালের পরিদ্রষ্টা,—সেই তিনি ভিন্ন প্রকৃষ্টরূপে তাঁহাকে আর কে জানিতে পারে?—আর কে-ই বা তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করিতে পারে?[১] বাস্তবিকপক্ষে বেদ যাঁহার নিশ্বাস, ("মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্—" বৃহদা ২/৪/১০) —যিনি সাক্ষাৎ বেদময়পুরুষ, ("—ঋক্ সাম যজুরেব চ।"—গীতা ৯/১৭) যিনি বেদের উৎপত্তিস্থল, ("—তদ্ ব্রহ্মযোনিম্। —শ্বেতাশ্ব ৫/৬) — বেদ সকলের যথার্থ অভিপ্রায় যে একমাত্র তিনিই সম্পূর্ণরূপে জানিবার যোগ্য, ("—বেদবিদেব চাহম্।" —গীতা ১৫/১৫) এ-কথা তদীয় শ্রীমুখের উক্তি সকল হইতেও অবগত হওয়া যায়। যিনি সমস্তই অবগত, অথচ যাঁহাকে কেহই জানে না, ("মাম্ভ বেদ ন কশ্চন।"— গীতা ৭/২৬)—সেই সর্বজ্ঞ-সর্বদর্শী-সর্বাদি কারণ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শ্রীমুখপদ্ম-বিনির্গতা বাণীই যে শ্রীভগবদ্গীতা, পদ্মপুরাণে গীতা মহাত্ম্যেও ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়; যথা—

১। বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাম্ভ বেদ ন কশ্চন ॥ (গীতা ৭/২৬)

অর্থ,—হে অর্জুন। আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই কালত্রয়ের বিষয় বিদিত আছি, কিন্তু আমাকে কেহই জ্ঞাত নহে।

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র-বিস্তারৈঃ ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনির্গতা ॥

ইহার অর্থ,—যাহা স্বয়ং পদ্মনাভ শ্রীহরির মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত, সেই গীতা-শাস্ত্রই সম্যকরূপে কীর্তনাদি করা কর্তব্য; তাহা হইলে আর অপর বহু শাস্ত্রানুশীলনেরই বা কি আবশ্যক।

গীতোক্ত সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বাণী হইতেই বেদ সকলের অস্পষ্ট ও পরোক্ষবাদে আবৃত অভিপ্রায় সকলের যথার্থ উপলব্ধি।

এক দিকে বেদ সকল অস্পষ্ট; তাহার উপর আবার সেই ভগবৎ-প্রেরণা দ্বারাই ঋষিগণ কর্তৃক পরোক্ষবাদের আবরণে আবৃত;[১] সুতরাং এতাদৃশ দুরধিগম্য বেদের যথার্থ অভিপ্রায় বা অর্থের অনুভূতি সাক্ষাৎ বেদ হইতে লাভ করা এক প্রকার অসম্ভবই বলিতে হয়। এখন সেই বেদ সকলের সারার্থ ও বেদময় পুরুষের সাক্ষাৎবাণী স্বরূপ গীতাশাস্ত্র হইতে বেদের উক্ত দুর্বোধ্য বিষয় সকলের সুস্পষ্ট অর্থ আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিব। "সমস্ত বেদ যাঁহাকে কীর্তন করেন"—সেই সর্ববেদ-বন্দিত পুরুষ তিনি কে? তাহা স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়, সেই তাদের সারার্থ গীতোক্তি হইতে। যথা,—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥" (১৫/১৫)

১। বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে ।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্ ॥ (শ্রীভাঃ ১১/২১/৩৫)

অর্থ,—কর্মাদি ত্রিকাণ্ড বেদই ব্রহ্মাত্ম বা পরমেশ্বর বিষয়ক; মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ উহা স্পষ্ট না বলিয়া পরোক্ষভাবে অর্থাৎ আবরণ করিয়া বলেন। যেহেতু উক্ত বিষয়ে পরোক্ষবাদ আমার অভিপ্রেত।

ইহার অর্থ, —সমস্ত বেদের ও তদ্বর্ণিত সমস্ত দেবতারূপের (হে অর্জুন! তোমার সম্মুখবর্তী—সমূর্ত এই যে আমি,) একমাত্র এই আমিই হইতেছি তৎসমুদয়ের বেদ্য। আবার সেই বেদের আমিই কারণ এবং তৎসম্প্রদায় প্রবর্তক—সর্বজ্ঞানদাতা গুরুও আমি। সুতরাং বেদ সকলের যথার্থ অর্থবিদ্‌ও আমিই। (শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকার তাৎপর্য।)

তাহা হইলে এখন বুঝিলাম শ্রুতি পূর্বোক্ত 'যৎপদম্'[১] এই নির্বিশেষ উক্তি দ্বারা যাঁহাকে নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারই সবিশেষ বা সমূর্ত অর্থ হইলেন—শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান্। (যিনি তদীয় শ্রীনাম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্নস্বরূপ। —'অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ'। পাদ্মে)

কর্মকাণ্ডের নিগূঢ় ও যথার্থ অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তি; বাহ্য অর্থ—কর্ম ও যজ্ঞাদি।

ইহা বুঝিলেও, এখনও বুঝিতে বাকী থাকিল যে,—তিনিই যদি সকল বেদের বেদ্য হইলেন, তবে কর্মকাণ্ডে যজ্ঞ, মন্ত্র ও যজ্ঞোপকরণাদির শব্দ ভিন্ন, সেখানে তো অন্য কোন কথাই শ্রুত হয় না; দেবতাকাণ্ডে, ইন্দ্র, সূর্য, অগ্নি ও অশ্বিন্যাদি দেবতা ও তাঁহাদিগের স্তব ও মন্ত্রাদি ভিন্ন সেখানে অপর কিছুইতো পরিদৃষ্ট হয় না; তাহার অর্থ কি বুঝিব আমরা? সেই বেদবিদ্ পুরুষের গীতোক্তিরূপ শ্রীমুখের বাণী হইতেই উক্ত প্রশ্নের সদুত্তর ও সমাধান প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা,—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ (৯/১৬)

ইহার অর্থ,—আমিই ক্রতু, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি ঘৃত, আমিই অগ্নি, আমি হোম প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞীয় উপকরণ আমিই; (কেবল

১। ৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তাহাই নহে) যজ্ঞেরও যথার্থ অর্থ আমিই। (তাৎপর্য এই যে,—উক্ত যজ্ঞোপকরণাদির নাম ও 'যজ্ঞ' শব্দ,—পরোক্ষবাদে আবৃত আমারই সাঙ্কেতিক নির্দেশ।)

স্বয়ং শ্রুতিও "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" অর্থাৎ "যজ্ঞই বিষ্ণু" বলিয়া নির্বিশেষভাবে যাঁহাকে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহারই সুস্পষ্ট ও সারার্থ গীতা হইতে জানা যাইতেছে যে,—যজ্ঞ ও যজ্ঞোপকরণাদির নামে কর্মকাণ্ডের যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে তৎসমুদয়ের নির্দেশ্য বস্তু হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ। ঐ সকল তাঁহারই সাঙ্কেতিক নির্দেশ মাত্র। স্থূলদৃষ্টিতে এই সকল শব্দের বাহ্যার্থদ্বারা যজ্ঞাদিই উপলব্ধি হইলেও, সূক্ষ্মদৃষ্টির সমক্ষে ইহার নিগূঢ় অর্থ শ্রীকৃষ্ণই।

অস্পষ্ট ও পরোক্ষবাদের আবরণে আবৃত সুতরাং জীবের পক্ষে সেই দুরধিগম্য বেদ হইতে বিষয়ের যথার্থ তাৎপর্য অবগত না হইতে পারিয়া কেবল উহার যথাদৃষ্ট অর্থ গ্রহণ করেন যাঁহারা তাঁহারাই কর্মকাণ্ডকে 'যজ্ঞাদিময়' বুঝিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া থাকেন; কিন্তু উক্ত প্রকারে উহার নিগূঢ় অর্থের উপলব্ধি হইয়াছে যাঁহাদের, কেবল তাঁহারাই উহাকে 'যজ্ঞময়' না দেখিয়া 'কৃষ্ণময়' দেখিয়া থাকেন;[১] এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠান অর্থে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনরূপা একমাত্র ভক্তিকেই আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সুতরাং বেদের সুস্পষ্ট ও সারার্থ গীতা হইতে জানা যায়, যজ্ঞানুষ্ঠানের অর্থ শ্রীকৃষ্ণানুশীলন। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তিই সমস্ত কর্মকাণ্ডের নিগূঢ় অভিপ্রায় হইতেছে।

১। মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মহামতি শ্রীমন্নীলকণ্ঠসূরি তদীয় শ্রীহরিবংশের বিষ্ণুপর্বের টীকায়, যজ্ঞপ্রধান ঋগ্বেদ হইতে কতকগুলি মন্ত্রের শ্রীকৃষ্ণলীলাপর ব্যাখ্যা দ্বারা, বাহ্যদৃষ্টিতে যজ্ঞপ্রধান ঋগ্বেদের বহুলাংশই যে, প্রচ্ছন্ন শ্রীকৃষ্ণলীলাময়, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। (তদ্বিষয়ে 'মন্ত্রভাগবত' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

দেবতাকাণ্ডের নিগূঢ় ও যথার্থ অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ ও তদারাধনা বা ভক্তি; বাহ্যার্থ—ইন্দ্রাদি দেবতা ও তদারাধনা।

আবার দেবতাকাণ্ডেও ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যাহা কিছুর অনুষ্ঠান, —নিগূঢ় বেদের বাহ্য অভিপ্রায়ে উহা তদ্রূপেই বোধ হইলেও ইন্দ্র, সূর্য বা সবিতা প্রভৃতি নাম সকলের নির্দেশ্য বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণই—পরোক্ষবাদের আবরণে আবৃত দেবতা কাণ্ডের এই নিগূঢ়-রহস্য,—সমস্ত দেবতার উপাসনাই যে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনারই বহিরঙ্গ অর্থ, একথা বেদের সারার্থ গীতায়, সাক্ষাৎ বেদমূর্ত সেই সর্বাদিপুরুষের শ্রীমুখের সুস্পষ্ট উক্তি হইতেই আমরা অবগত হইতে পারি। যথা,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-পূর্বকম্ ॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥

(গীতা ৯/২৩-২৪)

ইহার অর্থ,—হে কৌন্তেয়। যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অজ্ঞান পূর্বক আমারই আরাধনা করিয়া থাকে। আমিই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলদাতাও আমি। কিন্তু তাহারা আমার যথার্থ স্বরূপ বিদিত হইতে পারে না বলিয়া (সংসার চক্রে) পুনরাবর্তিত হইয়া থাকে।

এ-স্থলে বিবেচ্য এই যে,—যজ্ঞ কিংবা আরাধনা করা হইতেছে ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে আর উহার ভোক্তা ও ফলদাতা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না, যদি উক্ত ইন্দ্রাদি শব্দের শ্রীকৃষ্ণই নির্দেশ্য না হয়েন; কিম্বা ইন্দ্রাদি দেবতার অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণই উহার ভোক্তা হইয়া প্রেরণা দ্বারা উহার

ফলদান না করান। যাঁহারা ইহা জানিয়া ইন্দ্রাদির আরাধনা করেন, তাঁহারা পরমধাম প্রাপ্ত হইয়া আর প্রত্যাবর্তন করেন না। আর যাঁহারা ইহা না জানিয়া পৃথক্ বুদ্ধিতে ইন্দ্রাদি দেবতা সকলের আরাধনা করেন,—তাঁহাদিগকেই পুনরাবর্তিত হইতে হয়। ইঁহারই নাম অবিধি পূর্বক কৃষ্ণানুশীলন। অতএব পরোক্ষবাদে আবৃত দেবতাকাণ্ডেরও মুখ্যতাৎপর্য হইতেছে,—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তিরই অনুশীলন।

ইন্দ্রাদি দেবতা বাচক সাঙ্কেতিক শব্দে পরমাত্মবস্তুকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। উহার বাহ্য অর্থ—তৎ তৎ দেবতা বিশেষ।

ইন্দ্রাদি শব্দের বহিরঙ্গ অর্থে সেই সেই দেবতাবিশেষের উপলব্ধি হইলেও, সর্বান্তর্যামী পরমাত্মাই হইতেছেন উহার নিগূঢ় ও অন্তরঙ্গ অর্থ; কিন্তু পরোক্ষ-বাদের আবরণ জন্য উহার উপলব্ধি দুঃসাধ্যই হইয়া থাকে; শ্রুতি হইতেও ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়; যথা,—

"তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম। তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষ্যতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ॥"

(ঐতরেয় ১/৩/১৪)

ইহার অর্থ,—সেই জন্য পরমাত্মার নাম ইদন্দ্র; অর্থাৎ যিনি এই সমস্তই দর্শন করেন (সর্বদ্রষ্টা)। তাঁহার নাম ইদন্দ্র। তিনি ইদন্দ্র বলিয়া ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহাকে পরোক্ষভাবে 'ইন্দ্র' বলেন। যে-হেতু দেবতারা পরোক্ষ প্রিয়।

সেইরূপ বেদে 'সূর্য শব্দের বাহ্য অর্থে যে দেবতারই উপলব্ধি হউক, উহার অন্তর্নিহিত অর্থে যে, সর্বান্তর্যামি পরমাত্মবস্তুই অভিব্যক্ত হইয়াছেন, মহামতি সায়ণাচার্যকৃত ভাষ্য হইতে উহার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা,—

"হে সূর্য—অন্তর্যামিতয়া সর্বস্য প্রেরক পরমাত্মন্। তরণিঃ সংসারাব্ধেস্তারকোঽসি।"—(ঋগ্বেদ ১/৫০/৪র্থ সূক্তের ভাষ্যে।)

ইহার অর্থ,—যিনি অন্তর্যামিরূপে আমাদিগকে পরমধামে প্রেরণ করেন, —যিনি দুঃখময় সংসার সমুদ্রের নিস্তারক,—তিনিই 'সূর্য' নামের নির্দেশ্য হয়েন।

এইরূপ বেদোক্ত অপরাপর দেবতা সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। বাহুল্য বোধে এ-স্থলে উহার দুই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র দিগ্‌দর্শনার্থ প্রদর্শিত হইল।

সর্বান্তর্যামী পরমাত্মার শ্রীকৃষ্ণই পরমাবস্থা

এখন উক্ত ইন্দ্র, সূর্যাদি নাম দ্বারা নির্দেশ্য সেই সর্বান্তর্যামী পরমাত্মবস্তু যে কে?—তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় বা সমূর্ত অর্থ,—বেদের সারার্থ গীতা হইতে সুস্পষ্টরূপে জানা যাইবে। যথা,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ (১০/২০)

ইহার অর্থ,—হে গুড়াকেশ, সর্বপ্রাণীর অন্তঃকরণে সর্বজ্ঞত্বাদি ও সর্ব নিয়ন্তৃত্বাদিরূপে অবস্থিত পরমাত্মা আমিই সর্বজীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশরূপ আদি, মধ্য ও অন্তেরও আমিই হেতু। (শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকার তাৎপর্য।)

জ্ঞানকাণ্ডে বর্ণিত 'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্যাবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণই। তিনিই নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা ঘনীভূত সমূর্ত ব্রহ্ম।

এখন জ্ঞানকাণ্ডোক্ত নির্বিশেষ ও নিগূঢ় অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের যাহা সবিশেষ ও সুস্পষ্ট অর্থ, তাহাও বেদের সারার্থ ও সমূর্ত পূর্ণ ব্রহ্মের শ্রীমুখের বাণী রূপ গীতা হইতেই বিদিত হইতে পারিব; যথা,—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ (১৪/২৭)

ইহার অর্থ,—যে হেতু আমি নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত বা সমূর্ত ব্রহ্মই আমি। যেমন সমূর্ত সূর্য-মণ্ডল নির্বিশেষ তেজোরাশির ঘনীভূত প্রকাশ,—আমিও তদ্রূপ।[১] সেইরূপ আমি পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া, নিত্য, অমৃত, শাশ্বত ধর্ম, ও অখণ্ড সুখের প্রতিষ্ঠাও আমি। (শ্রীস্বামিপাদ টীকার তাৎপর্য।)

তাহা হইলে উক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারাও ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, —সর্বান্তর্যামীরূপে সেই এক পরমাত্মবস্তু সর্বভূতে নিহিত থাকিলেও; ("স এব সর্বং পরমাত্মভূতঃ।"—শ্রীভাঃ ১০/৪৬/৪৩) স্থূলদৃষ্টির সমক্ষে যেমন সেই পরমাত্মবস্তু ভিন্ন অপর সমস্ত উপলব্ধি হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কেবল সেই পরমাত্মাই মুখ্যভাবে প্রতিভাত হয়েন, সেইরূপ পরমাত্মা ও পরব্রহ্মের পরমাবস্থা শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বেদে পরিব্যাপ্ত হইলেও, তিলে অবস্থিত তৈলের ন্যায় কিম্বা দধিতে অবস্থিত ঘৃতের ন্যায়,—স্থূল দৃষ্টির সমক্ষে কেবল উহার পরোক্ষ—বাহ্যই পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু কর্ম, উপাসনা ও ব্রহ্ম—এই ত্রিকাণ্ডাত্মক সমস্ত রূপটি বেদই যে শ্রীকৃষ্ণাত্মক ভিন্ন অপর কিছুই নহে,—ইহা কেবল তৎকৃপাপ্রাপ্ত সূক্ষ্মদর্শীরই দর্শনীয় বিষয় হইয়া থাকে। তাই শ্রুতিও এই দৃষ্টিভেদের কথা স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা,—

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

(কাঠকে ১/৩/১২)

ইহার অর্থ,—এই পরমাত্মা সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ হয়েন না;

১। 'মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্।' (শ্রীভাঃ ৮/২৪/৩৮)

কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী যাঁহারা, তাঁহারা ইঁহাকে তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা দর্শন করেন।

সর্ববেদের বিস্তারার্থ শ্রীমদ্ভাগবতেও সেই স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী দ্বারা উক্ত অভিপ্রায়ই উদাত্ত স্বরে জগতে বিঘোষিত।

সর্ববেদের সারার্থ শ্রীগীতা হইতে এ-পর্যন্ত যাহা আমরা জ্ঞাত হইলাম,—সর্ববেদের বিস্তারার্থ যাহা,—(—"বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ।") —সেই সর্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত তাৎপর্যই সে সর্বাদি সর্ববিদ্, বেদময় পুরুষ কর্তৃক বিঘোষিত হইতে দেখা যাইবে। সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য যে কি?—তিনি স্বয়ংই তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া, নিজেই তাহার সদুত্তর উদাত্ত স্বরে জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন। যথা,—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্‌বেদ কশ্চন ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥

(শ্রীভাঃ ১১/২১/৪২-৩৪)

ইহার অর্থ,—"শ্রুতি কর্মকাণ্ডে বিধিবাক্য দ্বারা কাহার বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য দ্বারা কাহার অভিধান করেন এবং জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে অনুবাদ করিয়া বিকল্প অর্থাৎ তর্ক করেন,—এ সকল অভিপ্রায় আমি ভিন্ন অন্য কেহই জানে না।

শ্রুতি আমাকেই যজ্ঞরূপে বিধান করেন, আমাকেই দেবতারূপে

অভিধান করেন এবং আমাকেই তর্ক করিয়া নিরাকরণ করিয়া থাকেন। ইহাই সমস্ত বেদের তাৎপর্য। বেদ আমাকেই আশ্রয় করিয়া, প্রথমতঃ মায়ামাত্র জগতের নিষেধ পূর্বক, মধ্যে আমার অবতারাদি রূপভেদের অনুবাদ করণানন্তর, অন্তে, অঙ্কুরগত রস যেমন কাণ্ড-শাখাদিতে প্রসূত হয়, তেমনি প্রণবার্থভূত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কাণ্ড-শাখাদিতে অনুস্যূত বলিয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকেন।"—[১]

বেদের বিস্তারার্থ—শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীভাগবতে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের ভক্তিরূপে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তিরই সর্বমুখ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়া, এই স্থলে তদ্বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল।

বিদ্বদনুভব প্রমাণেও।

অতঃপর 'বিদ্বদনুভব' প্রমাণ দ্বারাও উক্ত তাৎপর্যই সমর্থিত হইবে; যথা,—

"কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয় ॥"

তথাহি মুনিবাক্যম্—

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশাতি ভবদারাধনবিধিম্
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী ॥
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্ ॥

(শ্রীচরিতামৃতধৃত ২/২২)

১। প্রভুপাদ শ্রীমৎ শ্যামলালগোস্বামী কৃত অনুবাদ,—শ্রীগৌরসুন্দর হইতে উদ্ধৃত।

ইহার অর্থ,—মাতৃ-স্বরূপিণী শ্রুতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তোমারই আরাধনাবিধি উপদেশ করেন। ঐ জননীর যাহা উপদেশ, ভগিনী স্মৃতিও তাহাই বলেন। পুরাণাদি সহোদরগণ যাঁহারা, তাঁহারাও মাতা ও ভগিনীরই অনুগত; (শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সকলে শ্রীকৃষ্ণভক্তিই উপদেশ করেন।) অতএব হে মুরহর। তুমিই যে একমাত্র আশ্রয়, ইহাই সত্য বুঝিলাম।

সিদ্ধভক্তগণের অপরোক্ষ অনুভবেও।

এখন শ্রীনারদাদি সিদ্ধভক্তগণের অপরোক্ষ অনুভূতিরূপ প্রমাণেও উক্ত অভিপ্রায়ই সমর্থিত হইতেছে; যথা,—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্,
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্,
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ । (শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে)

ইহার অর্থ,—যদি শ্রীহরিই[১] আরাধিত হয়েন, তবে অন্য তপস্যার কি প্রয়োজন? আর যদি শ্রীহরিই আরাধিত না হয়েন, তবেই বা সে তপস্যার প্রয়োজন কি? যদি অন্তরে বাহিরে শ্রীহরি বিহার করেন, তবেই বা আর তপস্যার প্রয়োজন কি? যদি শ্রীহরি অন্তরে বাহিরে বিহার না-ই করিলেন, তবেই বা সে তপস্যার প্রয়োজন কি?

তাহা হইলে এই পর্যন্ত আলোচনা দ্বারা আমরা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ভক্তিকে নির্দেশ ও তদভিমুখে চালিত করিবার ও তাহা হইতে বঞ্চিত না হইবার জন্যই সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রের

১। সকল অবতারের শ্রীকৃষ্ণই আদি বলিয়া তাঁহাকে যেমন 'অবতারী' বা স্বয়ং ভগবান্ বলা হয়, তেমনি 'হরি' শব্দ বাচ্য সকল ভগবৎ-স্বরূপের তিনিই আদি বলিয়া শ্রীভাগবতে (১০/৭২/১৫) তাঁহাকে 'আদ্যহরিঃ বলা হইয়াছে। ইহার টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, —"*আদ্য হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ*"। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আদ্যহরি।

সমস্ত বিধি ও নিষেধ। ভক্তির অধিক বা সমান কোনও সাধনা নাই। বেদ-বিহিত ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও তপস্যাদি সকল সাধনাই ভক্তির অধীন—ভক্তির সহায়তা ভিন্ন সিদ্ধি প্রদানে অসমর্থ; আর স্বাধীনা ভক্তি—অপর কোন সাধনার কোনও অপেক্ষা না করিয়া, ভক্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদানে সক্ষম। এই তত্ত্ব ঘোষণা করিবার জন্যই বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র সকলের ঐকতান।

বেদবিহিত অপর সমস্ত সাধনই ভক্তি-বিশেষ বা ভক্তির প্রকারভেদ।

অতঃপর আমরা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব যে, অপরাপর সাধনা, কেবল ভক্তির মুখাপেক্ষীই নহেন,—সকল সাধনাই প্রকারান্তরে ভক্তি; অর্থাৎ ভক্তি ভিন্ন কোন সাধনাই নাই।

ভক্তি প্রধানতঃ দ্বিবিধা; যথা—সগুণা ও নির্গুণা। সগুণা ভক্তি আবার তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী ভেদে ত্রিবিধা। বেদবিহিত হিংসামূলক ঐহিক বা পারত্রিক ভোগবাসনাযুক্ত সকাম কর্ম্মের নাম তামসী ভক্তি; অহিংসামূলক ঐহিক বা পারত্রিক ভোগবাসনাযুক্ত সকাম কর্মের নাম রাজসী-ভক্তি; মোক্ষবাসনাযুক্ত সকাম কর্মের নাম সাত্ত্বিকী-ভক্তি। তামস ও রাজস ভক্তির অপর নাম সকামা ভক্তি। আর্ত ও অর্থার্থী ব্যক্তি সকল উহার অধিকারী ও স্বর্গসুখাদি প্রাপ্তিই উহার সিদ্ধি। সাত্ত্বিকী ভক্তি সকাম হইলেও মোক্ষমাত্র বাসনা-নিবন্ধন, উহা সকামা ভক্তির পরিবর্তে নিষ্কামা ভক্তি নামেই উক্ত হইয়া থাকেন। মুমুক্ষু বা মোক্ষকামী সকল নিষ্কাম সাত্ত্বিকী ভক্তির অধিকারী।

আবার ঐ মোক্ষবাসনাযুক্ত নিষ্কামা ভক্তি প্রায়ই কর্ম জ্ঞান অথবা যোগদ্বারা মিশ্রিত হইয়া থাকে। কর্মদ্বারা মিশ্রিত হইলে কর্মমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞান দ্বারা মিশ্রিত হইলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা মিশ্রিত হইলে যোগমিশ্রা ভক্তি নামে অভিহিত হয়েন। কর্মমিশ্রা

ভক্তির ফল চিত্তশুদ্ধি; জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফল ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর সদ্যোমুক্তি; এবং যোগমিশ্রা ভক্তির ফল পরমাত্মসাক্ষাৎকারের পর ক্রমমুক্তি। কর্মমিশ্রা ভক্তির অন্তর্গত নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান সকল সাক্ষাৎ ভক্তি নহে; কিন্তু চিত্তশুদ্ধির উৎপাদন করায় ভক্তিত্বের আরোপ হেতু অর্থাৎ তদাকারে আকারিত হওয়ায়, উহাকে আরোপসিদ্ধা-ভক্তি বলা হইয়া থাকে; আর জ্ঞান ও যোগমিশ্রা ভক্তি সাক্ষাৎ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির সঙ্গবশতঃ সিদ্ধ হয়েন বলিয়া, উহাদিগকে সঙ্গসিদ্ধা-ভক্তি বলা হয়।

আর যাহা কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি হইতে সম্পূর্ণ অনাবৃতা—শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারের একমাত্র হেতুভূতা, তাহাই নির্গুণা বা শুদ্ধাভক্তি। ইঁহার অপর নাম স্বরূপ-সিদ্ধা, উত্তমা, কেবলা, অনন্যা, অকিঞ্চনা ইত্যাদি।[১]

ইনি আনুসঙ্গিকরূপে কর্মের ফল, জ্ঞানের ফল ও যোগের ফল প্রদানপূর্বক, নিজ মুখ্যফল শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার ও সেবা প্রভৃতি সমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন।[২]

বেদ-বিদিত অপর সমস্ত সাধনার সাধকগণই ভক্তবিশেষ।

সুতরাং কি সকাম বা কি নিষ্কাম কর্ম, কি জ্ঞান, কি যোগ, সমস্তই যে সগুণা ভক্তিবিশেষ, এখন আমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলাম; তাহা হইলে, পূর্ব বর্ণিত, বেদনির্দিষ্ট হিংসামূলক সকাম কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া, পরমাত্মসাক্ষাৎকারের হেতুভূতা ক্রমমুক্তি-প্রাপক

১। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ ভক্তিসকলকে গুণীভূতা, প্রধানীভূতা ও কেবলা, এই ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যাহাতে ভক্তি অপেক্ষা কর্ম-জ্ঞানাদির আধিক্য—তাহাই গুণীভূতা; যাহাতে কর্ম-জ্ঞানাদি অপেক্ষা ভক্তির আধিক্য—তাহাই প্রধানীভূতা এবং কর্ম-জ্ঞানাদির দ্বারা যাহা সম্পূর্ণ অস্পৃষ্টা—তাহাই কেবলাভক্তি।

২। "যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা—"। (শ্রীভাঃ ১১/২০/৩৩)

অষ্টাঙ্গযোগ পর্যন্ত সমস্ত সাধনাও যখন প্রকারান্তরে ভক্তিবিশেষ ভিন্ন অপর কিছুই নহে, তখন সেই সেই সাধনার সাধকগণও যে, যে-কোনও ভাবে হউন, ভক্তবিশেষ ভিন্ন অপর কিছু নহেন, ইহাও বলিতে পারা যায়। অতএব তামসী ভক্তিবিশেষের সাধকগণ তামস-ভক্তবিশেষ, রাজসী ভক্তিবিশেষের সাধকগণ রাজস-ভক্তবিশেষ, নিষ্কাম কর্মিগণ আরোপসিদ্ধা ভক্তির সাধনহেতু কর্মি-ভক্তবিশেষ, জ্ঞানিগণ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাধনহেতু জ্ঞানিভক্তবিশেষ এবং যোগিগণ যোগমিশ্রা ভক্তির সাধনহেতু যেমন যোগিভক্তবিশেষ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, সেইরূপ আশ্রমীদিগকেও গৃহাদি আশ্রম অনুসারে গৃহিভক্ত, যতিভক্ত প্রভৃতিরূপেই জানিতে হইবে। ফলকথা, বেদবিহিত যিনি যে-কোন ধর্ম-কর্মেরই অনুষ্ঠান করুন না কেন, সে সকলই যে ভক্তিবিশেষ ও তদনুষ্ঠাতা মাত্রেই যে ভক্তবিশেষ—তাহাতে সন্দেহ নাই, আর যিনি শুদ্ধাভক্তির সাধক, তিনি কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী হইতেও উন্নত,—তিনি পূর্ণকাম—তিনিই হইতেছেন শুদ্ধভক্ত। উক্তপ্রকারে সকলেই ভক্তবিশেষ হইলেও কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি নামেই তাঁহারা প্রসিদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন। শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী যাঁহারা, কেবল সেই শুদ্ধ ভক্তগণই 'ভক্ত' নামে অভিহিত হয়েন।

বহুবিধা ভক্তির মধ্যে—সত্ত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধা সগুণা, এবং নির্গুণা বা শুদ্ধা, —এই চতুর্বিধা ভক্তি বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি।

ভক্তির উক্ত প্রকারভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য; যথা,—

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে ॥

(শ্রীভাঃ ৩/২৯/৭)

ইহার অর্থ,—(ভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহূতিকে কহিলেন) হে ভাবিনি! প্রকারভেদে ভক্তিযোগ বিবিধ। সেই ভক্তি সত্ত্বাদি গুণভেদে পুরুষের স্বভাবানুরূপ বিশেষ বিশেষ মার্গদ্বারা বিবিধ ভেদ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। অতঃপর শ্রীভগবান্ প্রথমে সগুণা ভক্তি নির্দেশ করিবার জন্য তদন্তর্গত সকাম-তামসভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ কহিতেছেন,—

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা ।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥

(শ্রীভাঃ ৩/২৯/৮)

ইহার অর্থ,—ক্রোধী ভেদদর্শী ব্যক্তি যে হিংসা, দম্ভ ও মাৎসর্যাদির বশবর্তী হইয়া আমার প্রতি যে ভক্তি করে, সে তামস ভক্ত।

অনন্তর সকাম-রাজসভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ কহিতেছেন; যথা,—

বিষয়ানভিসন্ধায় যশঃ ঐশ্বর্য্যমেব বা ।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ ॥

(শ্রীভাঃ ৩/২৯/৯)

ইহার অর্থ,—যে ব্যক্তি বিষয়, যশ, ঐশ্বর্য প্রভৃতির কামনায় ভেদদর্শী হইয়া বিভিন্ন প্রতিমাদিতে আমার অর্চনা করে, সে রাজস ভক্ত। অনন্তর সাত্ত্বিকী-ভক্তি বিষয়ে,—(বা নিষ্কাম—আরোপসিদ্ধা ভক্তি ও ভক্ত বিষয়ে) যথা,—

কর্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্ ।
যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥

(শ্রীভাঃ ৩/২৯/১০)

ইহার অর্থ,—কর্মক্ষয়-মানসে ভগবানের প্রীতি সম্পাদন উদ্দেশ্যে বা ভগবানে কর্মফল অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি কর্তব্য বিবেচনায়

যে আমার অর্চনা করে, তাহাকে সাত্ত্বিক ভক্ত কহে।

অনন্তর নির্গুণা বা শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন; যথা,—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

(শ্রীভাঃ ৩/২৯/১১-১২)

ইহার অর্থ,—সাগর-সঙ্গমে গঙ্গাধারার ন্যায়, আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্বান্তর্যামী আমাতে যে নিরবচ্ছিন্ন মনোবৃত্তি, যাহা অব্যবহিতা অর্থাৎ জ্ঞানকর্মাদিকর্তৃক অনাবৃতা যাহা সম্পূর্ণ ফলাভিসন্ধিরহিতা, শ্রীভগবানে এমন যে ভক্তি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ।

শুদ্ধাভক্তিই সর্বোপরি অব্যর্থ ও অচিন্ত্য মহিমায় মহিমান্বিতা।

এই নির্গুণা ভক্তিই হইতেছেন 'শুদ্ধাভক্তি'। তদ্ভিন্ন অপর ভক্তি সকল 'সগুণাভক্তি' নামে কীর্তিতা হয়েন। যে কোন ভাবে ভক্তির সম্বন্ধ বা সংযোগ হেতুই যে, অপর সাধনা সকল সিদ্ধা হইয়া থাকেন, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং ভক্তি-সম্বন্ধ হেতু সকল সাধনাই যে ভক্তিবিশেষ এবং সেই ভক্তি সম্বন্ধের সাধনহেতু সকল সাধকই যে, ভক্তবিশেষ, তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেও স্পর্শমণি হইয়া যায় না; সগুণা ভক্তি কিন্তু নিজ সম্বন্ধ, সঙ্গ বা সংস্পর্শ দ্বারা অন্য সাধনকে শুধু সঞ্জীবিত করেন না,—ভক্তিত্বেরও আরোপ করাইয়া উহাকে 'আরোপসিদ্ধা' ও 'সঙ্গসিদ্ধা' ভক্তিনামে কীর্তিতা হইবার অধিকারও প্রদান করিয়া থাকেন। যে সগুণা ভক্তিরই এতাদৃশ প্রভাব,—সেই ভক্তির নির্গুণ ভাব বা শুদ্ধা ভক্তির স্থান যে সকল

সাধনার কত উর্দ্ধে তাহা লৌকিক ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। এই জন্য উহা কেহ উপলব্ধি করিলেও ভাষার অভাবে তাঁহা প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। তাই ভক্তি বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীনারদ বলিয়াছেন, "ওঁ মুকাস্বাদনবৎ।" অর্থাৎ মূক বা বোবা লোকে মিষ্টান্ন আস্বাদ করিয়া, উহার সুমিষ্টতা বুঝিতে পারিলেও যেমন বলিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, ইহাও তদ্রূপ।

সগুণা ভক্তির কৃপালেশে অপর সাধনা সকল মহিমান্বিতা, কিন্তু নির্গুণা শুদ্ধাভক্তি আত্মমহিমায় আপনিই উদ্ভাসিতা। এই জন্য তাঁহার নাম 'অনন্যা' ও 'স্বরূপসিদ্ধা' প্রভৃতি। সাধন-জগতে সর্বোত্তমা হওয়ায়, তাঁহার অপর নাম—'উত্তমাভক্তি'।

একটু নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিলে আমরা আরও বুঝিতে পারি—সকল সাধনাই যে ভক্তিবিশেষ শুধু তাহাই নহে—ভক্তিই সর্বজীবের পরম ধর্ম;[১] ভক্তিই সর্বজীবের আত্মধর্ম বা স্বধর্ম; ভক্তির ভিত্তিতেই সমস্ত জগৎ সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিধৃত রহিয়াছে। অতএব—

"ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান।"

(শ্রীচৈঃ ১/৩/১৪)

১। 'স বৈ পুংসা পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।—" ইত্যাদি

(শ্রীভাঃ ১/২/৬)

দ্বিতীয় উদ্ভাসন

আনন্দবিচারে বৃত্তিরূপা ভক্তির সর্বানন্দতা ও পরমানন্দতা ।

শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুকূল যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে, ভক্তির ভিত্তির উপর—স্বরূপবৈভব হইতে আরম্ভ করিয়া কি জীববৈভব কি মায়াবৈভব—প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল চরাচর—বিশ্বসংসারই বিধৃত বা সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

শ্রীভগবানের স্বাভাবিকী শক্তিত্রয়—অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা বা স্বরূপ-বৈভব, জীব-বৈভব ও মায়া-বৈভব।

শাস্ত্র বলেন, মৃগমদ ও তাহার গন্ধের ন্যায়, সূর্য ও তাহার কিরণাবলীর ন্যায় শ্রীভগবানের প্রধানতঃ স্বাভাবিকী তিনটি শক্তি আছে, যাহা তাঁহা হইতে ভিন্না হইয়াও অভিন্না, অতএব অচিন্ত্য।[১] ঐ শক্তিত্রয়ের নাম অন্তরঙ্গা, তটস্থা, ও বহিরঙ্গা। শ্রীভগবানের স্বরূপ বৈভবের নাম

১। তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তায়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ,—ভিন্নত্বেন চিন্তায়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতয়ীত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি।

(শ্রীমজ্জীবপাদকৃত শ্রীভগবদীয়-সর্বসম্বাদিনী)

অর্থ—এই হেতু স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া, উহার ভেদ প্রতীত হয়; আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া, উহার অভেদ প্রতীত হয়। ফলতঃ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ—অচিন্ত্য।

অন্তরঙ্গা-শক্তি, জীব-বৈভবের নাম তটস্থাশক্তি ও মায়া-বৈভবের নাম বহিরঙ্গা-শক্তি। একই বৈদূর্যমণি হইতে বিকীর্ণ নীল-পীতাদিবর্ণের ন্যায়, ইহা একই শ্রীভগবানের তিনটি নিত্য শক্তি বৈশিষ্ট।[1] প্রথমটি চিদবস্থা, দ্বিতীয়টি চিদচিদবস্থা ও তৃতীয়টি অচিদবস্থা। সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের একই স্বরূপগত সত্ত্বা, চৈতন্য ও আনন্দ—ত্রিধারার ন্যায় উক্ত শক্তিত্রয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইলেও, স্বরূপ-বৈভবের মধ্যেই উহাদের উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধতা পরিপূর্ণতা-প্রাপ্ত; সুতরাং স্বরূপ-বৈভবস্থ ভগবৎ সত্ত্বাদি, যথাক্রমে অন্য বৈভবস্থ সত্ত্বাদির মূল কারণ হইলেও, শুদ্ধাশুদ্ধত্বের তারতম্য আছে এবং কেবল স্বরূপবৈভবান্তর্গত সৎ, চিদ্ ও আনন্দের ন্যায় যথাক্রমে সন্ধিনী, সংবিদ্ ও হ্লাদিনী।[2] এই শক্তিত্রয় আবার উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতরা; যথা,—

"তত্র সন্ধিনীসম্বিৎহ্লাদিন্যো যথোত্তরমুৎকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ।"—

(সিদ্ধান্তরত্ন ১/৪৩)

১। বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ৬/৭/৬১)

অর্থ,—শ্রীভগবানের পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অপরা নামে তিনটি শক্তি আছে। বিষ্ণুর স্বরূপভূতা শক্তিকে পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিকে জীবশক্তি, অবিদ্যা যাহার কার্য এবং বিধ শক্তিকে অপরা বা মায়াশক্তি বলা হয়। উক্ত শক্তিত্রয়েরই অপর নাম যথাক্রমে—অন্তরঙ্গা, তটস্থা বা বহিরঙ্গাশক্তি।

২। সদাত্মাপি যয়া সত্তাং ধত্তে দদাতি চ সা সর্বদেশকালদ্রব্যব্যাপ্তিহেতুঃ সন্ধিনী। সম্বিদাত্মাপি যয়া সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা সম্বিৎ। হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি।

অর্থ,—'বিদ্যমান্ আছেন'—এই রূপ নিত্য সত্তাবিশিষ্ট ভগবান্ যাহা দ্বারা সত্তাধারণ করেন এবং দ্রব্য, কর্ম, কাল, প্রকৃতি ও জীব,—এই সকলের সত্তা বা কার্য সামর্থ প্রদান করেন, তাহার নাম সন্ধিনীশক্তি। উহা সর্বদেশ-কালাদির ব্যাপ্তিহেতু। জ্ঞান স্বরূপ হইয়াও জ্ঞান-বিশিষ্ট করেন, তাহার নাম সম্বিৎ শক্তি। শ্রীভগবান্ আনন্দস্বরূপ হইয়াও যে শক্তি দ্বারা আনন্দ বিশিষ্ট হয়েন, এবং ভক্তগণকে ও স্বসান্মুখ্যপ্রদানে জীব-সকলকে আনন্দিত করেন, তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি।

অর্থাৎ—সন্ধিনী হইতে সম্বিৎ এবং সম্বিৎ হইতে হ্লাদিনী শক্তিকে উৎকৃষ্টা জানিতে হইবে।

শ্রীভগবান আনন্দময় হইয়াও যে শক্তিবিশেষদ্বারা নিজে আনন্দিত হয়েন এবং স্বভক্তগণকে ও স্বসামুখ্য দানে অপর সকলকে আনন্দিত করেন, তাহারই নাম হ্লাদিনীশক্তি; যথা—

"হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী।"

(শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভঃ ১১৭ অনুঃ)

শ্রীভগবানের সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারা, গোলোক—দ্যুলোক—ভূলোক—সমস্ত জীবলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। সূত্র যেমন মণিসকলকে ধারণ করিয়া রাখে, সেইরূপ মূলতঃ সেই একই আনন্দসূত্রে সমস্ত জীব—সমস্ত বিশ্ব বিধৃত। সেই আনন্দের অভাবে বিশ্বের কোনও পদার্থ ক্ষণকালের জন্যও বিদ্যমান থাকিতে পারে না। আনন্দ হইতেই সমস্ত জীবের—সকল ভূতের উৎপত্তি, আনন্দেই অবস্থিতি ও আনন্দেই পর্যবসান। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রায়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥" (তৈত্তিরী উঃ ৩/৬/১)

অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ হইতেই এই সকল ভূত (জীব) উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পর আনন্দদ্বারাই জীবন ধারণ করে, প্রলয়ে আনন্দস্বরূপেই লীন হয়।

আনন্দিনী-শক্তির বিশুদ্ধা ও বিমিশ্রা স্বরূপ ভেদ।

সেই এক আনন্দিনী শক্তি, শ্রীভগবানে ভগবৎ-আনন্দরূপে জীবে জৈবআনন্দরূপে ও বিশ্বে প্রাকৃত আনন্দরূপে প্রকাশ পাইয়াও, আনন্দময় শ্রীভগবান ও তদীয় ভক্তগণের আনন্দদায়িনী নিজ বিশুদ্ধ-স্বরূপ—হ্লাদিনীরূপে সর্বদা বিলাস করিয়া থাকেন। হ্লাদিনী শক্তিই সমস্ত

আনন্দধারার মূল নির্ঝরিণী। শৈলপ্রবাহিনী গোমুখী-নিঃসৃতা গঙ্গা যেমন স্বচ্ছ ও অনাবিল হইয়াও ভূখণ্ডের মধ্যে প্রবাহিত হইবার কালে মৃত্তিকা সংমিশ্রণবশতঃ গৈরিকরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠেন, সেইরূপ শৈল-প্রবাহিনী গঙ্গাধারার ন্যায়, অপ্রাকৃত প্রদেশ-প্রবাহিত আনন্দধারা অপরিচ্ছিন্ন ও অনাবিল; উহা সুনির্মল মুকুর হইতেও স্বচ্ছ ও সমুজ্জ্বল। আর সেই একই আনন্দধারা যখন প্রাকৃত প্রদেশে প্রবাহিত হয়, তখন মায়ার ত্রিগুণরাগে রঞ্জিত হইয়া স্বতন্ত্র রূপ ও নাম ধারণ করে। বস্তুতঃ সকল আনন্দই হ্লাদিনী উৎসের একই ধারার অবস্থাবিশেষ। সকল আনন্দের মূল উৎস হ্লাদিনী চিন্ময়ধাম প্রবাহিনী; বিরজা বা কারণার্ণব পর্যন্ত এই আনন্দধারা স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ হইলেও, গোলোক বা কৃষ্ণধাম হইতে বৈকুণ্ঠলোক বা হরিধাম পর্যন্তই ইহার স্বাভাবিক সবিশেষ ও সক্রিয়তার সীমা। তাহার নিম্নে সিদ্ধলোক বা মহেশধাম পর্যন্ত ইহার নির্বিশেষ ও নিষ্ক্রিয়তার সীমা। তাহার নিম্নে অর্থাৎ বিরজার পরপারস্থ দেবীধাম[১] বা প্রাকৃত প্রদেশ-প্রবাহিত সেই আনন্দধারা, আবিল, ও আভাস বা ছায়াস্থানীয়।[২] সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর ও দুঃখের সহিত সংমিশ্রিত। ইহাই প্রাকৃত আনন্দ, ইহাই বিষয়ানন্দ,—ইহাই বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজনিত পরিচ্ছিন্ন জাগতিক সুখ।

১। গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু। তে তে প্রভাব-নিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্মসংহিতা—৪৩)

অর্থ,—সর্বোপরি গোলোক নামক নিজধাম; তাহার সর্বনিম্নে দেবীধাম, তদুপরি মহেশ-ধাম ও তদুপরি হরিধাম,—সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাবসকল যাঁহা কর্তৃক বিহিত হইয়া থাকে, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

২। বৈষয়িকঞ্চ সুখং তৎপ্রতিচ্ছবি-রূপমেবেতি। শ্রুতিরাহ —'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি। সিদ্ধান্তরত্নম্ ১ম পাদ। ৫৭ অনুঃ।

অর্থাৎ,—প্রাকৃত বিষয়সুখ স্বরূপানন্দের প্রতিচ্ছবি। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে,—এই ভগবদানন্দের কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র স্বর্গাদিগত আনন্দের উপজীব্য।

সুখ ও সুখাভাস।

অতএব ছায়াস্থানীয় প্রাকৃত আনন্দ, কায়াস্থানীয় স্বরূপানন্দ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ নহে। বিষয়সুখ, স্বরূপসুখ হইতে কোনও অতিরিক্ত পদার্থ না হইলেও ইহা মায়ামিশ্রিত পরিচ্ছিন্ন ও 'অল্প';—ইহা 'ভূমা' নহে; উহার আভাস মাত্র। জীব যে এই অল্প, পরিচ্ছিন্ন, দুঃখময় বিষয় সুখলব নিরন্তর অন্বেষণ করে,—এই অবিশ্রান্ত সুখস্পৃহাই তাহার ভূমানন্দ প্রাপ্তির আকাঙক্ষাজ্ঞাপক। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ কাহাকেও অল্প, অপবিত্র ও বিমলিন জল পান করিতে দেখিলে তাহা যেমন, তাহার অফুরন্ত, বিশুদ্ধ ও সুনির্মল সলিল পানের আকাঙক্ষাই জানাইয়া দেয়,—সেইরূপ ক্ষণভঙ্গুর, অল্প ও পরিচ্ছিন্ন বিষয়সুখান্বেষী জীবমাত্রেই যে অনন্ত ও অনাবিল ভূমানন্দের প্রার্থী, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যে আনন্দের কণ কিম্বা আভাস-মাত্র আস্বাদনেই জগৎ বিমুগ্ধ—তাহার পূর্ণভাব কিরূপ, প্রাকৃতবুদ্ধি তাহা অনুমান করিতে সমর্থ নহে। অনাবিল—অনন্ত আনন্দের সেই উৎসধারা,—তাহারই কণা মাত্র সারা বিশ্বসংসারকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥"

(বৃঃ আঃ ৪/৩/৩২)

অর্থাৎ,—এই আনন্দের অংশ বা আভাসমাত্র লাভ করিয়া অন্যান্য ভূতসকল আনন্দযুক্ত হইয়া থাকে।

সুতরাং সুখের স্বরূপ যাঁহারা বিদিত হইয়াছেন, বৈষয়িক সুখ-শীকরের উৎস কোথায়, যাঁহারা তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা বিন্দু ছাড়িয়া সুখসিন্ধুর অভিমুখেই ধাবিত হন। বিশ্বপাবনী গঙ্গা যেমন বিরজার এক বিন্দু, সেইরূপ যে উৎসধারার এক বিন্দুর আভাসেই বিশ্ব বিমোহিত, হ্লাদিনীই সেই অখিল আনন্দের মূল নির্ঝরিণী। আর

শুদ্ধাভক্তি, সেই হ্লাদিনীর সার বা সেই হ্লাদিনীরই বৃত্তি বিশেষ। যথা,—

"—সকল-ভুবন-সৌভাগ্যসার-সর্বস্বমূর্ত্তৌ মুরমর্দ্দনে পরিচয়-প্রচয়াদনপেক্ষিতাবিধিঃ স্বরসত এব সমুল্লসন্তী বিষয়ান্তরৈরব্যবচ্ছিদ্যমানা বৃত্তির্ভাগবতী বৃত্তির্ভক্তিরিতি।" (শ্রীভগবন্নামকৌমুদী। ৩/৩৯)

ইহার অর্থ,—নিখিল ভুবন সৌভাগ্যসার-সর্বস্ব-মূর্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই স্বাভাবিকী অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ প্রণয়হেতু বিধি-বাধ্যতা রহিতা স্বাভীষ্টরসোদ্ভূতা উল্লাসময়ী বিষয়ান্তর কর্তৃক অব্যবহিতা, ভাগবতী (ভগবৎ বিষয়া) বৃত্তিই—ভক্তি।

"গুরু উপদিষ্টমন্ত্রবতী ভক্তি-শাস্ত্রোক্ত-বিধানানুসারিণী অন্যাভিলাষিতা-শূন্যা জ্ঞান-কর্মাদিরহিতা ভগবতি শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণাং বৃত্তির্ভক্তিঃ।"

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ কৃত—শ্রীভাঃ টীকা ৩/২৫/৩২)

ইহার অর্থ,—শ্রীগুরূপদিষ্ট মন্ত্রোপদেশযুক্তা, ভক্তিশাস্ত্রবিধি অনুসারিণী শ্রীভগবানে সেবাভিলাষভিন্ন অন্য অভিলাষশূন্যা, কর্ম-জ্ঞানাদির আচরণরহিতা শ্রীভগবানে যে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সমূহের 'বৃত্তি'—তাহারই নাম 'ভক্তি'।[১]

আনন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা কথঞ্চিৎ অবগত হইলাম। অতঃপর আনন্দের বৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই আমরা সহজে বুঝিতে পারিব—ভক্তিই আনন্দের বৃত্তি। ভক্তি ব্যতীত কেহ কোন প্রকার সুখানুভব করিতেই পারে না; অতএব আনন্দের নিত্যদাস—নিত্যসেবক জীবের, ভক্তিই স্বাভাবিক ও নিত্য ধর্ম হইতেছে।

১। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩/২৫/৩২ শ্লোক ও উহার শ্রীলচক্রবর্তিপাদকৃত সারার্থ-দর্শিনী টীকা এবং গীতা১৮/৫৫ শ্লোকের শ্রীচক্রবর্তিপাদকৃতা টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদকৃত প্রীতিসন্দর্ভের ৬০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ।

ভাব, রস ও আনন্দের পরস্পর নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"—(তৈত্তিরী ২/৭)

ইহার অর্থ,—এই হেতু তাঁহাকে সুকৃত (অর্থাৎ স্বয়ংকর্তা=স্বয়ংরূপ) বলা হয়। যিনি সেই সুকৃত, তিনিই রসস্বরূপ। এই (জীব) রসস্বরূপকে পাইয়াই সুখী হয়।

উক্ত শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য এই যে,—স্বয়ংরূপ বা স্বয়ং ভগবান যিনি, তিনি হইতেছেন রসস্বরূপ। সেই রসস্বরূপকেই প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দ বা সুখী হইয়া থাকে।

আনন্দের বিষয় থাকিলেই যে আনন্দ হয়, তাহা নহে; আনন্দের আশ্রয় হইতে ভাবের উচ্ছ্বাস, বিষয়ে গিয়া পড়িলে তাহারই স্পর্শে বিষয় রসতা প্রাপ্ত হইয়া, আশ্রয়কে আনন্দ দান করে। 'ভাব' হইতেছে আনন্দের 'বৃত্তি'। এই ভাবেরই অপর নাম 'ভক্তি'।[১] ভাব ও রস এবং রস ও ভাব—পরস্পর সাপেক্ষ সম্বন্ধ। ভাবহীন রস কিম্বা রসহীন ভাব,—ইহা কল্পনা করা যায় না। যথা,—

> ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জ্জিতঃ।
> পরস্পরকৃতা সিদ্ধিরনয়ো রসভাবয়োঃ॥

(ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রে)

অর্থ,—ভাবহীন রস কিম্বা রসহীন ভাব কল্পনা করা যায় না। রস ও ভাব উভয়ে পরস্পর সাপেক্ষ সম্বন্ধেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

১। "শ্রীলিঙ্গাদিষু চ 'স্বরন্যেত্রা ঙ্গবিক্রিয়া'—ইত্যত্রানুভাবানামনুক্রান্তত্বাত্তেষাং চ ভাবাঙ্গভাবাদঙ্গী ভাব এব ভক্তিরিতি।" (শ্রীভগবন্নামকৌমুদী। ৩/৪০)

অর্থ,—লিঙ্গ পুরাণেও 'গদগদস্বর, অশ্রু, রোমাঞ্চাদি'—এই বাক্যে ভক্তিরসের অনুভাব গণনা করা হয়েছে। অনুভাব, ভাবেরই অঙ্গ; অতএব ইহা জানা যায় যে অনুভাবের অঙ্গী ভাবই ভক্তি।

ভাবের স্পর্শে বিষয় রসতা প্রাপ্ত হইলেও, সকল 'ভাব'দ্বারা সকল বিষয়ই রসতাপ্রাপ্ত হয় না। যে জাতীয় ভাব, তদ্দ্বারা সেই জাতীয় বিষয় বা বস্তুকেই রসতাপ্রাপ্ত করাইয়া, সেই জাতীয় সুখ বা আনন্দের আশ্রয় হওয়া যায়। এক জাতীয় ভাব দ্বারা অন্য জাতীয় বিষয়কে রসতাপ্রাপ্ত করান যায় না। সুতরাং 'ভাব' ও 'রস' নির্গুণ ও সগুণ ভেদে এবং সগুণের মধ্যেও আবার সত্ত্বাদি ভেদে বহু প্রকার বা বহু জাতীয় হইলেও, ভাবই যে বিষয়কে রসতাপ্রাপ্ত করাইয়া, আনন্দের আশ্রয় হইয়া থাকে,—ভাবই যে আনন্দের 'বৃত্তি',—সুখাস্বাদনের এই প্রণালী সর্বত্রই প্রযোজ্য।

মুলতঃ সেই এক ভাব বা স্থায়ীভাবই আবার বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব, ব্যভিচারিভাব প্রভৃতি রূপে রূপান্তরিত হইয়াই যে 'রস' সৃজন করে, তদ্বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রস-শাস্ত্রাদিতে দ্রষ্টব্য। আমরা আপাততঃ কেবল সহজে ও সংক্ষেপে আনন্দের বৃত্তির কথাটি বুঝিবার জন্য কেবল 'ভাব' কথাটিরই উল্লেখ করিয়া, এই 'ভাব' ও 'ভক্তি' যে অভিন্ন এবং ইহাই হইতেছে আনন্দের বৃত্তি বা সুখাস্বাদনের উপায়, অতঃপর ইহাই উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হইব। তাহা বুঝিতে হইলে, কি প্রকারে জীব আনন্দিত হয়,—সুখোপভোগের প্রণালী কি?—প্রথমে তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আনন্দের 'বৃত্তি' বা সুখাস্বাদনের উপায় হইতেছে—'ভক্তি' 'ভাব' বা 'প্রিয়তা'।

আনন্দিনী বা হ্লাদিনীশক্তিই সর্বানন্দের মূল। আনন্দ এবং ভক্তি—এই উভয়ে ভিন্নবস্তু না হইলেও, হ্লাদিনী যখন ভগবানের ভিতরে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার নাম—'শক্তি'; আর যখন সেই আনন্দ সক্রিয় অবস্থায় ভগবানের বাহিরে অবস্থান করেন, তখন তাঁহারই নাম হয়—'ভক্তি'। আনন্দময় হইয়াও শ্রীভগবান যে আনন্দ-বৃত্তি দ্বারা

আপনি আনন্দিত হয়েন এবং অন্যকে আনন্দিত করেন,—আনন্দের আনন্দিত করিবার সেই নিজ সামর্থবিশেষ বা বৃত্তিই হইতেছে 'ভাব' বা 'ভক্তি'। আনন্দ হইতে ভক্তির ইহাই বৈশিষ্ট। এইজন্য ভক্তিকে হ্লাদিনীর 'সার' বা ' বৃত্তি' বলা হয়। ইহারই অপর নাম,—'ভাব', 'প্রিয়তা', 'ভালবাসা' প্রভৃতি।

নিশ্চল বায়ু যে সামর্থ দ্বারা নিজেকে সঞ্চালিত করিয়া জীবসকলকে শীতলতা দানে পরিতৃপ্ত করে,—সমীরণ হইতে অভিন্ন সমীরণের সেই সামর্থবিশেষকে যেমন উহার বৃত্তি বলা যাইতে পারে,—আনন্দ ও ভক্তি উভয়ে এক হইয়াও সেইরূপ বৈশিষ্টই বুঝিতে হইবে। সুখের বিষয় থাকা সত্ত্বেও, যে 'বৃত্তি' বা ভাবের সহায়তা ব্যতীত সেই সুখের অনুভূতি হয় না, আনন্দের সেই বৃত্তি বিশেষের নাম ভাব বা ভক্তি। ভক্তির প্রচলিত অর্থ, ভালবাসা বা প্রিয়তা। পুত্রের প্রতি প্রিয়তার নাম স্নেহ, স্ত্রীর প্রতি প্রিয়তার নাম প্রণয়, বন্ধুর প্রতি প্রিয়তার নাম সখ্য, গুরুজনের প্রতি প্রিয়তার নাম শ্রদ্ধা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি সেই ভাবাখ্য ভালবাসা বিভিন্ন নামে উক্ত হইলেও সে সমস্ত নাম, প্রিয়তা বা ভক্তিরই নামান্তর মাত্র। এই ভালবাসা বা প্রিয়তা ব্যতীত কোনও বিষয় হইতে কাহারও আনন্দগ্রহণের সম্ভাবনা নাই। এক কথায় ইহার নাম 'ভাব'। ভাব না থাকিলে কোন বিষয়ই প্রিয় বা সুখের হয় না।

সুখের বিষয় ও আশ্রয়-সত্ত্বেও ভাব বা প্রিয়তার অভাবে সুখাস্বাদ অসম্ভব।

আমরা যে বিষয় হইতে আনন্দ গ্রহণ করি, তাহা আনন্দ বা সুখের বিষয়, আর যে আনন্দ গ্রহণ করে, সে আনন্দ বা সুখের আশ্রয়। যে কোনও বিষয়-সুখ আস্বাদন করিতে হইলেই সুখের বিষয় ও সুখের আশ্রয় এই দুইটিই যেমন প্রয়োজনীয়, সেইরূপ তৎসহ, বিষয় হইতে আশ্রয়ে আনন্দগ্রহণ করিবার যন্ত্র বা উপায়স্বরূপ, আনন্দের বিষয়ের

প্রতি প্রিয়তারূপ যে একটি অনুকূল মানসিক ভাব বা মনোবৃত্তি,—তাহারও বিদ্যমানতা অবশ্য প্রয়োজনীয়; নচেৎ আনন্দের বিষয় থাকা সত্ত্বেও কেহই তাহা হইতে আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হয় না। পেটিকা-সংবদ্ধ ধন-রত্নের অধিকারী হইয়াও, চাবির অধিকার ব্যতীত সেই ধন-রত্নাদি যেমন ভোগের বিষয় হয় না, সেইরূপ আনন্দের বিষয় বর্তমান থাকিলেও, সেই বিষয়ের প্রতি প্রিয়তারূপ চাবির অভাববশতঃ উহা হইতে সুখাস্বাদেরও অভাব ঘটিয়া থাকে; সুতরাং ভক্তি, ভালবাসা বা প্রিয়তাই সকল আনন্দের 'বৃত্তি' বা আস্বাদনের উপায়।

জননী পুত্রকে ভালবাসিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। পুত্র হইতে জননী আনন্দিতা হন বলিয়া পুত্র আনন্দের বিষয়, এবং জননীর আনন্দ হয় বলিয়া, জননী আনন্দের আশ্রয়; আর সেই পুত্রের প্রতি ভালবাসা বা প্রিয়তা দ্বারাই জননী সুখানুভব করিতে পারেন, 'ভাব' বা প্রিয়তাকেই সুখপ্রাপ্তির উপায় বা সেই আনন্দের 'বৃত্তি' বলিয়া জানিতে হইবে। প্রিয়তা না থাকিলে জননী পুত্র হইতে আনন্দলাভ করিতে পারিতেন না। পুত্রমাত্রেই আনন্দের বিষয় হইলেও, জননীর নিকট নিজ পুত্রের ন্যায় অপরের পুত্রে প্রিয়তা না থাকায়, সেই পুত্র হইতে তিনি আনন্দিতা হইতেও পারেন না; সুতরাং বুঝিলাম, আনন্দের বিষয় থাকিলেও যাহার প্রতি প্রিয়তা নাই, তাহা হইতে আনন্দও নাই। ভক্তি, ভালবাসা বা প্রিয়তাই সুখ আস্বাদনের উপায় বা যন্ত্রস্বরূপ।[১]

বিষয়ভেদে 'ভাব' বা 'বৃত্তির' ভিন্নতা।

একই চাবিদ্বারা যেমন সকল বদ্ধ-পেটিকাই উন্মুক্ত করা যায় না,—কিন্তু চাবি যে জাতীয় বা যে প্রকারের, সেই জাতীয় বা সেই প্রকারের পেটিকাই উন্মুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ আনন্দের বৃত্তি, গুণ কর্মাদি

১। ভক্তিযন্ত্রিতঃ=ভক্তিগৃহীতঃ সন্।—(সিদ্ধান্তরত্নম্। ১/৫৮ টীকা দ্রষ্টব্য)

অনুসারে যাঁহার যে প্রকার, সেই প্রকার বা সেই জাতীয় সুখ তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে। আনন্দ হইতেই সমুদ্ভূত বলিয়া বিষয়মাত্রেই সুখ আছে। মনুষ্য ও শূকর-উভয়েই বিষয়ভোগ করিয়া সুখী হয়। কিন্তু শূকর যে বিষয় হইতে সুখলাভ করে, তাহাই মনুষ্যের নিকট ঘৃণ্য; আবার মনুষ্যের নিকট যাহা সুখের বিষয়, শূকরের নিকট তাহাই হেয়। শূকরের আনন্দ-বৃত্তি বা প্রিয়তা যে জাতীয়, সেই জাতীয় আনন্দের যাহা বিষয়, তাহা হইতেই সে আনন্দ প্রাপ্ত হয়; আর মনুষ্যের আনন্দ-বৃত্তি বা প্রিয়তানুরূপ সেই জাতীয় আনন্দের যাহা বিষয়, তাহা হইতেই তাহার আনন্দ হইয়া থাকে। মনুষ্যের বৃত্তি শূকরের এবং শূকরের বৃত্তি মনুষ্যের লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে, পরস্পরের বিপরীত বিষয় হইতে, তৎক্ষণাৎ পরস্পর আনন্দলাভ করিতে পারিত, সন্দেহ নাই। স্ত্রীর প্রতি প্রিয়তাবিধানপূর্বক স্বামী আনন্দ লাভ করেন; কিন্তু প্রিয়তার অভাব বশতঃ সেই স্ত্রীই তাহার সপত্নীর নিকট কিঞ্চিৎ মাত্রও আনন্দের বিষয় না হইয়া বিষবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। আবার কোনও একটি বিষয় হইতে অনেকে আনন্দিত হইলেও, আনন্দ গ্রহণবৃত্তির বা প্রিয়তার পার্থক্যবশতঃ বৃত্তি-অনুরূপ আনন্দেরও পার্থক্য উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেমন একই রমণীর প্রতি প্রিয়তার ভিন্নতাবশতঃ তাহার পিতা, তাহার পুত্র, তাহার স্বামী, তাহার ভ্রাতা, তাহার দেবর—সকলেই সুখানুভব করিলেও সুখেরও বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। মোটকথা, আনন্দের বৃত্তিই যে আনন্দাস্বাদনের উপায়,—ভক্তি, ভাব প্রিয়তার বিভিন্নতাই যে বিভিন্ন জাতীয় সুখানুভূতির কারণ, উক্ত প্রকার যে-কোনও জাগতিক দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা করিলে আমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারি; আর প্রিয়তা বা ভাব যে ভক্তির নামান্তর, তৎসহ ইহাই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যে বিষয় যাঁহার প্রিয়, তিনি সে বিষয়ের 'ভক্ত', অতএব প্রিয়তাই ভক্তির নামান্তর।

কাহারও কোন বিষয়সুখাস্বাদনে অধিক প্রিয়তা দেখিলে, লোকে তাহাকে সেই বিষয়ের 'ভক্ত' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। যেমন মিষ্টান্ন যাহার অধিক প্রিয়, তাহাকে মিষ্টান্নভক্ত, মৎস্য যাহার অধিক প্রিয়, তাহাকে মৎস্যভক্ত, অর্থ যাহার অধিক প্রিয়, তাহাকে অর্থভক্ত, জননী যাহার অধিক প্রিয়, তাহাকে মাতৃভক্ত, প্রভু যাহার অধিক প্রিয়, তাহাকে প্রভুভক্ত,—এই প্রকার যে বিষয়ে যাহার প্রিয়তা অধিক দেখা যায়, তাহাকে সেই বিষয়ের 'ভক্ত' নামে অভিহিত করা হয়।

সর্বমূল বলিয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধেই ভক্তি ও ভক্ত নামের প্রকৃষ্ট ও পরিপূর্ণ সার্থকতা।

সুতরাং আনন্দের বৃত্তি যাহা, তাহারই নাম ভাব, প্রিয়তা, ভালবাসা বা এক কথায় 'ভক্তি'। ভক্তি বলিতে সাধারণতঃ আমরা ভগবৎ প্রিয়তাকেই ও ভক্ত বলিতে ভগবৎপ্রীতি যাঁহার আছে, তাঁহাকে বুঝিয়া থাকি। বাস্তবিকপক্ষে একমাত্র ভগবৎসম্বন্ধেই ভক্তি ও ভক্ত নামের প্রসিদ্ধ অর্থ ও পরিপূর্ণ সার্থকতা। ভক্তি জীবের এমনই স্বাভাবিক ধর্ম যে, "শ্রীভগবানে ভক্তি ব্যতীত জীবের অন্য কিছু প্রয়োজনীয় বা করণীয় নাই"—এই তত্ত্ব আমরা জানি বা না-ই জানি, তথাপি প্রত্যেক জাগতিক ব্যবহারের মধ্যেও এই সত্য আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। প্রাকৃত বিষয়ও সেই ভগবৎশক্তিবিশেষেরই পরিণতি; সুতরাং প্রাকৃত-বিষয়-সুখস্পৃহা সেই ভগবৎবিষয়-সুখ-স্পৃহারই পরিচায়ক, এবং প্রাকৃত বিষয়ে প্রিয়তা বা ভক্তি, সেই ভগবৎ-ভক্তিরই নিদর্শন মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। উভয়ের মধ্যে কায়া ও ছায়ার ন্যায় পার্থক্য। পূর্বে সে কথার উল্লেখ করা হইয়াছে।

অতএব যাহা প্রাকৃত আনন্দ,—যাহা আমাদের নিত্য আস্বাদিত বিষয় সুখ,—তাহা অল্প, অবিশুদ্ধ ও ক্ষণভঙ্গুর; আর অপ্রাকৃত প্রদেশ-প্রবাহিত আনন্দ যাহা,—তাহা ভূমা, বিশুদ্ধ ও নিত্য, সুতরাং তাহাই যথার্থ সুখপদবাচ্য। প্রাকৃত বিষয় সুখ তাহারই মলিন আভাস মাত্র।

ভক্তি বা প্রিয়তা ব্যতীত প্রাকৃতাপ্রাকৃত কোন প্রকার আনন্দই আস্বাদন করা যায় না এবং যে প্রকার ভক্তি, সেই জাতীয় আনন্দই আস্বাদ্য হইয়া থাকে, এ কথাও আমরা বুঝিয়াছি।

প্রাকৃত ভক্তি ও অপ্রাকৃত—নির্গুণা ভক্তির পার্থক্য।

সুতরাং যাহা অপ্রাকৃত আনন্দ,—যাহা পরমানন্দ, তাহার আস্বাদন উপায় যে ভক্তি, তাহাও তজ্জাতীয়া হওয়া আবশ্যক; সেই জন্যই তাহার নাম শুদ্ধাভক্তি। কায়া ও ছায়ার ন্যায়, প্রাকৃত ভক্তি শুদ্ধাভক্তির মলিন আভাস মাত্র; সুতরাং ইহা মায়িকী ভক্তি। শুদ্ধাভক্তিই অন্যান্য ভক্তি বিশেষের মূল বা মুখ্য বলিয়াই ইহার অপর নাম মুখ্যাভক্তি। ভক্তি যে প্রকার পরিশুদ্ধ হইবে, সেই জাতীয় বিষয় হইতে সেই প্রকার পরিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করা সম্ভব হইবে,—এ-কথা পূর্বেও আমরা বুঝিয়াছি। শ্রীভগবান সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ আনন্দের বিষয়; সুতরাং সেই আনন্দ লাভ করিতে হইলে সেইরূপ সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধাভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তি ব্যতীত উপায়ন্তর নাই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।"

(শ্রীগোপালোত্তরতাপিণী—৯)

বিজ্ঞানঘনরূপা ও আনন্দঘনরূপা শ্রীভগবন্মূর্তি একমাত্র সচ্চিদানন্দৈকরসস্বরূপ ভক্তিযোগ দ্বারাই গ্রাহ্য হয়েন। একমাত্র শুদ্ধাভক্তিই শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারের হেতু-স্বরূপা।

যে পেটিকার চাবি যাহার নিকট নাই, সে যেমন তদন্তর্গত সুখকর বস্তু উপভোগ করিতে পারে না, সেইরূপ পরমানন্দস্বরূপ ভগবদ্দর্শনলাভের উপযুক্ত যে ভক্তি,—সেই ভক্তি যাহার নাই, তাহার পক্ষে শ্রীভগবান সদা সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহাকে ভগবদ্রূপে অনুভব করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এইজন্যই শ্রীভগবানের প্রকটকালেও ভক্তিশূন্যতার কারণে অনেক জ্ঞানী, মানী ব্যক্তিও তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পান নাই; আবার ভক্তির বিদ্যমানতা বশতঃ সাধারণ দৃষ্টিতে তুচ্ছ, নগণ্য বলিয়া বিবেচিত যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ভগবৎ-সন্দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

(প্রভুর আশ্বাস শুনি কান্দয়ে মুকুন্দ। ধিক্কার করিয়া আপনারে বোলে মন্দ।) "ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি এই ছার মুখে। দেখিলেই, ভক্তিশূন্য কি পাইব সুখে ॥ বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্যোধন। যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ ॥ দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্যোধন। **না পাইল সুখ —ভক্তিশূন্যের কারণ ॥** হেনভক্তি না মানিল আমি ছার মুখে। দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেম সুখে ॥ যখনে চলিলা তুমি রুক্মিণী হরণে। দেখিল নরেন্দ্র সব গরুড়বাহনে ॥ অভিষেক হৈল, রাজরাজেশ্বর নাম। দেখিল নরেন্দ্র তোমা মহাজ্যোতির্ধাম ॥ ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ। বিদর্ভ নগরে তাহা করিলা প্রকাশ ॥ তাহা দেখি মরে সব নরেন্দ্রের গণ। **না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণ ॥** সর্বযজ্ঞময় রূপ—কারণ শূকর। আবির্ভাব হৈলা তুমি জলের ভিতর ॥ অনন্ত পৃথিবী লাগি' আছয়ে দশনে। যে প্রকাশ দেখিতে দেবের অন্বেষণে ॥ দেখিলেক হিরণ্য—অপূর্ব দরশন। **না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণ ॥** আর মহাপ্রকাশ দেখিল তার ভাই। যাহা গোপ হৃদয়েতে কমলার ঠাঁই ॥ অপূর্ব নৃসিংহরূপ কহে ত্রিভূবনে।

তাহা দেখি মরে ভক্তি-শূণ্যের কারণে। হেন ভক্তি মোর ছার-মুখে না মানিল। এ বড় অদ্ভূত—মুখ খসি' না পড়িল ॥ কুব্জা, যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার। কোথায় দেখিল তারা প্রকাশ তোমার॥ ভক্তিযোগে তোমারে পাইল তারা সব। সেইখানে মরে কংস—দেখি' অনুভব ॥" —(শ্রীচৈতন্যভাগবত। মধ্য—১০)

'রস'—আনন্দের মূল বা আশ্রয়।

জীবমাত্রেই যখন কোনও বিষয় হইতে তৎপ্রতি 'ভক্তি', 'ভাব' বা 'প্রিয়তা' দ্বারা আনন্দ উপভোগ করে, তখন সেই আনন্দের বিষয়টি তাহার নিকট 'রস' রূপে পরিণত হইয়া থাকে। রস হইতেই আনন্দ সমুদ্ভূত হয়। যেখানে আনন্দ, তাহার মূলে অবশ্যই রসের অবস্থিতি জানিতেই হইবে। রসই আনন্দের আধার,—রসই আনন্দের মূল বা আশ্রয়। রস ব্যতীত আনন্দ নাই। কোন বিষয়ের প্রতি তজ্জাতীয় ভক্তি বা ভাব কিম্বা ভালবাসা চিত্তে উদিত হইলেই তজ্জাতীয় আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে, এই কথাই পূর্বে আমরা বলিয়াছি; কিন্তু আরও স্পষ্টরূপে বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে, কোনও বিষয়ের প্রতি তজ্জাতীয় ভক্তি, ভাব, বা ভালবাসা চিত্তে উদিত হইলে সেই বিষয়টি 'রস' রূপে পরিণত হইয়া তজ্জাতীয় আনন্দের অনুভূতি করাইয়া থাকে। রস হইতেই আনন্দের উৎপত্তি; লৌকিক ব্যবহারেও ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে; যথা,—কাব্য শ্রবণাদির আনন্দ অনুভব হয় যাহা হইতে, তাহাকে আমরা 'কাব্যরস' বলি; কাব্যের প্রতি যাঁহার 'ভাব' বা 'ভক্তি'-রূপ অনুকূল মনোবৃত্তি আছে, তাহারই সংযোগে কাব্য'রস'রূপে পরিণত হইয়া সেই কাব্যামোদীকে আনন্দিত করে। 'রস' না হইলে শুধু 'কাব্য' কাহারও নিকট আনন্দের বিষয় হয় না। সেইরূপ বিষয়ানন্দঅনুভব হয়—বিষয়রস হইতে, সঙ্গীতের আনন্দ অনুভব হয়—সঙ্গীতরস হইতে, সখ্যতার আনন্দ অনুভব হয়—সখ্যরস হইতে, নাট্যামোদ অনুভব হয়—

নাট্যরস হইতে, ক্রীড়ামোদ অনুভব হয় ক্রীড়রস হইতে ইত্যাদি প্রকার সর্বত্রই বুঝিতে হইতে।

আনন্দের ঘনীভূত বা সমূর্ত অবস্থাই 'রস'; সচ্চিদানন্দ-ঘনমূর্তি রসরাজ—শ্রীকৃষ্ণই সর্বরসের মূল বা আদি কারণ।

'রস', আনন্দের ঘনীভূত বা সবিশেষ ভাব, —অর্থাৎ মূল বা আশ্রয়; আর আনন্দ, রসের নির্বিশেষ ভাব বা রসের কার্যবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব বা ব্রহ্মের আশ্রয়; "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্—"[১] সুতরাং তিনিই রসস্বরূপ;—'রসরাজ' নাম তাঁহাতেই সার্থক; "রসো বৈ সঃ।"[২] আর ব্রহ্ম, শ্রীভগবানের নির্বিশেষ ভাব, সুতরাং তিনি আনন্দ-স্বরূপ;—"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্", "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"[৩]। সকল রসের মূল, সকল আনন্দের আশ্রয়, সকল সুখের সার—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যথার্থ রসরাজ বা মহারসময়। সেই রসের কণ মাত্রের আভাসেই চরাচর নিখিল বিশ্ব বিমুগ্ধ! সুতরাং আনন্দই ব্রহ্ম, আর সেই আনন্দের সমূর্ত ঘনীভূত অবস্থা বা 'রস'ই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীভগবানের স্বরূপ। এইজন্য শাস্ত্র শ্রীভগবানকে আনন্দঘনরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দঘন মূর্তি, রসরাজ—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রুতি-বর্ণিত "রসো বৈ সঃ"। সেই অনন্যাপেক্ষী সুকৃত অর্থাৎ স্বয়ং-কর্তা বা স্বয়ং-রূপ শ্রীকৃষ্ণই ভাবভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবানরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণই মূল ও বিশুদ্ধ রসসিন্ধু, আর শ্রীভগবানের মায়াশক্তি-মিশ্রিত অবিশুদ্ধ রসবিন্দু যাহা,— তাহাই প্রাকৃত বিষয়-রস; তাহা হইতেই পরিচ্ছিন্ন সুখাভাসস্বরূপ বিষয়ানন্দ গ্রাহ্য হইয়া থাকে। উভয়ের উপাদান বিভিন্ন; কিন্তু আস্বাদন প্রণালী এক।

১। গীতা ১৪/২৭, ২। তৈত্তিরি ২/৭/১, ৩। তৈত্তিরি ৩/৬/১

পূর্ববর্ণিত বিষয়ের সারমর্ম।

এই পর্যন্ত আলোচনায় আমরা যাহা বুঝিলাম তাহার সারমর্ম এই যে,—

(১) আনন্দ হইতে জীবের উৎপত্তি, আনন্দেই অবস্থিতি, আনন্দেই প্রত্যাবর্তন। আনন্দ ব্যতীত জীব মুহূর্তকাল মাত্রও বিদ্যমান থাকিতে পারে না।

(২) আনন্দময় হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া বিষয়মাত্রেই আনন্দ বিদ্যমান থাকিলেও, সেই বিষয়ের প্রতি সেই জাতীয় 'ভাব' না থাকিলে তাহা হইতে আনন্দ লাভ করা যায় না। গুণ-কর্মানুসারে যে যে জাতীয় ভাবের অধিকারী, সেই জাতীয় বিষয় হইতে তাহার তদনুরূপ সুখানুভূতি হইয়া থাকে। এক জাতীয় ভাব দ্বারা অন্য জাতীয় বিষয় হইতে সুখানুভূতি হয় না।

(৩) ভাবের অপর নাম প্রিয়তা, ভালবাসা বা ভক্তি। ভক্তিই আনন্দ অনুভব করিবার যন্ত্র বা উপায়-স্বরূপ বলিয়া ইহাকে আনন্দের বৃত্তি বিশেষ বলা হইয়া থাকে। বিশুদ্ধানন্দ অনুভব করিবার উপায় বিশুদ্ধাভক্তি, অবিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করিবার উপায় অবিশুদ্ধা ভক্তি। সাত্ত্বিকী ভক্তি দ্বারা সাত্ত্বিক-সুখ, রাজসী ভক্তি দ্বারা রাজসিক-সুখ ও তামসী ভক্তি দ্বারা তামসিক-সুখ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

(৪) রসকে অবলম্বন করিয়াই আনন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে। আনন্দের বিষয় যাহা, তাহারই নাম রস; রস ব্যতীত আনন্দ হয় না। ধূপ হইতে যেমন "সৌরভের বিকাশ হয়, রস হইতে সেইরূপ আনন্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে।"

(৫) ভাব বা ভক্তির সংযোগই, বিষয়কে রসরূপে পরিণত করে। বিষয়, রসরূপে অনুভূত হইলেই সেই রস হইতে আনন্দ উপলব্ধি হইতে থাকে। ভক্তি বা ভাবের সংযোগ ভিন্ন কোন বিষয়ই 'রস'রূপে

পরিণত হয় না; সুতরাং তাহা হইতে সুখ বা আনন্দও হয় না।

(৬) জীব মাত্রেই যখন 'আনন্দ' অবলম্বন করিয়াই বিদ্যমান আছে, এবং 'রস' হইতেই যখন আনন্দের অনুভূতি হয়, এবং 'ভাব' বা 'ভক্তিই' যখন বিষয়কে রসরূপে অনুভব করাইবার একমাত্র উপায়, তখন ভক্তিই যে, আনন্দের নিত্য সেবক—জীবমাত্রের সাহজিক ও স্বাভাবিক ধর্ম, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবে ভগবদ্ভক্তি নির্গুণা—অনাবিল; আর মায়িকী বা প্রাকৃত ভক্তি সগুণা ও আবিল।

অপ্রাকৃত শুদ্ধাভক্তি বা 'ভাগবতী-বৃত্তি' ও মায়িকী ভক্তি বা 'বৈষয়িকী-বৃত্তি'—এই উভয়ে কার্যরীতিতে একতা থাকিলেও, স্বরূপতঃ পৃথক্ বস্তু।

অতএব ভাব বা ভক্তিরূপা বৃত্তিই যে সর্বজীবের আত্মধর্ম, ভক্তিই যে জীবের নিত্য-ধর্ম, ভক্তি ব্যতীত জীব সুখহীন হইয়া মুহূর্তকালমাত্রও বিদ্যমান থাকিতে পারে না, এ কথা বুঝিলাম; কিন্তু তৎসহ ইহাও আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাকৃত বিষয়রস হইতে বিষয়ানন্দ আস্বাদনের হেতুভূতা যে ভক্তি বা যে ভাব,—যথার্থ ভক্তি যাহা,—উহা তাহারই কিঞ্চিৎ মলিন আভাসমাত্র।

কায়া ও ছায়ার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ে যেমন ভিন্ন বস্তু; সেই রূপ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের বা রসময় শ্রীভগবন্মূর্তি সকলের সেবানন্দাস্বাদনের হেতুভূতা নির্গুণা শুদ্ধাভক্তি হইতে প্রাকৃত বিষয়ানন্দ আস্বাদনের হেতুভূতা মায়িকী ভক্তি—এই উভয়ের মধ্যে সুখাস্বাদনের প্রণালীগত সাদৃশ্য থাকিলেও, স্বরূপগত এই 'বৃত্তি' বা ভাবদ্বয় সম্পূর্ণ পৃথক্। একটি হইতেছে অপ্রাকৃত চিন্ময়ী "ভাগবতী বৃত্তি" বা শুদ্ধাভক্তি, অপরটি হইতেছে—প্রাকৃতগুণময়ী "বৈষয়িকী-বৃত্তি" বা

জড়ীয়া ভক্তি। একটি হইতেছে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছাময়ী বা 'প্রেম' নামক ভক্তি, অন্যটি হইতেছে—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছাময়ী বা 'কাম' নামক ভক্তি। কাঞ্চনে ও লৌহে কিম্বা নির্মল দিবাকরে ও ঘনীভূত অন্ধকারে যেরূপ প্রভেদ,—উক্ত উভয় বৃত্তির বা উভয় ভক্তির মধ্যে তদ্রূপ পার্থক্যই জানিতে হইবে। যথা,—

"কাম, প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য হয় প্রেমত' প্রবল"॥
"অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্মল ভাস্কর॥"—(শ্রী চৈঃ ১/৪)

ভগবদ্বশীকার-হেতুভূতা শুদ্ধাভক্তির স্বরূপ নির্ণয়।

একমাত্র শুদ্ধাভক্তি দ্বারাই যে, শ্রীভগবান বশীভূত হয়েন, শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি সর্বত্রই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।[১] সুতরাং মধুব্রত যেমন মকরন্দ-লোভে তামরস-কোষে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হয়,—রসিক তরুণ যেমন তরুণীর প্রেমপাশে সাধ করিয়াই সংবদ্ধ হয়, শ্রীভগবানও সেইরূপ ভক্তের প্রেমডোরে স্বেচ্ছায়—সাধ করিয়াই আবদ্ধ হইয়া থাকেন। ভক্তিই ভগবদ্বশীকারের একমাত্র হেতুরূপা। নিখিল বিশ্ব

১। "ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি—।" (শ্রুতিঃ)
অর্থ,—শ্রীভগবান্ ভক্তিরই বশ। ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির পরম উপায়।
"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বাতন্ত্র ইব দ্বিজ—" (শ্রীভাঃ ৯/৪/৬৩)
অর্থ,—আমি ভক্তাধীন। ভক্তের নিকট আমার স্বতন্ত্রতা থাকে না। ইত্যাদি।

সংসার যাঁহার বশে থাকিয়া চালিত হইতেছে সেই শ্রীভগবানকেও বশীভূত করেন যিনি,—মহাপ্রভাবশালিনী সেই ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া প্রয়োজন। তদ্বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ 'সিদ্ধান্তরত্ন' কারের সংক্ষিপ্ত ও সুরম্য বিচারটিই নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

"অত্রৈবং পুনশ্চিন্ত্যতে ভগবদ্বশীকারহেতুভূতা ভক্তিঃ কিং স্বরূপেতি। প্রাকৃতসত্ত্বময়জ্ঞানানন্দরূপা, কিংবা ভগবজ্জ্ঞানানন্দরূপা, অথবা জৈব জ্ঞানানন্দরূপা, উত হ্লাদিনীসারসমবেতসম্বিৎসাররূপেতি? নাদ্যঃ ভগবতো মায়াবশ্যত্বাশ্রবণাৎ, স্বতঃ পূর্ণত্বাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ অতিশয়াসিদ্ধেঃ। নাপি তৃতীয়ঃ, জৈবয়োস্তয়োঃ ক্ষোদিষ্ঠত্বাৎ। কিন্তু চতুর্থ এবাসৌ ভবেৎ। (১/৩৮)

ইহার অর্থ,—এস্থলে পুনর্বার চিন্তনীয় এই যে, ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তির স্বরূপ কি? উহা কি প্রাকৃতসত্ত্বময় জ্ঞানানন্দ রূপা? কিম্বা ভগবানের স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দরূপা? কিম্বা জীবে অবস্থিত জ্ঞানানন্দরূপা? অথবা শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গত—হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিৎসাররূপা? তদুত্তরে বলা হইতেছে,—

প্রথমপক্ষ—অর্থাৎ উহাকে কখন প্রাকৃত-সত্ত্বময় জ্ঞানানন্দ বলা যায় না; কারণ শ্রীভগবান স্বতঃ পূর্ণ হইয়াও যখন ভক্তির বশীভূত হয়েন, তখন ভক্তিকে তাদৃশা বলিলে, ভগবানের মায়াবশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতেও বিলজ্জিতা হয়েন,—ভগবান[১] কখন সেই মায়ার বশীভূত হইতে পারেন না। দ্বিতীয় পক্ষও অতিশয় অসিদ্ধ। যে-হেতু ভগবান যখন ভক্তের ভক্তিতে আনন্দাধিক্য অনুভব করেন, তখন ভক্তি তাঁহার স্বরূপানন্দ হইলে, উহার পূর্ণত্ব নিবন্ধন[২] সেই জ্ঞানানন্দের আধিক্যপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না। তৃতীয়পক্ষও স্বীকার করা যায় না। কারণ জীবের ক্ষুদ্র বা অল্প জ্ঞানানন্দ, উহা

১। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া"—ইত্যাদি। (শ্রীভঃ ২/৫/১৩)

২। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদমিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।" (বৃঃ আঃ ৫/১)

পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়শীল; সুতরাং উহা কখন অখণ্ড ও বিপুল জ্ঞানানন্দরূপা নিত্যা ভক্তিরূপে গণ্যা হইতে পারেনা। অতএব চতুর্থপক্ষই স্বীকার করিতে হইবে; অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির অন্তর্গত হ্লাদিনী ও সম্বিদ্-শক্তির সমবেত সারভাগ বা পরমাবস্থাই হইতেছেন 'ভক্তি'।

এই ভক্তিকে ভগবদ্ আনন্দের 'বৃত্তি'ও বলা হয়। কারণ ইনি আনন্দস্বরূপ হইয়াও শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় নিখিল সুখাস্বাদনের একমাত্র উপায় স্বরূপ হইয়া থাকেন। এইজন্য শুদ্ধাভক্তিরই অপর নাম 'ভাগবতীবৃত্তি।' ইনি তত্ত্বতঃ 'শক্তি'রূপে ভগবানে নিত্য বিদ্যমান্ থাকিয়াও, আবার স্বরূপতঃ যখন তদ্বিষয়া বৃত্তিরূপে তাঁহার বাহিরে অবস্থান করেন, তখন ইহার নাম হয় 'ভক্তি'। এই ভক্তি বা ভাগবতীবৃত্তির বিক্ষেপেই ভগবান্ রসরূপে পরিণত হইয়া নিত্যই নিজেকে ও ভক্তজগৎকে আনন্দিত করিতেছেন। সকল বৃত্তি, সকল রস ও সকল আনন্দের—নিখিল সুখাস্বাদন প্রণালীর ইহাই হইতেছে মূলকেন্দ্র।

স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গত ভক্তি-নির্ঝরিণী নির্গুণা ও সগুণা—দুটিই পৃথক ধারায় বিশ্ব-প্রপঞ্চে নিত্য প্রবাহিতা।

শ্রীভগবানের স্বরূপ-বৈভবের পরম সম্পদ সেই ভক্তি-নির্ঝরিণী দুইটি পৃথক ধারায় বিশ্ব-প্রপঞ্চে নিত্য প্রকটিত রহিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ধারাটি স্বরূপবৈভবস্থ নিত্যপরিকরগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবন-পাবনী মন্দাকিনী-প্রবাহের ন্যায় ভক্ত-পরম্পরারূপ আবরণের ভিতর দিয়া আধুনিক ভক্তগণ পর্যন্ত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।[১] কেবল যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গের মাধ্যমেই ইঁহাকে লাভ করা যায় বলিয়াই ইঁহাকে সুদুর্লভা

১। "এষা তু ভক্তিস্তন্নিত্যপরিকরগণাদারভ্যেদানীন্তনেষ্বপি তত্তদ্ভক্তেষু মন্দাকিনীব প্রচরতি।" (সিদ্ধান্তরত্নম্। ১ম পাদ। ৫৪ অনুঃ।)

বলা হয়। মহৎসঙ্গ ও তদুত্থিত শ্রীহরিকথা শ্রবণকীর্তনাদিরূপা-ভক্তি—যুগপৎ এই উভয় কারণের সংযোগ হইতেই শুদ্ধাভক্তি জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েন এবং অনাদি-বহির্মুখ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাইয়া শ্রদ্ধাদিক্রমে,—সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তিরূপে উদিত হইয়া,—নিজ মুখ্যফল শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রদান করিয়া থাকেন। ইহারই নাম নির্গুণা—শুদ্ধাভক্তি বা 'ভাগবতীবৃত্তি'। শাস্ত্র-বাক্য, যথা,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ (শ্রীভাঃ ৩/২৫/২৪)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সাধুদিগের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ দ্বারা, হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তি দায়ক আমার বীর্য প্রকাশক কথা, (অর্থাৎ শ্রীভগবন্নামরূপ গুণ-লীলাদি কথা) আবির্ভূতা হয়েন। সেই কথার আস্বাদন হইতে অপবর্গ-বর্ত্মস্বরূপ (অর্থাৎ যাঁহার নিকট যাইবার পথে অগ্রেই মুক্তিকে দেখা যায়,—এমন যে ভগবান্) সেই আমাতে শীঘ্র শ্রদ্ধা, (অর্থাৎ শ্রদ্ধা পূর্বিকা সাধনভক্তি) রতি (অর্থাৎ ভাবভক্তি) ও ভক্তি (অর্থাৎ প্রেমভক্তি) যথাক্রমে উদিত হইয়া থাকে।

অপর ধারাটি ভক্ত পরম্পরার আবরণের মাধ্যমে প্রবাহিত না হইয়া, উন্মুক্তভাবেই অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ও সাধারণে কথিত শ্রীহরিকথাদিরূপে জগতে নিত্যই স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন। অনাবৃতভাবে প্রাকৃত বিশ্ব-প্রপঞ্চের নানা গুণসম্বন্ধের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায়, নিজে নির্মল ও বিশুদ্ধ হইয়াও, সত্ত্বাদি ত্রিগুণ-রাগের মিশ্রণে রূপান্তরিত হইয়া 'সগুণাভক্তি' নামে সর্বজীবের সহজলভ্যরূপে জগতে অবস্থান করিতেছেন। ভক্তি-সম্বন্ধ বিনা অপর কোন সাধনাই ফলপ্রসূ হয়েন না বলিয়া, চিন্তামণির ন্যায় এই ভক্তি, নিখিল সকাম সাধকগণের সাধনার অঙ্গরূপে নিহিত

থাকিয়া, তাঁহাদিগের ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি কামনা পূর্ণ করিবার জন্য সেই সকল সাধনার প্রাণদান করিতেছেন। পূর্বোক্ত প্রথম ধারাটির সংযোগ না হওয়া পর্যন্ত অপর কোন উপায়ে অনাদি বহির্মুখ জীব হৃদয়ে কৃষ্ণোন্মুখতা অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণই সর্ব প্রভু —আমি তাঁহার দাস"—এই শুদ্ধাবুদ্ধির উদয় হয় না; সুতরাং সগুণা ভক্তির গ্রহণকালেও, জীবহৃদয়ে "আমি কর্তা", "আমি ভোক্তা"—এইরূপ প্রভুত্ববোধ বিদ্যমান থাকায়, সগুণাভক্তি সেই সকাম সাধকগণকে তাঁহাদিগের বাঞ্ছা-অনুরূপ পাপনাশ, নরকনিবারণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, ভুক্তি ও মুক্তি পর্যন্ত নিজ গৌণ ফলমাত্রই প্রদান করেন, কিন্তু মুখ্যফল—শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দ কেবল শুদ্ধা ভক্তিরূপেই প্রদত্ত হইয়া থাকে।

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিলাম, কেবল আনন্দই আনন্দাস্বাদের কারণ নহে, 'রস', 'আনন্দ' ও 'ভাব' বা 'ভক্তি' এই তিনের একত্র সমাবেশে সকল জাতীয় আনন্দেরই উপলব্ধি হইবার কারণ হইয়া থাকে।

যিনি সর্বমূল, বিশুদ্ধ ও পূর্ণ 'রস'—তিনিই রসরাজ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। যিনি সর্বমূল, বিশুদ্ধ ও পূর্ণ 'আনন্দ'—তিনিই হ্লাদিনী-শক্তি। যিনি সর্বমূল বিশুদ্ধ ও পূর্ণ 'ভাব'—তিনিই হ্লাদিনীর বৃত্তিরূপা শুদ্ধাভক্তি।

জীব পূর্ণানন্দ হইতে প্রাদুর্ভূত বলিয়া নিরন্তর পূর্ণানন্দেরই অন্বেষণ-তৎপর।

প্রাকৃত বিষয়রস, প্রাকৃত আনন্দ ও প্রাকৃত ভাব বা ভক্তি, ইহা সেই বিশুদ্ধ ও পূর্ণ রস, আনন্দ ও ভক্তির বিন্দুমাত্রের মলিনাভাস; —সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর, দুঃখময় ও অল্প। জীব সেই পূর্ণ হইতেই সমুদ্ভূত বলিয়া,—জীব সেই পূর্ণেরই সন্তান বলিয়া, পূর্ণতাকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই নিরন্তর ব্যাকুল। পূর্ণানন্দ আস্বাদন করাই জীবের স্বভাব বা স্বপদ। এই স্বভাব

বা স্বপদ হইতে বিচ্যুতিই জীবের সকল অভাব ও বিপদের কারণ। সংসারী জীবমাত্রেই অভাব বা বিপদগ্রস্ত; তাহার কারণ জীব নিজ স্বরূপ বিস্মৃত; সুতরাং স্বভাবচ্যুত, আত্মবঞ্চিত,—মায়া-প্রতারিত! বিষয়সুখ জীবমাত্রেই যে অধিক চাহে,—এই অধিক চাওয়ার অর্থই হইতেছে, জীবের পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির পিপাসা।

অল্প ও ক্ষয়শীল প্রাকৃত বিষয়সুখ, পূর্ণানন্দ-পিপাসাতুর জীবের পূর্ণ পিপাসা নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত নহে; তাই জীবমাত্রেই প্রতিনিয়ত সচঞ্চল; সেই চাঞ্চল্যই অহর্নিশ কর্মশীলতারূপে জীবে প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞানতঃ হউক, অজ্ঞানতঃ হউক, বিশুদ্ধ ও পূর্ণানন্দের অনুসন্ধানার্থ ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র কীটাণু পর্যন্ত সকলেই সর্বদা সচঞ্চল বা সচেষ্ট। আস্তিক হউন, নাস্তিক হউন—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন জোরেস্ত্রাণ,—যিনিই হউন না কেন, যে কোন ভাবেই হউক সকলের সেই পূর্ণানন্দই প্রয়োজন,—পরিচ্ছিন্ন বিষয় সুখ নহে। চিকিৎসা, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, রসায়ন, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য সকল বিদ্যারও এই এক মিলিত উদ্দেশ্য,[১] —আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পূর্ণ সুখপ্রাপ্তি। এ-কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিবেন।

'ভূমানন্দ' এবং 'অল্প' অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়শীল বিষয়ানন্দ বা বৈষয়িক সুখে পার্থক্য।

কিন্তু পূর্ণানন্দ ব্যতীত, 'ভূমা' ব্যতীত 'অল্প', ক্ষণিক ও আবিল বিষয়ানন্দে জীবের অনন্ত সুখ-পিপাসা মিটিবার সম্ভাবনা কোথায়? তাই পরম করুণাময়ী শ্রুতিদেবী জীবকে 'ভূমা' ও 'অল্প' এই উভয়বিধ

১। শ্রীভগবানেই যে সর্বশাস্ত্রের সমন্বয়, তদ্বিষয়ে শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদকৃত শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভীয়-সর্বসম্বাদিনী গ্রন্থের শেষাংশে—"সর্বৈশ্চ বেদৈঃ পরমো হি দেবো জিজ্ঞাস্যঃ"—ইত্যাদি উপক্রম আরম্ভ করিয়া পরবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য।

আনন্দের পরিচয় প্রদানপূর্বক অল্প যাহা, তাহাকে পরিত্যাগপূর্বক ভূমার অনুসন্ধানেই অগ্রসর হইবার জন্য নির্দেশ করিয়াছেন; যথা,—

"যদ্ বৈ ভূমা তৎ সুখং; নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।" (ছান্দো ৭/২৩-২৪)

ইহার অর্থ,—অল্পে সুখ নাই, 'ভূমাই সুখ'। 'ভূমা' কি? তাহাই বলিতেছেন; যাহা দেখিলে আর কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাহা শুনিলে আর কিছু শুনিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে না—তাহাই 'ভূমা'। আর যেখানে অন্য দেখিবার আছে, অন্য শুনিবার আছে, অন্য জানিবার আছে, তাহাই 'অল্প'। যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত। আর অল্প যাহা—তাহাই পরিচ্ছিন্ন, অনিত্য, চিরতপ্ত সংসারমরু-মরীচিকা।

মায়াবদ্ধ জীবের দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির জন্যই যাবতীয় চেষ্টা।

অনাদিকাল হইতে সংসার-কারাবদ্ধ জীব, দুঃখ পরিহার ও সুখ প্রাপ্তির নিমিত্তই অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিতেছে। যে কেহ যাহা কিছু করিয়া থাকে, তাহার উদ্দেশ্য জিহাসা বা দুঃখ ও দুঃখের হেতুভূত বিষয়ের পরিহারেচ্ছা এবং অভীপ্সা বা সুখ ও সুখের বিষয়ের প্রাপ্তির ইচ্ছা। অতএব জিহাসা বা ত্যাগেচ্ছা এবং অভীপ্সা বা গ্রহণেচ্ছা, কর্মমাত্রেরই এই দুইটি উদ্দেশ্য। জিহাসা ও অভীপ্সা ব্যতিরেকে জীবের আর কোন ইচ্ছা নাই, ত্যাগ ও গ্রহণ ভিন্ন অপর কোন কার্য নাই; জীবমাত্রের সকল কার্যই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক। কিন্তু কি ত্যাজ্য ও কি গ্রাহ্য, মায়াহত জীব আমরা, নিজ পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি দ্বারা তাহা নির্ণয়

করিতে অসমর্থ বলিয়া করুণারূপিণী শ্রুতিমাতা আমাদিগকে 'ভূমা' ও 'অল্পের' সংবাদ নানাভাবে নানা প্রকারে অবগত করাইয়া, সেই পূর্ণকে প্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত অপূর্ণ জীবের চির-অভাব—চির অপূর্ণতা নিবৃত্তি হইবার উপায়ান্তর নাই, এই সারসত্য ঘোষণা করিতেছেন।

ব্রহ্মাণ্ডের মায়িক বিষয়-সুখের তারতম্য।

বৈষয়িক সুখ পরমানন্দ হইতে একান্ত ভিন্ন পদার্থ না হইলেও, ইহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়শীল এবং মায়িক দুঃখাদিদোষমিশ্রিত; আর ভূমা বা পরমানন্দ, পূর্ণ ও মায়াসম্বন্ধ পরিশূন্য। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ব্রহ্মলোক হইতে ভূলোক পর্যন্ত ও ভূলোক হইতে তন্নিম্নস্থ অপর সমস্ত লোক সেই পূর্ণানন্দের মাত্রা কিম্বা আভাসমাত্র অবলম্বন-পূর্বক অবস্থান করিতেছে। উপর্য্যুপরি লোক সমুদয়ের আনন্দ যথাক্রমে অধিকতর ও ব্রহ্মলোকের আনন্দ অপর সমুদয় লোক অপেক্ষা সর্বাধিক হইলেও, 'ভূমা' বা পরমানন্দ সিন্ধুর তুলনায় উহা বিন্দুমাত্র। তাহা হইলে আমরা যে বিষয়-সুখলাভের নিমিত্ত সর্বদা যত্নশীল, যাহা পাইবার জন্য আমরা নিরন্তর লালায়িত, সেই মনুষ্যলোকের আনন্দ, পূর্ণানন্দের তুলনায় যে কত অল্প, কত তুচ্ছ, কত নগণ্য, সে কথা স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিবার বিষয়। কোন্ লোক পরমানন্দের কিয়ন্মাত্রা উপভোগ করিয়া থাকেন, শ্রুতিদেবীর কৃপায় আমরা তাহার সংবাদ কিঞ্চিৎ অবগত হইতে পারি।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—"স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দোঽথ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দোঽথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্ব্বলোক আনন্দোঽথ যে শতং গন্ধর্ব্বলোক আনন্দাঃ স একঃ

কর্ম্মদেবানামানন্দো যে কর্ম্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তেহথ যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োহবৃজিনোহকামহতোহথ যে শতমাজানদেবানামানন্দাঃ সঃ একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োহ বৃজিনোহকামহতোহথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মালোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োহবৃজিনোহকামহতোহদ্বৈষ এব পরম আনন্দঃ।" —(বৃঃ আঃ ৪/৩/৩৩)[১]

ইহার অর্থ,—মনুষ্যলোকের মধ্যে যিনি রাদ্ধ অর্থাৎ অবিকলাঙ্গ, সমৃদ্ধ অর্থাৎ সমজাতীয় সকলের অধিপতি—স্বতন্ত্র, সর্ববিধ মানবীয় ভোগোপকরণ সম্পন্ন, (মনুষ্য মধ্যে এতাদৃশ কেহ থাকিলে) মনুষ্য লোকের পরমানন্দ তিনিই ভোগ করিয়া থাকেন,—মনুষ্য মধ্যে তিনিই পরম সুখী। এতাদৃশ মনুষ্য, পরমানন্দের যে মাত্রা উপভোগ করেন, তাহা হইতে শতগুণ অধিক—জিতলোকবাসী পিতৃগণের আনন্দ; আবার জিতলোক-পিতৃগণ যে পরিমাণ আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা হইতে গন্ধর্বলোকের আনন্দ শতগুণ অধিক; গন্ধর্বলোকবাসীর যে পরিমাণ আনন্দ, তাহা হইতে কর্মদেবতাগণের শতগুণ অধিক আনন্দ; আবার কর্মদেবলোকবাসীর আনন্দের শতগুণ অধিক আনন্দ—আজান দেবগণের; আজান দেবলোকে যে পরিমাণ আনন্দ, প্রজাপতি লোকের আনন্দ তাহা হইতে শতগুণ অধিক; অপাপবিদ্ধ—অকামহত বেদবিদ্ যাঁহারা,—তাঁহারা সেই আনন্দ উপভোগ করেন। আবার প্রজাপতি লোকবাসী যে আনন্দ উপভোগ করেন,—ব্রহ্ম লোকের আনন্দ তাহা হইতে শতগুণ অধিক। নিষ্পাপ ও নিষ্কাম বেদজ্ঞগণ সেই আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাই পরমানন্দ।

১। উক্ত আনন্দ-মীমাংসার অপর একটি পূর্ণ তালিকা তৈত্তিরীয়োপনিষদে (২/৮) দ্রষ্টব্য।

রসলোক বা শ্রীকৃষ্ণলোকই নিখিল 'রস', 'ভাব' ও 'আনন্দের' সর্বমূল-উৎস বা কেন্দ্রস্থল।

ত্রিভুবন-পাবনী গঙ্গা যেমন বিরজা বা কারণার্ণবের এক বিন্দু[১] হইতে সমুদ্ভূতা, ব্রহ্মানন্দরূপ পরমানন্দও সেইরূপ কৃষ্ণানন্দ-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র। পূর্বে প্রমাণসহ ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

রস ও ভাবের এবং ভাব ও রসের পরস্পর বিক্ষেপ বা আবর্তন হইতেই নিখিল আনন্দের বিকাশ। যাহা সর্বমূল 'ভাব', যাহা সর্বমূল 'রস' ও যাহা সর্বমূল 'আনন্দ',—তাহা কেবল 'রসলোক' বা শ্রীকৃষ্ণলোকেরই সম্পদ।

(১) সর্বমূল রসের মূর্ত অবস্থাই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ।

(২) সর্বমূল ভাবের মূর্ত অবস্থাই মহাভাব-স্বরূপিণী—শ্রীরাধিকা ও তদীয়া কায়ব্যূহস্বরূপা শ্রীব্রজ-রামাগণ।

(৩) সর্বমূল আনন্দের মূর্ত অবস্থাই হ্লাদিনীর বিলাসভূমি—শ্রীরাসমণ্ডল। রসলোকস্থ উক্ত ত্রিধারার উৎসের আবর্তনে যে সর্বমূল আনন্দ অবিরত উৎসারিত হইয়া পড়িতেছে, তাহারই এক বিন্দু হইতে ব্রহ্মানন্দ সিন্ধুর সমুদ্ভব। —যে আনন্দের মাত্রা বা আভাস তারতম্যই চতুর্দশ ভুবনাত্মক প্রাকৃত লোক সকলের উপজীব্য হইয়া রহিয়াছে।[২]

ঊর্দ্ধলোকবাসীর আনন্দ যে কিরূপ, তাহা ধারণা করিতে আমরা

১। কারণার্ণবের এক কণা বা এক বিন্দু হইতেই পতিতপাবনী গঙ্গার আবির্ভাব; যথা,—

"বৈকুণ্ঠ বাহিরে, যেই জ্যোতির্ময় ধাম। তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি। অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি ॥"
"চিন্ময় জল সেই পরম কারণ। যার এক কণা গঙ্গা পতিত-পাবন ॥"

(শ্রীচৈঃ আদি ৫পঃ)

২। শ্রীকৃষ্ণলোকস্থ হ্লাদিনীশক্তি যেমন সর্বমূল পূর্ণানন্দ; যে আনন্দের একবিন্দু হইতে ব্রহ্মানন্দ-সিন্ধুর উদ্ভব ও তাহারই কিয়ন্মাত্রা বা আভাস তারতম্যই সর্বলোকস্থ সর্বজীবের

অক্ষম। আমাদের এই অক্ষমতা বা অযোগ্যতার কারণ—শ্রেষ্ঠতর জাতীয় বিষয়রস হইতে শ্রেষ্ঠতর জাতীয় আনন্দ অনুভব করিবার উপায়স্বরূপ শ্রেষ্ঠতর জাতীয় 'ভাব' বা ভক্তিরূপ শ্রেষ্ঠতর বৃত্তির অভাব। 'ভাব' বা 'ভক্তি' হইতেছে আনন্দাস্বাদের 'বৃত্তি' বা উপায়। গুণ-কর্ম্মানুসারে যে জীব যে জাতীয় বৃত্তির অধিকারী, সেই জাতীয় বিষয়-রস হইতে তাহার পক্ষে সেই জাতীয় আনন্দ উপভোগ করিবার অধিকার। নিকৃষ্টজাতীয় বৃত্তিদ্বারা উৎকৃষ্ট জাতীয় এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃত্তিদ্বারা নিকৃষ্ট জাতীয় বিষয়ানন্দ উপভোগ করা অসম্ভব। অতএব মনুষ্য, গুণ-কর্ম্মানুসারে যে জাতীয় ভাব বা ভক্তির অধিকারী সেই বৃত্তিদ্বারা আস্বাদিত, সেই জাতীয় বিষয়রসই তাহার নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখকর পদার্থ বা পরমানন্দ বলিয়া ও তদপকৃষ্ট জাতীয় বিষয়সুখকে হেয় বলিয়া মনে করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতই হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট জাতীয় বৃত্তির অধিকারীকে উৎকৃষ্ট জাতীয় বিষয়রস মধ্যে স্থাপন করিলেও উহা তাহার রসবোধ বা আনন্দের কারণরূপে উপলব্ধিই হইবে না; সুতরাং উৎকৃষ্টতর আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে উৎকৃষ্টতর বৃত্তির অধিকার লাভ করা প্রয়োজন। ভাব বা ভক্তিই আনন্দলাভের বৃত্তি। তাই-বৃত্তি অনুরূপ বিষয়-রসাস্বাদনেই জীবের প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায়।

উপজীব্য,—জ্ঞান সম্বন্ধেও সেই একই ধারা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলোকস্থ সম্বিৎ শক্তির সাররূপা বৃত্তিই হইতেছে—সর্বমূল পূর্ণজ্ঞান; যাহা দ্বারা কৃষ্ণে স্বয়ংভগবত্তা জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। সেই সম্বিদাংশের দ্বারা—সম্বিৎসিন্ধুর বিন্দু হইতে ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি জ্ঞানের বিকাশ হয়। আবার উহার কিয়ন্মাত্রা বা আভাস তারতম্যই সর্বলোকের সর্ব বিধজ্ঞানরূপে প্রকাশ'। যথা,

"কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিদের সার ॥
ব্রহ্মজ্ঞান আদি সব যার পরিবার ॥ (শ্রীচৈঃ ১/৪)

সন্ধিনী-শক্তি সম্বন্ধেও উক্ত প্রকার একই ধারা বুঝিতে হইবে।

আনন্দের বৃত্তি বা ভক্তিই রসাস্বাদনের উপায়।

তৈলপায়িকা (তেলাপোকা) আবর্জ্জনাপূর্ণ অন্ধকার গৃহস্থিত ভগ্নকলস মধ্যে অবস্থিতি সুখকেই পরমানন্দ মনে করে; মর্ম্মর মণ্ডিত রাজগৃহে অবস্থিতি সুখ—তাহার নিকট অর্থশূন্য। তাহার অধিকার অনুরূপ যে জাতীয়া বৃত্তি বা ভাব, সেই জাতীয় বিষয়সুখই তাহার নিকট পরম প্রিয়। তৈলপায়িকার নিকট মর্ম্মর নির্ম্মিত—সুসজ্জিত রাজগৃহ অর্থশূন্য হইলেও মানবের নিকট তাহা যেমন সুখের বিষয় বলিয়া এবং অন্ধকারপূর্ণ ভগ্ন কলস মধ্যে অবস্থিতি সুখ, যেমন হেয় বা ঘৃণ্য বলিয়াই বোধ হয়, সেইরূপ উর্দ্ধলোকবাসীর নিকট মনুষ্য লোকের বিষয়সুখ অত্যন্ত হেয় ও তাঁহাদের উচ্চতর বৃত্তির অধিকারানুরূপ উচ্চতরভাবলব্ধ, উচ্চতর বিষয়সুখ উপাদেয় বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। আবার মনুষ্যের নিকট উর্দ্ধতর লোকবাসী দিগের আনন্দের বিষয় যাহা, সেই জাতীয় বৃত্তির অভাব বশতঃ তাহা ধারণার অতীত—বুদ্ধির অগম্য,—সুতরাং অর্থশূন্য। অতএব বুঝিতে হইবে, **উৎকৃষ্টতর সুখের বিষয় বিদ্যমান থাকিলেই যে তাহা সকলের নিকট গ্রাহ্য বা সুখকর হইবে এমন নহে,—উৎকৃষ্টতর সুখ আস্বাদনের বৃত্তি বা অধিকার থাকিলে তবেই সেই আনন্দ উপভোগের সম্ভাবনা নচেৎ নহে।**

শুদ্ধা ভক্তি বা ভাগবতী-বৃত্তিই সর্ব্বভক্তির মূল বা কেন্দ্রস্থল।

অতএব আনন্দই যখন জীবমাত্রের উপজীব্য, তখন তদাস্বাদনের উপায় স্বরূপ ভক্তিই হইতেছে জীবমাত্রের **নিত্যধর্ম্ম ও নিত্য-প্রয়োজন।** ভক্তিই হইতেছে সর্ব্বানন্দ আস্বাদনের বৃত্তি বা উপায়। ভক্তির বিশেষত্ব অনুসারেই বিশেষ বিশেষ আনন্দ গ্রাহ্য হইয়া থাকে, যাহা সর্ব্বমূল 'রস' ও আনন্দ—সেই রসশেখর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দ প্রাপ্তির একমাত্র

উপায় যাহা, —তাহারই নাম 'শুদ্ধাভক্তি' বা 'ভাগবতী-বৃত্তি' ইহাই জীবমাত্রের মুখ্য প্রয়োজন হইলেও, অনাদি বর্হিমুখ জীব, এই বিশুদ্ধা ভাগবতীবৃত্তি হইতে চিরবঞ্চিত, একমাত্র যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গাদি হইতেই ইহা জীব হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় উদ্ভাসন

কর্ম বা ধর্ম[1] বিষয়ক বিচারে ভক্তির সর্ব-ধর্মতা ও পরম-ধর্মতা

অস্থির বা সচঞ্চল জগৎ গতির মূর্তি।

একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়,—জগৎ গতির মূর্তি জীব-জড়াত্মক নিখিল বিশ্ব-সংসারের সমস্তই গতিশীল,—সকলই অস্থির—সচঞ্চল। প্রাকৃত বা জড়জগতে নিরন্তর উৎপত্তি, জন্মান্তর-স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ,—এই ষড়্ভাব বিকারের আবর্তনরূপ অস্থিরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। সতত পরিণামশীল প্রাকৃত জগতের এই চাঞ্চল্য, ইহা জড়ের স্বাভাবিক ধর্ম। অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া এই ভাঙ্গাগড়ার গতি বা চাঞ্চল্যের কোন দিনও বিরাম অসম্ভব। নশ্বর জড়ের ইহাই স্বধর্ম। প্রলয়েও অব্যক্তরূপে এই অস্থিরতা নিহিত থাকে ও সৃষ্টিকালে পুনরায় ব্যক্ত হয়।

স্থিরবস্তু হইয়াও জীবের পক্ষে অস্থির হইবার কারণ। বাসনা ও কর্ম-চাঞ্চল্যরূপেই জীবে গতির প্রকাশ।

অপর পক্ষে চিদ্‌বস্তু বলিয়া, জীব স্বভাবতঃ স্থির. বা অচঞ্চল।

১। বেদাদি শাস্ত্রবিহিত কর্মের নাম 'ধর্ম'। ইহাই কর্মকাণ্ডের বাচ্যার্থ।

জন্মাদি রহিত, নিত্য, শাশ্বত ও অপরিণামী বস্তু।[১] তদ্রূপ হইয়াও মায়াবদ্ধ জীব মাত্রেই যে ক্ষণকালের জন্য স্থিরতা লক্ষিত হইতেছে না,—কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীবের অনাদি চিদ-বৈমুখ্য ও জড়-সাম্মুখ্যই তাহার মূল কারণ।

অর্থাৎ স্থির বা চিদ্‌বস্তু জীব, অস্থির ও অচিদ্ জড় বস্তুর সহিত দেহাত্মবোধরূপ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হওয়ায় অনিত্যতা ও অস্থিরতাদি জড়ধর্মসকল জীবে আরোপিত হইতেছে;[২] এই নিমিত্ত জীব-জগতেও নিরন্তর বিষয়বাসনা নিবন্ধন কর্ম-চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাই জীব মাত্রেই কর্মশীল। জীব সাধারণ ক্ষণার্দ্ধকালও কর্মশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ নহে।[৩]

অনাদি বহিশ্চরতা বশতঃ 'ভূমা' বা পূর্ণকে পশ্চাতে রাখিয়া 'অল্প' বা অপূর্ণ ও অস্থির জড়ে অভিনিবেশ-বশতঃ অর্থাৎ জড়-সাম্মুখ্য ও জড়-তাদাত্ম্য হইতেই জীবের সকল অভাব ও অপূর্ণতার কারণ

১। ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। (গীতা ২/২০)

অর্থ,—এই আত্মা জন্মহীন, মৃত্যুহীন,—ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়েন না, বর্দ্ধিত হয়েন না, ইনি জন্মরহিত, নিত্য, অবিনশ্বর এবং অপরিণামী; শরীরের বিনাশে ইনি বিনষ্ট হয়েন না।

২। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ (গীতা ১৩/২১)

অর্থ,—পুরুষ (জীবাত্মা) দেহে তাদাত্ম্যবোধে অধিষ্ঠিত হওয়ায়, দেহজনিত প্রাকৃতগুণ সকল ভোগ করেন; প্রাকৃতগুণ-সঙ্গই তাঁহার পক্ষে সৎ (দেবতাদি) কিম্বা অসৎ (তির্য্যগাদি) যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয়।

৩। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ (গীতা ৩/৫)

অর্থ,—কেহ কর্মত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল মাত্রও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। যে-হেতু জীবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, প্রকৃতি বা স্বভাব-সঞ্জাত রাগ-দ্বেষাদি গুণসকল তাহাদের কর্মে প্রবর্তিত করিয়া থাকে।

ঘটিয়াছে। দিক্-ভ্রান্তি বশতঃ সুনির্মল—সুশীতল—অনন্ত জলরাশিকে পশ্চাতে রাখিয়া, পিপাসাতুর ব্যক্তির পক্ষে যেমন মরু-মরীচিকার অনুসরণ দ্বারা কোন কালেও পিপাসার নিবৃত্তি সম্ভব হয় না, সেইরূপ চিদ্-বৈমুখ্যবশতঃ 'ভূমা' বা পরমানন্দের পিপাসাতুর জীবের পক্ষে, 'অল্প'—ক্ষণভঙ্গুর জড়ীয়-বিষয়-সুখাভাস-মরীচিকার অনুসরণে কখনও সুখ-পিপাসা-পরিতৃপ্তির বা পূর্ণতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই. তাই প্রাপঞ্চিক বিশ্ব-সংসারের সকল জীব—সকল পদার্থকেই অপূর্ণ বলিয়া প্রতিক্ষণ—প্রতি-নিয়ত পূর্ণতা প্রাপ্তির কামনায় অস্থির হইতে হইতেছে। তাই দেখা যায়, জগৎ গতিশীল—গতির মূর্তি। জগতের কোন কিছুই ক্ষণকালের জন্য সুস্থির নহে। জড় জগতের এই চাঞ্চল্য স্বাভাবিক হইলেও, স্থির জীব-জগতের এই অস্থিরতা, ইহাই অস্বাভাবিক বুঝিতে হইবে।

পরমানন্দরূপ পরম স্থিরতা বা প্রকৃষ্ট স্থিতিকে প্রাপ্ত হওয়াই জীবের সকল গতির উদ্দেশ্য।

এই অস্বাভাবিকতার কারণ সম্বন্ধে আর একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়,—অস্থিরতার জন্যই কোন কিছু অস্থির হয় না;—সুস্থির হইবার জন্যই,—স্থিরতা না পাওয়া পর্যন্তই অস্থির হইতে হয়; সেইরূপ গতির জন্যই গতি নহে; স্থিতিই গতিমাত্রের লক্ষ্য। অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অচঞ্চল হইবার কিম্বা গন্তব্য স্থলে উপনীত হইয়া স্থিরতা পাইবার জন্যই সকল চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার চরম উদ্দেশ্য। যাহা পূর্ণ—যাহা অপরিবর্তনীয় ভাব, তাহাই পাইবার জন্য অপূর্ণ জীব-জগৎ নিরন্তর ব্যাকুল হইতেছে। সংসার-দুঃখ-প্রশমন—চিরশান্তিময়—নিরতিশয় সুখস্বরূপ শ্রীভগবানই হইতেছেন পূর্ণ ও নিত্যবস্তুর পরমাবস্থা। জানিয়া বা না জানিয়া—যে ভাবেই হউক, সেই পূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় ভাবের সমীপবর্তিনী হওয়াই জীবের সকল গতির লক্ষ্য,—সকল অস্থিরতার উদ্দেশ্য। অতএব যে গতি যে পরিমাণে

সেই অপরিবর্তনীয় ভাব বা স্থিতির সমীপবর্তিনী—সেই গতি সেই পরিমাণে প্রকৃষ্ট; সেই ভাব বা ধর্ম সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট। আর কেবল শুদ্ধাভক্তির উদয়ে তদীয় শ্রীচরণসেবা প্রাপ্তিতেই সকল গতির স্থিতি—সকল অস্থিরতার বিরাম,—সকল চাঞ্চল্যের অবসান বুঝিতে হইবে।

শুদ্ধাভক্তি, প্রেম ও পরমানন্দ-সাক্ষাৎকার পৃথক বস্তু নহে; একেরই ক্রমিক উদয়।

শুদ্ধাভক্তির পরমাবস্থাই 'প্রেম-ভক্তি'। প্রেমোদয় ও পরমানন্দ-স্বরূপ—শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার একই কথা। সূর্যের উদয় মাত্রেই যেমন উহার আনুষঙ্গিক ফলে তমোনাশ ও মুখ্য ফলে ধর্ম-কর্মাদিযুক্ত মঙ্গলময় জগতের প্রকাশ থাকে, সেইরূপ প্রেমের উদয় মাত্র—উহার আনুষঙ্গিক ফলেই সর্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির সহিত পরমানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকাররূপ মুখ্য ফলের বিকাশ হইয়া থাকে। অতএব শুদ্ধাভক্তি, প্রেম ও পরমানন্দ-সাক্ষাৎকার পৃথক বস্তু নহে। একই শুদ্ধাভক্তির ক্রমিক বিকাশ মাত্র।

সুতরাং শুদ্ধাভক্তিই হইতেছেন—পরমস্থিতি বা পরমশান্তি। অনাদিবিষয়বাসনা-চঞ্চল অপূর্ণ জীবের গতি বা অস্থিরতাকে পরমস্থিতি বা পরিপূর্ণতা প্রদান করিতে—ভক্তিই পরমোপায়।

> "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত।
> ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী—সকলি অশান্ত ॥"
>
> (শ্রীচৈঃ ২/১৯)

জীবের গতি ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী বা 'ধর্ম' এবং অধঃপ্রবাহিনী বা 'অধর্ম' ভেদে দ্বিবিধা। ধর্ম দ্বারা জীব অধঃপতন হইতে 'ধৃত' হইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধগতি লাভ করে; অধর্ম দ্বারা জীব—অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

ভক্তি ভিন্ন জীবের গতি বা চাঞ্চল্যের বিরাম নাই।

তাহা হইলে বুঝিলাম কর্ম-চঞ্চল জীবমাত্রেই গতিশীল। জীবের এই গতি দ্বিবিধা। একটি ঊর্দ্ধ-স্রোতস্বিনী ও অপরটি অধঃপ্রবাহিণী। প্রথমটি সাধারণতঃ 'ধর্ম' নামে ও অন্যটি 'অধর্ম' নামে কথিত হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনীগতি বা ধর্মকে অবলম্বন করিয়া, স্থিতি বা অপরিবর্তনীয় ভাবের অন্বেষণে অগ্রসর হইবার অবস্থাই ধর্মের লোক-প্রসিদ্ধ অর্থ। ইহারই অপর নাম 'পুণ্য'। এই পুণ্যাত্মক-ধর্ম অধোগতি অবরোধ পূর্বক জীবকে ঊর্দ্ধগতিপথে 'ধৃত' বা ধারণ করিয়া রাখিয়া[১] তথা হইতে ক্রমোন্নতি প্রদান করিলেও, ইহা দ্বারা পরম-স্থিতিকে লাভ করা সম্ভব হয় না। এমন কি, সত্যলোক নামক ব্রহ্মলোক পর্যন্ত প্রাপ্ত হইলেও ভোগান্তে জীবকে পুনরাবর্তিত হইতে হয়; ("ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" —গীতা ৯/২১) সুতরাং ইহাতে জীবের গতায়াতরূপ অস্থিরতার বিরাম হয় না। কেবল ভক্তিই পরমস্থিতি-স্বরূপ পরমানন্দময় শ্রীভগবৎ-পদাম্বুজকে প্রাপ্ত করাইয়া, জীবের সকল চাঞ্চল্য—সকল অস্থিরতা—সকল অপূর্ণতা চিরতরে অবসান করেন। স্বয়ং শ্রীভগবান্ নিজেই গীতায় বলিয়াছেন,—

> আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন ।
> মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
>
> (গীতা ৮/১৬)

ইহার অর্থ,—হে অর্জুন, প্রাণিগণ ব্রহ্মলোক অবধি সমুদয় লোক প্রাপ্ত হইয়াও, তথা হইতে সংসারে পুনরাবর্তিত হয়; কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

১। ধারণাৎ ধর্ম্মমিত্যাহুঃ ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ । (মহাভারতে)
অর্থ,—অধোগতি হইতে ধারণ করিয়া রাখায় 'ধর্ম' নামে উক্ত হয়েন। ধর্ম কর্তৃক জীব সকল ধৃত হইয়া থাকে।

সেই স্বয়ং শ্রীমুখেই গীতার অন্যত্র বলিয়াছেন,—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃণ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥
(গীতা ৯/২৫)

ইহার অর্থ,—ইন্দ্রাদি দেবপূজক যাঁহারা,—সেই দেবব্রতগণ দেবলোক প্রাপ্ত হয়েন; পিতৃপরায়ণ অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ারত যাঁহারা, তাঁহারা পিতৃলোকে গমন করেন; বিনায়ক-মাতৃগণাদি ভূত সকলের পূজারত যাঁহারা তাঁহারা সেই সেই লোকে গমন করেন; কিন্তু উক্তলোক সকল হইতে পুনরাবর্তিত হইতে হয়। আর আমার (শ্রীভগবানের) যজনশীল অর্থাৎ মৎপরায়ণ বা মদ্ভক্ত যাঁহারা, তাঁহারা অক্ষয়—পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন। (শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকানুসারে।)

কেবল ভক্তি ভিন্ন অপর কোন ধর্মে পরম স্থিতিকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অতএব কেবল ভক্তিপথের যে গতি, ইহাই প্রকৃষ্টা-গতি। যে-হেতু ভক্তিই জীবকে প্রকৃষ্টরূপে পরমস্থিতি প্রাপ্ত করাইয়া জীবের সকল চাঞ্চল্য ও গতায়াত নিরোধপূর্বক পরম স্থিরতা প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত গতি ও তৎফলস্বরূপ সকল প্রাপ্তিই জীবকে গতায়াতের আবর্তনে আবর্তিত করিয়া থাকে। স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখাম্বুজের উক্তি হইতেও ইহা জানা যায়; যথা,—

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্‌গতিঃ ॥
(শ্রীভাঃ ১১/২৪/১৪)

ইহার অর্থ,—যোগ, তপঃ ও ন্যাস হেতু (অর্থাৎ কর্ম, অষ্টাঙ্গযোগ ও জ্ঞান প্রভৃতি সাধন সকলের ফল-তারতম্য হেতু) মহর্লোক, জনলোক তপলোক ও সত্যলোকে উত্তমাগতি লাভ হয়। আর ভক্তিযোগের ফলে মৎবিষয়াগতি অর্থাৎ অক্ষয়—অচ্যুত পরমধাম লভ্য হইয়া থাকে। (সত্যলোক পর্যন্ত জীবের যে গতি,—তাহা হইতে পুনরাবর্তিত হইতে হয়: কিন্তু ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না,—একথা পূর্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। এ-স্থলেও সেই অভিপ্রায়ই বুঝিতে হইবে।)

তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ক্ষণভঙ্গুর—চিরচঞ্চল জড়ের সহিত ঘর করিবার ফলেই অর্থাৎ জড়-তাদাত্ম্যবশতঃ অচঞ্চল—স্থির বস্তু হইয়াও জীব অস্থির হইয়া নিরন্তর স্থিরতাকেই অন্বেষণ করিতেছে। একমাত্র ভক্তি ভিন্ন প্রকৃষ্ট স্থিতিকে প্রাপ্ত হইবার—পরমানন্দ ও পরমাশান্তি লাভ করিবার পক্ষে গত্যন্তর নাই বলিয়া, ভক্তিই হইতেছে সর্ব শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য। অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রের একমাত্র বিধিই হইতেছে ভক্তির অনুশীলন। তদ্ভিন্ন অপর ধর্ম-কর্মাদির যাহা কিছু নির্দেশ , তৎ-সমুদয় হইতেছে 'পরিসংখ্যা', অর্থাৎ অগত্যাকরণীয় বিষয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, ভক্তিই যখন জীবের পরমধর্ম এবং সেই হেতু সর্বশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য বা একমাত্র বিধি হইলেন, তখন শাস্ত্র কর্তৃক কেবল ভক্তি ভিন্ন তৎসহ অপর ধর্ম-কর্মাদির নির্দেশ করিবার তাৎপর্য কি?

১। 'সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী ॥
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণাঃ ॥ (ভাঃ ১১/২৫/২৭)

অর্থ,—(শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি)—আধ্যাত্মিক বেদান্তাদি বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহা সাত্ত্বিক, কর্মকাণ্ডে যে শ্রদ্ধা, তাহা রাজসিক, পরধর্মাদি অধর্মে যে শ্রদ্ধা, তাহা তামসিক, আর আমার সেবাতে যে শ্রদ্ধা, তা নির্গুণা।

ভক্তির স্বপ্রকাশতা ও সুদুর্বোধ্যতাই জনসাধারণের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধানুরূপ অন্য ধর্মে প্রবৃত্তির কারণ।

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শ্রদ্ধাই সকল প্রবৃত্তির মূল, এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। যে শ্রদ্ধার উদয়ে শ্রীভগবদনুশীলন প্রবৃত্তির বিকাশ হয়, তাহাও নির্গুণা।[১] নির্গুনা-ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয় ভিন্ন, সগুণা ও স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা দ্বারা কেহ শুদ্ধাভক্তির অনুশীলন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। সুতরাং অহৈতুকী বা যদৃচ্ছালভ্য মহৎ-কৃপা সাপেক্ষ বলিয়া, যেমন তদভাবে ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয় হয় না, তেমনি আবার ভক্তি বা ভাগবত ধর্মের দুর্বোধতাও তদ্বিষয়ে জনসাধারণে অপ্রবৃত্তির অন্যতম কারণ। রজস্তমগুণ বহুল—সগুণ ভাবাপন্ন—দেহাত্মবোধবিমুগ্ধ জীবসাধারণের সগুণা স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা[১] অনুসারে ঐহিক কিম্বা পারত্রিক ভোগ-সুখ-প্রদ সগুণ ধর্ম-কর্মাদি বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। শুদ্ধা ভক্তি নির্গুণা এবং যথার্থ নিষ্কামা; এই হেতু বিশুদ্ধা অর্থাৎ স্বসুখ-তাৎপর্য-শূন্যা ও কেবল ভগবৎ-সুখ-তাৎপর্যময়ী। সেই বিশুদ্ধা ভক্তিই জীবের মুখ্য প্রয়োজন বা একমাত্র প্রয়োজন হইলেও এবং আত্মসুখের স্থলে পরমাত্মবস্তুর সুখবিধানের আনুষঙ্গিক বা গৌণফলেই প্রকৃষ্টরূপে আত্মসুখ লাভ হইলেও, অজ্ঞানাদি দ্বারা আবৃত জীব সকলের পক্ষে স্বসুখ-তাৎপর্য-শূন্য কোন 'পুরুষার্থ' অর্থহীনবোধ হওয়ায়, সেরূপ কোন প্রয়োজনের ধারণা করাও একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১। 'স্বভাব' অর্থে—পূর্বকর্ম-সংস্কার। পূর্বজন্মকৃত কর্ম-সংস্কার হইতে জীবের যে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধা সগুণা শ্রদ্ধা জন্মে, তাহাই স্বাভাবিকী-শ্রদ্ধা। ভাগবতী-শ্রদ্ধা নির্গুণা; সুতরাং পূর্ব-কর্ম-সংস্কার-জনিত নহে,—স্বপ্রকাশ বা যাদৃচ্ছিকী। সগুণা শ্রদ্ধা ত্রিবিধা; যথা,—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ (গীতা ১৭/২)

'ভক্তি' বা আত্মিক ধর্মেরই একমুখ্যতা দৈহিক ধর্ম সকলের বিভিন্নতা।

তাই দেখা যায়, কেবল ভক্ত ভিন্ন, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী বা অপর যে কোন উপাসক হউন, তাঁহাদের উপাসনা স্বপ্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই সাধিত হইয়া থাকে; কিন্তু উপাস্যের কোন প্রয়োজনে নহে। শুদ্ধ ভক্তগণের উপাসনাই কেবল উপাস্যের প্রীতি বিধান ভিন্ন স্বসুখ তাৎপর্যের লেশাভাসও তন্মধ্যে না থাকায়, ইহাই হইতেছে সম্পূর্ণ অনাবিল ও অকৈতব। তাদৃশ শুদ্ধভক্তের অহৈতুকী কৃপা বা সঙ্গাদি ব্যতীত জীব হৃদয়ে এই নির্গুণা ভক্তি বা ভাগবতী-বৃত্তি সঞ্চারিত হইবার অপর কোন উপায় না থাকায় এবং এতাদৃশ স্বপ্রয়োজন পরিশূন্য নিষ্কাম ভাব, স্বভাবতঃ সত্ত্বাদিগুণযুক্ত কিম্বা স্বপ্রয়োজন পর জীবের পক্ষে উপলব্ধি করাও সুকঠিন হওয়ায়, এই হেতু পরমগুহ্যবিদ্যারূপে বেদাদি শাস্ত্রে শুদ্ধাভক্তিকে সংগোপন রাখা হইয়াছে। তৎস্থলে সগুণভাবাপন্ন অথবা স্বপ্রয়োজন পর জীবের পক্ষে সহজবোধ্য যাহা, সেই ধর্মার্থ-কামমোক্ষরূপ চতুর্বর্গ অর্থাৎ ভুক্তি ও মুক্তিকেই পুরুষার্থরূপে জীবজগতে প্রসিদ্ধ ও প্রচার করা উক্ত কারণে শাস্ত্র সকলের পক্ষে অপরিহার্যই হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

অনাদি বহির্মুখ জীব, ভক্ত-মহতের সঙ্গাদি প্রভাবে কৃষ্ণোন্মুখতা প্রাপ্ত হইলে, কেবল তৎকাল হইতেই জীবহৃদয়ে নিজ কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও প্রভুত্বাদিবোধের অবসানে, পরমাত্ম বস্তুর পরমস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় দাস্য বোধ উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। জড়বিমুক্ত বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে, তদবস্থায় সর্বজড়-সম্বন্ধের পরিহারেচ্ছা ও একমাত্র নিজ আশ্রয় ও সর্বকারণস্বরূপ সেই পরম-পরমাত্ম বস্তু বা শ্রীকৃষ্ণসরূপের প্রীতিবিধানেচ্ছারূপ ভক্তিই, তদাশ্রিত জীবের আত্মধর্মরূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন।

সকল জীবাত্মার অভিন্নতা নিবন্ধন আত্মধর্মের একতা বা একমুখ্যতা স্বতঃসিদ্ধই হইতেছে। সুতরাং ইহারই নিখিল জীবের পরম পুরুষার্থ বা পরমধর্মত্বরূপে সার্বত্রিকতা রহিয়াছে।

তদ্ভিন্ন অপর সকল ধর্মই দৈহিক অর্থাৎ দেহ সম্বন্ধীয় অথবা স্বপ্রয়োজন পর হওয়ায়,—এবং দেহসম্বন্ধেই গুণকর্মাদি, স্ত্রীপুরুষাদি ও বর্ণ-আশ্রমাদি বহুপ্রকার ভেদভাব থাকায়, এইহেতু চতুর্বর্গ পুরুষার্থের সাধনরূপ ধর্ম সকলেরও বহুত্ব বা ভিন্নতা সাধিত হইয়াছে।

শাস্ত্র কর্তৃক জীবের অন্ততঃ অধোগতি অবরোধের জন্যই অগত্যা অন্য ধর্মের ব্যবস্থা।

এই হেতু একমাত্র ভক্তিই যথার্থ নিষ্কাম বলিয়া, ভক্তির প্রয়োজনীয়তা সকাম জীব-সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য হওয়ায়, তদনুশীলন প্রবৃত্তির দুর্লভতাও স্বাভাবিক। এমত অবস্থায় সেই নিষ্কাম ভক্তির অনুশীলনকেই একমাত্র 'বিধি' বা কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিতে যাইলে, স্বসুখ-প্রয়োজনপর অর্থাৎ সকাম জনগণের পক্ষে উহাতে প্রবৃত্তি জন্মিবে না; অপর দিকে তাহাদের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা অনুরূপ অন্য কোন কল্যাণকর পন্থার নির্দেশ না করিলেও মনুষ্য সকল স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা চালিত হইয়া 'অধর্ম' বা অধোগতিই প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। সুতরাং 'স্বভাব' বা 'স্বধর্ম' বিচ্যুত জীবকে 'অধর্ম বা অধঃপতনরূপ অন্ততঃ এই অনর্থ হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, ভক্তি ভিন্ন অপর ধর্ম-কর্মাদির যাহা কিছু ব্যবস্থা দেখা যায়,—এই জন্য তৎসমুদয়ই হইতেছে 'পরিসংখ্যা' অর্থাৎ আপাততঃ 'মন্দের ভাল' হিসাবে অগত্যা করণীয় ব্যবস্থা। অতএব যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাদি সংযোগে নির্গুণা ভাগবতী-শ্রদ্ধার উদয় না হওয়া অবধি, রজস্তমগুণ বহুল—অহঙ্কারাদি-বিমূঢ় মনুষ্য-সাধারণের সহসা বুদ্ধিভেদের প্রয়াস না করিয়া, আপাততঃ তাহাদিগের

সগুণা শ্রদ্ধার অধিকার অনুরূপ বেদ-বিহিত সকাম কর্ম্মাদিতেই প্রবৃত্তি দান করা আবশ্যক হইয়া থাকে। বেদ-সকলের এই উদ্দেশ্যই গীতায় স্বয়ং 'ভগবদ্বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে দেখা যায়; যথা,—

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥

(গীতা ৩/২৯)

ইহার অর্থ,—প্রকৃতির গুণপ্রভাবে বিমূঢ় হইয়া যাহারা ইন্দ্রিয় ও তৎকার্যে আসক্ত হয়, তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি তাদৃশ অল্পদর্শী মন্দমতিগণের বুদ্ধি (সহসা) বিচালিত করিবেন না।

এই জন্যই সর্বকারণ শ্রীভগবান্ স্বয়ংই গীতায় অন্য দেবতার উপাসনা যে অজ্ঞান পূর্বক তাঁহারই আরাধনা, (তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।"—৯/২৩) —এ-কথা ঘোষণা দ্বারা, ঐকান্তিক ভাবে একমাত্র তদীয় আরাধনারূপ ভক্তিই যে, সমস্ত বেদের বিধি' অর্থাৎ ব্যবস্থা বা অবশ্য কর্তব্যতা-নির্দেশ,—এই অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিলেও, (১৮/৬৫-৬৬) আবার সেই শ্রীভগবানই মহৎকৃপৈক-লভ্য ভাগবতী-শ্রদ্ধা উদয়ের অনিশ্চয়তা এবং ভাগবতধর্মের দুর্বোধ্যতার কথাও ভাবিয়াছেন। এইজন্য উহার অনুদয় স্থলে অন্ততঃ কথঞ্চিৎ মঙ্গল লাভের নিমিত্ত , সকাম জনগণের বিষয়নিষ্ঠ বুদ্ধিকে সহসা চালিত না করিয়া, তাই অগত্যা করণীয় বা 'পরিসংখ্যা' স্বরূপ তাহাদিগের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা অনুরূপ কেবল কর্মেরই নহে,—ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনারও নির্দেশ দিয়াছেন, দেখা যায়। যথা,—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥

(গীতা ৩/১১)

ইহার অর্থ,—তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবতা সকলের সম্বর্দ্ধন কর; দেবগণও বৃষ্ট্যাদি দ্বারা তোমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন। এইরূপ পরস্পর সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, তোমরা মোক্ষাবধি পরম কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে।

তাহা হইলে বেদের সারার্থ শ্রীগীতা হইতে জানা যাইতেছে, ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণ আরাধনারূপা ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্মই সমস্ত বেদের 'বিধি' অর্থাৎ একমাত্র ব্যবস্থা। তদ্ভিন্ন অপর সমুদয়ই হইতেছে ভক্তি-বিষয়া শ্রদ্ধার অনুদয়েই অগত্যা করণীয় বিষয়।

অন্য ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠানও অন্ততঃ সহজ-লভ্যা সগুণা ভক্তির সহযোগে অনুষ্ঠিত হইবার নির্দ্দেশ।

কেবল তাহাই নহে, নির্গুণা শুদ্ধাভক্তির অনুদয় পর্য্যন্ত অপর ধর্মকর্ম্মাদির যাহা কিছু অনুষ্ঠান, সে সমস্তই অন্ততঃ সহজলভ্যা সগুণা ভক্তির সহযোগে—যে কোন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণাদি রূপ তৎ-সম্বন্ধ যুক্ত বা তৎসম্বন্ধ আরোপিত করিয়াও তৎসমুদয় অনুষ্ঠিত হইলে, তবেই সেই সেই সাধনাদ্বারা যথোপযুক্ত সিদ্ধি লাভ হইতে পারে,—বেদের এই নিগূঢ় মর্ম্মও গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান্ কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। যথা,—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥

(গীতা ৯/২৭-২৮)

ইহার অর্থ,—হে অর্জুন, তুমি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যাহা

কিছু ভক্ষণ কর, যাহা হোম কর, যাহা কিছু দান ও তপস্যা কর, তৎসমস্ত আমাকে সমর্পণ-পূর্বক করিও।

এইরূপ করিলে কর্মজনিত শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে এবং কর্মার্পণরূপ[১] যোগযুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধের সংযোগই সর্বসিদ্ধির হেতু।

কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি অপর সকল সাধনার সর্বসিদ্ধির তিনিই যে একমাত্র সর্বমূল কারণ,—অস্পষ্ট বেদের এই নিগূঢ় তাৎপর্য, উহার বিশদ অর্থ শ্রীভাগবতেও সেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বাণী হইতে সুবিদিত হওয়া যায়; যথা,—

সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।
অহং যোগস্য সাংখ্যস্য ধর্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥
(শ্রীভাঃ ১১/১৫/৩৫)

ইহার তাৎপর্যার্থ,—আমার স্মরণাদি দ্বারা সমস্ত সিদ্ধিই সিদ্ধ হয় বলিয়া, আমি সমস্ত সিদ্ধির হেতু; কেবল তাহাই নহে, তৎসমুদয়ের পালয়িতাও আমি এবং প্রভু অর্থাৎ ফলদাতাও আমি। কেবল যে সিদ্ধি সকলের তাহাই নহে,—আমি মদীয় ধ্যানাদি যোগের, জ্ঞানযোগের ও নিষ্কাম কর্মাদি যোগের এবং সেই সকল ধর্মের উপদেষ্টাগণেরও প্রভু আমিই। (শ্রীস্বামিপাদ, ও শ্রীচক্রবর্তীপাদকৃত টীকার ভাবার্থ।)

এইজন্য কেবল ধর্মাদি সাধন বিষয়েই নহে,—মনুষ্যের প্রাত্যহিক প্রতিকর্মই অন্ততঃ সেই শ্রীভগবানের শ্রীনাম স্মরণাদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই অনুষ্ঠিত হইবার বিধান, শাস্ত্রে যথেষ্টরূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

১। "মদীয় এই কর্মদ্বারা সর্বব্যাপক ও সর্বাত্মা পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হউন"—এইরূপ মনন পূর্বক শ্রীভগবানে অর্পিত কর্মকে কর্মার্পণ বা কর্মদ্বারা অভ্যর্চন বলা হয় (গীতা ১৪/৪৭—শ্রীচক্রবর্তিপাদ ও শ্রীবলদেবপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।)

বিস্তারিত আলোচনা মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। বাহুল্যবোধে নিম্নে উহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্ ।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্ ॥
সংগ্রামে চক্রিণং ক্রুদ্ধং স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রমম্ ।
নারায়ণং বৃষোৎসর্গে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে ॥
জলমধ্যে তু বারাহং পাবকে জলশায়িনম্ ।
কাননে নরসিংহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্ ॥
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং বিশুদ্ধৌ মধুসূদনম্ ॥
মায়াসু বামনং দেবং সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্ ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। ১১/১৩৭)

ইহার অর্থ,—ঔষধ সেবনে বিষ্ণু নাম, ভোজনকালে জনার্দন, শয়নে পদ্মনাভ, বিবাহে প্রজাপতি, যুদ্ধে, চক্রধারী, স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রম, বৃষোৎসর্গে নারায়ণ, প্রিয়সঙ্গমে শ্রীধর, জলমধ্যে বরাহ এবং অগ্নিভয়ে জলশায়ী নাম চিন্তা করিবে। বনমধ্যে নরসিংহ, পর্বতে রঘুনন্দন, দুঃস্বপ্নে গোবিন্দ, শুদ্ধিকার্যে মধুসূদন, মায়ামোহে বামন এবং সর্বকার্যে মাধব নাম স্মরণ করিবে।[১]

১। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই সর্বাবতারের অবতারী; সুতরাং নিখিল অবতার তাঁহারই আংশিক প্রকাশ-বিশেষ। অতএব উক্ত সকল নামেরই মুখ্যতাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণই। যথা,—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪৮)

অর্থ,—রামাদি নিখিল ভগবন্মূর্তিতে অংশ ভাবে অবস্থান করিয়া প্রপঞ্চে যিনি নিজাংশে বহুবিধ অবতার প্রকটিত করিয়াছেন; কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপেই আবির্ভূত পরমপুরুষ যিনি, —সেই সর্বাদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ভক্তির সহযোগিতা ভিন্ন কর্ম-জ্ঞানাদি সমস্ত সাধনারই বিফলতা নির্দেশ।

অতএব বেদের কেবল বাহ্যার্থ গ্রহণ-পূর্বক, ভক্তি বা ভগবৎ সম্বন্ধশূন্য হইয়া বেদোক্ত ধর্ম-কর্মাদি অনুষ্ঠিত হইলে, তৎসমূদয় যে ব্যর্থতাকেই বরণ করে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে বহু বহু প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাহুল্যবোধে কেবল বেদের বিস্তারার্থ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে, ভক্তি বা ভগবৎ-সম্বন্ধ-বর্জিত জ্ঞান ও কর্মাদি সাধন সকলের ব্যর্থতা বিষয়ের একটি মাত্র নির্দেশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। যথা,—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্ ।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্ ॥

(শ্রীভাঃ ১/৫/১২)

ইহার অর্থ,—উপাধিরহিত বিমল ব্রহ্মজ্ঞানও যখন অচ্যুতভাব-বর্জিত অর্থাৎ ভক্তিহীন হইলে শোভনীয় হয় না, তখন দুঃখস্বরূপ ও দুঃখপ্রায় যে কাম্যকর্ম এবং নিষ্কামকর্ম, তৎফল যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে উহা কিরূপে সিদ্ধিপ্রদ হইবে? অর্থাৎ সিদ্ধি প্রদানের অযোগ্যই হইয়া থাকে।

ভক্তিই জীবের পরমধর্ম বা মুখ্য প্রয়োজন।

তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, ভক্তিই তদাশ্রিত জীবকে প্রকৃষ্টরূপে ধারণপূর্বক পরমস্থিতিতে উন্নমিত করেন বলিয়া ভক্তিই হইতেছে 'পরমধর্ম', ভক্তিরূপ পরমধর্মই সাধুগণকর্তৃক নিয়ত আচরিত হয়েন বলিয়া, ইহাকে 'সদ্ধর্ম' বলা হয়। ইহাই গতিশীল জীবের প্রকৃষ্ট গতি। এই গতিপথ অবলম্বনেই পরমানন্দ বা পরমস্থিতিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য—সর্ব-কারণকারণ—আনন্দরসঘন—শ্রীকৃষ্ণের শান্তি-শীতল শ্রীচরণাম্বুজ-সেবন প্রাপ্তিতেই সমস্ত গতির স্থিতি বা বিশ্রাম। সেই অপরিবর্তনীয় বা অচ্যুতভাবকে প্রাপ্ত হইলে তখন জীব আর ধর্মাধর্ম, পাপ-পূর্ণ কোন ভাবেই সংবদ্ধ নহেন। তখন তিনিই যথার্থ মুক্ত—যথার্থ স্বাধীন। কৃষ্ণাধীনতা, কোটি স্বাধীনতার সুখ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও নিরাপদ। সকল দুঃখ, ভয়, ভাবনা—সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া, তখন তিনিই হয়েন পরমপদ-প্রাপ্ত; "তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্।"—(—কাঠকে ৩/৯)।

জ্ঞানের পথেও জীবের প্রকৃষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

জ্ঞানের সাধন দ্বারা মুক্তির প্রাপ্তিতে জীবের গতি ও তৎফলে গতায়াতরূপ সংসারাবর্তন নিরোধ হইয়া যাইলেও, ইহা দ্বারা মুখ্য প্রয়োজন সাধিত হয় না; বরং তৎসাধন অবস্থায় যে সুখানুভূতি থাকে, সিদ্ধাবস্থায় তাহাও বিলীন হইয়া যায়। যে-হেতু পরমানন্দের নিত্য সেবক জীবের পক্ষে মুক্তিতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধিত হইলেও, নির্বিশেষ—নির্ধর্মক ব্রহ্মে, সুখাস্বাদনের হেতু-স্বরূপ সুখ-বৃত্তির অভাবে—সুখধর্ম নিষ্ক্রিয় থাকায়, এবং সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত জীবের পৃথক সত্তারও অনুভূতি না থাকায়, তদবস্থায় সুখ-সেবনের সম্ভাবনা কোথায়? সুষুপ্তির আনন্দের মত, ('সুখমহমস্বাপ্সম্') দুঃখ-সুখহীন এক নির্বিশেষ— অবাচ্য সুখ-বিশেষই মুক্ত জীবের লভ্য হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে দুঃখের ভয়ে প্রকৃষ্ট সুখ ও তৎসহ আত্মসত্তা বিসর্জনরূপ আত্মনাশও বলা যাইতে পারে। যে-হেতু সর্ব্বদুঃখ-লেশাভাস-বিবর্জিত সবিশেষ বা বৈচিত্র্যময় অপ্রাকৃত পরমানন্দ সেবনই জীবের মুখ্য-প্রয়োজন এবং একমাত্র ভক্তিই তল্লাভের পরম কারণ।

সেই পরমানন্দের সহিত তুলনার কথা দূরে থাক, সুষুপ্তির নির্বিশেষ ও অবাচ্য সুখস্মৃতিমাত্র যাহা, তাহা যদি অন্ততঃ প্রাকৃত সবিশেষ

বিষয়সুখ হইতেও শ্রেষ্ঠ হইত, তাহা হইলে মনুষ্যলোকে—জনসাধারণের মধ্যে বিষয় সুখান্বেষণ-চেষ্টা অপেক্ষা সুষুপ্তির অবাচ্য সুখলাভের জন্য অধিকতর চেষ্টাশীল দেখা যাইত; কারণ সুষুপ্তির সুখ জীবনের কোন-না-কোন সময়ে সকলেরই অনুভূত বিষয়। কিন্তু তাহা না হইয়া তদ্বিপরীতই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যোগিগণও ভক্তিসুখে আকৃষ্ট হয়েন।

যোগের সম্বন্ধেও "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো" ইত্যাদি শ্লোকের সম্পর্কে গ্রন্থের প্রথমেই বলা হইয়াছে। জ্ঞান ও যোগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ও পূর্ণানন্দের অধিকারী হইয়া, চিত্তের পরমস্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া যাঁহারা মনে করেন,—দেখা যায়, অধিক কথা কি—কেবল শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-সংলগ্ন তুলসী-সৌরভের আকর্ষণেই তাঁহাদিগের চিত্ত-মধুপ প্রলুব্ধ ও সেই শ্রীচরণাম্বুজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মানন্দ ও আত্মানন্দ হইতেও যে, শ্রীভগবৎ-সেবানন্দের বা ভক্তিসুখের অত্যাধিক্যই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বিরল নহে; যথা,—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বো ॥

(শ্রীভাঃ ৩।১৫।৪৩)

ইহার অর্থ,—(সনকাদি মুনিগণ অবনত হইয়া শ্রীভগবানকে প্রণাম করিবার কালে) কমল-নয়ন শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সংলগ্ন কিঞ্জল্কমিশ্র তুলসী-মকরন্দ-সুবাসিত সমীরণ, মুনিবৃন্দের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবৃষ্ট হইয়া, যদিও তাঁহারা আত্মানন্দের নিমগ্ন ছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের চিত্ত-

তনু সংক্ষোভিত করিয়া উহা অতিশয় হর্ষ ও রোমাঞ্চাদির বিস্তার করিয়াছিল।

জ্ঞান ও যোগের সিদ্ধিকে ভক্তিই উপেক্ষা করিতে পারেন।

অপরপক্ষে দেখা যায়, যাঁহারা ভক্তিলাভে পরমানন্দময়ের সেবা রূপ পরমপূর্ণতা বা পরমস্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছেন—সেই পরমস্থিতি বা অচ্যুত স্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদিগের চিত্তভৃঙ্গ নিমেষার্দ্ধকালের জন্যও শ্রীভগবৎ-পদারবিন্দ হইতে অপর কিছুতেই বিচলিত হয় না; ("ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্রঃ।" ভাঃ ১১/২/৫৩) অপর বিষয়ের কথা দূরে থাক্—মুক্তি ও সিদ্ধিসুখস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ ও আত্মানন্দ তৎসকাশে একান্তই নিষ্প্রভ হইয়া থাকে।[১] বাহুল্য বোধে এবিষয়ের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে। তৎপদাব্জের নিত্যভৃঙ্গ মহাভাগবতগণের পরিপূর্ণতার কথা আর কি-ই বা উল্লেখ করিব,—অসুরজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও পূর্বজন্মার্জিত ভক্তি প্রভাবে বৃত্রাসুরের উক্তিমাত্রই উল্লেখ করা যাইতেছে; যথা,—

> ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্ ।
> ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥
>
> (শ্রীভাঃ ৬/১১/২৫)

ইহার অর্থ,—হে সর্বসৌভাগ্যনিধে! আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া ধ্রুবপদ, ব্রহ্মপদ, সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য, পাতালের অধীশ্বরতা অথবা অণিমাদি যোগসিদ্ধিসমূহ কিম্বা মোক্ষপদও বাঞ্ছা করি না।

১। শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ১/২/২৫—৫৪ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য। বিদ্যারত্ন-সংস্করণ।

অতএব একমাত্র ভক্তি ভিন্ন প্রকৃষ্ট স্থিরতা লাভ করা অপর কিছুতেই সম্ভব পর না,—ইহাই বুঝা যাইতেছে।

তাই শ্রীভগবান্‌, কর্মী, তপস্বী, জ্ঞানী ও যোগী হইতেও ভক্তের সর্বশ্রেষ্ঠতা স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন। ("তপস্বিভ্যো—" ইত্যাদি। গীতা ৬/৪৬) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অধঃপ্রবাহিণীগতির অনুবর্তনই জীবের অধর্ম।

জীবের অধঃপ্রবাহিণী-গতির নাম 'অধর্ম'। ইহাই সাধারণতঃ 'পাপ' নামে প্রসিদ্ধ। যে গতি—যে পরিবর্তন জীবকে তাহার স্বভাব বা স্বধর্ম হইতে নিম্নাভিমুখে পরিচালিত করে, সেই বিচ্যুতির অবস্থাই তাঁহার পক্ষে 'অধর্ম'। তাহাই তাঁহার পক্ষে ধর্মের বিপরীত গতি। অধোগতি দ্বারা পরিচালিত জীব, অপরিবর্তনীয়ভাব বা পরমানন্দের—পরমপদের বিপরীত দিকে যতই অগ্রসর হয়েন, বিপদের পর বিপদ—অনন্ত বিপদ—অবিরাম গতায়াত, সেই অপ্রকৃষ্ট গতিপথে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য অপেক্ষমান হইয়া থাকে।

অধিকারীভেদে 'ধর্ম', 'স্বধর্ম' ও 'অধর্ম'—ইহাদের বিভিন্নতা।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, 'ধর্ম', 'স্বধর্ম' ও 'অধর্ম' বলিয়া এমন কোন একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা নাই, যাহা একই সময়ে সকলের পক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে। সত্ত্বাদি গুণভেদে যে-ভাব যাঁহার 'স্বধর্ম'—যে-ধর্মে যিনি শ্রদ্ধান্বিত, তাঁহার পক্ষে তৎকালে সেই ধর্মের অনুষ্ঠানের পর, যোগ্যতর হইলে ক্রমশঃ উর্দ্ধ-স্রোতস্বিনী গতির অনুসরণের নাম 'ধর্ম; আর 'স্বধর্ম' হইতে অধঃপ্রবাহিণী গতির অনুবর্তনের নাম 'অধর্ম' এবং অধিকারানুরূপ যে-কোন ভাব বা যে-কোন ধর্ম অবলম্বনে—

অধঃপতন হইতে 'ধৃত' হইয়া অবস্থিতি করণের নাম 'স্বধর্ম'। ধর্ম ও অধর্ম লক্ষণ-নির্ণয়ে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্মঃ পুংসাং গুণো মতঃ।
প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ স গুণোঽধর্ম উচ্যতে॥

(ধর্মদীপিকা)

ইহার অর্থ,—অধিকারানুরূপ যাহা শাস্ত্রবিহিত কর্ম তাহারই অনুসরণ করাকে ধর্ম কহে; আর যাহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম, তাহারই অনুসরণ করার নাম 'অধর্ম'।

অপরিবর্তনীয় ভাব বা স্বপদ-প্রাপ্তির হেতুভূতা শুদ্ধাভক্তিই সর্বজীবের চরম উদ্দেশ্য বা মুখ্য প্রয়োজন। ভক্তিই অস্থির জীবকে পরম স্থিরতা বা পূর্ণতা প্রদান করেন; এইজন্য উহাও অপরিবর্তনীয়া, নির্বিকারা ও নিত্যা; সুতরাং নিজ পূর্ণভাবে সর্বকালই বিরাজমান। তদ্ভিন্ন,—সেই ভক্তি বা ভাগবতী-শ্রদ্ধার, অনুদয়কাল পর্যন্ত, গুণভেদে অধিকারীর বিভিন্নতা, সুতরাং অস্থিরতা স্বাভাবিক ও সে জন্য অপরাপর ধর্ম ও তৎসাধন সকলও অস্থির, অতএব বিভিন্ন প্রকার; তাহা হইলে ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য, দোষ-গুণ সকলের পক্ষে একরূপ হইতে পারে না, ইহা স্থির। এই হেতু তামসিক অধিকারীর পক্ষে স্বধর্মানুষ্ঠানের পর যথাক্রমে রাজস অধিকার প্রাপ্তিই 'ধর্ম'; কিন্তু সাত্ত্বিক অধিকারীর পক্ষে রাজসিক ভাব প্রাপ্তিই 'অধর্ম'। সুতরাং একই রাজস অধিকার যেমন কাহারও পক্ষে গুণের ও কাহারও পক্ষে দোষের হইতেছে, সেইরূপ অন্যত্রও জানিতে হইবে। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥

(শ্রীভাঃ ১১/২১/২)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবান্ বলিলেন হে উদ্ধব, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে

অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহার সেই বিষয় নিষ্ঠাই 'গুণ' বলিয়া কীর্তিত হয়; এবং তাহার বিপরীত হইলেই তাহাকে 'দোষ' বলা যায়। বস্তুতঃ দোষ-গুণের এই মাত্র নিশ্চয়।

গুণ-দোষ দর্শনের ত্রিবিধ দৃষ্টি-বৈশিষ্ট।

উক্ত দোষ-গুণের বিচার, অস্থির কর্ম-মার্গীয় ধর্ম বিষয়েই কিম্বা জীবের প্রাকৃতভাবে সংযোগ কালেই বুঝিতে হইবে। জ্ঞান-ধর্মে-নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতির অবস্থায় গুণ-দোষের বিশেষত্বও আর লক্ষিত হয় না; তদবস্থায় গুণ-দোষের ভেদ-দর্শনই দোষ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য হয়। শাস্ত্রোক্তি যথা,—

> কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ ।
> গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ ॥
>
> (ভাঃ ১১/১৯/৪৫)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবান্ কহিলেন হে উদ্ধব, গুণ-দোষের লক্ষণ বিষয়ে অধিক আর কি বর্ণনা করিব,—গুণ ও দোষ এই উভয়ের দর্শনই দোষ; কিন্তু এই উভয়ের অদর্শনই গুণ বলিয়া জানিবে।

গুণ-দোষযুক্ত ভুক্তিধর্ম ও গুণ-দোষমুক্ত মুক্তিধর্মের সীমা অতিক্রমপূর্বক কোন অতিভাগ্যে ভক্তিরূপ পরমধর্ম লভ্য হইলে,—সেই পরমধর্মের পরমাবস্থায়—পরম ভাগবতগণের দৃষ্টিতে সর্বত্র—সর্বদোষ-বিবর্জিত—কেবল অশেষ কল্যাণ-গুণময় শ্রীভগবদ্রূপ[১]

১। 'সর্বে নিমেষা"—(মহা নারাঃ ১/৮) ইত্যাদিষু পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতহেয়গুণান্ প্রাকৃত-হেয়দেহসম্বন্ধং তন্মুলকর্মবশ্যতাসম্বন্ধঞ্চ প্রতিষিধ্য কল্যাণগুণান্ কল্যাণরূপঞ্চ বদন্তি।"
(—ভগবৎ-সর্ব্বসম্বাদিনী)।

অর্থ,—'সর্বে-ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে পরব্রহ্মের প্রাকৃত হেয়গুণসমূহ (অর্থাৎ দোষ), হেয়দেহসম্বন্ধ এবং তন্মূল কর্মবশ্যতা-সম্বন্ধ প্রতিষেধ করিয়া, তাঁহার কেবল কল্যাণগুণও কল্যাণরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই পরমানন্দময়ের সম্পর্কে তখন যাহা কিছু সকলই সুন্দর—সুখময় ভিন্ন, কোথাও কোন দোষের লেশাভাসমাত্রও লক্ষিত হয় না। এমন কি তৎকালে দোষবহুল প্রাকৃত বিশ্ব-প্রপঞ্চের সমস্তই, ভক্তের ভক্তিবিভাবিত ইন্দ্রিয় সমক্ষে পূর্ণ-সুখ-স্বরূপে অনুভূত হয়। "বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে—"।

(শ্রীচৈঃ চন্দ্রামৃত ৯৫)

সেই অনন্ত গুণাকরের গুণ-সম্বন্ধের আভাসেও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল ভুবন তখন সুন্দর ও সুখময় ভগবদ্ভাবেই যেন ভরিয়া উঠে। সর্বশক্তির মধ্যে শক্তিমান্‌রূপে নিজ অভীষ্টদেবই পরিদৃষ্ট হইতে থাকেন। যথা,—

মহাভাগবত, দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্র হয় নিজ-ইষ্টদেব স্ফুর্তি॥[১]

(শ্রীচৈঃ ২/৮)

প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল বিশ্ব-বৈভবের মধ্যকেন্দ্রে বিরাজিত ও সৌন্দর্য মাধুর্যাদি অনন্ত গুণের উৎসরূপে উৎসারিত হইয়া, যিনি সেই উৎসধারার সৌন্দর্য ও সুখ-শীকরের মোহন স্পর্শদানেই নিখিল ভুবন সুন্দর ও সুখময় করিয়া তুলিতেছেন, সেই পরম সুখ-স্বরূপের অনুভূতি ও সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলে, তখন কেবল সেই ভক্তি-বিভাবিত শুদ্ধ

১। সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (শ্রীভাঃ ১১/২/৪৫)

অর্থ,—যিনি সর্বভূতে নিজাভীষ্ট ভগবদ্ভাব দর্শন করেন এবং নিজাভীষ্ট শ্রীভগবানে সর্বভূতকে দর্শন করেন,—তিনিই হইতেছেন ভাগবতোত্তম।

দৃষ্টিতেই সমস্ত সুন্দর—মধুর ও আনন্দময়রূপেই প্রতিভাত হইতে থাকে। অন্ধকার যেখানে যাহাই থাকুক না কেন, প্রজ্জ্বলিত মশালবাহীর সম্মুখে যেমন কোন অন্ধকারের অস্তিত্বই অনুভূত হয় না, তদ্রূপ শুদ্ধা-ভক্তির আলোকে যে হৃদয় উদ্ভাসিত ও তৎফলে পরমানন্দ—রসময় শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে যাঁহাদিগের,—সেই ভাগবতগণের ভক্তিবিভাবিত শুদ্ধ দৃষ্টিতে সকলই সুন্দর,—সকলই মধুর—সকলই অশেষ কল্যাণ গুণ[1] ভিন্ন কোথাও কোন দোষের লেশাভাসও আর পরিলক্ষিত হয় না,—ভক্তি এতাদৃশী সমুন্নত স্থলবর্তিনী। তাই ভক্তিভাবে কবি গাহিয়াছেন—

"সৌন্দর্যের উৎস মাঝে,
তুমি মধ্যকেন্দ্র তায়,—
আপন সৌন্দর্য-বারি
ছড়াতেছ বিশ্ব গায়।
তাই ফুল মুগ্ধ করে মন,
তাই চাঁদ সুধার আকর,
তাই গৃহ আনন্দ ভবন—
তাই বিশ্ব এত' মনোহর।"[2]

তাহা হইলে বুঝিলাম,—জীবের প্রাকৃত অবস্থায়—গুণ-দোষের ভেদ দর্শন, মুক্তির অধিকারে—গুণ-দোষের অভেদ দর্শন, এবং ভক্তির উদয়ে—কেবল অপ্রাকৃত গুণ দর্শন, সমস্ত ধর্ম হইতে পরমধর্ম ভক্তির ইহাই বৈশিষ্ট্য।

১। 'সমস্ত কল্যাণগুণাত্মকো হি—" (বিষ্ণুপুরাণ ৬/৫/৮৩)
অর্থ,—শ্রীভগবানের স্বরূপ কেবল সমস্ত কল্যাণ গুণ-বিশিষ্ট।

২। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামি-মহোদয়কৃত 'পুষ্পাঞ্জলি' হইতে উদ্ধৃত।

শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের পালনই যথাক্রমে জীবের অশেষ কল্যাণের প্রবর্তক ও অশেষ অকল্যাণের নিবর্তক।

জীবের পরম কল্যাণ সংসাধনোদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের আদেশ ও উপদেশই পুণ্য বেদ ও বেদানুগত-শাস্ত্র-রূপে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। শ্রীভগবানের সংস্থাপিত 'আইন' যাহা, তাহাই শাস্ত্রের সমুদয় বিধি-নিষেধ। অধিকারানুরূপ শাস্ত্রোক্ত বিধিই মানবের অশেষ কল্যাণের প্রবর্তক এবং শাস্ত্রোক্ত নিষেধ সকল মানবের অশেষ অকল্যাণের নিবর্তক। এইহেতু শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ মান্য করিয়া চলাই জীবের পক্ষে মঙ্গলের বিষয় অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতি প্রাপক হয়; কিন্তু শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘনপূর্বক স্বেচ্ছাচার প্রণোদিত হইয়া জীবন যাপন করিলে, তাহার কুফলে জীবসকলকে অবশ্যই অধঃপতিত হইতে হইবে। তাই শ্রীভগবান্ জীবসকলকে স্বেচ্ছাচারিতা হইতে সাবধান হইবার জন্য গীতায় স্বয়ংই শ্রীমুখে উপদেশ করিয়াছেন; যথা,

> যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ ।
> ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥
> তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ ।
> জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্তুমিহার্হসি ॥

(গীতা ১৬/২৩-২৪)

ইহার অর্থ,—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, সুখ, বা পরমগতি কিছুই লাভ করিতে পারে না। অতএব কার্যাকার্য ব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। অতএব এই কর্মভূমিতে শাস্ত্রবিধান বিদিত হইয়া সমুদয় কর্ম করা উচিত।

যাঁহার সম্বন্ধের সংযোগ ও বিয়োগে অপর ধর্মসকল সিদ্ধ ও অসিদ্ধ হয়, সেই স্বয়ং-সিদ্ধা ভক্তিই জীবের পরমধর্ম।

সেই শাস্ত্রোপদিষ্ট সমুদয় ধর্ম-কর্মাদির মধ্যে পরমধর্ম কি?—এবং অপর সমুদয় ধর্ম-কর্মাদির মুখ্য অভিপ্রায় কি?—এ-কথা শাস্ত্রই স্পষ্টরূপে জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিতেছেন; যথা,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

(শ্রীভাঃ ১/২/৬)

ইহার অর্থ,—যে ধর্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধিরহিতা ও বিঘ্নশূন্যা ভক্তি (ভগবৎকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা বা রতি) জন্মিয়া থাকে, সেই ধর্মই মানবমাত্রের পরমধর্ম; যাহা হইতে সম্যক্‌রূপে আত্ম-প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে।

অপর পক্ষে—যে ধর্ম-কর্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভক্তিরূপ পরম প্রয়োজন সুসিদ্ধ না হয়, সেই ধর্মাদির আচরণ নিষ্ফল বৃক্ষে জলসেচনের ন্যায় ব্যর্থ প্রয়াসমাত্রই হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি যথা,—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

(শ্রীভাঃ ১/২/৮)

ইহার অর্থ,—সযত্নে অনুষ্ঠিত হইয়াও যে ধর্মের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-কথায় রতি না জন্মে, পুরুষের সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান কেবল নিষ্ফল পরিশ্রম মাত্র।

এতাবৎ আলোচনার সারমর্ম।

তাহা হইলে এতাবৎ আলোচনা দ্বারা আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে,—এক সর্বমূল—সর্বকারণ, ("অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণ

কারণম্।" ব্রহ্মসংহিতা।) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বেদের কর্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি শব্দে সঙ্কেতিত হইয়াছেন এবং যজ্ঞ ও যজ্ঞীয় উপকরণাদি সমস্তই, সর্বাত্মক স্বরূপ তিনি—তদীয় শক্তিবিশেষেরই পরিণতি বলিয়া, আবার কোন স্থলে বা যজ্ঞাদির আবরণে তাঁহারই উপাসনাদি পরিকল্পিত হইয়াছে। ("তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।" গীতা৩/১৫) সেইরূপ দেবতাকাণ্ডেও ইন্দ্রাদি শব্দে কোথাও বা তিনি সাক্ষাৎ সঙ্কেতিত হইয়াছেন এবং ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা তদীয় বিভূতিরই বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া, কোথাও বা সেই দেবতারূপী ইন্দ্রাদির উপাসনার অন্তরালে তাঁহারই আরাধনা কল্পিত হইয়াছে; অতএব সমস্ত বেদের মুখ্য অভিপ্রায় সেই এক স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিষয়ক প্রেম-ভক্তিতেই পর্যবসিত হইলেও সকামহত জীবসাধারণের পক্ষে কোন মঙ্গল উদ্দেশ্যেই সেই অভিপ্রায় যাহাতে অপরোক্ষভাবে অর্থাৎ সাক্ষাৎরূপে ব্যক্ত না হইয়া, সাঙ্কেতিক শব্দে কিম্বা অস্পষ্টতার আবরণে—পরোক্ষভাবেই প্রকাশ থাকে, তৎকালে শ্রীভগবানের এইরূপই অভিপ্রায় হওয়ায়, ("—পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্।" ভাঃ ১১/২১/৩৫) তাঁহারই প্রেরণায় বৈদিক ঋষিগণও পরোক্ষবাদী হইয়াছেন। এই জন্যই কর্মকাণ্ড প্রভৃতির মধ্যে স্থূল-দৃষ্টিতে পরতত্ত্ব বা শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গমাত্রের কোথাও উল্লেখ না দেখা যাইলেও,—বেদরূপ অস্পষ্ট নিঃশ্বাসধ্বনি দ্বারা যাহা ব্যক্ত হয় নাই,—বেদ সকলের সেই যথার্থ তাৎপর্য, গীতারূপ সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী দ্বারা সেই শ্রীভগবান্ স্বয়ংই তাহা বিশ্বে সুপ্রকাশ করিয়াছেন।

অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বেদে গুহ্য ও উপনিষৎ সকলে নিগূঢ় ভাবে যাহা নিহিত রহিয়াছে, ('যদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ম্—"। শ্বেতাশ্ব (৫/৬) সেই শ্রীভগবদ্বস্তু ও শ্রীভাগবতধর্ম এবং তাহারই পরমাবস্থা যাহা,—সেই শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিষয়ক 'প্রেমধর্মই'— ইহাতেই সমস্ত বেদের মুখ্য প্রয়োজন পর্যবসান প্রাপ্ত হইলেও,

পরোক্ষবাদে আবৃত ও অনেকস্থলে উহা হেঁয়ালী ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকায়, স্থূলদৃষ্টিতে কেবল উহার বাহ্য অর্থ দেখিয়া তদ্বিষয়ের যথার্থতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই।

ধেনুর দৃষ্টান্তে।

ধেনুসকলে যেমন দুগ্ধ নিহিত থাকিলেও এবং উহাতেই ধেনুগণের পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদিত হইলেও, দুগ্ধ বিষয়ে অনভিজ্ঞজনের নিকট বাহ্যদৃষ্টিতে যেমন উহা হইতে নিঃসারিত গোময় ও গোমূত্র ভিন্ন দুগ্ধসত্তার অনুভূতি হয় না; গোময়াদিরও পবিত্রতা ও কথঞ্চিৎ সার্থকতা থাকিলেও দুগ্ধেই যেমন ধেনুগণের মুখ্য প্রয়োজন বা পরম সার্থকতা সাধিত হয়, সেইরূপ বেদোক্ত কর্ম ও দেবতাকাণ্ডের কেবল বাহ্যার্থ দেখিয়া উহাতে স্বর্গাদি সুখভোগের নিমিত্ত বিবিধ যাগ-যজ্ঞাদির ব্যবস্থা ও ইন্দ্রাদি বিভিন্ন দেবতার উপাসনা এবং তদুদ্দেশ্যে নিবেদিত 'সোম' নামক লতা বিশেষের মাদকতাশক্তি সম্পন্ন রসপান প্রভৃতির কথা ভিন্ন, সমস্ত বেদের মুখ্য অভিপ্রায় যে,—শ্রীভগবান্ ও ভাগবতধর্মে এবং আরও সুস্পষ্ট ভাষায়—স্বয়ংভগবান্ ও তদ্বিষয়ক প্রেমধর্মেই পর্যবসিত, স্থূলদৃষ্টিতে ইহার কিছুই অনুভূত হয় না।

গোপরাজ-নন্দন—শ্রীকৃষ্ণই সর্বোত্তম ও সুনিপুণ দোহনকর্তা উপনিষৎরূপ গাভী-নিঃসারিত সেই দুগ্ধধারাই শ্রীগীতামৃত।

আবার গাভীসকলের পরম সার্থকতা যাহাতে, সেই অন্তর্নিহিত দুগ্ধধারা যেমন কোনও সুনিপুণ দোগ্ধাই সম্যক্‌রূপে দোহন পূর্বক উহা লোকের গ্রহণোপযোগী করিয়া দিতে সমর্থ হয়েন, সেইরূপ বেদসকল যাঁহার নিঃশ্বাসরূপে কথিত হইয়াছে,—সেই সাক্ষাৎ স্বয়ংভগবান্ গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই বেদোপনিষৎরূপ ধেনুসকলকে দোহন পূর্বক, গীতামৃতরূপ সুব্যক্ত ও সুমিষ্ট দুগ্ধধারায় জগৎ প্লাবিত করিয়া, দুর্জ্ঞেয়

বেদার্থকে সুস্পষ্ট ও সাধারণের গ্রহণোপযোগী করিয়া দিয়াছেন,—এ-কথা সেই মহতী গীতার উপক্রমভাগ হইতেই বিদিত হওয়া যায়; যথা,—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

ইহার অর্থ,—উপনিষৎ সকল গাভী স্থানীয়, উহার দোহন কর্তা হইতেছেন—গোপাল-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ; পার্থ—বৎস স্থানীয়, সুধিগণ উহার ভোক্তা এবং মহৎ গীতামৃতই সেই দুগ্ধ; সুতরাং দুর্জ্ঞেয় বেদের সুস্পষ্ট সারার্থ যে, গীতারূপেই প্রকাশিত, এ-কথা সেই গীতা হইতেই জানা যাইতেছে।

শ্রীগীতাই অব্যক্ত ও নিগূঢ় নিগম-তাৎপর্যের সুব্যক্ত সারার্থ। সমস্ত গীতার ভক্তি-পরতা।

শ্রীগীতাই যে, অব্যক্ত নিখিল নিগম-তাৎপর্যের সুব্যক্ত সারার্থ স্বরূপ,—সূক্ষ্মদৃষ্টি-সম্পন্ন বেদবিদ্ মহা-মনীষিগণের নির্দেশ হইতে সে-কথা আমরা অতি সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারি। গীতাভাষ্যকারগণের মধ্যে অনেকেই উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তদ্বিষয়ে কেবল দিগ্‌দর্শনার্থে পরমপূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদকৃত গীতাভাষ্যের সূচনা হইতে কিয়দংশ এ-স্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে। "শ্রীমদর্জ্জুনং লক্ষ্যীকৃত্য কাণ্ডত্রিতয়াত্মক-সর্ববেদতাৎপর্য্যপর্য্যবসিতার্থ-রত্নালঙ্কৃতং শ্রীগীতাশাস্ত্রমষ্টাদশাধ্যায়মন্তর্ভূতাষ্টাদশবিদ্যং সাক্ষাদ্বিদ্যমানীকৃতমিব পরমপুরুষার্থমাবির্ভাবয়াম্বভূব। তত্রাধ্যায়ানাং প্রথমেন ষট্‌কেন নিষ্কামকর্মযোগঃ, দ্বিতীয়েন ভক্তিযোগঃ, তৃতীয়েন জ্ঞানযোগো দর্শিতঃ। তত্রাপি ভক্তিযোগস্যাতিরহস্যত্বাদুভয়সঞ্জীবকত্বেনাভ্যর্হিতত্বাৎ সর্বদুর্লভত্বাচ্চ মধ্যবর্ত্তীকৃতঃ।

কর্ম্মজ্ঞানয়োর্ভক্তি-রাহিত্যেন বৈয়র্থ্যাৎ তে দ্বে ভক্তিমিশ্রে এব সম্মতীকৃতে। ভক্তিস্তু দ্বিবিধা,—কেবলা, প্রধানীভূতা চ। তত্রাদ্যা স্বত এব পরমপ্রবলা, তে দ্বে বিনৈব বিশুদ্ধ-প্রভাবতী অকিঞ্চনা, অনন্যাদি শব্দবাচ্যা। দ্বিতীয়া তু কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রেতি।"

উক্ত ভাষ্যতাৎপর্য,—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, প্রিয়সখা শ্রীমদর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কাণ্ডত্রিতয়াত্মক সর্ববেদতাৎপর্য—পর্যবসিতার্থরূপ মহারত্নালঙ্কৃত—অষ্টাদশাধ্যায়ের অন্তগর্ত—অষ্টাদশবিদ্যা-পরিপূরিত সাক্ষাৎ বিদ্যমানীকৃত পরমপুরুষার্থ-স্বরূপ শ্রীগীতাশাস্ত্র আবির্ভূত করাইয়াছেন। বেদ সকল যেমন কর্মকাণ্ড, দেবতা বা উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডভেদেত্রিকাণ্ডত্মক,—সেই কাণ্ডত্রয়েরই সারার্থ অষ্টাদশাধ্যায়ান্বিতা শ্রীগাতাও তদ্রূপ তিনটি ষট্‌কে বিভক্ত। ছয়টি অধ্যায়ে এক একটি ষট্‌ক। তন্মধ্যে প্রথম ষট্‌কে প্রধানতঃ কর্মকাণ্ডের যথার্থ তাৎপর্য নিষ্কাম-কর্মযোগরূপে, দ্বিতীয় ষট্‌কে প্রধানতঃ উপাসনা কাণ্ডের সহিত সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য ভক্তিযোগরূপে এবং তৃতীয় ষট্‌কে প্রধানতঃ জ্ঞানকাণ্ডের যথার্থ তাৎপর্য জ্ঞানযোগরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। (অষ্টাঙ্গ যোগ, জ্ঞানযোগেরই অন্তর্ভূক্ত।) 'যোগ' অর্থে পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার সংযোগের উপায় বা কৌশল নির্দেশ। যোগত্রয়ের মধ্যে ভক্তিযোগের অতিশয় গুহ্যত্ব এবং কর্ম ও জ্ঞানযোগের জীবনদাতৃত্ব নিবন্ধন ভক্তিযোগ সর্বাতিশয় শ্রেষ্ঠ ও সুদুর্লভ বলিয়া, সম্পুটস্থিত মহারত্নের ন্যায় গীতার মধ্যবর্তী ছয়টি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কর্ম ও জ্ঞান, ভক্তি বা ভগবৎসম্বন্ধ বর্জিত হইলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; এইহেতু উহাদের সাধন, ভক্তির সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবার বিধান উপদিষ্ট হইয়াছে। ভক্তির মিশ্রণে উহারা গৌণভক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া যথোপযুক্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকেন।, ভক্তিসম্বন্ধ ভিন্ন জীবের কোনপ্রকার শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই।

‘কেবলা’ ও ‘প্রধানীভূতা’ ভক্তিই ভক্তিযোগের অন্তর্ভুক্ত।

সেই ভক্তিও দ্বিবিধা,—কেবলা ও প্রধানীভূতা। তন্মধ্যে প্রথমটি স্বতঃই পরম প্রবলা অর্থাৎ স্বতন্ত্রা। কর্ম ও জ্ঞানের সহায়তা ভিন্ন স্বয়ংই বিশুদ্ধ প্রভাবতী। এই বিশুদ্ধ ভক্তিকেই অকিঞ্চনা, অনন্যা প্রভৃতি নামে নির্দেশ করা হয়। ইহাই নির্গুণা বা মুখ্যাভক্তি। শ্রীভগবচ্চরণে নিষ্কাম প্রেমসেবাই যাঁহার মুখ্য ফল। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ প্রধানীভূতা ভক্তি যাহা, তাহাই কর্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রাদি নামে কথিত হইয়া থাকে।

অন্তর্নিহিত প্রাণধারার ন্যায় ভক্তিই সমস্ত সিদ্ধির জীবন-দায়িনী।

অতএব ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে একমাত্র শুদ্ধভক্তিই সমস্ত বেদের মুখ্য-তাৎপর্য। অন্তর্নিহিত প্রাণধারার ন্যায়, উপসনাকাণ্ডের সহিত সমস্ত বেদের অভ্যন্তরে সংগোপনে অবস্থান পূর্বক, সকল গৌণ পুরুষার্থকে সঞ্জীবিত করিয়া পরম-স্বতন্ত্ররূপ আত্মমহিমায় আপনিই উদ্ভাসিতা হইতেছেন। জীবনদায়িনী-শক্তির ন্যায়, এই ভক্তিই সর্বমধ্যস্থরূপে অবস্থান পূর্বক, নিজ সম্বন্ধ ও সংযোগদ্বারা একদিকে কর্মযোগকে ও অপর দিকে জ্ঞানযোগকে নিয়ন্ত্রিত ও নিজ গৌণফলরূপ সিদ্ধিদান করিতেছেন; অথচ বাহ্যদৃষ্টির পথে যিনি আত্মপ্রকাশ করেন না—জীবের সেই সর্ববেদগুহ্য মুখ্য পুরুষার্থ বা পরম প্রয়োজনরূপা শুদ্ধা ভক্তি গীতায় ভক্তিযোগ প্রধান মধ্য ষট্‌কে মণিহারের মধ্যমণির মতই দীপ্তিমতী হইয়া সমস্ত বেদার্থকে আলোকিত করিতেছেন।[১] এই

১। গীতার ভক্তিব্যাখ্যার বিস্তারিত আলোচনা,—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদকৃত ‘সারার্থবর্ষিণী’ নামক গীতার টীকা দ্রষ্টব্য। ‘জ্ঞান’ শব্দে গীতার বহু স্থলেই ভক্তির নির্দেশ। (৯/১ টীকা দ্রষ্টব্য)

স্বতন্ত্রা কেবলা বা শুদ্ধাভক্তিই বেদ নির্দেশ্য মুখ্য প্রয়োজন। ইহাতেই সমস্ত বেদবিধি পর্যবসিত।

কর্ম-জ্ঞানাদির ভক্তি-মুখাপেক্ষিতা।

শুদ্ধাভক্তি বিষয়া শ্রদ্ধালাভের সৌভাগ্যোদয় না হওয়া পর্যন্তই অগত্যা কর্মজ্ঞানাদির ব্যবস্থা এবং তাহাতেও আবার ভক্তির সহায়তা ও সংমিশ্রণ প্রয়োজন।[১] শ্রীচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে,—

"কৃষ্ণভক্তি হয়—অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তি মুখ নিরীক্ষক—কর্ম-যোগ-জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল॥
কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি-বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা-জ্ঞানে॥"[২]

(শ্রীচৈঃ ২/২২)

অন্যের কথা নহে,—জ্ঞানের ফল মোক্ষলাভ যে, ভক্তির সহায়তা লাভেই সিদ্ধ হয়,—এ-কথা জ্ঞানিগুরু আচার্য শ্রীশঙ্করও স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন;—

১। তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলা।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ (ভাঃ ২/৪/১৭)
অর্থ,—(মঙ্গলাচরণ স্তবে শ্রীশুকদেবের উক্তি)—তপস্বিগণ, দানশীলগণ, যশস্বিগণ, মনস্বিগণ, মন্ত্রবিদ্‌গণ এবং সদাচারিগণ যে ভগবানে তাঁহাদের তপস্যাদি কর্ম অর্পণ না করিলে মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়েন না,—সেই সুমঙ্গল কীর্তি শ্রীভগবান্‌কে বারম্বার নমস্কার।

২। 'কৃষ্ণভক্তেরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে। (গীতা ৭/৩০ টীকা শ্রীধরঃ)
অর্থ,—শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের বিনা চেষ্টায় ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে।

"মোক্ষকারণ-সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।" (বিবেক চূড়ামণি)

অর্থাৎ—মোক্ষলাভের কারণ সমূহের মধ্যে ভক্তিই হইতেছেন গরীয়সী অর্থাৎ অতিশয় গৌরবান্বিতা বা সর্বশ্রেষ্ঠা।

তাহা হইলে ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে, পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসধ্বনি স্বরূপ বেদে,—পরোক্ষবাদের অস্পষ্টতার মধ্যে যে মুখ্য অভিপ্রায় নিগূঢ়ভাবে নিহিত রহিয়াছে,—সমস্ত বেদের সেই গুহ্য তাৎপর্যের সুব্যক্ত সারার্থ হইতেছেন—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা; যাহা স্বয়ং সেই শ্রীভগবানেরই সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী; ("যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্।"—গীতা ১৮/৭৫) সুতরাং বেদের যথার্থ অভিপ্রায় শ্রীভগবদ্‌গীতা হইতে যেরূপ সুস্পষ্টরূপে বিদিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তেমন সাক্ষাৎ বেদ হইতে নহে।

সমস্ত গীতার নিস্পীড়িত সার মর্ম-কথা।

সেই সমগ্র গীতায় নিস্পীড়িত সার মর্ম হইতেছে এই যে,—

(১) কর্ম, জ্ঞান, যোগ, যজ্ঞ, দান, তপ, ত্যাগ, ব্রত, উপাসনা প্রভৃতি যাহা কিছু ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠিত হউক, তৎসমূদয়ের মুখ্য অভিপ্রায় শ্রীকৃষ্ণেই পর্যবসিত বলিয়া, উহা যদি শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিসম্বন্ধযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবেই সেই সেই সাধন দ্বারা যথোপযুক্ত ফললাভ হইতে পারে।

(২) তৎসমুদয় যদি ভক্তি-সম্বন্ধ বিযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই শূন্যগর্ভ সাধন সকল ব্যর্থতাকেই বরণ করিয়া থাকে।

(৩) আর যদি সেই সমস্ত ধর্ম-কর্মাদি পরিত্যাগ পূর্বক ঐকান্তিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাগত হইয়া, কেবল ভক্তিযোগের অনুশীলন করা হয়, তাহা হইলে অপর কোন কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া, তদ্দারাই সর্বানর্থ নিবৃত্তির সহিত জীবের পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তি পর্যন্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বাহ্যদৃষ্টিতে যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডের সহিত ভক্তির সংযোগ ও সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় না।

এখন অপর এক বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে,—রজস্তমোগুণ-বহুল মনুষ্যগণের শ্রদ্ধা বা অধিকারানুরূপ সকাম যাগ যজ্ঞাদি কর্মের মধ্যে বাহ্যতঃ ভগবৎসম্বন্ধীয় কোন কথার উল্লেখ না থাকায়, পরোক্ষবাদাবৃত বেদের বাহ্যার্থ হইতে সে সকল স্থলে ভক্তি বা ভগবৎবিষয়ের লেশমাত্র উপলব্ধি করিবার পক্ষে যখন কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না, তখন সেই সকল যজ্ঞাদি কর্মের সহিত ভগবৎসম্বন্ধের সংযোগ কি প্রকারে সংঘটিত হইয়া, উহাদের মিশ্রাভক্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে?

বেদোক্ত যজ্ঞ-কর্মাদির প্রধান ঋত্বিক-'ব্রহ্মা' কর্তৃক সুকৌশলে যজ্ঞাদির সহিত ভগবৎ-সম্বন্ধের সংযোগ ব্যবস্থা।

এইরূপ সংশয়ের সমাধান জন্য এ-স্থলে ইহাই বক্তব্য হইতেছে যে, —বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মা,—প্রধানতঃ এই চারিজন ঋত্বিকের আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে 'ব্রহ্মা' নামক ঋত্বিক যিনি, তাঁহাকেই সর্বপ্রধান ও ব্রহ্মবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। (ছান্দোঃ। ৪/১৭/৯-১০ দ্রষ্টব্য) বেদের স্থূল ও নিগূঢ় অর্থ উভয় বিষয়েই তাঁহার সম্যক অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। অপর ঋত্বিকগণকে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত করিয়া, ব্রহ্মাকেই তাঁহাদের কার্যাদি পর্যবেক্ষণ ও কোনও দোষ ঘটিলে উহার শুদ্ধি সম্পাদনাদি করিতে হয় এবং বিশেষভাবে যজ্ঞের তাৎপর্যাদি এবং তৎসহ পরমদেবতা—পরমেশ্বর-সম্বন্ধাদি বিষয়ে তিনি যজমানের অধিকার বুঝিয়া এমন সুকৌশলে উপদেশ করেন, যাহাতে সেই সকাম যজ্ঞকর্তার যজ্ঞবিষয়ক নিষ্ঠা বিচলিত হয় না, অথচ

পরোক্ষভাবে পরমেশ্বরেরই উদ্দেশ্যে যজ্ঞফল অর্পণাদি দ্বারা তৎসহ যথোপযুক্ত ভগবৎসম্বন্ধের বা ভক্তির সংযোগ সাধিত হইয়া এইরূপে বেদবিহিত সেই সকল কর্মাদিরও পরোক্ষভাবে গৌণী ভক্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বেদ-বিহিত সমস্ত অনুষ্ঠানই ব্রহ্ম-বাচক প্রণব উচ্চারণে অনুষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা; নির্বিশেষ প্রণব ও সবিশেষ ভগবান্নামের অভিন্নতা।

বিশেষতঃ শ্রুতি হইতে ইহাও স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, পরমেশ্বর বা পরব্রহ্ম বাচক 'প্রণব' অর্থাৎ ওঁকার উচ্চারণ করিয়াই ত্রয়ীবিদ্যা অর্থাৎ বেদত্রয় বিহিত সমস্ত অনুষ্ঠানাদিই প্রবর্তিত হয়; ("তেনেয়ং ত্রয়ীবিদ্যা বর্ত্ততে, ওমিত্যাশ্রাবয়তি—" ইত্যাদি। ছান্দোঃ। ১/১/১০)। যজ্ঞাদি কার্যে 'ওঁকার—এই অক্ষর উচ্চারণ পূর্বক আশ্রাবণ করান হয়, 'ওঁ' উচ্চারণ করিয়াই স্তবন করিতে হয়, 'ওঁ' উচ্চারণেই উদ্‌গান করিতে হয়; এমন কি 'অনুজ্ঞাক্ষর' (ছান্দোঃ। (১/১/৯) অর্থাৎ নিখিল কর্মের অনুমতি জ্ঞাপক অক্ষর রূপেও 'ওঁকার' উচ্চারণ সর্বত্রই বিহিত হইয়াছে।

তাহা হইলে প্রণবোচ্চারণ ভিন্ন যখন বেদবিহিত কোন কর্মই অনুষ্ঠিত হয় না, এবং ব্রহ্ম ও তদ্বাচক প্রণব যখন অভেদতত্ত্ব;"ওঁমিতি ব্রহ্ম"। (তৈত্তি। ১/৮) অর্থাৎ 'ওঁ' ইহা ব্রহ্ম,—সুতরাং পরতত্ত্ব বা পরমেশ্বর বিষয়ক বাচ্য ও বাচক বা নামী ও নাম যখন অভিন্নতত্ত্ব বলিয়াই সর্বশাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছেন,[1] তখন প্রণব কিম্বা প্রণবোপলক্ষিত পরমেশ্বরের নামের সংযোগেই নামীর সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া, এইরূপে বেদবিহিত নিখিল কর্মাদি ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াই যে,

১। গ্রন্থকারকৃত "শ্রীনামচিন্তামণি" গ্রন্থের প্রথম কিরণ; চতুর্থ উল্লাস দ্রষ্টব্য।

যথোপযুক্ত শুদ্ধ ও সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে, এ-কথা এখন অনেকটা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

অস্পষ্ট বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্মের বৈগুণ্যাদি দোষ নিবারণার্থ প্রণবোচ্চারণের সুস্পষ্ট অর্থ—শ্রীভাগবতে প্রকাশ। উহা হইতেছে—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ শ্রীনামসংকীর্তনেরই ব্যবস্থা

আরও দেখা যায়, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে হোতা কর্তৃক অশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণাদি দ্বারা তৎকর্মের অসম্পূর্ণতা বা বৈগুণ্যাদি দোষ ঘটিলে, উহার পরিশুদ্ধির নিমিত্ত সে-স্থলেও প্রণবোচ্চারণেরই বিধান রহিয়াছে;—"অথ খলু য উদ্‌গীথঃ স প্রণবো য প্রণবঃ স উদ্‌গীথ ইতি হোতৃষদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্‌গীতমনু সমাহরতীত্যনুসমাহরতীতি।"

—(ছন্দোঃ ১/৫/৫)।

অর্থাৎ,—যাহা উদ্‌গীথ প্রণবও তাহাই; আর যাহা প্রণব তাহাই উদ্‌গীথ। এইরূপ প্রণব ও উদ্‌গীথের অভিন্নতা চিন্তা করিবে। হোতা কর্তৃক মন্ত্রোচ্চারণাদি কর্মে যদি 'দুরুদ্‌গীত' অর্থাৎ অশুদ্ধ উচ্চারণাদি জন্য দোষ ঘটে, তাহা হইলে উদ্‌গীথ অর্থাৎ ওঁকার উচ্চারণ দ্বারা সেই দোষ সকল সমাহৃত হয়, অর্থাৎ উহাদের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই সমাধান বা ব্যবস্থাকে দৃঢ় নিশ্চয়করণার্থ 'অনুসমাহরতি' এই পদটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে।

এ-স্থলে উদ্‌গীথ অর্থে প্রণব বা ওঁকার কিম্বা প্রণবোপলক্ষিত শ্রীভগবৎনামকেও বুঝিতে হইবে। প্রণব যেমন ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ বাচ্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ("এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম—"। কাঠকে ২/১৬)—ভগবন্নামও তদ্রূপ ভগবদাত্মক অর্থাৎ ভগবান্ হইতে অভিন্ন-তত্ত্ব;

(অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।"—পাদ্মে।) 'ব্রহ্ম' যেমন সবিশেষ ও পরিপূর্ণ শ্রীভগবৎ-তত্ত্বেরই নির্বিশেষ প্রকাশ, তদ্বাচক প্রণবও সেইরূপ সবিশেষ ও পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণাদি ভগবন্নাম সকলের নির্বিশেষ প্রকাশ। প্রকাশভেদে ভিন্ন হইয়াও, 'প্রণব' ও 'শ্রীনাম' যে অভিন্নতত্ত্বই,—অস্পষ্ট হইলেও উক্ত শ্রুতির এই অভিপ্রায় শ্রীভাগবতে সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত রহিয়াছে দেখা যায়;—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং তব ॥

(শ্রীভাঃ ৮/২৩/১৬)

ইহার অর্থ,—মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রমবিপর্যয়াদি দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও অবৈধ দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা যে ছিদ্র বা দোষ ঘটিয়া থাকে, (হে হরে) তোমার নাম কীর্তনে সে সমুদয় নিশ্ছিদ্রতা প্রাপ্ত হয়। (শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামি-চরণকৃত টীকার তাৎপর্য। হরিভক্তি বিঃ। ১১)

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে সমস্ত বেদোক্ত কর্মকাণ্ডেরও মুখ্য অভিপ্রায় বা অন্তর্দৃষ্টি শ্রীভগবানে বা ভাগবতধর্মেই সূক্ষ্ম বা নিগূঢ়ভাবে প্রসারিত। এইহেতু উহা স্থূলদৃষ্টির গ্রাহ্য বিষয় না হইলেও, অন্ততঃ বৈদিক প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সহিত 'প্রণব' বা তদুপলক্ষিত ভক্তির প্রধান অঙ্গ, অর্থাৎ 'অঙ্গী'[১] স্বরূপ শ্রীনামের সংযোগস্থাপনের রহস্য হইতেও উক্ত নিগূঢ় অভিপ্রায় অনেকাংশে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

১। প্রায় সমস্ত স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকর্মাদি অনুষ্ঠানের পরিশেষে উহার ছিদ্র বা অঙ্গহানি নিবারণার্থ নিম্নোক্তরূপে শ্রীনামকীর্তনের রীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে;—
"যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্বং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥"

বেদোক্ত 'যজ্ঞ' ও যজ্ঞানুষ্ঠানাদির নিগূঢ় অর্থই হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তিই, বেদাদি নিখিল শাস্ত্রবিহিত ধর্ম-কর্মের মুখ্য অভিপ্রায় হইলেও, ইহা পরোক্ষবাদাদি দ্বারা আচ্ছাদিত, এ-কথা পূর্বে নানাপ্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাই স্থূলদৃষ্টিতে কর্মকাণ্ডকে যজ্ঞময় ভিন্ন অপর কিছুই দেখা যায় না। বেদোক্ত সেই সমুদয় কর্ম বা ধর্মের বেদ-গোপ্য নিগূঢ় মর্মকথা, একমাত্র সেই বেদময় পুরুষ—শ্রীভগবানই সুবিদিত এবং তৎকৃপায় তদীয় ভক্তগণের সূক্ষ্মদৃষ্টির সমক্ষে উহা প্রতিভাত হইয়া থাকে। ("বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ"—ব্রহ্মসংহিতা।) তদ্ভিন্ন স্থূল-বাহ্য-দৃষ্টিতে উহা গ্রাহ্য হইবার কোনও উপায় নাই। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বেদোক্ত 'যজ্ঞ' শব্দের গীতার একটি মাত্র শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,—

> যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
> তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ (৩/৯)

ইহার অর্থ,—যজ্ঞার্থে কর্ম ব্যতীত, অন্য কর্মদ্বারা লোকের কর্মবন্ধন ঘটে। অতএব হে অর্জুন, তুমি নিষ্কাম হইয়া যজ্ঞার্থ কর্মানুষ্ঠান কর।

উক্ত শ্লোকের 'যজ্ঞ' শব্দের যথাশ্রুত অর্থ হইতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, বেদোক্ত যজ্ঞের নিমিত্ত যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত কর্ম দ্বারা জীবের কর্মবন্ধন ঘটিয়া থাকে; অতএব নিষ্কামভাবে সকলের যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্তব্য।

কিন্তু পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত ও দুর্বোধ্য বেদের এই সাঙ্কেতিক 'যজ্ঞ' শব্দের নিগূঢ় অর্থ ও অভিপ্রায় শ্রীভগবৎ-কৃপায় পরম ভাগবতগণের —সূক্ষ্মদৃষ্টির সমক্ষেই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে দেখা যায়। তাঁহারা 'যজ্ঞ' শব্দের নিগূঢ় অর্থ 'শ্রীবিষ্ণু' অর্থাৎ শ্রীভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ

বলিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের নিম্নোক্ত টীকা হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।[১]

"সাংখ্যাস্তু সর্বমপি কর্ম বন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহুস্তন্নিরাকুর্ব্বন্নাহ—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞঃ বিষ্ণুঃ—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু"—ইতি শ্রুতেঃ। তদারাধনার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ কর্মভির্বধ্যতে, ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণা। অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সম্যগাচর ॥ —(শ্রীস্বামিপাদ।)

অর্থাৎ,—সাংখ্যবাদিরা বলেন,—সকল কর্মই জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু; সুতরাং কর্ম করা অনুচিত। এই মত নিরসন-পূর্বক বলিতেছেন,—'যজ্ঞার্থাৎ' ইত্যাদি। যজ্ঞ=বিষ্ণু। শ্রুতি বলেন—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"; অর্থাৎ 'যজ্ঞ' শব্দে বিষ্ণুই নির্দেশ্য হয়েন। অতএব বিষ্ণুর অর্থাৎ শ্রীভগবানের আরাধনার নিমিত্তই সকল কর্ম বিহিত হইয়াছে। নতুবা একমাত্র তদারাধনা ব্যতীত, অন্য কর্ম দ্বারা এই মনুষ্যলোক কর্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু পরমেশ্বরারাধনার্থ বা তদর্পিত কর্ম হইতে বন্ধন হয় না।[২] অতএব বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ নিষ্কাম হইয়া, সম্যক্‌রূপে কর্মাচরণ করিবে। (শ্রীচক্রবর্তিপাদ ও শ্রীবলদেব

১। সর্বান্তর্যামী ও সর্বব্যাপক পরমাত্মার শ্রীকৃষ্ণই পরমাবস্থা। সেই সর্বান্তর্যামী ও সর্বব্যাপক পুরুষই 'বিষ্ণু' নামে শাস্ত্রে কীর্তিত হয়েন। সুতরাং বিষ্ণু যে শ্রীকৃষ্ণই, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ যথা,—দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মা। যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৫৭)

অর্থ,—দীপশিখা অন্য দীপবর্তিকা প্রাপ্ত হইয়া, যেমন তৎতুল্য অন্য দীপরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ যিনি বিষ্ণুরূপে বিভাবিত হইতেছেন—সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

২। আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্ ॥
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥ (ভা ১/৫/৩৩-৩৪)

বিদ্যাভূষণপাদ প্রভৃতি পরম ভাগবতগণ কর্তৃক উক্ত শ্লোকের একই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের কৃত টীকা দ্রষ্টব্য।)

এখন বেদের বিশদার্থ শ্রীভাগবতে শ্রীভগবানের নিজোক্তি হইতেই আমরা উক্ত 'যজ্ঞ' শব্দের সুস্পষ্ট অর্থ জানিতে পারিব। যাহা হইতে আর কোন শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ নাই। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই যজ্ঞের অর্থ উদ্ধবকে বলিয়াছেন; যথা,—

"—যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ।" (শ্রীভাঃ ১১/১৯/৩৯)

অর্থাৎ স্বয়ংভগবদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণাখ্য এই আমিই হইতেছি 'যজ্ঞ'। ইহার অর্থ টীকায় শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—'যদ্বা, ভগবত্তমঃ স্বয়ং ভগবদ্রূপঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যোঽহমেব যজ্ঞঃ। মজ্ জ্ঞানেনৈব সর্বযজ্ঞফলপ্রাপ্তেঃ; —

'সর্ব্বে বেদাঃ সর্ব্ববিদ্যাঃ সশাস্ত্রাঃ সর্বে যজ্ঞাঃ সর্ব্ব ইজ্যশ্চ কৃষ্ণঃ।
বিদুঃ কৃষ্ণং ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বতো যে তেষাং রাজন্ সর্বযজ্ঞা সমাপ্তাঃ ॥

ইতি—মহাভারতোক্তেঃ।"—(ক্রমসন্দর্ভঃ ১১/১৯/৩৯)

ইহার অর্থ,—ভগবত্তমঃ অর্থাৎ স্বয়ংভগবদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণাখ্য এই আমিই 'যজ্ঞ'। আমাকে বিদিত হইলেই সর্বযজ্ঞফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে,—'হে রাজন, সর্ব বেদ, সর্ববিদ্যা, সশাস্ত্র সর্ব যজ্ঞ এবং সর্বারাধনা যে শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রাহ্মণেরা তত্ত্বতঃ এবং বিধরূপে শ্রীকৃষ্ণকে বিদিত হয়েন,—তাঁহাদিগের সর্বযজ্ঞই সুসমাপ্ত হইয়াছে জানিতে হইবে।

তাহা হইলে উক্ত যজ্ঞের প্রকৃষ্ট তাৎপর্য হইতেছে এই যে,—

অর্থ,—হে সুব্রত। যে গুরুপাক ঘৃতাদি দ্রব্যের সেবনে লোকের রোগোৎপত্তি হয়, সেই রোগকর দ্রব্যই ভেষজ দ্রব্যান্তর দ্বারা ভাবিত হইয়া সংস্কৃত হইলে, আবার উহাই সেই রোগমুক্ত করে না কি? অর্থাৎ অবশ্যই করিয়া থাকে; সেইরূপ মনুষ্যের কর্মসকল বন্ধনের হেতু হইলেও, সেই কর্মসকল পরমেশ্বরে অর্পিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে, উহাই আবার কর্ম বন্ধন মুক্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে।

(১) 'যজ্ঞার্থাৎ'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত তদনুশীলনরূপ কর্ম অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তি দ্বারা সকল কর্মবন্ধন বিমুক্ত হইয়া, জীব পরমপদরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং 'যজ্ঞ'-প্রধান সমস্ত কর্মকাণ্ডের আচ্ছাদিত ও নিগূঢ় অর্থই হইতেছে,—কেবল শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্‌বিষয়া ভক্তি।

(২) উহার অনুপলব্ধি স্থলে, যদি অগ্নিস্টোমাদি যজ্ঞ অর্থই গ্রহণ করিয়া, সেই যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণভক্তির সংযোগ বা সম্বন্ধযুক্ত হইয়া উহা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, তদ্দ্বারাই উক্ত যজ্ঞাদি কর্ম যথোপযুক্ত সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। আবার ভক্তি-সম্বন্ধের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারেই উক্ত ধর্ম-কর্মাদির ফলতারতম্য ঘটিয়া থাকে, ইহাও বুঝিতে হইবে।

(৩) শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণভক্তি সম্পর্ক বিযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে, শাস্ত্রবিহিত কোন কর্ম বা কোন ধর্মই সিদ্ধ অর্থাৎ সুফলপ্রদ হয় না।

(৪) অপর কোনও কর্ম বা ধর্মাদিসম্বন্ধ নিরপেক্ষ হইয়া,—কেবল শ্রীকৃষ্ণানুশীলনরূপা শুদ্ধাভক্তি নিজ স্বতন্ত্র প্রভাবেই, জীবের সকল অপূর্ণতা ও সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করিয়া, তদাশ্রিত ভক্তকে পরমানন্দের অধিকার প্রদানপূর্বক পরম স্থিরতা দান করেন।

অতএব বেদাদি শাস্ত্র বিহিত সমস্ত ধর্ম-কর্মের নিস্পীড়িত সার অর্থ যাহা, তাহা শাস্ত্র কর্তৃকই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে এই যে,—

স কর্ত্তা সর্বধর্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥
ধর্মো ভবত্যধর্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে॥

(শ্রীহরিভক্তি-বিলাসধৃত—১১ বিঃ। স্কান্দবাক্য।)

১। "ন চ্যুতঃ কথঞ্চিদপি ন ভ্রষ্টো ভবতি ভক্তো যস্মাদিতি তৎ সম্বোধনম্—হে অচ্যুতেতি।"—টীকা। শ্রীমৎ সনাতন।

ইহার অর্থ,—হে কেশব, সেই ব্যক্তিই সকল ধর্মের অনুষ্ঠাতা, যে তোমার ভক্ত; আর হে অচ্যুত' সেই ব্যক্তিই সর্বপাপের অনুষ্ঠাতা, যে তোমাতে ভক্তিহীন। হে অচ্যুত, হে হরে, তোমার ভক্তগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত অধর্মও ধর্ম হয়,[১] এবং তোমার অভক্তগণের আচরিত ধর্মও অধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে কর্ম বা ধর্ম সম্বন্ধীয় বিচার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,—

(১) ভক্তিই জীবের পরম স্থিতি, সুতরাং পরমধর্ম। ভক্তিই বেদাদি সকল শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য।

(২) ভক্তিই অপর সকল ধর্মের প্রাণ-স্বরূপিণী। ভক্তি-সম্বন্ধের সংযোগতারতম্যই অপর ধর্মসকলের উৎকর্ষাপকর্ষের কারণ।

(৩) ভক্তি-সম্বন্ধ-বর্জিত কোন ধর্মাদিই সিদ্ধ হয় না।

(৪) অপর সমস্ত ধর্ম-সম্বন্ধ বর্জন করিয়া একমাত্র ভক্তির আশ্রয় গ্রহণেই, অপূর্ণ জীব, প্রকৃষ্ট পূর্ণতা বা স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া, পরমানন্দ লাভে সমর্থ হয়েন। অতএব—

ভক্তিই জীবের পরমধর্ম।

অর্থ,—যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত সেই পরমপদ হইতে চ্যুত বা কিঞ্চিন্মাত্রও ভ্রষ্ট হয়েন না,—ইহাই বিজ্ঞাপিত করাইবার জন্য 'হে অচ্যুত!' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

১। ভক্ত-মহিমার উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থ ইহা বলা হইয়াছে। নচেৎ ভক্তগণ অধর্মাচরণ করিবেন এবং তাহা ধর্মরূপে গণ্য হইয়া যাইবে, এরূপ অভিপ্রায়ে ইহা বলা হয় নাই। যে-হেতু নিষিদ্ধ পাপাচারে ভক্তগণের কখনই প্রবৃত্তি হইতে পারে না,—ইহাই প্রকৃষ্ট ভক্তের স্বভাব। তবে ঐকান্তিক ভক্তগণ কর্তৃক বর্ণাশ্রমাদি স্বধর্ম পরিত্যক্ত হইতে দেখিয়া (গীতা ১৮/৬৬), অজ্ঞতাবশতঃ যদি উহাকেই 'অধর্ম' বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে সেরূপ স্থলে সেই অধর্ম সকলই যে, সেই সকল ভক্তের পক্ষে পরমধর্ম হইয়া থাকে, ইহাই বুঝিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে,—ঐকান্তিক ভক্তগণের পরিত্যক্ত সেই কর্মসকল সম্পাদন করিয়া দিয়া ধন্য হইবার জন্য, তিন কোটি মহর্ষি অলক্ষিত ভাবে উহার অপেক্ষায় থাকেন; যথা,—মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্‌যদি। তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ ॥ (শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত পাদ্মবাক্য। —১১। বিঃ।) শ্রীভাগবত—"দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং—" এবং "স্বপাদমূলং—" শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য। (১১/৫/৪১-৪২)

চতুর্থ উদ্ভাসন

দেবতা বা উপাস্য-বিচারে শ্রীকৃষ্ণের সর্বদেবত্ব, পরমদেবত্ব এবং সর্বেশ্বরত্ব

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত—সর্বোপরি এই তিনের বিজয়বার্তা 'ত্রয়ী' বা বেদের মুখ্য তাৎপর্য।

ঋক্, যজুঃ, সামাখ্য বেদত্রয় 'ত্রয়ী' নামে পরিকীর্তিত হয়েন।[১] 'ভগবান্' 'ভক্তি ও ভক্ত'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত,—এই মূলতঃ এই তিনেরই সর্বোপরি বিজয়-বার্তা; সমস্ত ত্রয়ীর মধ্যে পবিত্র ত্রিধারার ন্যায় অনুস্যূত হইয়া, তদ্বারাই 'ত্রয়ী' নামের প্রকৃষ্ট সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন।

পরস্পর নিরবিচ্ছিন্ন ও নিত্য-সম্বন্ধে উক্ত তিনই এক এবং একই তিন।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, —এই তিনের পরস্পর নিরবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বশতঃ যেমন একের বিদ্যমানে অপর দুইটির বিদ্যমানতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ যেমন জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, জ্ঞেয় থাকিলেই জ্ঞান ও জ্ঞাতা, জ্ঞাতা থাকিলেই জ্ঞেয় ও জ্ঞানের

১। "ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না—" (গীতা ৯/২১)

অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ ভগবান, ভক্তি ও ভক্ত,—এই তিনে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সংবদ্ধ। সর্বোপরি ত্রিবিধ মহা-মহিমার প্রকাশে—এই তিনই এক এবং একই তিন। ইহাদের মধ্যে অপর দুইটিকে ছাড়িয়া কোনও একটির পৃথক সত্তা কল্পনা করা যায় না। যেখানে ভগবানের কথা, সেখানেই ভক্তি ও ভক্ত, যেখানে ভক্তির কথা, সেখানেই ভগবান্ ও ভক্ত, এবং যেখানে ভক্তের কথা, সেইখানেই ভক্তি ও ভগবানের কথা স্বতঃস্ফূর্ত ও নিত্যযুক্তরূপে অবস্থিত জানিতে হইবে।

তাই 'ত্রয়ী' সংজ্ঞক বেদ-সকলের প্রাণকেন্দ্র হইতে উৎসধারার ন্যায় সেই এক 'শ্রীকৃষ্ণ' (একমেবাদ্বিতীয়ম্), 'কৃষ্ণভক্তি' ও 'কৃষ্ণভক্ত'—এই মহামহিমা ত্রয়ের ত্রিধারা উৎসারিত হইয়া সর্বোপরি—সর্বোৎকর্ষের সহিত সর্ববেদে জয়যুক্ত হইতেছেন,—ইহা সর্বভাবে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

উক্ত উৎসধারার একই প্রবাহ, অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত পরম সংগোপনে—পরম গুহ্যরূপে হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে সংরক্ষণপূর্বক বেদ সকল উহার সাঙ্কেতিক শব্দে কিম্বা উহার স্থূল বাহ্যার্থ স্বরূপে—কর্ম, দেবতা ও জ্ঞান, এই ত্রিকাণ্ডাত্মক 'ত্রয়ী' রূপে প্রত্যেক সৃষ্টিকাল হইতে প্রলয়াবধি প্রপঞ্চে ভাস্বর রহিয়াছেন। বেদগুহ্য উক্ত পরম উপাস্য, পরম উপাসনা ও পরম উপাসকরূপ নিগূঢ় ত্রিধারারই সংবাদ আমরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব। এই তিনের সম্মিলিত নাম হইতেছে, এক কথায়—ভাগবতধর্ম। তদ্বিষয়ে পরে সবিস্তারে বলা হইবে।

লৌকিক ও অলৌকিক সকল জ্ঞানের আকর-স্বরূপ এবং জীবের পরম-পুরুষার্থ বা মুখ্য প্রয়োজন ও তৎসাধন নির্ণায়ক বেদ সকল অনাদিকাল হইতে প্রত্যেক সৃষ্টির প্রথমেই, সর্বজ্ঞ ও সর্বকারণ পরম

মঙ্গলময় পরমেশ্বর হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় অবলীলাক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। নিজ আবির্ভাব সংবাদ শ্রুতি নিজেই এইরূপ প্রদান করিয়াছেন যথা,—

"অরেঽস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽর্থবাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্।" —ইত্যাদি।

(বৃহদারণ্যকে ২/৪/১০)

ইহার অর্থ,—অরে মৈত্রেয়ি! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অর্থববেদ, ইতিহাস এবং পুরাণ প্রভৃতি পুর্বসিদ্ধ মহত-ভূতের অর্থাৎ বিভূরূপ এই পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপ—তাঁহা হইতে অবলীলাক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

বেদ সকল কাঁহার নিঃশ্বাস হইতে প্রাদুর্ভূত,—অস্পষ্ট বেদ হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না,—উহার সার ও বিস্তারার্থ গীতা ও ভাগবতের সহায়তা ভিন্ন।

অস্পষ্ট বেদবাণীর দুর্বোধ্যতা কি-ভাবে উহার সারার্থ শ্রীগীতা ও বিশাদার্থ শ্রীভাগবতে সুস্পষ্ট করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে সর্ব-প্রথম তাহারই একটি দৃষ্টান্ত দিগ্‌দর্শন-স্বরূপ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

উক্ত শ্রুতিতে 'মহতোভূতস্য' বলিয়া অস্পষ্টতার আবরণে বেদ যাঁহাকে নির্দেশ করিতেছেন,—বেদের বিশদার্থ শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার সবিশেষ পরিচয় সুস্পষ্টরূপে আমরা জানিতে পারি,—কে সেই 'মহত-ভূত'—বেদ যাঁহার নিঃশ্বাস হইতে প্রাদুর্ভূত। যথা,—

সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীরষাথো
সাক্ষাৎ স যজ্ঞপুরুষস্তপনীয়বর্ণঃ।

ছন্দোময়ো মখময়োঽখিলদেবতাত্মা
বাচো বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোঽস্য নস্তঃ ॥

(*শ্রীভাঃ ২/৭/১১*)

ইহার অর্থ,—(শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদকে বলিলেন—) সেই যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ আমার যজ্ঞে হয়শীর্ষরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল। যাঁহার শরীরে সমস্ত বেদ ও বেদ-বিহিত যজ্ঞ বিরাজিত এবং যিনি যজ্ঞে যজনীয় দেবতাগণের অন্তর্যামী—আত্মা। তিনি যে-কালে শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তৎকালে তদীয় নাসাপুট হইতে কমনীয় বেদবাণীর আবির্ভাব হয়। উক্ত শ্রীভাগবতের প্রকৃষ্ট দিগ্‌দর্শনী-স্বরূপ শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত হইতে আমরা তদ্বিষয়ে আরও কিছু জানিতে পারি; যথা,—

প্রাদুর্ভূয়ৈষ যজ্ঞাগ্নের্দানবৌ মধু-কৈটভৌ ।
হত্বা প্রত্যানয়দ্‌বেদান্ পুনর্বাগীশ্বরীপতিঃ ॥

ইহার অর্থ—বাগীশ্বরীপতি এই হয়শীর্ষাবতার ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত হইয়া, মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে সংহার করিয়া, তৎকর্তৃক অপহৃত বেদকে পুনর্বার প্রত্যানয়ন করেন।[১]

তা হইলে উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দুর্বোধ্য ও অস্পষ্টতার আবরণে আচ্ছাদিত বেদ হইতে উহার প্রকৃষ্ট অভিপ্রায় অধিকাংশ স্থলেই অবগত হওয়া সহজসাধ্য নহে,—উহার সারার্থ ও বিশদার্থ শ্রীগীতা ও শ্রীভাগবতের সহায়তা ব্যতীত।[২]

১। নিম্নোক্ত ভাগবতীয় শ্লোক দ্রষ্টব্যঃ *"তস্মৈ ভবান্ হয়শিরেত্যাদি—"* (ভাঃ ৭/৯/৩৭)

"বেদান্ যুগন্তে তমসেত্যাদি—" (ভাঃ ৫/১৮/৬)

২। বেদগুহ্য ভাগবদ্ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য যে, গীতা ও ভাগবতেই প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নোক্ত পয়ার হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যায়; যথা,—

"মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম। ঈশ্বরের অভেদ হৈতে 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম। পূর্বে যৈছে কৈল সর্ববিশ্বের সৃজন। অবতরি কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্তন। জীব নিস্তারিল কৃষ্ণ-ভক্তি করি দান। গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান।" (শ্রীচৈঃ ১/৬)

অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ও তদবতার সকলে অংশী ও অংশরূপে অভিন্ন এবং একাত্ম-সম্বন্ধ।

এ-স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় নিখিল অবতারে অংশী ও অংশ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। স্বয়ংরূপ[১] বা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই (*"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"*। —ভাঃ ১/৩/২৮) তদীয় বিলাস[২] স্বাংশাদি[৩] সমস্ত অবতারের 'অবতারী' বা 'অংশী'। অংশীরই ধর্ম্ম অংশে আংশিক রূপে এবং অংশের ধর্ম্ম অংশীতেই পূর্ণরূপে বিদ্যামান থাকে। নিখিল ভগবদবতারই 'অবতারী' শ্রীকৃষ্ণেরই 'তদেকাত্মরূপ'[৪] অর্থাৎ ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইলেও স্বরূপতঃ তাঁহা হইতে একাত্ম বা অভিন্ন। (*"বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্।"* ভাঃ ১০/৪০/৭) সুতরাং সকল অবতারই সেই এক সর্ব্বমূল সর্বাদি সর্ব-কারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক প্রকাশ মাত্র। এইজন্য সমস্ত অবতারের সকল

১। অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে। (*লঘুভাঃ* ১২) অর্থ,—অন্য রূপকে অপেক্ষা না করিয়া যাঁহার রূপ প্রকট হয়, অর্থাৎ যিনি স্বয়ংসিদ্ধ,—তাঁহাকেই 'স্বয়ংরূপ' কহে।

২। স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ। প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যমে। (*লঘুভাঃ* ১৫)

অর্থ,—স্বয়ংরূপের লীলাবিশেষ হেতু যে অন্যাকারে প্রকাশ এবং যাহা শক্তি প্রকাশেও প্রায় স্বয়ংরূপের সদৃশ, তাঁহাদের বিলাস কহে।

৩। তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো বানক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। (ঐ ১৬) অর্থ,—যিনি বিলাস-সদৃশ স্বয়ংরূপের সহিত অভিন্ন হইয়া বিলাস অপেক্ষা ন্যূন শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে 'স্বাংশ' কহে।

৪। যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ। সবিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদ্বয়ং পুনঃ ॥ (*শ্রীলঘুভাগবতামৃতে*)

অর্থ,—যাঁহার রূপ স্বরূপতঃ স্বয়ংরূপে একতা থাকিলেও, আকারাদিতে অন্য রূপের ন্যায় প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে তদেকাত্মরূপ কহে। বিলাস ও স্বাংশ ভেদে তদেকাত্মরূপ দ্বিবিধ।

লীলা-কার্যাদিই শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক লীলা-কার্যরূপেই জানিতে হইবে। শ্রীহয়শীর্ষ অবতারও স্বয়ংরূপেরই আংশিক প্রকাশ-বিশেষ ও তদীয় লীলা-কার্যাদি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক লীলা-বিশেষ ভিন্ন স্বতন্ত্র কিছু নহে,—ইহাই জানা আবশ্যক।

পরমেশ্বর হইতে প্রথম প্রাদুর্ভূত বেদের অস্পষ্টতার কথা এবং পরে দেব ও ঋষিগণকর্তৃক সুসংস্কৃত করিবার কথা বেদের নিজোক্তি হইতেও জানা যায়।

পরমেশ্বর হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় সর্বপ্রথমে প্রাদুর্ভূত বেদ তৎকালে সমুদ্রনির্ঘোষের মতই যে গম্ভীর ও অস্পষ্ট ছিলেন এবং সেই পরমেশ্বরেরই প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া, পরে সেই বেদকে মানব-ভাষার উপযোগী করিয়া দেবতা ও ঋষিগণকর্তৃক উহা প্রচারিত হইয়াছে, অন্ততঃ এ-কথার ইঙ্গিতও আমরা সাক্ষাৎ সেই বেদ হইতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। তৈত্তিরীয় সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"বাগ্‌বৈপরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ। * * তাম্ ইন্দ্রঃ মধ্যতঃ অবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাক্ অভ্যুদ্যতে।" (৬/৬/৪/৭)

ইহার তাৎপর্যার্থ,—বেদ প্রথমাবস্থায় অব্যাকৃতা (বা সমুদ্রধ্বনির ন্যায় অস্পষ্ট) ছিল, পরে ইন্দ্রকর্তৃক সেই বেদ প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিশ্লেষণে সংসাধিত হইলে তখন উহা 'ব্যাকৃতা' ভাষায় বা বাক্যরূপে পরিণত হয়। তদবধি ব্যাকৃতা বেদবাক্য ঋষিগণের মুখে অভ্যুদিত হইতেছে।

দেবতা ও ঋষিগণ কেহই বেদের কারক নহেন,—সকলেই স্মারক মাত্র।

পরমেশ্বর হইতে প্রাদুর্ভূত বেদ সকল এইরূপে ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্রাদি দেবতা হইতে ঋষিগণ পর্যন্ত সম্প্রদায় বা শিষ্য-পরম্পরায় জগতে

প্রচারিত হইয়া আসিতেছেন। সুতরাং এক সর্বজ্ঞ-সর্বদর্শী পরমেশ্বর ভিন্ন, নিত্য বা সনাতন বেদাদি শাস্ত্রের অপর কেহই যে 'কারক' বা প্রণেতা নহেন,— সকলেই 'স্মরক' অর্থাৎ স্মরণকর্তা মাত্র—ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক। তাই শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যথা,—

"ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মারকাঃ ন তু কারকাঃ ।

(শ্রীগোবিন্দভাষ্যধৃত স্মৃতিবাক্য)

পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কোনও পুরুষ অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষ কর্তৃক বেদসকল কৃত নহেন বলিয়াই এইজন্য বেদকে 'অপৌরুষেয়' বলা হইয়া থাকে। আর সেই বেদকর্তা ও বেদময় পরমেশ্বর যে, সর্বমূল—সর্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণই, এ-কথা পূর্বে আমরা গীতোক্ত তদীয় শ্রীমুখের সুস্পষ্ট বাণী হইতেও অবগত হইয়াছি এবং সেই কথাই এ-স্থলে অপর শাস্ত্রবাক্য হইতেও জানিতে পারিব। শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনাম-স্তোত্র মধ্যে শব্দব্রহ্মরূপ বেদ বিষয়ে তৎকর্তৃত্ব ও তদীয় অভিন্ন সম্বন্ধের কথাই নিম্নোদ্ধৃত নামসকল হইতেও স্পষ্টই ধ্বনিত হইয়া থাকে; যথা—

"অনন্তমন্ত্রকোটীশ শব্দব্রহ্মৈক পাবকঃ ।
আদিবিদ্বান্ বেদকর্ত্তা বেদাত্মা শ্রুতিসাগরঃ ॥"

(শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ৪/৩/৬৫)

অস্পষ্ট বেদ সকলকে মনুষ্যের বোধোপযোগী কথঞ্চিৎ সুস্পষ্ট করা হইলেও উহাকে আবার পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত করা হইয়াছে।

তাহা হইলে, পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসতুল্য সেই অস্পষ্ট বেদধ্বনিকে পরে দেবতা ও ঋষিগণ 'ব্যাকৃত' ভাষায় অর্থাৎ বাক্যে পরিণত করিয়া

উহা মনুষ্যের বোধোপযোগী করিয়াছেন,—এ-সংবাদ আমরা অবগত হইলাম, তথাপি ইহাও জানা যায় যে, উক্ত প্রকারে সেই বেদভাষা মনুষ্যের পক্ষে কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইলেও, উহার মুখ্য অভিপ্রায় বা যথার্থ অর্থ মনুষ্যের পক্ষে গ্রহণ করা সহজসাধ্য হয় নাই; তাহার কারণ এই যে,—সেই পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা ও প্রেরণাদ্বারা পরিচালিত হইয়া, বৈদিক ঋষিগণ বেদের মুখ্যতাৎপর্য আচ্ছাদন-পূর্বক, পরোক্ষভাবে—অস্পষ্টরূপেই যে, উহা প্রচার করিয়াছেন এ-কথাও বেদ যাঁহার নিঃশ্বাস, সেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বা শ্রীভগবানের বাক্য হইতেই আমরা বিদিত হইতে পারি; যথা,—

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ড-বিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্ ॥

(শ্রীভাঃ ১১/২১/৩৫)

ইহার অর্থ,—কর্ম, দেবতা ও জ্ঞান—এই ত্রিকাণ্ডাত্মক সমস্ত বেদই ব্রহ্ম অর্থাৎ পরতত্ত্ব—পরমেশ্বর বিষয়ক হইলেও, ঋষিগণ তদ্বিষয়ে পরোক্ষবাদী হইয়াছেন; অর্থাৎ উহার মুখ্যার্থ আচ্ছাদন-পূর্বক অস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। যে-হেতু তদ্বিষয়ে পরোক্ষই আমার প্রিয়।

শ্রীকৃষ্ণ ও তদাত্মক-ধর্ম বা ভাগবত-ধর্মই সমস্ত বেদের সর্বসার-সম্পদ হইলেও পরোক্ষতার আবরণ জন্য উহা বাহ্য দৃষ্টি দ্বারা বোধগম্য হয় না।

সুতরাং স্থিরভাবে চিন্তা করিলে এই সুস্পষ্ট শ্রীমুখের বাণী হইতে বুঝিতে পারা যায়,—এক শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্ম—পরমেশ্বরই হইতেছেন কাণ্ডত্রয়াত্মক বেদের বিষয়বস্তু বা মুখ্য তাৎপর্য। তবে যে, কর্মকাণ্ডে যাগ যজ্ঞাদির বিষয় এবং দেবতাকাণ্ডে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনাদির

বিষয় ভিন্ন উহাতে পরমেশ্বর বা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বিষয়ের সুস্পষ্ট কোনও উল্লেখ দেখা যায় না, তাহার কারণ এই যে, সেই বেদধ্বনিকে বেদভাষায় পরিণত করিয়া উহার প্রচারকালে, পরমেশ্বরেরই অভিপ্রায়ের বা প্রেরণার বশবর্তী হইয়া, বৈদিক ঋষিগণ উহার মুখ্যার্থ অপরোক্ষভাবে অর্থাৎ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ না করিয়া, পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অস্পষ্টতার আবরণে আচ্ছাদন-পূর্বক বর্ণন করিয়াছেন। এইজন্য পূর্বোক্ত 'ত্রয়ী'-সংজ্ঞক ভাগবতধর্মই সমস্ত বেদের মুখ্য-তাৎপর্য হইলেও, উহা পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত থাকায়, সেই সকল সাঙ্কেতিক শব্দ ও 'হেঁয়ালী' ভাষার নিগূঢ় রহস্য ভেদ করা একান্তই কঠিন ব্যাপার। সুতরাং কেবল স্থূল বা বাহ্যদৃষ্টি দ্বারা বেদের যথার্থ অর্থ ও অভিপ্রায় উদঘাটন করা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ-স্থলে পরোক্ষবাদ দ্বারা বেদের নিগূঢ়ার্থ আবরণের এবং সুস্পষ্ট অর্থ দ্বারা শ্রীভাগবতের উহার উদ্‌ঘাটনের একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে।

পূর্বোক্ত (৪৬ পৃষ্ঠায়) "তস্মাদিদন্দ্রো—" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ইন্দ্রাদি দেবতা বাচক শব্দসকল যে পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত সর্বান্তর্যামী পরম-ঈশ্বরের সাঙ্কেতিক নাম, এ-বিষয়ে যতটা বুঝিতে পারা গিয়াছিল, এক্ষণে শ্রীভাগবতোক্ত "বেদা ব্রাহ্মাত্মবিষয়া"—ইত্যাদি শ্লোক হইতে সেই পরোক্ষ-বাদের কথা আরও সুস্পষ্টরূপে আমরা বুঝিতে পারিলাম। অধিকন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্যে "পরোক্ষপ্রিয়া ইব দেবা" অর্থাৎ "দেবতারা পরোক্ষ প্রিয়"—এই দেবতা শব্দের অন্তরালে যাঁহার ঐ পরোক্ষ প্রিয়তার কথা আবৃত রাখা হইয়াছিল, উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে "পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্" অর্থাৎ "পরোক্ষতা আমার প্রিয়"—এই সাক্ষাৎ শ্রীমুখের উক্তি হইতে সেই পরোক্ষ প্রিয় দেবতার প্রকৃষ্ট পরিচয় অবগত হওয়া যাইতেছে। তাহা হইলেও বুঝিলাম, দেবতা শব্দের আবরণে শ্রীকৃষ্ণেরই পরোক্ষ-প্রিয়তার কথা আবৃত রাখা হইয়াছে। বিশেষতঃ

উক্ত স্থলে ইন্দ্রাদি নামের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায় সর্বান্তর্যামী—অনুক্তনামা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে হইয়া থাকে,—ইহাও স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিবার বিষয়।

অতএব (১) এক শ্রীকৃষ্ণই যে বেদোক্ত সমস্ত দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছেন কিম্বা (২) সমস্ত দেবতাই তদীয় বিভূতি-স্বরূপ হওয়ায়, তাঁহাদিগের অন্তর্যামীরূপে সেই এক সর্বান্তর্যামী ও সর্বপ্রেরক শ্রীকৃষ্ণই যে সমস্ত দেবতাকাণ্ডের নির্দেশ্যবস্তু,—এ-কথা ক্রমশঃই আমরা অধিকতর সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

সাক্ষাৎ বেদবাক্য হইতেও উক্ত পরম সত্যের কোথাও বা ঈষৎ ও ক্বচিৎ সুস্পষ্ট প্রকাশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

মেঘাচ্ছন্ন নীলাম্বরে সুধাকর আবৃত থাকিলেও, তরল কিম্বা ছিন্নমেঘের অবকাশে যেমন কোথাও ঈষৎ প্রকাশ, ক্বচিৎ বা উহার সুস্পষ্ট প্রকাশ পরিদৃষ্ট হয়—সেইরূপ পরোক্ষ-ঘনাবৃত বেদাকাশের মধ্যে কৃষ্ণ-সুধাকর আচ্ছাদিত থাকিলেও, স্থলবিশেষে কোথাও ঈষৎ কিম্বা কোথাও বা সুস্পষ্ট প্রকাশ যে, একেবারেই পরিদৃষ্ট হয় না, এমনও নহে। তাই বেদের স্থলবিশেষে দেখা যায়,—কেবল ইন্দ্র নামই নহে,—অগ্নি, যম, বসু প্রভৃতি দেবতা-বাচক নাম সকলও যে, সেই এক পরমাত্মা-স্বরূপের নামরূপেই কল্পিত হইয়াছে, বেদের নিজোক্তি হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যায়; যথা,—

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ।

(ঋগ্বেদ অঃ ২/৩/২২)

ইহার অর্থ,—বিপ্রগণ সেই এক সদ্বস্তু পরমাত্মাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বহু নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন।

তাহা হইলে সেই এক পরমাত্মবস্তুই দেবতাবাচক নাম সকল দ্বারা সাঙ্কেতিত অথবা সেই দেবতার অন্তর্যামিরূপে তিনিই যে, নির্দেশ্য হইয়াছেন,[১] এ স্থলে সেই কথাই ঈষৎ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, বুঝা যায়।

বেদোক্ত সেই অস্পষ্ট পরমাত্মবস্তুই যে শ্রীকৃষ্ণ—উহার বিশদার্থ শ্রীভাগবত হইতেই তাহা সুস্পষ্টরূপে বিদিত হওয়া যাইবে।

কথঞ্চিৎ আবৃতরূপে কিঞ্চিৎ প্রকাশিত সেই এক পরমাত্ম-বস্তুর প্রকৃষ্ট পরিচয়,—বেদের সুস্পষ্ট ও বিশদার্থ শ্রীভাগবতই আমাদিগকে প্রদান করিবেন। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি; যথা,—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্ ।
জগদ্ধিতায় সোঽপাত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥

(শ্রীভাঃ ১০/১৪/৫৫)

ইহার অর্থ,—হে রাজন্! তুমি এই ব্রজেন্দ্রনন্দন-কৃষ্ণকে নিখিল দেহীদিগের আত্মারও পরমাত্মা বলিয়া বিদিত হও। তিনি তথাবিধ হইয়াও জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত নিজ অচিন্ত্য ইচ্ছা ও কৃপাশক্তি দ্বারা এই জগতে দেহধারীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। (বস্তুতঃ এই প্রকাশ কর্মাধীন মনুষ্যতুল্য নহে। ইহা তদীয় স্বরূপভূতা যোগমায়াশক্তিকৃত।

আরও বিশদ্‌রূপে বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ কেবল যে নিখিল জীবাত্মারও পরমাত্মা তাহা নহে,—অন্ত্যে সমস্ত জড়বস্তুর এবং আদিতে

১। "যে তু সর্ব্বদেবতাসু মামেবান্তর্য্যামিণং পশ্যন্তো যজন্তি, তে তু নাবর্ত্তন্তে।"—(স্বামিপাদ টীকা। গীতা ৯/২৪)

তদেকাত্ম ভগবদ্রূপ সকলের পরম কারণও তিনিই। তাহাই অবগত করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সর্বব্যাপকত্ব ও সর্বকারণত্ব বিষয়ে বলিতেছেন,—

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নুচরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদবস্ত্বিহ কিঞ্চন॥

(শ্রীভাঃ ১০/১৪/৫৬)

ইহার অর্থ,—এই জগতে তত্ত্বতঃ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন তাদৃশ বিচারজ্ঞ মহানুভবদিগের পক্ষে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বস্তুর সহিত শ্রীনারায়ণাদি ভগবদ্রূপ সকল শ্রীকৃষ্ণরূপেরই অন্তর্ভূত বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন। অধিক কি, তাঁহাতে যে বস্তু নাই— এমন কোন বস্তুর সত্তাই নাই।

সর্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্‌বস্তুরূপ্যতাম্॥

(শ্রীভাঃ ১০/১৪/৫৭)

ইহার অর্থ,—হে রাজন! স্থাবর জঙ্গম অথবা প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব, তাহা তৎসত্তাশ্রয় উপাদন কারণেই অবস্থিত। সেই সমস্ত কারণেরও কারণ আবার তত্ত্‌সর্বশক্তিমান্—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণাতিরিক্ত বস্তু কি আছে, তাহা নিরূপণ কর; অর্থাৎ কিছুই নাই জানিও।

বেদোক্ত সকল দেবতাই যে পরব্যোমাধীশ কোনও এক পরম দেবতার আশ্রিত,—শ্রুতিতেও এ-কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ।

বেদোক্ত সমস্ত দেবতাই যে কোনও এক পরব্যোমাধীশ পরম দেবতাতে প্রতিষ্ঠিত বা তদাশ্রিত রহিয়াছেন,এই কথাটি স্পষ্টভাবেই কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতার আবরণে শ্রুতি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা,—

ঋচো অক্ষরে পরমেব্যোমন্[১]
যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ (শ্বেতাশ্বতর ৪/৮)

ইহার অর্থ,—সকল দেবতা, ঋগাদি চতুর্বেদ প্রতিপাদ্য সর্বব্যাপক এক পরব্যোমাধীশ অচ্যুতবস্তু বা পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহাকে যিনি জানেন না, তিনি ঋক্ মন্ত্রাদি দ্বারা কি করিবেন? অর্থাৎ তাঁহাদিগের বেদ-বিদ্যালাভের কিছুই সার্থকতা নাই। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন; তাঁহারাই কৃতার্থ হয়েন।

তাহা হইলে কেবল বেদের বাহ্যার্থ গ্রাহ্য দেবতারাই যে দেবতাকাণ্ডের মুখ্য তাৎপর্য নহেন,—সমস্ত দেবতাই যে কোন এক পরম দেবতা বা পরমেশ্বরেরই আশ্রিত, অন্ততঃ একথা উক্ত শ্রুতির নির্দেশ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। তবে সকল দেবতার আশ্রয়স্বরূপ কে সেই পরম দেবতা? —ইহাই অস্পষ্ট রাখা হইয়াছে এখানে।

শ্রুতিবিশেষে সুস্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণকেই সেই 'পরম-দেবতা' বলিয়া নির্দেশ।

উক্ত প্রকারে তরল মেঘাবৃত শশধরের ন্যায় কিঞ্চিৎ স্পষ্ট ও কিঞ্চিৎ আবৃতরূপে সেই পরম দেবতাকে নির্দেশ করিয়া, আবার স্থলবিশেষে ছিন্ন মেঘের অবকাশে সুধাকরের সুস্পষ্ট প্রকাশের ন্যায় অতি সুস্পষ্টরূপেই তাঁহাকে প্রকাশ করা হইয়াছে,—ইহাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে; যথা—

১। "পরমেব্যোমন্—পরমব্যোমার্ভিধে মহাবৈকুণ্ঠে; কীদৃশে? অক্ষরে নিত্যরূপে।" —(শ্রীজীবঃ ক্রমসন্দভঃ ১০/১৩/২৭)

"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ। তং ধ্যায়েৎ, তং রসেৎ, তং ভজেৎ, তং যজেৎ ইতি। (শ্রীগোপালতপনী। পূর্ব ৫৪)

ইহার অর্থ,—শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন পরম দেবতা। তাঁহাকে ধ্যান অর্থাৎ স্মরণ করিবে, তাঁহাকে কীর্তন বা তাঁহার মাধুর্য আস্বাদন করিবে, তাঁহাকে ভজন করিবে, অর্থাৎ ব্যজনাদি দ্বারা সেবা করিবে, পাদ্যার্ঘাদি দ্বারা তাঁহাকে অর্চনা করিবে।

তাহা হইলে, এ বিষয়ের কেবল দিক্‌দর্শনার্থ এ-পর্যন্ত সংক্ষেপে যাহা কিছু আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য অভিপ্রায় যে, একমাত্র সর্বমূল সর্বকারণ শ্রীকৃষ্ণই; ইহা সর্বভাবেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া, শ্রুতিসকল প্রায়শঃ স্বরূপ-লক্ষণে নির্দেশ না করিয়া কিঞ্চিৎ আবরণ পূর্বক তটস্থ্-লক্ষণে অর্থাৎ কেবল কার্য দ্বারা তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

তাই দেখা যায়, বেদ ও বেদশির শ্রুতি সকল দুর্বোধতার ও তদুপরি পরোক্ষতার দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত রাখিয়াও,—সেই এক সর্বাত্মক সর্বমূল শ্রীকৃষ্ণকে স্থলবিশেষে ক্বচিৎ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার সেই পরোক্ষপ্রিয় দেবতার প্রসন্নতার নিমিত্ত, সেই সুস্পষ্টতাকেই ঈষৎ অস্পষ্ট করিয়া, অনেক স্থলেই তদীয় ভাবে বিভোর শ্রতিসকল তাঁহারই জয়গানে মুখরিত হইয়াছেন; যথা,—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

(শ্বতাশ্ব° উ° ৬/৭)

ইহার অর্থ,—সেই দেবতাকে আমরা ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর, দেবতাদিগের পরম দেবতা, প্রভুদিগের প্রভু, শ্রেষ্ঠ হইতেও পরম শ্রেষ্ঠ স্তবনীয় ভুবনেশ্বর বলিয়া জানি।[১]

সেই ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর ও দেবতাদিগের পরম দেবতা যিনি, তিনি পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া, তাই উক্ত বন্দনা শ্লোকে যদিও স্বরূপ-লক্ষণে[২] স্পষ্টতঃ তাঁহার নাম রূপাদির উল্লেখ করা হয় নাই,—কেবল বিশেষণেই সবিশেষ বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু দেখা যায় পরবর্তী একটি শ্লোকে তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ কার্য দ্বারা সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে; যথা,—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিনোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥

(শ্বেতাশ্ব° উ° ৬/১৮)

ইহার অর্থ,—যিনি লোকসৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং সেই ব্রহ্মাকে যিনি বেদসকল উপদেশ করেন,—সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক দেবকে আমি (সংসার পাশ) মুক্তির নিমিত্ত আশ্রয় করি।

তাহা হইলে উক্ত শ্রুতির নির্দেশ হইতে তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ কার্য দ্বারা পরিচয়ে জানা যাইতেছে,—তিনিই সেই দেবতাদিগের পরম দেবতা, যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহাকে বেদোপদেশ করিয়াছেন। এখন দেখা যাক্ কে সেই ব্রহ্মার স্রষ্টা ও বেদোপদেষ্টা।

১। এই স্তুতিটির পরবর্তী উক্তিগুলিও ভক্তজনের দ্রষ্টব্য ও আস্বাদ্য।

২। 'স্বরূপ-লক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণ। এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥ আকৃতি প্রকৃতি—এই স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্য দ্বারায় জ্ঞান—এই তটস্থ-লক্ষণ ॥' (শ্রীচৈঃ ২/২০)

তাহা অবগত হইতে পরিলেই স্বরূপ-লক্ষণেও তাঁহার সুস্পষ্ট পরিচয় জানা যাইবে।

অনাবৃত বেদ-স্বরূপ শ্রীভাগবত কর্তৃক তাঁহাকে সুস্পষ্ট স্বরূপ-লক্ষণে নির্দেশ।

বেদের বিস্তারার্থ শ্রীভাগবতই আমাদিগকে সেই পরিচয় স্পষ্টরূপে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীভাগবত হইতে আমরা জানিতে পারি, সর্বাবতারী—স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই লোক সৃষ্টির ইচ্ছায় প্রথমে ত্রিবিধ পুরুষাবতার-রূপ[১] প্রকট করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে যিনি ব্রাহ্মাণ্ডের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী, সেই প্রদ্যুম্নাখ্য দ্বিতীয় পুরুষাবতারের নাভি-কমল হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়; যথা—

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ॥

(শ্রীভা১১/৩/২)

১। 'জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্—' ইত্যাদি।' (ভা ১/৩/১) বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥ (লঘুভাগবতামৃতধৃত—সাত্বততন্ত্র বাক্য)।

[টীকা—বিষ্ণোরিতি—স্বয়ংরূপস্যেত্যর্থঃ। একং মহতঃ স্রষ্টৃ—প্রকৃতেরন্তর্যামি সঙ্কর্ষণরূপং, দ্বিতীয়ং—চতর্ম্মুখস্যান্তর্যামি প্রদ্যুম্নরূপং, তৃতীয়ং—সর্বজীবান্তর্যামী অনিরুদ্ধরূপম্ (শ্রীবলদেব)

অর্থ,—বিষ্ণু অর্থাৎ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের পুরুষ নামক ত্রিবিধরূপ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে যিনি মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা—প্রকৃতির অন্তর্যামি, তাঁহাকে সঙ্কর্ষণবতার বা প্রথম পুরুষ বলে। যিনি ব্রাহ্মাণ্ডের বা সমষ্টিজীব অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার অন্তর্যামি, তাঁহাকে প্রদ্যুম্ন-অবতার বা দ্বিতীয় পুরুষ বলে এবং যিনি সর্বভূতের অর্থাৎ ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামি, তাঁহাকে অনিরুদ্ধাবতার বা তৃতীয় পুরুষ বলে। এই ত্রিবিধ পুরুষকে জানিলে সংসার বিমুক্তি হয়।

ইহার অর্থ,—সেই দ্বিতীয় পুরুষাখ্য ভগবান্ যোগনিদ্রা বিস্তারপূর্বক একার্ণবে শয়ন (বিশ্রাম) করিলে, যাঁহার নাভি-পদ্ম হইতে স্থূল-বিশ্বের স্রষ্টা ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়াছিল।

পূর্বে হয়শীর্ষাবতার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, অবতারী শ্রীকৃষ্ণে ও তদবতার সকলে অভিন্নতা বা একাত্মতাবশতঃ বিলাস ও অংশাবতারগণের কার্য সকল, অংশী শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক কার্যরূপেই জানা আবশ্যক। এইজন্য মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই ব্রহ্মার জন্ম বুঝিতে হইবে। শ্রীমদুদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নিজ বাক্য হইতেও ইহা বুঝিতে পারা যায়; যথা,—

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে
পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং
যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥

(শ্রীভা° ৩/৪/১৩)

ইহার অর্থ,—সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার নাভিপদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মাকে আমার মহিমা অর্থাৎ লীলাদি-ব্যঞ্জক পরমজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলাম, যে জ্ঞানকে সাধুজন 'ভাগবত' বলিয়া কীর্তন করেন।

শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মার স্রষ্টা ও বেদোপদেষ্টা।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কেবল তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ কার্য দ্বারা পরিচয়ে, শ্রুতি যাঁহাকে ব্রহ্মার স্রষ্টা ও তাঁহার বেদোপদেষ্টা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, স্বরূপ-লক্ষণে শ্রীভাগবত হইতে এখন আমরা তাঁহারই সুস্পষ্ট পরিচয় অবগত হইলাম যে,—তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। মূলতঃ সেই শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন ব্রহ্মার স্রষ্টা ও বেদোপদেষ্টা।

বেদ ও ভাগবতের একার্থ বাচকতা।

পূর্বোক্ত পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেও, এ-স্থলে অপর একটি সংশয় হইতে পারে এই যে,—শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রহ্মার স্রষ্টা ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইলেও তিনি ব্রহ্মাকে যাহা উপদেশ করিলেন, তাহাকে 'বেদ' নামে উল্লেখ না করিয়া, সাধুগণ 'ভাগবত' বলিয়া কীর্তন করেন,—এই উক্তি হইতে, শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিয়া যাইতেছে না কি?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—সেই ভাগবতেই অন্যত্র শ্রীমদুদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নিজোক্তি হইতেই উক্ত সংশয় সম্পূর্ণ অপনোদন হইয়া যাইবে। তদীয় নিজ বাক্য হইতেই আমরা বুঝিতে পারিব, তিনিই সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে বেদোপদেশ করিয়াছেন।[১] যথা,—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥

(ভাঃ ১১/১৪/৩)

ইহার অর্থ,—মদাত্মক অর্থাৎ মন আমাতেই আবিষ্ট হয়, এতাদৃশ মৎবিষয়ক ধর্ম (অর্থাৎ হলাদিনীসারভূতা ভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম) যাহা আমি আদিতে (ব্রাহ্মকল্পে) ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলাম; 'বেদ' নামক সেই বাণী কালধর্মে লুপ্ত ও প্রলয়ে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত ভাগবতই 'বেদ' নামে এবং অনাচ্ছাদিত বেদই 'ভাগবত' নামে অভিহিত হয়েন।

১। ভাগবতের মঙ্গলাচরণ শ্লোকেও (১/১/১) 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে—' অর্থাৎ এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দে বেদ; আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে যিনি বেদ বিস্তার করেন—এই উক্তি হইতেও, শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

তাহা হইলে এতদ্বারা উক্ত সংশয় অপনোদনের সহিত অধিকন্তু আমরা আরও কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেছি এই যে,—এ-স্থলে 'বেদ' ও 'ভাগবত', শব্দে একার্থ বাচকরূপেই পরিদৃষ্ট হইতেছে। একটু স্থিরভাবে পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—শ্রীকৃষ্ণ আদিতে ব্রহ্মাকে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা তৎকর্তৃক স্পষ্টতঃ 'বেদ' নামেই ('বাণীয়ং বেদ সংজ্ঞিতা') উল্লেখ করা হইয়াছে; আবার ব্রহ্মাকে উপদিষ্ট সেই বাণীকেই সাধুগণ 'ভাগবত' নামেই কীর্তন করেন (যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি') স্পষ্টতঃ ইহারও উল্লেখ দেখা যাইতেছে। তাহা হইলে 'বেদ' ও 'ভাগবত' শব্দের একার্থ বাচকতা দ্বারা উভয়ের অভিন্নতাই এ-স্থলে স্বতঃ প্রমাণিত হইয়া পড়িতেছে।[১]

বিশেষত পূর্বোক্ত 'যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং—(শ্বেতাশ্ব° ৬/১৮) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের প্রকৃষ্ট অর্থ স্বরূপ, ঠিক অনুরূপ শ্রুতিবাক্য দ্বারা এবং অধিকন্তু উহাতে স্পষ্টতঃ 'কৃষ্ণঃ' শব্দের উল্লেখ দ্বারা—শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা, এ-কথা যেমন সংশয়াতীতরূপে শ্রুতি হইতেই প্রমাণিত হইতে থাকে, সেইরূপ উহাতে 'যো বৈ বিদ্যাস্তস্মৈ গাপয়তি স্ম'—অর্থাৎ 'যিনি গোপালবিদ্যাত্মক বেদ, (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলা-তত্ত্বাত্মক ভাগবত)[২] ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছেন'—এই উক্তি দ্বারা, বেদ ও ভাগবতের অভিন্নতার সংবাদ, এইরূপে সাক্ষাৎ শ্রুতি হইতেই প্রচারিত হইয়াছে, দেখা যাইবে; যথা,—

১। শ্রীভাগবত যে সর্ব্ববেদস্বরূপ সুতরাং বেদ হইতে অভিন্ন,—এ-কথা ভাগবতে অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে; যথা—

'ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।' (ভাঃ ১/৩/৪০ এবং ২/১/৮) অর্থ,—ভাগবত নামক এই পুরাণ—যাহা সর্ব বেদার্থ-স্বরূপ।

২। শ্রীশুকদেব মুখপদ্ম-নির্গত শ্রীকৃষ্ণ-কথাত্মক শ্রীভাগবতকে শ্রীগোপালদেবের কথা বলিয়াই শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ তদীয় বৃঃ ভাগবতামৃতের টীকায় (১/১/১৭) উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—

'শ্রুতায়াঃ শ্রীশুকদেব মুখপদ্মাদাকর্ণিতায়া গোবিন্দস্য শ্রীগোপালদেবস্য কথায়া'—ইত্যাদি।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বিদ্যাস্তস্মৈ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমমুং প্রপদ্যে॥

(শ্রীগো উ পূ ২৬)

ইহার অর্থ,—যে শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছেন এবং তিনি ব্রহ্মাকে গোপালবিদ্যা (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ লীলাত্মক) ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন, সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক দেবকে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ শরণ গ্রহণ করিবেন।

সুতরাং এখন অন্ততঃ এ-কথা বলিবার পক্ষে বাধা থাকিতেছে না যে,—যাহা অস্পষ্টতা ও পরোক্ষবাদ দ্বারা আবৃত 'ভাগবতধর্ম'—তাহাই 'বেদ' নামে এবং যাহা সুস্পষ্ট ও অনাবৃত 'ভাগবতধর্ম'—তাহাই 'ভাগবত' নামে কীর্তিত; অতএব উভয়ে উক্ত বৈশিষ্টের সহিত একার্থ বাচকই হইতেছেন। এই কথাটি আরও পরিষ্কাররূপে বলিতে হইলে ইহাই বলিতে পারা যায় যে,—আচ্ছাদিত ভাগবতধর্মই 'বেদ' নামে এবং অনাচ্ছাদিত ভগবতধর্মই 'ভাগবত' নামে কথিত হয়েন। বেদ ও ভাগবতে এই বৈশিষ্ট। ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে পারিলে, পরে ইহার বিস্তারিত আলোচনাস্থলে এই বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্টরূপে আমরা বুঝিতে পারিব।

সৃষ্টির আদিতে স্বয়ং ভগবান কর্তৃক বেদোপদেশের কথা স্পষ্টই বিদিত হওয়া গিয়েছে। আবার শ্রীভাগবতে—ইদং' ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্' (২/৭/৫১) ইত্যাদি শ্লোকে, ব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিয়াছেন, 'হে নারদ! তোমাকে যাহা উপদেশ করিলাম ইহার নাম 'ভাগবত'। ইহাই পূর্বে শ্রীভগবান্ আমাকে উপদেশ করেন।' অন্যত্র শ্রীসূতমুনির উক্তি হইতে সেই কথাই জানা যায়; যথা,—

প্রাহ ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ।
ব্রহ্মণে ভগবৎপ্রোক্তং ব্রহ্মকল্প উপাগতে ॥ (২/৮/২৭)

অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সর্ববেদার্থস্বরূপ 'ভাগবত' নামক পুরাণ—শ্রীভগবান্ যাহা বলিয়াছিলেন,—ইত্যাদি।

অতএব শ্রীকৃষ্ণই যে, আদিদেব ব্রহ্মারও স্রষ্টা ও বেদোপদেষ্টা গুরু, সুতরাং তিনিই বেদোক্ত সেই পরম দেবতা,—ইহাই সর্বভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে।

বেদাদি সর্বশাস্ত্রে 'বিষ্ণু' শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দেশ।

শ্রীভাগবত যেমন বেদেরই বিশদ ও সুস্পষ্ট অর্থ, সুতরাং বেদ হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ শ্রীগীতাও যে, সেই বেদের সারার্থ, এ-কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। শাস্ত্রে গীতাকে চতুর্বেদের সারার্থ বলিয়াই ঘোষণা করিতে দেখা যায়; যথা,—

চতুর্ণামেব বেদানাং সারমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুনা ।
ত্রৈলোক্যস্যোপকারায় গীতাশাস্ত্রং প্রকাশিতম্ ॥

(শ্রীহরিভ ধৃত, ১/৬ বি। স্কান্দ বাক্য।)

ইহার অর্থ,—চতুর্বেদের সারার্থ শ্রীবিষ্ণুকর্তৃক উদ্ধৃত হইয়া, ত্রিলোকের উপকারের জন্য গীতাশাস্ত্ররূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

উক্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে গীতাকে যেমন সমস্ত বেদের সারার্থ-সুতরাং বেদ হইতে অভিন্ন বলিয়াই জানা যাইতেছে, তৎসঙ্গে 'বিষ্ণুনা' এই উক্তি দ্বারা ইহাও প্রতিপাদিত হইতেছে যে,—সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রে 'বিষ্ণু' নামে যিনি কীর্তিত হইয়াছেন,[1] গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণই সেই বিষ্ণু।

১। বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদ্যবন্তে চ মধ্যে চ বিষ্ণুঃ সর্বত্র গীয়তে ॥ (শ্রীহরিবংশে)

পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া, ('পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্'। ভা ১১/২১/৩৫) শ্রীকৃষ্ণকে বেদে প্রচ্ছন্ন রাখা হইলেও, তিনিই 'বিষ্ণু' নামে সমস্ত বেদ ও উপনিষদাদি সকল শাস্ত্রেই পরিগীত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণই 'বিষ্ণু' বা সর্বব্যাপক পরম দেবতা বলিয়া, এই হেতু বেদাদি শাস্ত্রে বিষ্ণুরই প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে।

সকল দেবতার মধ্যে বিষ্ণুর প্রাধান্য সাক্ষাৎ বেদ হইতেও বিদিত হওয়া যায়; যথা,—

'অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ বিষ্ণুঃ পরমঃ তদন্তরেণ সর্বা অন্যা দেবতাঃ' (ঋগ্বেদ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১/১/১)।

ইহার অর্থ,—অগ্নি হইতেছেন দেবতাদিগের মধ্যে প্রথম, (অর্থাৎ আমাদের নিকটবর্তী) এবং বিষ্ণু হইতেছেন পরম অর্থাৎ সর্বোত্তম। অন্যান্য দেবতাকে এই উভয়ের মধ্যবর্তী অর্থাৎ মধ্যম জানিতে হইবে।

বিষ্ণু যে সমস্ত দেবতার মধ্যে পরম বা সর্বশ্রেষ্ঠ, কেবল তাহাই নহে,—সমস্ত দেবতাই যে, সেই এক বিষ্ণুরই মূর্তিবিশেষ বা বিভূতি

অর্থ,—বেদে, রামায়ণে, পুরাণে এবং মহাভারতাদি শাস্ত্রে,—আদি, মধ্য ও অন্তে—সর্বত্র শ্রীবিষ্ণুই কীর্তিত হইয়াছেন।

'সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগমব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে। (পাদ্মে। উত্তরখণ্ডে। ৬২/৩১)

অর্থ,—সমস্ত আগমাদি শাস্ত্রের সম্যক্ বিচার করিলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাতে এক ভগবান্ বিষ্ণুই প্রধান বা পরতত্ত্বরূপে বিনিশ্চিত হইয়াছেন।

১। ঋগ্বেদে—বিষ্ণুসূক্ত সকলে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে (১/১৫৪ সূ হইতে) এবং 'তদ্ বিষ্ণোঃ। পরমং পদং—' ইত্যাদি বিষ্ণুর পারম্য বিষয়ক প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি প্রায় সমস্ত বেদে ও বহু উপনিষদাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

২। শতপথ-ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে—'তৎ বিষ্ণুঃ প্রথমঃ প্রাপ, স দেবানাং শ্রেষ্ঠোঽভবৎ। তস্মাদাহুঃ বিষ্ণুর্দেবানাং শ্রেষ্ঠ ইতি। (১৪/১/১/৫)

হইতেছেন,—বিষ্ণুকেই সমস্ত দেবতা বলিয়া স্পষ্টতঃ উল্লেখ দ্বারা, আরও উক্ত শাস্ত্র হইতে সেই কথাই প্রমাণিত হইয়া থাকে; যথা,—

'বিষ্ণুঃ সর্ব্বা দেবতাঃ। (ঐ ১/১/৪)

অর্থ,—এক বিষ্ণুই হইতেছেন সমস্ত দেবতা।[1] (অর্থাৎ সর্বঃ দেবময়ো হরিঃ'। ভা ১১/২৩/২৪)

বেদাদি শাস্ত্রবর্ণিত বিষ্ণু যে, পরোক্ষপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণেরই একটি সাঙ্কেতিক নাম—বেদের বিস্তারার্থ শ্রীভাগবত সে কথা সুস্পষ্টরূপে বিদিত করাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণই যে সেই বিষ্ণু,—এ কথা বহু বহু স্থলে শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে বেদের বিস্তারার্থ শ্রীভাগবত হইতে সেই বিষ্ণুর প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা জানিতে পারিব; যথা,—

'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ—(ভা ১০/৩৩/৪০)

অর্থাৎ, ব্রজবধূ বা গোপীদিগের সহিত বিষ্ণুর রাসক্রীড়ারূপ বিশিষ্ট লীলা শ্রবণাদি মহিমার বিষয় বলিতেছেন—

এ-স্থলে বিষ্ণুকে বিশেষভাবে পরিচিত করাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, যিনি ব্রজ গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়াদিরূপ বিশিষ্ট লীলাকারী। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই স্পষ্টতঃ 'বিষ্ণু' শব্দে নির্দেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে বিষ্ণু,—ইহাই সুস্পষ্ট করা হইয়াছে।[2]

১। 'একস্য আত্মনঃ অন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।' —(নিরুক্ত ৭/৪)
অর্থ,—এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা বিষ্ণুরই প্রত্যঙ্গস্বরূপ হইতেছেন অন্যান্য দেবতা।

২। শ্রীকৃষ্ণকে 'বিষ্ণু' নামে ভাগবতে আরও অনেকস্থলে উল্লেখ দেখা যায়। (ভাঃ ১০/৫৮/২০ এবং ১২/২/২৯ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

১৪৫ পৃষ্ঠায়, ১ নং পাদটীকার ত্রিবিধ পুরুষাবতাররূপে বিষ্ণুর বিশেষ পরিচয় সম্বন্ধে ও কৃষ্ণই যে পুরুষাবতার সকলেরও অবতারী—সুতরাং তিনিই মূল বা সাক্ষাৎ বিষ্ণু,—এ বিষয়ে (ভাঃ ১০/৩/২৪) দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—সর্বান্তর্যামী ও সর্বব্যাপক বিষ্ণুতত্ত্বের লীলায়িত ও সুস্পষ্ট সমূর্ত-স্বরূপ।

যিনি সর্বন্তর্যামী ও সর্বব্যাপক,—তিনি 'বিষ্ণু' নামে বেদে পরিগীত হইয়াছেন। শ্রীভাগবতে 'গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামেব দেহিনাম্। যোঽন্তশ্চরতি'—ইত্যাদি শ্লোকে, (১০/৩৩/৩৫) অর্থাৎ যিনি গোপবধূদিগের ও তৎপতিদিগের এবং নিখিল জীব ও জগতের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে বিচরণ করেন,—ইত্যাদি বাক্যে, শ্রীকৃষ্ণকে যেমন তত্ত্বতঃ সেই সর্বান্তর্যামীরূপেই ঘোষণা করা হইয়াছে, সেইরূপ আবার লীলাতেও তদীয় সর্বব্যাপকতা-লক্ষণ সেই ভাগবতেই সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা,—

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥ (১০/৩৩/৩)

ইহার অর্থ,—এইরূপে গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত রাসোৎসব আরম্ভ হইলে, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ (একই শরীরে) তাঁহাদিগের দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। তখন গোপীগণ প্রত্যেকেই মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কেবল আমারই নিকট অবস্থান করিতেছেন।

একদেশবর্তী হইয়াও যিনি একই সময়ে সর্বত্র অবস্থান করেন, তাঁহাকেই সর্বব্যাপক বা 'বিষ্ণু' বলা হয়। লীলায় সেই ব্যাপকতা লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রুতিতে পরমাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গন-সুখের কথা যাহা অস্পষ্ট-ভাবে উক্ত হইয়াছে, শ্রীভাগবত বর্ণিত রাসলীলায় তাহারই সুস্পষ্ট—সমূর্ত অর্থের অভিব্যক্তি।

সেই সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইবার পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের কথাই সাক্ষাৎ শ্রুতি হইতেও জানা যায়; যথা,—

তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো
না বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং
পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো
ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম ॥

(*বৃহদারণ্যক উ ৪/৩/২১*)

ইহার অর্থ,—যেমন লোকে প্রিয়তমা রমণী দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য ও অন্তর কিছুই অনুভব করে না, তদ্রূপ জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মা (অর্থাৎ অন্তর্যামী) কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে, কি বাহ্য কি অন্তর কিছুই জানিতে পারে না।

পরমাত্মা—বিষ্ণু কর্তৃক এই আলিঙ্গনসুখ, পরমাত্মার পরম সমূর্তাবস্থা যিনি,—একমাত্র সেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃকই প্রকৃষ্ট ও পরিপূর্ণরূপে সাধিত হইয়া থাকে। শ্রুতি কর্তৃক উক্ত পরমাত্মার অস্পষ্ট ইঙ্গিতেরই সুস্পষ্ট অর্থ, পূর্বোক্ত ভাগবতীয় শ্লোক (১০/৩৩/৩) হইতেই আমরা বিদিত হইতে পারি।

পরমাত্মার আলিঙ্গন সুখের পূর্ণ অনুভূতি—ভক্তগণেরই প্রাপ্য-বিষয় এবং পরিপূর্ণ অনুভূতি ব্রজের রাগাত্মিকা ও তদনুগা ভক্তগণেরই। উহা দূষণ না হইয়া অনির্বচনীয় ভাগ্য-সাপেক্ষ জীবাত্মার পক্ষে পরম ভূষণ স্বরূপই জানিতে হইবে।

সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা কর্তৃক সকল জীবই নিয়ত অন্তরে আলিঙ্গিত রহিয়াছেন। বহির্মুখতা প্রাপ্ত জীব-সাধারণের পক্ষে তাহা উপলব্ধির

বিষয় হইতে পারে না বলিয়াই, তজ্জনিত আনন্দেরও অনুভব হয় না। কিন্তু অন্তর্মুখতা প্রাপ্ত যোগিগণের অন্তরে তৎসাক্ষাৎকার নিবন্ধন পরমাত্মা কর্তৃক সেই আলিঙ্গন-সুখ তাঁহারা আত্মানন্দরূপে অন্তরেই অনুভব করেন; কিন্তু বাহিরে উপলব্ধি হয় না। কেবল ভক্তি দ্বারা সেই পরমাত্মার ভগবদ্রূপ বাহিরেও পূর্ণ প্রকাশ, ভক্তগণেরই প্রত্যক্ষীভূত বিষয় হইয়া থাকে।

আবার ভক্তগণের মধ্যে সর্বোত্তমা ভক্তির অধিকার লাভ করিয়াছেন যাঁহারা, বিশেষতঃ ব্রজরমাগণ ও তদনুগা মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণই সেই পরমাত্মার পরমাবস্থা—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কেবল নিজ অন্তরেই নহে,—বাহিরেও নিজেকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গিত দেখিবার অতিভাগ্য লাভ করিয়া, সেই পরমানন্দের আতিশয্যে অন্তর ও বাহির কিছুই অনুভব করিতে পারে না। অতএব জীবমাত্রেই যাঁহা কর্তৃক নিত্যই অন্তরে আলিঙ্গিত, তৎকর্তৃক বহিরালিঙ্গনে কি দোষ হইতে পারে?[১] ইহা দূষণ না হইয়া, জীবের অতিভাগ্য সাপেক্ষ ভূষণরূপেই জানা আবশ্যক।

বেদোক্ত সমস্ত দেবতাকাণ্ডের নিগূঢ় মর্ম ও সারার্থ যিনি—সেই পরম দেবতা—স্বয়ং শ্রীভগবৎ কর্তৃক গীতায় সে-কথা নিজ শ্রীমুখে প্রকাশ।

বিশেষতঃ সমস্ত বেদের সারার্থ গীতায়, সাক্ষাৎ সেই শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণী দ্বারাই বেদোক্ত সমস্ত দেবতা-কাণ্ডের নিগূঢ় রহস্য ও প্রকৃষ্ট তাৎপর্য জগতের সমক্ষে উদঘাটিত হইয়াছে, দেখা যায়; যাহা

১। সর্বন্তর্যামিনো ভগবতো ন কেঽপি পরে ইত্যাহ—'গোপীনামিতি।' যোঽন্তশ্চরতি তস্য বহিরালিঙ্গনে কো দোষ ইতি ভাবঃ। (টিকা বিশ্বনাথ। ভা ১০/৩৩/৩৫)

অর্থ,—সর্বান্তর্যামী ভগবানের সম্বন্ধে কেহই যে পর নাই, ইহাই 'গোপীনাং'—ইত্যাদি (ভাঃ ১০/৩৩/৩৫) শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। যিনি সর্বদা সকলের অন্তরে বিরাজিত, তাঁহার পক্ষে বহিরালিঙ্গনে কি দোষ? অর্থাৎ কোনও দোষ নাই, ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

হইতে আমরা বেদের উক্ত অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপেই বিদিত হইতে পারি।

দেবতাকাণ্ডে যজ্ঞভুক্‌রূপে বর্ণিত ইন্দ্রাদি দেবতা সকল উহার বাহ্য অভিপ্রায় হইলেও, সেই এক সর্বদেবান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণই যে, সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা, একথা বেদের সারার্থ শ্রীগীতায় সেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের নিজোক্তি দ্বারা প্রকাশ রহিয়াছে:—

"*অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।* (৯/২৪)

অর্থাৎ আমিই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলদাতাও আমি। সুতরাং বেদোক্ত যজ্ঞভুক্ দেবতার নিগূঢ় অর্থ যখন শ্রীকৃষ্ণই তখন দেবতাকাণ্ডের মুখ্য তাৎপর্য যে তাঁহাতেই পর্যবসিত, ইহা এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

তাই দেখা যায়, বেদের বিস্তারার্থ—শ্রীভাগবতেও উক্ত সর্বযজ্ঞের ভোক্তা অর্থাৎ যথার্থ যজ্ঞভুক্ যিনি, তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয়, আকার প্রকার বিশিষ্ট স্বরূপ লক্ষণেই—অতিসুন্দর ও সুস্পষ্টরূপে নিম্নোক্ত শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে; যথা,—

বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্ মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্নর্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্বালকেলিঃ ॥

(শ্রীভা ১০/১৩/১১)

ইহার অর্থ,—দর্শনার্থে সমাগত স্বর্গবাসিগণ (দেবগণ) সর্বযজ্ঞের যিনি ভোক্তা,—সেই যজ্ঞভুক্‌কে বিস্ময়ের সহিত দর্শন করিলেন, তাহাই বর্ণিত হইতেছে;—

বালক্রীড়া চপল যজ্ঞভুক্ শ্রীকৃষ্ণ, উদরবস্ত্র মধ্যে বেণু,—বাম কক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, বাম হস্তে স্নিগ্ধ দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস, এবং অঙ্গুলি সকল

মধ্যে সুপক্ক ফলধারণ পূর্বক কমল-কর্ণিকার ন্যায় সর্বাভিমুখরূপে মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া, মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট নিজ বয়স্য গোপ বালকবৃন্দকে পরিহাস বাক্যে হাস্য করাইতে করাইতে ভোজন নিরত হইলেন।

অতএব বেদোক্ত সেই যজ্ঞভুক্ দেবতার আমরা স্বরূপলক্ষণে পরিচয় পাইলাম—তিনিই সেই বালক্রীড়াচপল—সখাগণসহ ভোজন-নিরত শ্রীকৃষ্ণ। যজ্ঞভুক্ ইন্দ্রাদি দেবতা সকল, উহার স্থূল—বহিরঙ্গ অর্থ।

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা তাহাই নহে, অন্য দেবোপসকগণের উপাস্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাদাতাও তিনি।

শ্রীকৃষ্ণ যে ইন্দ্র, অগ্নি, আদিত্যাদি নিখিল দেবতার অন্তর্যামী[১] এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই বিভূতি; সুতরাং নিখিল দেবতার উপাসনাই যে প্রকারান্তরে তাঁহারই উপাসনা ভিন্ন অপর কিছুই নহে, এ-কথা পূর্বে (৪৫ পৃষ্ঠায়) 'যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা'—ইত্যাদি শ্লোকে (গীতা ৯/২৩-২৪)[২] বলা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা সেই গীতোক্তি হইতেই আরও জানিতে পারিব যে, উক্ত রহস্য অবগত না হইয়া, স্বতন্ত্র বা পৃথক্ বুদ্ধিতে শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা বাসুদেব ব্যতীত (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন) অন্য দেবতা সকলের উপাসনা করেন, সেই সেই দেবতা বিষয়ে অচলা

১। য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্য-মন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ । (বৃঃ আঃ উ° ৩/৭/৯)

অর্থ,—যিনি আদিত্যে অবস্থান করিয়াও আদিত্যের অন্তবর্তী, যাঁহাকে আদিত্যও অবগত নহেন; যাঁহার আদিত্য শরীর, যিনি আদিত্যের অন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে পরিচালনা করেন,—তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অমৃত অর্থাৎ নিত্য অন্তর্যামী পুরুষ।—ইত্যাদি।

২। গীতা ৯/২৪ শ্লোকের শ্রীমদ্বিশ্বনাথ ও শ্রীমদ্বলদেবপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রদ্ধাও শ্রীকৃষ্ণই প্রদান করেন, কিন্তু সেই সেই উপাস্য দেবতারা প্রদান করেন না।

সকামভাবে হইলেও শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার ও কৃষ্ণ হইতে পৃথক বুদ্ধিতে সকামভাবে অন্য দেবতার উপাসনার ফল বৈষম্য।

আর্তাদি সকাম ব্যক্তিগণ কামনার বশবর্তী হইয়াই কিন্তু শ্রীভগবানের উপাসনা দ্বারা কাম্যবস্তু লাভ করিয়া, পরিশেষে সংসারপাশ বিমুক্ত ও কৃতার্থ হইয়া থাকেন;—ইহাও আমরা 'চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং'—ইত্যাদি গীতোক্ত (৭/১৬) শ্লোক সকল হইতে অবগত হইয়া থাকি। কিন্তু অত্যন্ত রজস্তমোস্বভাববিশিষ্ট যাঁহারা ধন, ধান্য, পুত্র, বিত্ত, কীর্তি, যশঃ শত্রুজয় ও স্বর্গাদি কামনার বশীভূত হইয়া সর্বান্তর্যামী ও সর্বপ্রেরক সেই বাসুদেবের ভজনা না করিয়া, শ্রদ্ধাপূর্বক অন্য দেবতার আরাধনা করেন, তাঁহারা কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—তাহাই শ্রীভগবান্ কর্তৃক গীতায় নিম্নোক্ত চারিটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়া, তদ্দারা দেবতাকাণ্ডের সমস্ত রহস্যই সুপ্রকাশ হইয়াছে।

> কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
> তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ (৭/২০)

ইহার তাৎপর্য,—সকাম বহির্মুখ ব্যক্তিসকল ধন, ধান্য, যশ, আরোগ্য, পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি বিবিধ কামনা দ্বারা হতবিবেক হইয়া, উপবাসাদি সেই সেই নিয়ম পালনপূর্বক নিজ রজস্তমোগুণ-প্রধান প্রকৃতির বশীভূত হইয়া, 'সূর্যাদি' দেবতাসকল যেরূপ আশু রোগাদি আর্তিহরণে সমর্থ, বিষ্ণু সেরূপ নহেন'—ইত্যাদি প্রকার মনে করিয়া, আমা (বাসুদেব) ভিন্ন অপর দেবতার উপাসনা রত হইয়া থাকে।[১] তাহাদিগের সেই

১। মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ। নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ। রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ। পিতৃভূত-প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ ॥ (ভাঃ ১/২/২৬-২৭)

দুষ্টা প্রকৃতিই তাহাদিগকে আমার আশ্রিত হইতে দেয় না। (শ্রীস্বামিপাদ ও শ্রীচক্রবর্তি পাদকৃত টীকানুসারে)।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধায়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ (৭/২২)

ইহার তাৎপর্য,—তাহাদিগের মধ্যে যে যে ভক্ত মদীয় বিভূতি রূপা যে যে দেবতা মূর্তি শ্রদ্ধাসহকারে অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, অন্তর্যামীরূপে আমিই মদ্বিষয়া শ্রদ্ধা না দিয়া, সেই সেই ভক্তের দেবতা বিষয়েই অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি; কিন্তু সেই সেই দেবতারা মদ্বিষয়া শ্রদ্ধা দূরের কথা, তদ্বিষয়া শ্রদ্ধা প্রদানেও সমর্থ নহেন। (শ্রীস্বামিপাদ ও শ্রীচক্রবর্তি পাদকৃত টীকানুসারে।)

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্ত স্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ (৭/২২)

ইহার তাৎপর্য,—অন্য দেবোপসকগণ তাদৃশী শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, সেই দেবতার আরাধনাপূর্বক সেই সেই দেবতাবিশেষ হইতে যে সকল অভীষ্ট ফল অবশ্যই লাভ করে,—তাহাও আমারই বিহিত[1] বা প্রদত্ত। কারণ সর্বান্তর্যামী আমা ভিন্ন দেবতারা স্বতন্ত্রভাবে কাহারও কামনা পূর্ণ করিতে পারেন না। যে-হেতু তাঁহারা সকলে আমারই অধীন ও

অর্থ,—মুক্তিকামী ব্যক্তিরা দেবতান্তরের উপাসনাদি বিষয়ে অনিন্দুক হইয়া, অথচ ঘোররূপ রুদ্রাদি দেবতার উপাসনা না করিয়া, সুনিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীভগবান্ ও তদীয় অংশ-মূর্তি সকলের ভজনা করিয়া থাকেন। রজস্তমঃ স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিসকল দেবতা ধন, ঐশ্বর্য ও পুত্রাদি কামনায় রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট পিতৃ, রুদ্রাদি ও ব্রহ্মাদি অন্য দেবতা সকলের উপাসনা করিয়া থাকেন। 'ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু'—ইত্যাদি (ভা ২/৩/২৯) এবং 'স চাপি ভাগবদ্ধর্মাৎ'—ইত্যাদি (ভা ৩/৩২/২) দ্রষ্টব্য।

১। 'একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।' (শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৬/১৩) অর্থ,—যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্তু সকল বিধানকরিতেছেন।

আমারই বিভূতি-স্বরূপ। (শ্রীস্বামিপাদ ও শ্রীচক্রবর্তি পাদকৃত টীকানুসারে)।

শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার ও কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র-মননপূর্বক অন্য দেবারাধনার যথাক্রমে নিত্যানিত্য ফল বৈষম্য।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ (৭/২২)

ইহার তাৎপর্য,—অতএব এইরূপ যদিও সমস্ত দেবতা আমারই মূর্তি বিশেষ বা বিভূতি, সুতরাং তাঁহাদিগের আরাধনাও বস্তুতঃ আমারই আরাধনা এবং তত্তৎফলদাতাও আমি, —তথাপি সাক্ষাৎ আমার ভক্তগণের সহিত দেবতান্তরের উপাসকগণের যে ফল বৈষম্য হইয়া থাকে, এক্ষণে শ্রীভগবান্ তাহাই বলিতেছেন 'অন্তবৎ' ইত্যাদি। অল্পবুদ্ধি, পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি দেবোপসকগণের সেই ফল আমাকর্তৃক প্রদত্ত হইলেও উহা, নশ্বর অর্থাৎ বিনাশী হয়; কিন্তু আমার ভক্তগণ অনাদি, অনন্ত, পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই লাভ করিয়া নিত্য ও অবিনাশী হয়েন।

(শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকানুসারে)

এই রূপ ফলবৈষম্য আমার পক্ষে অন্যায় মনে করা উচিত নহে। কারণ পৃথক বুদ্ধিতে দেবপুজকগণ দেবতাকেই প্রাপ্ত হয়েন এবং আমার পূজকগণ আমাকেই লাভ করেন।[১] যে যাহার পূজক, সে তাহাকেই পাইবে—ইহাই ন্যায়। দেবতারা নশ্বর, অতএব তাঁহাদের উপাসকগণ এবং তাঁহাদিগের উপাসনার ফলই বা কি প্রকারে অবিনশ্বর হইবে? অতএব দেবোপসকগণ অল্পবুদ্ধি। কিন্তু আমি—শ্রীভগবান্ নিত্য আমার ভক্তগণ নিত্য এবং আমার ভক্তিও নিত্যই। (শ্রীচক্রবর্তিপাদকৃত টীকানুসারে)।

১। 'যান্তি দেবব্রতা দেবান্'—ইত্যাদি। (গীতা ৯/২৫)। অর্থ,—৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

দেবতারা যখন শ্রীভগবানেরই বিভূতি বা মূর্তিবিশেষ, তখন দেবভক্তের ও ভগবদ্ভক্তের সমফল প্রাপ্তি না হইবে কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন 'অন্তবৎ' ইত্যাদি। অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি—আদিত্যাদিমাত্র পৃথকবুদ্ধি কিন্তু আমার বিভূতি বা তনুবিশেষবুদ্ধিতে দেবারাধনা না করায়, সেই সেই ফল অল্প অর্থাৎ বিনাশী হয়; কিন্তু আমার বিভূতি বা আমিই সমস্ত দেবতার অন্তর্যামী বুদ্ধিতে দেবারাধনার ফল—অনন্ত ও অবিনাশী হইয়া থাকে। সুতরাং তৎ দ্বারা জীবের সংসার পাশ বিমুক্তি হয়। আর সাক্ষাৎ শ্রীভগবদারাধনা দ্বারা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট—শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ হইয়া থাকে। এই-হেতু পৃথক বুদ্ধিতে দেবযাজীসকল অনিত্য দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া অনিত্য ফল লাভ করেন ও অনিত্য হয়েন; কিন্তু আমার ভক্তগণ নিত্য, অপরিমিত-স্বরূপ আমাকেই লাভ করিয়া অনন্ত—অবিনাশী—পরম আনন্দের অধিকারী হয়েন; উভয়ের ইহাই মহান্ পার্থক্য। (শ্রীমদ্বলদেবকৃত টীকানুসারে)।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য হইলেও, তিনি পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া, পরোক্ষবাদরূপ মেঘমালায় তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার প্রয়াস।

এই সমস্ত আলোচনায় এখন আমরা বুঝিলাম, পূর্বোক্ত কর্মকাণ্ডের ন্যায় বেদের সমস্ত দেবতাকণ্ডেরও শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন মুখ্য-তাৎপর্য। তিনি 'পরোক্ষপ্রিয়' বলিয়া তাঁহারই প্রীতি সাধনের অভিপ্রায়ে বেদসকল পরোক্ষবাদের অস্পষ্টতার আবরণে[১] তাঁহাকেই দেবতারূপে, কোথাও বা কিঞ্চিৎ স্পষ্ট—পরম দেবতারূপে, আবার স্থলবিশেষে তদপেক্ষা স্পষ্টতর—'বিষ্ণু' নামে, এবং খুব অল্পস্থলেই সুস্পষ্ট—'কৃষ্ণ' নামেই

১। 'যত্রান্যথা স্থিতোঽর্থঃ সংগোপয়িতুমন্যথাকৃত্বোচ্যতে স পরোক্ষবাদঃ।'
(স্বামিপাদ—ভক্তিসন্দর্ভধৃত—৬৩)
অর্থ,—যে-স্থলে অন্য উদ্দেশ্যে স্থিত অর্থকে সংগোপনপূর্বক প্রকারান্তরে বলা হয়, তাহাকে 'পরোক্ষবাদ' কহে।

নির্দেশ করিয়া, আবার তৎসঙ্গে নানা বাক্‌জালে তাঁহাকে আবৃত করিয়াছেন। শেষোক্ত বিষয়ের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত এ-স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে;— 'তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচ, অপিপাস এবং স বভূব, সোঽন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেত, অক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণ-সংশিতমসীতি।' (ছান্দো ৩/১৭/৬)

[উক্ত মন্ত্রটির সুস্পষ্ট অর্থ কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতার আবরণে আচ্ছাদিত থাকায়, সাধারণতঃ ইহার প্রকৃষ্ট অর্থের উপলব্ধি কঠিন হইয়া পড়িলেও কোন কোন ভাষ্যকার কর্তৃক ইহার অর্থকে অধিকতর জটিলতা জালে আবৃত করা হইয়াছে,—ইহা পরোক্ষপ্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় জানিতে হইবে। তথাপি আবার কোন কোন বৈষ্ণবাচার্যপাদ কর্তৃক ইহার যথা-শ্রুত ও সহজার্থ যাহা নিরূপিত হইয়াছে, তাহারই সংক্ষিপ্ত সারমর্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।]

অঙ্গিরস গোত্রীয় ঘোর নামক ঋষি 'দেবকী পুত্র'[১] শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার' এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক বলিয়াছিলেন,—তিনি নিষ্কাম হয়েন,—যিনি অন্তিমকালে (হে কৃষ্ণ) '(১) তুমি অক্ষয়, (২) তুমি অচ্যুত ও (৩) তুমি প্রাণ হইতেও প্রিয়তম'—এই মন্ত্রত্রয় জপ করেন।

উক্ত বেদ-মন্ত্রের সুস্পষ্ট ও সারার্থ গীতায় প্রকাশ।

এখন আমরা উক্ত বেদ-মন্ত্রের সুস্পষ্ট সারার্থ শ্রীগীতা হইতেই অবগত হইতে পারিব। শ্রীকৃষ্ণ 'পরোক্ষপ্রিয়' হইলেও—আবার তদধিক 'ভক্ত-প্রিয়' বা ভক্তাধীনও তিনি; তাই প্রিয়সখা শ্রীমদর্জুনের অনুরোধেই

১। 'দেবকী-পুত্র' বলিলে, 'যশোদানন্দন'—শ্রীকৃষ্ণকেও নির্দেশ করা হয়; কারণ কৃষ্ণমাতা যশোদার, দেবকী ও যশোদা—এই দুইটি নামই শাস্ত্রে দেখা যায়; যথা,—

দ্বে নাম্নী নন্দভার্যায়া যশোদা দেবকীতি চ।

অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়া ॥ (শ্রীহরিবংশে)

অর্থ,—শ্রীনন্দ-পত্নীর যশোদা ও দেবকী এই দুই নাম ছিল; এই জন্য বসুদেব-পত্নী দেবকী ও যশোদা উভয়ে পরস্পর সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

উক্ত শ্রুতি বাক্যের সুস্পষ্ট সারমর্ম স্বয়ং জীব-জগতকে বিদিত করাইয়া, জীবের কালভয় নিস্তারের সর্বোত্তম উপায়ের সন্ধান দিয়াছেন; যথা,—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ (৮/৫)

ইহার অর্থ,—দেহান্তকালে আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি আমার স্বভাব[1] প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণই অক্ষয় অর্থাৎ নিত্য, অচ্যুত ও প্রিয়তম বা পরমানন্দ বস্তু[2]; সুতরাং যিনি অক্ষয়, অচ্যুত ও প্রাণ হইতেও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করেন,—সেই ভাবানুরূপ বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়া, তিনিও তৎস্বভাব অর্থাৎ অক্ষয়, অচ্যুত ও পরমানন্দময় হয়েন।

অতএব বুঝা যাইতেছে, মেঘাবৃত সুধাকরের ন্যায় এক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পরোক্ষবাদরূপ মেঘমালায় আবৃত হইয়া, সমস্ত বেদাকাশের পূর্ণশশিরূপে—নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন। ক্বচিৎ মেঘমুক্ত, ক্বচিৎ বা তরল মেঘাচ্ছন্ন নিশাকরের প্রকাশের মতই তন্মধ্যে কৃষ্ণ-চন্দ্রমার কোথাও সুস্পষ্ট ও কোথাও বা উক্ত প্রকারে কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতার আবরণে পরিদৃষ্ট হইলেও,—সমস্ত বেদই যে কৃষ্ণময়, ('বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো—'। গীঃ ১৫/১৫) —ইহা কেবল মহানুভবগণের সূক্ষ্মদৃষ্টিতেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

বেদ বেদ্যো হি ভগবান্ বাসুদেবঃ সনাতনঃ ।
স গীয়তে পরো বেদৈর্যো বেদৈনং স বেদবিৎ ॥

(কূর্ম্ম পুঃ । পূর্ব ৫১/২১/২৩)

১। মদ্ভাবং=মৎস্বভাবমিত্যর্থ। (টীকা গীঃ ৮/৫ শ্রীমদ্বলদেবপাদ।)

২। 'নিত্যো নিত্যানাং'—(শ্বেতা° ৬/১৩)। 'বিনাঽচ্যুতাদ্ বস্তুতরং ন বাচ্যং'—(ভা° ১০/৪৬/৪৩) 'প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি—' । (ভা° ৩/৯/৪২)

ইহার অর্থ,—ভগবান্ সনাতন পুরুষ বাসুদেবই সমস্ত বেদের বেদ্যবস্তু। তাঁহারই পারম্য সমস্ত বেদে পরিগীত হইয়াছে। এ-কথা যাঁহারা বিদিত হইয়াছেন,—তাঁহারাই বেদবিৎ।

পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত বেদার্থ সকল কেবল ভাগবতগণের শুভদৃষ্টি সমক্ষেই স্বয়ং উন্মোচিত হয়েন।

এইরূপে সমস্ত বেদে সেই এক সর্বকারণ শ্রীকৃষ্ণ বা তদ্বিষয়ক ভাগবতধর্মকেই আবৃত করিয়া রাখা হইলেও, কেবল ভাগবতগণের পরিশুদ্ধ দৃষ্টির সমক্ষেই উহা উন্মুক্ত হয়েন। সাধ্বী স্ত্রী যেমন অপর পুরুষের সমক্ষে অবগুণ্ঠিতা থাকিলেও পতির নিকট নিজেই অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন, বেদের প্রকৃষ্ট তাৎপর্যও তদ্রূপ বেদ কর্তৃক সেই বৃত ব্যক্তিগণের সূক্ষ্মদৃষ্টি সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে,—অপরের সমক্ষে নহে,—এ-কথা বেদ নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা,—

উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্ ।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥

(ঋগ্বেদ। ১০ম ৭১ সূঃ ৪)

ইহার অর্থ,—বেদকে কেহ বা দেখিয়াও দেখিতে পান না, আবার কেহ বা শুনিয়াও শুনিতে পান না; কিন্তু সালঙ্কারা পত্নী যেমন প্রণয়বশতঃ পতিকামনায় তৎসকাশে নিজ তনু প্রকাশ করেন, বেদও তদ্রূপ প্রসন্ন হইয়া, বৃত জনের সমীপে আপন রহস্য উদঘাটিত করেন।

অতএব সমস্ত বেদের বাহ্যার্থ ভেদ করিতে পারিলে উহার নিগূঢ় তাৎপর্য যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই পর্যবসিত, সেকথা বুঝিতে পারা যায়। তাই শ্রীচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে,—

'মুখ্য গৌণবৃত্তি কিম্বা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥'

(মধ্য ২০ পঃ)

'সর্ব' বা সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ।

এই পর্যন্ত আলোচনাদ্বারা আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে, বেদের সমস্ত দেবতাকাণ্ডেরও মুখ্য তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণেই নিগূঢ়ভাবে পর্য্যবসিত হইয়াছে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত দেবতারূপে সঙ্কেতিত হইয়াছেন; অথবা শ্রীকৃষ্ণই দেবতাদিগেরও অন্তর্যামী এবং সমস্ত দেবতা শ্রীকৃষ্ণেরই বিভূতি[১] বলিয়া—শ্রীকৃষ্ণ হইতে কোন দেবতারই স্বাতন্ত্র্য বা স্বয়ংসিদ্ধত্ব না থাকায়, শ্রীকৃষ্ণই সর্বদেবময় বা পরম দেবতা হইতেছেন।[২]

শ্রীকৃষ্ণই সর্বকারণ-কারণ, সর্বাদি, সর্বমূল, সর্বান্তর্যামী, সর্বপ্রভু ও এক কথায় তিনিই 'সব' বলিয়া,[৩] কৃষ্ণ বিরহিত কোন কিছুরই সত্তা

১। নিম্নোক্ত শ্লোকে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের 'বিভূতি' রূপেই দেবতান্তরের অর্চন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনীঃ।
যক্ষ্যে বিভূতীর্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো ॥

(ভাঃ ১০/৭২/৩)

অর্থ,—হে গোবিন্দ, সর্বযজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় দ্বারা পবিত্রকর তোমার বিভূতি স্বরূপ দেবগণকে আরাধনা করিব। তুমি আমাদের অভিলষিত কর্ম সুসম্পন্ন কর।

২। '—সর্বদেবময়ো হরিঃ।' (ভাঃ ১১/২৩/২৪) অর্থ,—শ্রীহরি সর্বদেবময়। 'আদ্যহরিঃ' অর্থাৎ সর্বাদি শ্রীহরি যে কৃষ্ণই, এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন সর্বদেবময়,—ইহা শ্রুতদেব প্রতি তদীয় নিজোক্তি হইতেই অবগত হওয়া যায়; যথা,—সর্বদেবময়ো হ্যহম্। (ভাঃ ১০/৮৬/৫৪) অর্থ,—আমিই সর্বদেবময়।

৩। —'সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ।' (গীতা ১১/৪০)

স্বীকৃত হইতে পারে না।[১] সুতরাং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রের সমন্বয় দেখা যায়।

সর্বমূল বলিয়া, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভজনেই সর্বারাধনা সুসিদ্ধ হয়।

এই-হেতু ঐকান্তিকভাবে একমাত্র সেই পরম অচ্যুতবস্তু—শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা দ্বারা সর্বভূতের সহিত সকল দেবতার আরাধনা সুসিদ্ধ হইবার কথা শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপেই পরিগীত হইয়াছে;—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

(শ্রীভাঃ ৪/৩১/১৪)

ইহার অর্থ,—যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা ও পল্লব পুষ্পাদি সকল পরিপুষ্ট হয়, আর কেবল প্রাণের উপহারে অর্থাৎ ভোজন দ্বারা যেমন সকল ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ এক শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা দ্বারাই সকল দেবতার অর্চনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

১। দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্ম্মহদল্পকঞ্চ।
বিনাঽচ্যুতাদ্‌বস্তুতরাং ন বাচ্যং স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ ॥ (ভাঃ ১০/৪৬/৪৩)

অর্থ,—ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, স্থাবর, জঙ্গম, মহৎ, ক্ষুদ্র, দৃষ্ট কিম্বা শ্রুত প্রভৃতি যে কিছু বস্তু সে সমস্তই এক অচ্যুত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কিছুই বলা যায় না। সকলের মূল, সর্বান্তর্যামী সেই শ্রীকৃষ্ণই নিজ শক্তিদ্বারা সমগ্র জগৎ।

সর্বকারণ বলিয়া, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা হইতেই সর্বানুকূল্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই-হেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান হইতেই সমস্ত বিষয়ের অনুকূলতা এবং অপ্রসন্নতায় প্রতিকূলতা ঘটিয়া থাকে,—এই নির্দেশ দ্বারা, শাস্ত্রসকল শ্রীকৃষ্ণভজনেরই মুখ্যতা বা প্রাধান্য কীর্তন করিয়াছেন; যথা,—

অরির্মিত্রং বিষং পথ্যমধর্মো ধর্মতাং ব্রজেৎ।
সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত ১/১০৯—পাদ্মে।)

ইহার অর্থ,—শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন থাকিলে শত্রুও মিত্র হয়, বিষও পথ্য হয়, অধর্মও ধর্ম হয়; কিন্তু তাহার অপ্রীতে সমস্তই বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে; অর্থাৎ মিত্রও শত্রু হয়, পথ্যও বিষ হয় এবং ধর্মও অধর্ম হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণই পরম উপাস্য বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-প্রবৃত্তির উদয় না হওয়া অবধিই অন্য সাধনের অনুসন্ধান থাকে।

অতএব শ্রীকৃষ্ণেরই পরম উপাস্যতা শাস্ত্রে সর্বভাবে নিরূপিত হইয়াছে দেখা যায়; যথা,—

অয়ং দেবো মুনির্বন্দ্য এষ ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ।
ইত্যাখ্যা যায়তে তাবৎ যাবন্নার্চ্চয়তে হরিম্ ॥

(ঐ গারুড়ে)

ইহার অর্থ,—ইনি দেবতা, ইনি মুনি, ইনি ব্রহ্মা, ইনি বৃহস্পতি,—ইঁহারা আমার বন্দনীয়; এই প্রকার উক্তি সেই পর্যন্তই শ্রুত হইয়া থাকে, যে পর্যন্ত কাহারও পক্ষে শ্রীহরি ভজনের সৌভাগ্যোদয় না ঘটে।

শ্রীকৃষ্ণেরই পরম দেবত্ব ও সর্বেশ্বরত্ব সর্বশাস্ত্র সম্মত।

এই-হেতু শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বব্যাপকত্ব, সর্বেশ্বরত্ব, সর্বদেবত্ব, সর্বপ্রভুত্ব সর্বশাস্ত্রে পরিগীত হইতে দেখা যায়;[1] বাহুল্যভয়ে কয়েকটি মাত্র প্রমাণ এ-স্থলে প্রদর্শিত হইল।

মানুষাণাং নৃপা দেবো নৃপাণাং দেবতা সুরাঃ।
সুরাণাং দেবতা শক্রঃ শক্রস্যাপি জনার্দ্দন ॥
এষ বিষ্ণুঃ প্রভুর্দেবো দেবানামপি দৈবতম্।
জাতোঽয়ং মানুষে লোকে নররূপেণ কেশবঃ ॥

(শ্রীহরিবংশে, বিষ্ণুপর্ব। ৫০ অধ্যায়)

ইহার অর্থ,—মনুষ্যগণের দেবতা নৃপতি, নৃপতিগণের দেবতা সুরগণ, সুরগণের দেবতা ইন্দ্র, সুরপতি ইন্দ্রের দেবতা জনার্দ্দন; এই ইনিই বিষ্ণু, পরমেশ্বর, পরম দেবতা হইয়া, এই নরলোকে নররূপে আবির্ভূত কেশব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ।

অধিক কথা কি, ইহাও দেখা যায় যে, উর্দ্ধবাহু হইয়া—ত্রিসত্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পারম্যরূপ পরমসত্য শাস্ত্রে তারস্বরে বিঘোষিত হইয়াছে; যথা,—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে।
বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥

(ঐ নারসিংহে)

ইহার অর্থ,—উর্দ্ধবাহু হইয়া, সত্য সত্য পুনর্বার সত্য—এই ত্রিসত্য করিয়া, এই কথা ঘোষণাপূর্বক বলা হইতেছে এই যে,—বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ কোন শাস্ত্র নাই এবং কেশব (শ্রীকৃষ্ণ) হইতে শ্রেষ্ঠ কোন দেবতা নাই।

১। হরিভক্তিবিলাস ১/১ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধবর্জিত উপাসনা মাত্রই দৈব-বিড়ম্বনা।

মূলের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যেমন শাখা পত্রাদি হইতে কোনও কল্যাণ লাভ করা যায় না,—সেইরূপ যিনি সর্বমূল, সর্বকারণ-স্বরূপ, সর্ব দেবময় পরম দেবতা, তাঁহার সম্বন্ধ বর্জনপূর্বক পৃথকভাবে—তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র মনন করিয়া, অপর যে কোন দেবতার উপাসনা যে, কেবল দৈব-বিড়ম্বনা মাত্র,—এ-কথাও শাস্ত্র সকলের সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে; যথা,—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বাঽমৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষম্‌ ॥

(ঐ ১/১ স্কান্দবাক্য)

ইহার অর্থ,—যে ব্যক্তি বাসুদেব-সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্বক দেবতান্তরের উপাসনা করে, সেই মূঢ়মতি অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ ভক্ষণ করে, —ইহাই জানিতে হইবে।

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে,—

অনাদৃত্য তু যো বিষ্ণুমন্যদেবং সমাশ্রয়েৎ।
গঙ্গাম্ভসঃ স তৃষ্ণার্ত্তো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি ॥

(ঐ ১/১ মহাভারতে)

ইহার অর্থ,—যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে[১] অনাদরপূর্বক অন্য দেবতার শরণাগত হয়, পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন গঙ্গোদক বর্জনপূর্বক মরীচিকায় ধাবিত হয়, তাহারও গতি তদ্রূপ হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত অন্য দেবতার সমতা দর্শনেও অপরাধ।

শ্রীকৃষ্ণের সর্বাধিক্য সম্বন্ধে আর অধিক কথার আবশ্যক কি,—

১। মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণই যে বিষ্ণু—এ কথা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ইহাই জানিলে যথেষ্ট হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও তদেকাত্ম শ্রীনারায়ণাদি ভগবৎস্বরূপ সকলের সহিত অন্য দেবতাদির সমতা হওয়া দূরের কথা,—সমতা চিন্তা করিলেও সেই ব্যক্তিকে মহান্ অনর্থ ও অপরাধগ্রস্ত হইতে হইবে,—এই সতর্কবাণী উচ্চারণপূর্বক শাস্ত্র সকল শ্রীকৃষ্ণাখ্য বিষ্ণুর সর্বোপরি মহিমাই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহাও দেখা যাইবে; যথা,—

ন লভেযুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ।
একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ॥

(ঐ ১/১ বৈষ্ণবতন্ত্রে)

ইহার অর্থ,—যে সমস্ত জড়মতি বিষ্ণুর প্রতি সামান্যদর্শী হয়,[১] অর্থাৎ অন্যদেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমজ্ঞান করে, তাহারা একাগ্রচিত্ত হইলেও (এই অপরাধ জন্য) আর পুনরায় ঐকান্তিকী হরিভক্তি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণই সেই সর্বমূল বা সর্বাদিবিষ্ণু। অতএব সর্বোপরি মহিমাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া এক শ্রীকৃষ্ণই যে, সর্বশাস্ত্রে পরিগীত ও জয়যুক্ত হইতেছেন, —ইহাই সর্বভাবে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রহ্মা-রুদ্রের সমতা দর্শন সম্বন্ধে সমাধান।

এখন এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, সকল দেবতার সহিত

১। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১/৭১-৭৩) 'যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য—ইত্যাদি শ্লোক সকলের, শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিচরণকৃত টীকাধৃত বৃঃ সহস্রনামস্তোত্রে, শ্রীশিববাক্যেও বিষ্ণুর সহিত অন্যদেবতার সমদর্শীর নিন্দা করা হইয়াছে; যথা,—নাবৈষ্ণবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে। ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনায় বিষ্ণুসামা ন্যদর্শিনে॥'

তদন্তে শ্রীপার্বতীবাক্য হইতেও সেই কথাই জানা যায়; যথা,—'অহো সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ। জগদাদিগুরুর্মূঢ়ৈঃ সামান্য ইব বীক্ষ্যতে॥' —ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণুর সাম্য না হউক, কিন্তু হরি, বিরিঞ্চি ও হর কিম্বা বিশেষভাবে হরি ও হর—ইঁহাদের মধ্যে কোনরূপ ভেদ চিন্তা করাই যায় না; যে-হেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে;—

যো বৈ বিষ্ণুঃ স বৈ রুদ্রো যো রুদ্রঃ স পিতামহ।
একা মূর্তিস্ত্রয়ো দেবা রুদ্র-বিষ্ণু-পিতামহাঃ ॥

(হরিবংশে)

ইহার অর্থ,—যিনি বিষ্ণু তিনিই রুদ্র এবং তিনিই পিতামহ (ব্রহ্মা)। একই মূর্তি—একই দেবতা, রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা—এই তিন মূর্তি ধরিয়া তিন দেবতা হইয়াছেন। কিম্বা,—

শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুবিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ।
যথা শিবময়োবিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময়ঃ শিবঃ ॥
যথান্তরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তিরায়ুষীতি ॥

(সিদ্ধান্তরত্নোদ্ধৃত—ভারতবাক্য)

ইহার অর্থ,—শিবের হৃদয় বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর হৃদয় শিব। বিষ্ণু যেমন শিবময়, শিবও তেমনি বিষ্ণুময়। আমি যেন তদুভয়ের ভেদ দর্শন না করি। অভেদ দৃষ্টে আমার জীবনে শান্তি হউক।

সুতরাং হরি, বিরিঞ্চি ও হরে অথবা হরি ও হরে অভেদ জানিয়া সাম্য দর্শন করাই কর্তব্য। নচেৎ অপরাধ ঘটিয়া থাকে।

কার্য-কারণের অভিন্নতা অথবা প্রিয়তা সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রহ্মা রুদ্রের অভিন্নতা; তত্ত্বতঃ ভিন্নতা বা বৈশিষ্ট।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কারণ হইতেই কার্যের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া, অনেক স্থলে কার্য ও কারণের অভিন্নতাই উক্ত হইতে দেখা যায়। আবার তত্ত্বতঃ উহার ভেদ পক্ষও রহিয়াছে; যেমন কারণ

হইতেই কার্যের অভিব্যক্তি, কিন্তু কার্য হইতে কারণের অভিব্যক্তি হয় না।

আবার কোন স্থলে প্রিয়তার সম্বন্ধেও অভেদ দর্শনের কথা দেখা যায়; যেমন 'তস্মিন্ তজ্জনে ভেদাভাবাৎ।' (নারদ ভঃ সূঃ—) অর্থাৎ শ্রীভগবানে ও তদীয় ভক্তগণে ভেদ নাই। এ-স্থলে প্রীতির সম্বন্ধে অভেদ বলা হইয়াছে, কিন্তু তত্ত্বতঃ নহে। যে-হেতু শ্রীভগবান্ হইতেছেন শক্তিমৎ-তত্ত্ব,—সর্বপ্রভু; ভক্ত-তচ্ছক্তি তাঁহার দাস; সুতরাং ভগবান ও ভক্তে সেব্য সেবক সম্বন্ধের কথাই সর্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

সেইরূপ সর্বকারণ শ্রীবিষ্ণু হইতেই তৎকার্য ব্রহ্মা ও শিবাদির আবির্ভাব হয় বলিয়া[১] এবং গুণাবতার রূপে অন্য দেবতা অপেক্ষা ব্রহ্মা ও রুদ্রের প্রাধান্য থাকায়, উক্ত তিনের মধ্যে অভিন্নতার কথা বলা হইয়াছে। অধিকন্তু শ্রীভগবানের নাভিপদ্ম সম্ভূত ব্রহ্মা, তদীয় পুত্র ও শিষ্য স্থানীয় এবং তদুপদিষ্ট ভক্তিরহস্য প্রচারের আদি গুরু হওয়ায় ('স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ।'—ভাঃ ২/৯/৫) এবং শম্ভু পরম বৈষ্ণব হওয়ায় (বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ—ভাঃ ১২/১৩/১৬) দেবতাদিগের মধ্যে এই উভয়ের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়তা বশতঃ উক্ত তিনের অভেদত্ব কীর্তিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

কিন্তু তত্ত্বতঃ শ্রীহরির সহিত ব্রহ্মা ও শিবের কারণ ও কার্যত্ব কিম্বা সেব্য সেবকত্বরূপে ভেদ সকল অবশ্যই স্বীকার্য। তাই শাস্ত্র শিরোমণি শ্রীভাগবত, এই তিনের উক্ত অভিপ্রায়ে অভিন্নতা স্বীকার করিয়াও,

---

১। শ্রীকৃষ্ণরূপ কারণ হইতে শ্রীশিবের আবির্ভাব সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় উক্তি; যথা,—'ক্ষীরং যথা দধি বিকার যোগাৎ সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ। যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (৫/৪৫)

অর্থ,—দুগ্ধ যেমন বিকার বিশেষের যোগে দধিরূপে পরিণত হয়, কিন্তু সেই দধি তৎকারণ দুগ্ধ হইতে যেমন পৃথক বস্তু নহে, সেইরূপ যিনি সংহার কার্যের নিমিত্ত শম্ভুরূপে অবতীর্ণ হয়েন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

আবার তত্ত্বতঃ শ্রীবিষ্ণুর বৈশিষ্টও কীর্তন করিয়াছে; যথা,—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ (১/২/২৩)

ইহার অর্থ,—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—প্রকৃতির এই তিনটি গুণযুক্ত হইয়া, এক পরমপুরুষ—বাসুদেব অদ্বিতীয় হইয়াও, এই জগতের স্থিতি, সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত হরি, বিরিঞ্চি ও হর-সংজ্ঞায় ত্রিবিধরূপে প্রকাশ হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে একমাত্র সত্ত্বতনু শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীহরি হইতেই জীবের শ্রেয়োলাভ অর্থাৎ বিমুক্তি হইয়া থাকে।[1]

অতএব উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে, কারণ হইতে কার্যের অভিন্নতা অনুসারে শ্রীবিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা ও শিবের অভেদ প্রদর্শন করাইয়া, আবার তত্ত্বতঃ সত্ত্বতনু বিষ্ণু হইতেই জীবের বিমুক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরবর্তী শ্লোকের অবতারণা; যথা,—

পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রতস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্ ॥ (১/২/২৪)

ইহার তাৎপর্য,—এক পার্থিব অর্থাৎ জড়-লক্ষণ বা অপ্রকাশ-স্বভাব দারু

১। হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ ॥

অর্থ,—শ্রীহরি নির্গুণ, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, প্রকৃতির অতীত, ব্রহ্মাদি দেবতার জ্ঞানপ্রদ ও সর্বসাক্ষী। তাঁহাকে ভজনা করিলে নির্গুণতা প্রাপ্তি হয়। [টীকা—'হরির্নির্গুণঃসঙ্কল্পেনৈব সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তনাৎ।'—শ্রীবলদেব।]

তাৎপর্য—ব্রহ্মা ও রুদ্র সান্নিধ্যমাত্র রজঃ ও তমো গুণের পরিচালক; বিষ্ণু সঙ্কল্প-মাত্রেই সত্ত্বগুণের নিয়ামক হয়েন; এই-হেতু শ্রীহরিতে ও হরিভজনে গুণ-সম্বন্ধ না-থাকায়, ইহাই জীবের শ্রেয়োলাভ বা বিমুক্তির কারণ হইয়া থাকে।

হইতে যেমন প্রবৃত্তি স্বভাব ধূম ও তাহা হইতে বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্মের সহায়ক অগ্নিই শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ তমোগুণাধিষ্ঠিত অপ্রবৃত্তি-স্বভাব হর হইতে রজোগুণাধিষ্ঠিত প্রবৃত্তি-স্বভাব ব্রহ্মা এবং তাহা হইতে প্রকাশ-স্বভাব বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত ও ব্রহ্মদর্শনের বা বিমুক্তির হেতুস্বরূপ বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠতম, —ইহাই উক্ত শ্লোকে ব্যঞ্জিত হইয়াছে।[১]

এই হেতু পূর্বাচার্য শ্রীসনকাদি মুনিবৃন্দের শ্রীহরিভজন প্রবৃত্তি।

তাই পূর্ববর্তী সাধুগণের আচরণের কথারও উল্লেখ করিয়া, শ্রীহরিরই পরমারাধ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা,—

ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনুতানিহ ॥ (১/২/২৫)

ইহার অর্থ,—এই কারণে পূর্বতন সনকাদি মুনিগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বতনু ভগবান্ অধোক্ষজের ভজনা করিতেন। অধুনা সেই পূর্বাচার্য মুনিগণের অনুবর্তী হইয়া যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃষ্ট মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তি সকল ঘোররূপ রুদ্র-ব্রহ্মাদি ভূতপতিগণের উপাসনা না করিয়া অথচ তদ্বিষয়ে অদোষদর্শী হইয়া, —শ্রীহরি ও তদীয় অংশাবতারগণের ভজনা করেন; আর রজস্তমঃ স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি সকল বিষয় কামনার বশবর্তী হইয়া রজস্তমাধিষ্ঠিত ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার উপাসনা করেন।[২]

১। শ্রীরূপগোস্বামিচরণকৃত শ্রীলঘুভাগবতামৃতে, 'গুণাবতার' প্রসঙ্গে (১১ ও ১২ সংখ্যা) শ্রীবলদেবপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

২। ১৫৮ পৃষ্ঠায় ১ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীহরির সহিত তত্ত্বতঃ ব্রহ্মা-রুদ্রাদির সমতাদর্শনেই অপরাধ

তাহা হইলে উক্ত ভাগবতীয় প্রমাণ সকল হইতেও স্পষ্টতঃ শ্রীবিষ্ণুরই পরম দেবত্ব ও সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং শ্রীহরির সহিত কার্যকারণ সম্বন্ধে, কিম্বা প্রিয়তা সম্বন্ধে হর-বিরিঞ্চির অভেদ দর্শন সমুচিত হইলেও, তত্ত্বতঃ শ্রীহরির সহিত হর-বিরিঞ্চি প্রভৃতির অভেদদর্শন, অপরাধ রূপেই শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইতে দেখা যায়; যথা,—.

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

(পাদ্মোত্তর খণ্ডে)

ইহার অর্থ,—যিনি শ্রীনারায়ণ অর্থাৎ শ্রীহরিকে ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সহিত সাম্যদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হয়েন।

শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বেশ্বরত্ব ও সর্বসেব্যত্ব শাস্ত্র প্রসিদ্ধ।

এই-হেতু শ্রীহরিরই সর্বেশ্বরত্ব এবং ব্রহ্মা রুদ্রাদিরও তৎসেবকত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিপুলভাবে পরিগীত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তদ্বিষয়ে দুই একটি শ্লোকমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

তথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১/১৭/২১)

ইহার অর্থ,—ব্রহ্মাকর্তৃক প্রদত্ত অর্ঘোদক যাঁহার পাদনখ হইতে বিসৃষ্ট হইয়া মহেশের সহিত সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, সেই মুকুন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভগবৎপদার্থ আর কি আছে? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ ও সর্বেশ্বর। সেই শ্রীভাগবতে অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে,—

যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।" (৩/২৮/২২)

ইহার অর্থ,—যে শ্রীচরণ প্রক্ষালন-বারি হইতে বিনিঃসৃতা সরিদ্‌বরা গঙ্গার সংসার তাপহারী পবিত্র সলিল মস্তকোপরি ধারণ করিয়া শিবও 'শিব' অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন—ইত্যাদি শাস্ত্রোক্তি হইতেও শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বেশ্বরত্ব ও সর্বসেব্যত্ব স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

অতএব এক স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণাখ্য শ্রীহরি বা শ্রীবিষ্ণুই সর্বকারণের পরম-কারণ বা সর্বেশ্বর হইতেছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসিদ্ধবোধে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি কোন দেবতারই উপাসনা শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। ঐকান্তিক ভক্তের পক্ষে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভজন দ্বারই সর্বভজন সিদ্ধ হইয়া থাকে এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কৃষ্ণাধীন জানিয়া, ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতান্তরের উপাসনা দোষের নিমিত্ত হয় না।[১]

তদ্দ্বারা উপাসকের যথোপযুক্ত শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধিতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অধিক বা তৎসমতা চিন্তা করিয়া যে স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার উপাসনা তাহাই অপরাধজনক বুঝিতে হইবে।[২]

১। 'তস্মাত্তদীয়ত্বেনৈব ব্রহ্মা-রুদ্রভজনে ন দোষঃ।' (ক্রমসন্দর্ভঃ ভাঃ ১/২/২৩-২৯ দ্রষ্টব্য) অর্থ, এই হেতু শ্রীকৃষ্ণেরই বিভূতি বা প্রিয় জ্ঞানে ব্রহ্মা রুদ্রাদি ভজনে দোষ নাই। 'ততঃ সম্পূজ্য'—ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য (ভাঃ ৭/১০/৩২)।

২। উক্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা শ্রীমদ্‌জীবগোস্বামীচরণকৃত ভক্তিসন্দর্ভঃ (১০৬ অনুঃ), ক্রম-সন্দর্ভঃ (ভাঃ ১/২/২৩-২৯) এবং শ্রীমদ্বলদেবপাদকৃত সিদ্ধান্তরত্নঃ ৩য় পাদ দ্রষ্টব্য।

অতএব শ্রীকৃষ্ণাখ্য শ্রীবিষ্ণু ও তদবতার সকল হইতে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি নিখিল দেবতার ন্যূনতা সর্বশাস্ত্র বিচার দ্বারা সর্বভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে,—ইহাই জানা যায়; যথা,—

অতো বিধি-হরাদীনাং নিখিলানাং সুপর্বণাম্ ।
শ্রীবিষ্ণোঃ স্বাংশবর্গেভ্যো ন্যূনতাভিপ্রকাশিতা ॥

(শ্রীলঘুভাগবতামৃতে)

ইহার অর্থ,—অতএব শ্রীবিষ্ণুর স্বাংশবর্গ—মৎস্যাদি অবতার অপেক্ষা ব্রহ্মা-রুদ্রাদি নিখিল দেবতার ন্যূনতা প্রকাশিত হইয়াছে। [অবতারগণ অপেক্ষা ন্যূন হইলে, সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা যে ন্যূন,—একথার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন।]

তাই মহাবারাহেও উক্ত হইয়াছে,—

মৎস্য-কূর্ম-বরাহাদ্যাঃ সমা বিষ্ণোরভেদতঃ ।
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্বসমাঃ প্রোক্তাঃ প্রকৃতিস্তু সমাসমা ॥

ইহার অর্থ,—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি অভেদ হেতু বিষ্ণুর 'সম' বলিয়া, ব্রহ্মাদি দেবতা সকল 'অসম' বলিয়া এবং স্বরূপ বা চিচ্ছক্তি নামক প্রকৃতি[১] 'সমা' ও 'অসমা' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

তবে ইহাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এক শ্রীকৃষ্ণাখ্য শ্রীহরিই নিজ মহিমা অথবা শক্তিদ্বারা সর্বরূপে ব্যাপ্ত হইয়াও নিজ স্বতন্ত্র স্বরূপে সর্বদা সর্বোপরি বিরাজমান রহিয়াছেন। সুতরাং তিনি সর্বারাধ্য, সর্বপ্রভু ও সর্বদেবেশ্বরেশ্বর হইলেও, তদীয় বিভূতি স্থানীয় কোন দেবতার অবজ্ঞা করিলে তাহা প্রকারান্তরে তাঁহারই অবজ্ঞা করা হয়। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে দেবতান্তরের অবজ্ঞাদি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে; যথা,—

১। 'অত্র প্রকৃতি-শব্দেন চিচ্ছক্তিরভিধীয়তে।' (লঘুভাঃ) অর্থ,—এই শ্লোকে প্রকৃতিশব্দে চিচ্ছক্তি কথিত হইয়াছে।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বর ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ (পাদ্মে)

ইহার অর্থ,—সর্বদেবতা ও ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীহরি সর্বদা আরাধ্য। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মা রুদ্রাদি অন্যদেবতা সকলের কখন অবজ্ঞা করিবে না।

শ্রীকৃষ্ণই 'বাসুদেব' বলিয়া বেদের বাসুদেবপরতার অর্থ মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণপরতা।

শ্রীকৃষ্ণই 'বাসুদেব' এবং সমস্ত বেদের সেই বাসুদেব-পরতা ঘোষণা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-পরতাই প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা,—

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১/২/২৮-২৯)

ইহার অর্থ,—বেদ সকল বাসুদেবপর, যজ্ঞ সকলও বাসুদেবপর, সমস্ত যোগবিদ্যা বাসুদেবপর, সমস্ত কর্মকাণ্ড বাসুদেবপর, সমস্ত জ্ঞানকাণ্ড ও তপস্যাদি বাসুদেবপর, নিখিল ধর্মই বাসুদেবপর এবং বাসুদেবই পরম গতি।

এইরূপ সর্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত কর্তৃক সমস্ত বেদাদির বাসুদেব পরতা ঘোষিত হইলেও কিন্তু স্থূল-বাহ্যদৃষ্টি দ্বারা, সমস্ত বেদ এবং অপর সমস্তই যে বাসুদেবপর ইহা বিদিত হওয়া যায় না; অপরের কথা দূরে থাক, এমন কি জ্ঞানিগণের পক্ষেও তাহা অবগত হওয়া সহজসাধ্য নহে,—এ-কথা আমরা গীতায় স্বয়ং সেই বেদময় পুরুষের শ্রীমুখের বাণী হইতেও জানিতে পারি; যথা,—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

(গীতা ৭/১৯)

ইহার অর্থ—বহুজন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি 'চরাচরবিশ্ব সমস্তই বাসুদেবময়' এই প্রকার জ্ঞানযুক্ত হইয়া, (সেই বাসুদেব যে আমি) আমারই শরণাগত হয়েন। সেই মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

শ্রীকৃষ্ণই 'নারায়ণ' বলিয়া, বেদের নারায়ণপরতার অর্থ মূলতঃ—শ্রীকৃষ্ণপরতা।

শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ এবং সমস্ত বেদের সেই নারায়ণপরতা ঘোষণা দ্বারা বেদের শ্রীকৃষ্ণপরতাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; যথা,—

নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরামখাঃ ॥
নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ ॥

(শ্রীভা ২/৫/১৫-১৬)

ইহার অর্থ,—বেদ সকল নারায়ণপর, দেবগণও নারায়ণাঙ্গ সঞ্জাত বলিয়া তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র না হওয়ায় নারায়ণপর, স্বর্গাদিলোক সকল তদাশ্রিত বলিয়া নারায়ণপর, যজ্ঞ সকল তাঁহারই সাধনভূত বলিয়া নারায়ণপর, অষ্টাঙ্গযোগ ও তপস্যাদি নারায়ণপর, ব্রহ্মজ্ঞানও নারায়ণপর, নারায়ণই পরাগতি।

সেই শ্রীভাগবত হইতেই উক্ত প্রকারে সমস্ত বেদাদির নারায়ণপরতা ঘোষিত হইলেও, স্থূল-বাহ্যদৃষ্টির সমক্ষে উহা আবৃত থাকে; কেবল ভক্তি-বিভাবিত শুদ্ধদৃষ্টির সমক্ষে সেই রহস্য যবনিকা আপনিই

অপসারিত হইয়া যায়,---একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। আবার তদপেক্ষাও নিগূঢ় রহস্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণই সেই নারায়ণ। অতএব সমস্ত বেদাদিই শ্রীকৃষ্ণপর বুঝিতে হইবে; ব্রহ্ম-স্তব হইতেও এ-কথা অবগত হওয়া যায়; যথা---

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্বদেহিনাম্
আত্মস্যধাশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥

(শ্রীভা ১০/১৪/১৪)

ইহার তাৎপর্য---ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন তুমি কি নারায়ণ নও? অর্থাৎ সত্যই তুমি নারায়ণ। তাহার কারণ এই যে,---তুমি সমস্ত দেহীদিগের আত্মা হও। হে অধীশ! (অর্থাৎ ঈশ্বর সমূহেরও পরমেশ্বর) তুমি সমস্ত লোকের সাক্ষী অর্থাৎ ত্রৈকালিক সমস্ত কর্মের দ্রষ্টা হও। আর সর্ব জীবহৃদয়ে ও জলে বাসহেতু যে প্রসিদ্ধ নারায়ণ,—তাঁহারাও তোমারই অঙ্গ অর্থাৎ অংশ বিশেষ।

পুরুষাবতারত্রয় ও মহা-বৈকুণ্ঠপতি—এই মূর্তি চতুষ্টয় 'নারায়ণ' নামে প্রসিদ্ধ;

শ্রীকৃষ্ণই তৎসর্বের মূল হওয়ায়, তিনিই হইতেছেন—'মূল-নারায়ণ'।

অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী বা কারণার্ণবশায়ী, হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী বা গর্ভোদকশায়ী এবং ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী বা ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণু বা 'নারায়ণ' নামে প্রসিদ্ধ পুরুষাবতারত্রয়, তাঁহারা তোমারই অংশ এবং সেই তিনের অংশী যে পরব্যোমাধীশ নারায়ণ,—তিনিও তোমারই বিলাস মূর্তি; অতএব তুমি কেবল নারায়ণ নও, তুমি হইতেছ মূল

নারায়ণ। উক্ত শ্লোকে ইহাই সূচিত হইয়াছে। তোমার উক্ত অঙ্গ বা অংশত্রয়ও সত্যবস্তু অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময়। তাহা তোমার মায়া নহে।

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীচরিতামৃতের উক্তি যথা—

"যদ্যপি তিনের মায়া লঞা ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাহি—সভে মায়াপার॥
সেই তিন জনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূল নারায়ণ, ইথে কি সংশয়॥
সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ॥
তেঁহ তোমার বিলাস—তুমি মূল নারায়ণ॥"

(শ্রীচরিতামৃত আদি ২য় পঃ)

বিদ্বদনুভব প্রমাণেও শ্রীকৃষ্ণই আদি পুরুষাবতার ও আদ্য নারায়ণ বলিয়াই প্রমাণিত

শ্রীভীষ্মস্তবেও উক্ত হইয়াছে—

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্।
মোহয়ন্ মায়য়া লোকং গূঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু॥

(শ্রীভা ১/৯/১৮)

(টীকা ঃ—ন চ নরলীলা দৃষ্ট্যা সাধারণদৃষ্টিরত্র কর্ত্তব্যেত্যাহ।—এষ ইতি সাক্ষাদেব স্বয়ং ভগবান্। য খল্বাদ্যঃ পুমান্ মহৎস্রষ্টা, সোঽপ্যয়মেব। যশ্চাদ্যো নারায়ণঃ পরমব্যোমাধিপতিঃ সোঽপীতি। —ক্রমসন্দর্ভঃ]

ইহার তাৎপর্য্য,—নরলীলাকারী এই যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছ, তদ্দৃষ্টে ইহাতে সাধারণ বুদ্ধি কর্তব্য নহে,—ভীষ্মদেব তাহাই

১। উক্তশ্লোকের শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদকৃত টীকা এবং 'শিশুবৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ। অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ॥'—ইত্যাদি ব্যাখ্যা। শ্রীচরিতামৃত ১/২য় পঃ দ্রষ্টব্য।

বলিতেছেন;—ইনি সাক্ষাৎ অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্। যিনি আদি পুরুষাবতার মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, এই শ্রীকৃষ্ণই তিনি। যিনি আদি নারায়ণ—পরমব্যোমাধীশ,—তিনিও এই শ্রীকৃষ্ণই। ইনি নিজ মায়াশক্তি দ্বারা লোক সকলকে মোহিত করিয়াই অতি প্রচ্ছন্নভাবে বৃষ্ণিকুলে বিচরণ করিতেছেন।

তাহা হইলে বেদ সকলের বাসুদেবপরতা ও নারায়ণপরতার অর্থ যে শ্রীকৃষ্ণপরতাই, ইহা সেই শ্রীভাগবত হইতেই আমরা বুঝিতে পারিলাম।

শ্রীকৃষ্ণই অক্ষর ব্রহ্মের পরমাবস্থা বা পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।

আরও দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণই অক্ষর ব্রহ্মের পরমাবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্ম ও পরমাত্ম পুরুষ হইতেও উত্তম বলিয়া, পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে' (মুণ্ডক ১/১/৫)

অর্থাৎ যদ্দ্বারা সেই অক্ষরকে অবগত হওয়া যায় তাহাই পরাবিদ্যা।

এ-স্থলে এই অস্পষ্ট 'অক্ষর' শব্দের অন্তরালে যাঁহাকে আবৃত রাখা হইয়াছে, তাঁহার সুস্পষ্ট পরিচয় শ্রীগীতায় তদীয় শ্রীমুখের বাণী হইতেই বিদিত হওয়া যাইবে; যথাঃ

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ (১৫/১৮)

[টীকা ঃ—ক্ষরং পুরুষং জীবাত্মানম্ অতীত ঃ অক্ষরাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মতঃ উত্তমঃ, অপি-কারাৎ পরমাত্মনঃ পুরুষাদপ্যুত্তমঃ। —শ্রীচক্রবর্তিপাদ]

ইহার অর্থ,—যেহেতু আমি ক্ষরপুরুষ বা জীবাত্মা হইতে অতিরিক্ত;

অক্ষর পুরুষ বা ব্রহ্ম[১] হইতে উত্তম; পরমাত্মা পুরুষ হইতেও উত্তম; (১৫/১৬-১৭) শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এইজন্য সকল ভুবনে ও বেদ সমূহে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে,—শ্রুতি অস্পষ্টতার আবরণে 'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ' (মুণ্ডক ২/১/২) অর্থাৎ অক্ষর পুরুষ হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ বা উত্তম' বলিয়া যে পুরুষোত্তম বস্তুকে নির্দেশ করিয়াছেন, এখন তদীয় গীতাবাণী দ্বারা (১৫/১৮) স্পষ্টরূপে আমরা বুঝিতে পারিলাম তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে পারম্যবোধই পরাবিদ্যার পরমাবস্থা।

এতৎসহ এখন ইহাও অবগত হওয়া যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণই যখন 'অক্ষর' হইতেও উত্তম বা অক্ষর ব্রহ্ম বস্তুর পরমাবস্থা হইতেছেন, ('ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ গীতা ১৪/২৭) তখন যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর বস্তুকে অবগত হওয়া যায়, 'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে' (মুণ্ডক ১/১/৫)—সেই পরাবিদ্যারও পরাবস্থা বা পূর্ণ অভিব্যক্তি হইতেছে,—যে বিদ্যা বা যে জ্ঞান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ববেদ বেদত্ব, পুরুষোত্তমত্ব, সর্বেশ্বরত্ব ও স্বয়ং ভগবত্তা প্রভৃতি বিদিত হওয়া যায়।

তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিদের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব যার পরিবার ॥

(শ্রীচৈঃ আদি ৪ পঃ)

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক উক্ত প্রকার উপলব্ধিকেই পরাবিদ্যার পরমাবস্থা বা সম্বিদের সম্পূর্ণতা বলিয়া বুঝিতে হইবে। অপর সমস্ত জ্ঞান উহারই অধীন বা আংশিক প্রকাশ। কেবল উক্ত বিদ্যার অধিকার

১। "তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম—" (মুণ্ডক ২/২/২)

লাভেই সর্ববিদত্বের প্রকাশ হয়। তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত জ্ঞানের মধ্যেই অসম্পূর্ণতা থাকায়, উহার অধিকারে তদনুপাতে অসর্বজ্ঞতারই পরিচায়ক হইয়া থাকে।

'জ্ঞান' শব্দে ভক্তি পর্যন্ত বোধ্য।

'জ্ঞান' শব্দে যে কেবল নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানকেই বুঝায় তাহা নহে,—ভগবৎ বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ 'ভক্তি' পর্যন্ত জ্ঞানশব্দের অভিপ্রায় প্রসারিত। সুতরাং বেদোক্ত জ্ঞানকাণ্ড যে কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক তাহাই নহে,—উহা ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান বা ভক্তি পর্যন্ত সীমাপ্রাপ্ত বা ভক্তিতেই পর্যবসিত। তাই শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

'জ্ঞানকাণ্ডং—ব্রহ্ম-ভগবৎপ্রতিপাদকত্বেন দ্বিবিধং; উভয়োরপি চিদেকরসত্বাৎ। জ্ঞানশব্দেনাত্র জ্ঞানং ভক্তিশ্চোচ্যতে। জ্ঞান জ্ঞানশব্দস্য প্রাধান্যতো বৃত্তিঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু কৌরব-শব্দবৎ। তত্র দ্বিতীয়ং-সাক্ষাদেব ভগবৎপরম।' (শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয়—সর্বসম্বাদিনী)।

অর্থ,—জ্ঞানকাণ্ড—ব্রহ্মপ্রতিপাদক ও শ্রীভগবৎ প্রতিপাদক ভেদে দ্বিবিধ। কারণ, উভয়েই চিদেকরস-পদার্থ। এ-স্থলে জ্ঞান শব্দে জ্ঞান ও ভক্তি উভয় বিষয়েই বলা হইয়াছে। তবে ধৃতরাষ্ট্র-বংশীয়গণেই যেমন 'কৌরব' শব্দের প্রসিদ্ধি, সেইরূপ জ্ঞানেই জ্ঞান শব্দের প্রসিদ্ধি। অতএব প্রথমটি সামান্যাকারে চিন্মাত্র ব্রহ্ম প্রতিপাদক জ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবৎ প্রতিপাদক জ্ঞান বা 'ভক্তি।'

শ্রীকৃষ্ণের পারম্য বিষয়ে উপলব্ধিকারী যাঁহারা, তাঁহারাই 'সর্বজ্ঞ'; তদ্ভিন্ন বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও 'অসর্বজ্ঞ'।

তাহা হইলে শ্রুত্যুক্ত 'পরাবিদ্যা'-গ্রাহ্য সেই 'অক্ষর' বস্তুর পরমাবস্থা—অর্থাৎ নিখিল প্রকাশ ভেদের মধ্যে 'অনন্যাপেক্ষী' বা

সর্বমূল—সর্বোত্তম যিনি, সেই পুরুষোত্তমকে বিদিত হইয়া যাঁহারা একান্তভাবে ভক্তিযোগে তাঁহারই ভজন করেন, তাঁহারাই হইতেছেন, 'সর্ববিদ' অর্থাৎ সম্যকরূপে 'অক্ষর-বেত্তা'। বেদের এই প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়, সেই সাক্ষাৎ বেদময়পুরুষেরই শ্রীমুখের বাণী হইতে বিদিত হওয়া যায়; যথা—

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥

(গীতা ১৫/১৯)

ইহার অর্থ,-এই প্রকারে মূঢ়তাশূন্য[১] অর্থাৎ মোহাদিবর্জিত যে ব্যক্তি আমাকেই পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ববিৎ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ব্যক্তি; সুতরাং তিনি সর্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করিয়া থাকেন।

ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে,—আমাকেই পুরুষোত্তম জানিয়া যাঁহারা ঐকান্তিকভাবে আমাকে ভজনা করেন, সেই মূঢ়তাশূন্য ব্যক্তিগণ যদি বেদাদিশাস্ত্র না পড়িয়াও থাকেন, তথাপি তাঁহারাই সর্বজ্ঞ—তাঁহারাই পরাবিদ্যার প্রকৃষ্ট অধিকারী; কিন্তু নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যাঁহারা আমাকে অক্ষরের পরাবস্থা বা পুরুষোত্তম বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা 'সংমূঢ়' অর্থাৎ সম্যক্ মূঢ়। (শ্রীচক্রবর্তিপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।) সুতরাং কেবল 'অক্ষর' বিষয়েই নহে, —তৎসহ পরাবিদ্যার পরমাবস্থা ও প্রকৃষ্ট মর্ম গীতোক্ত শ্রীভগবদ্বাক্য হইতেই বিদিত হওয়া যাইতেছে।

১। শ্রীকৃষ্ণের সর্বলোক-মহেশ্বরত্ব বিষয়েও এইরূপ উক্তি গীতায় পরিদৃষ্ট হয়। যথা—

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ় স মর্ত্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ (১০/৩)

অর্থ,—যে ব্যক্তি আমাকে অনাদি ও জন্মরহিত এবং লোকসমূহের মহেশ্বর বলিয়া জানেন মনুষ্যগণ মধ্যে তিনিই মোহরহিত অর্থাৎ অজ্ঞানশূন্য হইয়া সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন।

'পরাবর' শব্দের আবরণে শ্রীকৃষ্ণকে বেদে প্রচ্ছন্ন রাখা হইলেও, অনাবৃত বেদ—শ্রীভাগবতে উহার সুস্পষ্ট প্রকাশ।

সেইরূপ আরও দেখা যায়, শ্রুতিতে নিম্নোক্ত বাক্যে—অস্পষ্টতার আবরণে ও কেবল তটস্থ লক্ষণে যাঁহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে,—তিনি সুস্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহই নহেন।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে ॥

(মুণ্ডক ২/২/৯)

ইহার অর্থ,—(অচিন্ত্য বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়তাবশতঃ যিনি পরমাত্মারূপে নির্লিপ্ত থাকিয়াও নিজ শক্তিদ্বারা পর ও অবর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ সকল পদার্থরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন,—সেই) তাঁহাকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাজনিত বিষয় বাসনাদি) ভেদ হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয় এবং সেই সাধকের কর্মসমূহ ক্ষয় হইয়া যায়।

বেদে এই 'পরাবর' শব্দের হেঁয়ালীর অন্তরালে যে শ্রীকৃষ্ণকেই আবৃত রাখা হইয়াছে, এই রহস্য কোন ক্রমেই ভেদ করা সম্ভব হইত না, যদি অনাবৃত বেদস্বরূপ শ্রীভাগবতে সেই পরাবরের প্রকৃষ্ট পরিচয়, তিনি নিজেই প্রদান না করিতেন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥

(ভা ১১/২০/৩০)

ইহার অর্থ,—শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ নিখিল প্রাণীতে পরমাত্মারূপে প্রকাশিত এই যে আমি,—আমাকে দর্শনকারী ব্যক্তির হৃদয়গ্রন্থিভেদ হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মবন্ধনের ক্ষয় হইয়া থাকে।

তাহা হইলে উক্ত শ্রতিবাক্য যে শ্রীকৃষ্ণপর, এ-কথা বেদ যাঁহার নিঃশ্বাস—সাক্ষাৎ সেই বেদময় পুরুষেরই শ্রীমুখের বাণী কিম্বা অনাবৃত বেদ—শ্রীভাগবত হইতেই জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বেদ হইতে নহে—ইহা আমরা বুঝিলাম। সমস্ত বেদের কৃষ্ণপরতা ও তদ্ভক্তি বা এক কথায় ভাগবতধর্ম-পরতা সম্বন্ধে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে; বাহুল্যবোধে আমরা তদ্বিষয়ে কেবল এই 'কণিকার' উপযোগী দিক্‌দর্শন মাত্র করিয়া যাইব।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ ও তন্নাম-প্রধান শ্রীকৃষ্ণভক্তিই যে, বেদাদি সর্বশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য, ইহাই সর্বভাবে স্থিরীকৃত হইতেছে।

সমস্ত বেদের সারার্থ যেমন গীতার শ্রীকৃষ্ণবাক্য হইতে বিদিত হওয়া যায়, তদ্রূপ গীতার উপদেষ্টা সেই স্বয়ং ভগবানই যখন আবির্ভাব বিশেষে বেদের পরমগুহ্য প্রেমধর্মের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে ধরায় অবতীর্ণ হয়েন, তৎকালেও পুনরায় তদীয় শ্রীমুখের বাণীদ্বারা বেদাদি সর্বশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণনাম প্রধান কৃষ্ণভক্তিপরতারূপ সর্বসার সত্যই বিঘোষিত হইতে দেখা যায়; যথা—

"আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান। সূত্র, বৃত্তি, টীকায় সকলে হরিনাম ॥[১]
প্রভু বোলে সর্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম। সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বোলয়ে আন ॥
কর্ত্তা, হর্ত্তা, পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর। অজ, ভব আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে। ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য কথনে ॥
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন। সর্ব শাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন' ॥
মুগ্ধসব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়। ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তি অন্য পথে যায় ॥

১। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর এই ইঙ্গিত অনুসারে শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণ তদীয় শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ প্রভৃতি রচনা করিয়া, উহার সর্বত্রই শ্রীহরিনাম ও শ্রীহরিভক্তিই বর্ণনা করিয়াছেন,—কোন কোন মহানুভবের এইরূপ বিশ্বাস।

করুণা-সাগর কৃষ্ণ জগত জীবন। সেবক বৎসল নন্দ-গোপের নন্দন ॥
হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি মতি। পড়িয়াও সর্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি ॥
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম ॥
এই মত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ-পায় ॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র ব্যাখানে। সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম নাহি জানে ॥"

* * * * * * *

শুন ভাই সব সত্য আমার বচন। ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধন ॥
যে চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ। যে চরণ সেবিয়া শঙ্কর শুদ্ধদাস ॥
যে চরণ হইতে জাহ্নবী-পরকাশ। হেন পাদপদ্মে ভাই সভে হই দাস।
দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে। খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে।"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ১ম অধ্যায়)

অতএব শ্রীকৃষ্ণ হইতে অধিক বা তৎসম যে আর কোনও পরতত্ত্বের প্রকাশ নাই, সে-কথা তিনি স্বয়ংই গীতায় সর্বভাবে ব্যক্ত করিয়া নিজেই বলিয়াছেন,—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ (৭/৭)

ইহার অর্থ,—হে অর্জুন, আমা অপেক্ষা পরতর—শ্রেষ্ঠ, জগতের সৃষ্টি ও সংহারের স্বতন্ত্র কারণ কিছুই নাই। স্থিতির কারণও আমিই; তাই বলিতেছেন,—সূত্রে মণিগণ যেমন বিধৃত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই সমগ্র জগৎ প্রথিত অর্থাৎ আশ্রিত রহিয়াছে। (শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকানুসারে)

পরতত্ত্ব বিষয়ক সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ, শ্রীমদর্জুন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণে প্রত্যক্ষীকরণ।

কেবল তাহাই নহে, শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পারম্য বিষয়ে যে পরম সত্য সর্বভাবে প্রমাণিত হইয়া থাকে, সেই পরম সত্যই আবার

মহানুভব শ্রীমদর্জ্জুনের প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রমাণিত হইবার কথাও প্রসিদ্ধই রহিয়াছে। 'প্রত্যক্ষীকৃত শাস্ত্রীয়-প্রমাণ' রূপ এতাদৃশ বৈশিষ্ট অপর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় নাই।

পরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বেদাদি সর্বশাস্ত্রোক্ত মহা-মহিমা ও বিভূতি সকল যে মূলতঃ তাঁহারই—অন্যের নহে, এ-কথা নিজেই সর্বপ্রকারে ব্যক্ত করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণই আবার অর্জ্জুনের ইচ্ছানুসারে তৎসমুদয় প্রত্যক্ষ করিয়া লইবার জন্যও অর্জুনকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—শ্রুত বিষয়সকল যদি দেখিয়া লইতে চাও, হে অর্জুন আমার শরীরে তৎসমস্তই দর্শন কর, আমি তোমাকে তৎদর্শনোপযোগী দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি।

তখন শ্রীমদর্জুন বেদোক্ত 'সর্বতঃ পানিপাদং তৎ—' (শ্বেতা ৩/১৯) ইত্যাদি সমস্ত ব্রহ্ম লক্ষণ[১] হইতে আরম্ভ করিয়া, সকল দেবতা, সর্বভূতের সহিত চরাচর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই শ্রীকৃষ্ণদেহে প্রত্যক্ষ করিলেন। তদীয় সর্বব্যাপকত্ব,[২] সর্বদেবময়ত্ব,[৩] সর্বেশ্বরত্ব,[৪] ব্রহ্মার জনকত্ব,[৫] পরম অক্ষরত্ব বা ব্রহ্মত্ব[৬] প্রভৃতি শ্রুত ও শাস্ত্রোক্ত যাহা কিছু পরতত্ত্ব-লক্ষণ, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় শ্রীমদর্জুনের প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়রূপেও প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রুতি যাঁহাকে 'ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতেঃ' (শ্বেতা ৬/৮) অর্থাৎ 'তাঁহার সমান বা অধিক কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্দেশ করিয়াছেন,—সেই বেদোক্ত তাঁহাকেই উক্ত লক্ষণে প্রত্যক্ষ করিয়া তাই পার্থও সবিস্ময়ে বলিয়াছেন—

১। তাই শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া বলিয়াছেন—
'যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥' (গীতা ১১/৪৭)
অর্থ,—আমার যে রূপ তুমি ব্যতীত অপর কেহ পূর্বে দেখে নাই।
২। গীতা। ১১অধ্যায়, বিশ্বরূপ দর্শন-যোগ দ্রষ্টব্য। ৩। গীতা। ১১/১০, ১৬।
৪। গীঃ ১১/৭,১৩,২০ ৫। গীঃ ১১/৬,১৫। ৬। গীঃ ১১/১৮। ৭। ১১/১৫।
৮/১১,১৮

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্ ।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ (১১/৪৩)

ইহার অর্থ—তদীয় অচিন্ত্য প্রভাব দর্শন করিয়া বলিতেছেন 'পিতাসি' ইত্যাদি। যাহার উপমা নাই তাহাকে 'অপ্রতিম' কহে; তাদৃশ প্রভাব যাঁহার তথাবিধ তুমি হে অপ্রতিম প্রভাব! তুমি এই চরাচর লোকসমূহের পিতা—জনক; অতএব তথাবিধ তুমি, তুমি পূজ্য ও গুরু। গুরু হইতেও গরীয়ান—গুরুতর। অতএব পরমেশ্বরতাবশতঃ ত্রিলোক মধ্যে তোমার সমান অপর কেহই নাই; তোমা হইতে অধিক বা শ্রেষ্ঠ আর কোথায় থাকিবে? (শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকানুসারে)

সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের পারম্যবোধ ও তদারাধনায় প্রবৃত্তি না হইবার কারণ—তদ্বিষয়ে প্রমাণের অভাব নহে,— তদ্বিষয়া নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধার অভাব।

তাহা হইলে এখন ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের পারম্য অর্থাৎ তদীয় সর্বকারণত্ব, সর্বদেবেশ্বরেশ্বরত্ব, সর্বারাধ্যত্ব প্রভৃতি বিষয়ে প্রমাণের দিক দিয়া কোনও অভাব নাই। আবার সেই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় শেষ-আজ্ঞারূপে 'সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' (১৮/৬৬) অর্থাৎ 'সকল ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমারই শরণ লও'—ইত্যাদি বাক্যে সর্বজীবকে নিজ শ্রীচরণতলে স্বয়ং আহ্বান করিলেও তাহার পরও দেখা যায়, নিজ নিজ সাধন বিষয়ে যাঁহার যাদৃশী শ্রদ্ধা তৎসমুদয় প্রায় অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পারম্য বিষয়ে প্রমাণের অভাব তাহার কারণ নহে; যে নির্গুণা ও স্বপ্রকাশ ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয়ে তদীয় পারম্যের উপলব্ধি হইয়া, তদারাধনায়

প্রবৃত্তি জন্মে—সেই নির্গুণা শ্রদ্ধার অভাবই তদ্বিষয়ে জীব-সাধারণের প্রবৃত্তি না হইবার কারণ।

জীবের স্বাভাবিকী সগুণা শ্রদ্ধাবশতঃ সগুণ উপাসনায় এবং নির্গুণা শ্রদ্ধার উদয়ে নির্গুণ ভগবদারাধনায় প্রবৃত্তি।

সাত্ত্বিকাদিগুণ ভেদে জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা মূলতঃ ত্রিবিধা;[১] তদ্দ্বারা তদনুরূপ উপাস্যাদি বিষয়েই জীবের প্রবৃত্তি জন্মে; এ-বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে। (৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কিন্তু শ্রীভগবান গুণাতীত বস্তু; তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাও নির্গুণা ও স্বপ্রকাশ বস্তু। কেবল মহৎসঙ্গ ও কৃপাদি হইতেই জীব-হৃদয়ে স্বয়ংই সমুদিত হয়েন; তদ্ভিন্ন ইহা লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। শ্রীকৃষ্ণভজনে জীবমাত্র সকলেরই অধিকার থাকিলেও এবং ভক্তির সদাতনত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব এবং সার্বত্রিকতা অর্থাৎ সর্বত্র ব্যাপ্তিত্ব থাকিলেও[২] তদ্বিষয়া শ্রদ্ধাই তৎপ্রবৃত্তির মূল কারণ। সুতরাং যে পর্যন্ত ভাগবতী-শ্রদ্ধারূপা শুদ্ধা-ভক্তির উদয় না হয়, তাবৎ প্রমাণের অভাব না থাকিলেও কিম্বা বেদাদি সর্বশাস্ত্র অধিগত হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ ও তদারাধনা বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি জন্মিবার সৌভাগ্যোদয় হয় না, কিম্বা বেদাদি সর্বশাস্ত্রের **শ্রীকৃষ্ণই যে বিষয় ও সম্বন্ধ, তদ্বিষয়া ভক্তিই যে অভিধেয় ও তদীয় শ্রীচরণারবিন্দে প্রেমই যে প্রয়োজন—ইহা কোন প্রকারেই উপলব্ধির বিষয় হয় না।**[৩]

শাস্ত্রবিদ্ না হইয়াও ভগবৎ বিষয়ে প্রবৃত্তি এবং শাস্ত্রবিৎ হইয়াও অপ্রবৃত্তির কারণ,—নিগুর্ণা ভাগবতী-শ্রদ্ধার উদয় ও অনুদয়।

১। গীতা ১৭/২-৪ ২। ভক্তি-সন্দর্ভঃ। ১১৫ অনুঃ দ্রষ্টব্য

৩। 'ভগবান সম্বন্ধে, ভক্তি অভিধেয় হয়। প্রেম প্রয়োজন—বেদে তিন বস্তু কয় ॥' চৈঃ চঃ ৬ পৃঃ)

তাই দেখা যায়, মহৎসঙ্গ বা মহৎকৃপা সঞ্চারিত হইয়াছে এমন কোন ব্যক্তি,—তিনি শাস্ত্রযুক্তি-সুনিপুণ হউন বা না-ই হউন, তিনি ভগবৎ-তত্ত্বাদি সম্যক অবগত থাকুন বা না-ই থাকুন,—ভগবৎ বিষয়া শ্রদ্ধা বা তদ্বিষয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস সঞ্জাত হইয়া ভগবৎ ভজন বিষয়ে তাঁহার অবশ্যই প্রবৃত্তি জন্মিবে। কিন্তু মহৎকৃপাদি যেখানে সঞ্চারিত হয় নাই, তিনি যদি শাস্ত্র-যুক্তি-সুনিপুণও হয়েন, কিম্বা বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র সুবিদিতও হয়েন, তথাপি তাহার পক্ষে ভগবৎ বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্বাদি বিষয়ে তিনি অবগত থাকিলেও—এমন কি হয়ত তদ্বিষয়ে অপরকে উপদেশ করিলেও, নিজে মুখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত না হইয়া তাঁহার স্বভাবজা শ্রদ্ধানুরূপ অপর উপাসনায় বা অপর উপাস্য বিষয়েই তাঁহার প্রবৃত্তি দেখা যাইবে—ইহা সুনিশ্চয়। অতএব 'ভাগবতী-শ্রদ্ধা'-পূর্বিকা ভক্তি যে একমাত্র যদৃচ্ছালভ্য ও সুদুর্লভ মহৎসঙ্গাদি হইতেই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন, এবং তদ্ভিন্ন ভগবদ্বস্তুর উপলব্ধি ও উপাসনা যে কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে,—ইহা শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষ দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীভগবান্ একমাত্র 'ভক্তিগ্রাহ্য' বলিয়া, নিজ তত্ত্ব ও মহিমাদি স্বয়ং জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিলেও উহা কেবল ভক্তকৃপা ভিন্ন এবং ভক্ত ভিন্ন অন্যের গ্রাহ্য বিষয় হয় না।

তাই দেখিতে পাই, বেদ যাঁহার নিঃশ্বাস সেই স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সর্বজীবের জ্ঞাতব্য—সর্বসার সত্য যাহা, সেই কথাই সুস্পষ্টরূপে সর্বজগৎকে বিদিত করাইবার বাসনায় গীতাবাণীরূপে নিজমুখে নিজেকে একেশ্বর, সর্বেশ্বর, পরতত্ত্বের পরমাবস্থা, (মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।' (গীতা ৭/৭)

ও পরম উপাস্য বলিয়া সর্বতোভাবে ঘোষণাপূর্বক তদ্বিষয়া ঐকান্তিকী ভক্তিকেই পরম উপসনারূপে সর্ব প্রকারে নিরূপিত করিয়া দিলেও, কয়জনই বা তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হইবার সৌভাগ্যলাভ করিলেন? জগতে ভগবদ্‌গীতা ও ভাগবতের আবির্ভাবের পরও যে, শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিক শরণাগতি ও মুখ্যভাবে তদ্বিষয়া শুদ্ধাভক্তির অনুশীলনের পরিবর্তে পূর্ববৎ কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও অন্যদেবোপাসকগণের সেই বিষয়েই শ্রদ্ধা ও প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহা দ্বারা মহৎ সঞ্চারিত নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধার যদৃচ্ছালভ্যতা সুতরাং সুদুর্লভতা এবং অপর সগুণ ধর্ম-কর্মাদি বিষয়ক সগুণা শ্রদ্ধার স্বাভাবিকতা ও সহজলভ্যতার কথা স্বতঃই প্রমাণিত হইয়া পড়ে। তাই কোটি মুক্ত মধ্যে কৃষ্ণভক্তের সুদুর্লভতার কথাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।[১] সাক্ষাৎ ভগবৎকৃপা হইতেও শ্রদ্ধা-পূর্বিকা ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় না;—যে পর্যন্ত ভক্তকৃপা কিংবা ভক্তভাব অঙ্গীকৃত ভগবৎকৃপা জীবে সঞ্চারিত না হয়।

'ত্রয়ী' নিহিত সেই পরম নিগূঢ় ত্রিতত্ত্বের পৃথক দেহভেদে প্রপঞ্চে আবির্ভাবই—'শ্রীকৃষ্ণলীলা'।

পূর্বোক্ত 'ত্রয়ী' সংজ্ঞক বেদের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ একই উৎসের যে নিগূঢ় ত্রিধারা সমস্ত বেদের পরম সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে,[২] অথচ পরোক্ষবাদে আবৃত থাকিয়া সাধারণে আত্মপ্রকাশ করেন নাই,—সেই সর্ববেদ-গুহ্য শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণভক্তরূপ ত্রিতত্ত্ব যখন পৃথক দেহ ভেদে জগতে প্রকটিত হইয়া অপূর্ব লীলামাধুরী বিস্তার

১। মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ (ভা ৬/১৪/৫)

অর্থ,—মুক্ত হইয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন যাঁহারা, এমন কোটি ব্যক্তির মধ্যে একজন সুশান্তচেতা নারায়ণপর ব্যক্তি সুদুর্লভ।

২। ১৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

করেন,—তাহারই নাম 'শ্রীকৃষ্ণলীলা'। সৃষ্টির বুকের উপর সর্বতত্ত্বময় স্বয়ং স্রষ্টার এই যে লীলাময়রূপে আবির্ভাব,—সৃষ্টির ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম মাঙ্গলিক ঘটনা আর কিছুই ঘটে না। তৎকালে তিনি সর্বজীবকে সুদুর্লভ তদীয় স্বরূপ ও মহিমাদির যথার্থতা উপলব্ধি ও তদারাধনায় প্রবৃত্তিরূপ শ্রেষ্ঠতম পুরুষার্থ প্রদানের নিমিত্ত স্বকৃপায় ও শ্রীমদর্জুন-উদ্ধবাদি প্রিয় ভক্তগণের অনুরোধে, অপরোক্ষভাবে নিজ শ্রীমুখে স্বয়ংই নিজেকে জগতের সমক্ষে সর্বভাবে প্রকাশ করেন; যাহাতে মর্ত্যজীব অমৃতত্বলাভে পরমধন্য হইতে পারে।[১]

কিন্তু কেবল মহৎকৃপাদি ভিন্ন ভগবৎকৃপা হইতেও ভগবৎ বিষয়ে প্রবৃত্তির হেতুভুতা ভাগবতী শ্রদ্ধাদির উদয় হয় না বলিয়া,[২] এতবড় কৃপার সুযোগ লাভ করিয়াও উহা যে কারণে জীব সাধারণের গ্রহণযোগ্য হয় নাই সে কথা ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রকৃষ্ট চৈতন্য ও তদ্বিষয়া পরমাভক্তি প্রদানের নিমিত্ত উক্ত ত্রিতত্ত্বের একীভূতরূপে জগতে আবির্ভাবই—"শ্রীগৌরলীলা"।

উক্ত প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করিয়া জীবজগতকে চিরদুর্লভ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রকৃষ্ট চৈতন্য ও ব্রজ-প্রেমাখ্য সর্বোত্তম কৃষ্ণভক্তি বিপুলভাবে প্রদানের নিমিত্ত উক্ত ত্রিতত্ত্বই একীভূত হইয়া, পরবর্তী আবির্ভাব বিশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভু[৩] —শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে জগতে প্রকটিত হয়েন।

১। 'গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতশ্নুতে ॥" (ভা ৬/৩/২১)

২। 'লোকো বিকর্মনিরতঃ—' ইত্যাদি। (ভাঃ ৩/৯/১৭ দ্রষ্টব্য)

৩। ইহাকেই শ্রুতিতে অতি নিগূঢ়ভাবে 'মহান্ প্রভু' বা মহাপ্রভু নামেই নির্দেশ করা হইয়াছে; যথা,—'মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ (শ্বেত ৩/১২)

—ইহারই নাম 'শ্রীগৌরলীলা'। অপ্রকট প্রকাশে নিত্যই লীলায়িত থাকিয়াও, কেবল তৎ-প্রকটকালে নিজগণসহ ভক্তভাবে 'পঞ্চতত্ত্ব' হইয়া,[১] শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে পূর্ণ উপলব্ধির সহিত ব্রহ্মাদি দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রধান[২] প্রেমভক্তি সর্বজীবের পক্ষে অবাধে গ্রাহ্য করাইয়া থাকেন।

পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য, মাধুর্য ও ঔদার্যময় শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ হইতে তদীয় এই আবির্ভাব বিশেষের বৈশিষ্ট এই যে, এই অবতার কালেই বিশেষভাবে তাঁহাতে অন্যত্র দুর্লভ যে, মহা ঔদার্যের প্রকাশ হইয়া থাকে, তদ্দ্বারাই জীবজগতের পরম প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইয়া যায়। 'ত্রয়ী' বা বেদের ইহাই সর্ব গুহ্যতম পরতত্ত্বের সীমা। তদ্বিষয়ে পরে যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

তাহা হইলে এই পর্যন্ত আলোচনার ফলে আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে, সমস্ত বেদে পরোক্ষবাদের যবনিকার অন্তরালে যাহা আবৃত রাখা হইয়াছে, তাহারই সারার্থ সংক্ষেপে শ্রীগীতায় ও বিস্তারার্থ শ্রীভাগবতে অপরোক্ষভাবে অনাচ্ছাদিতরূপে সুস্পষ্ট প্রকাশ করা হইয়াছে। সমস্ত বেদের সেই নিগূঢ় ও মুখ্য তাৎপর্যই হইতেছে,—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত বা আরও সংক্ষেপে ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত অথবা এক কথায় 'ভাগবতধর্ম'।

অর্থ,—সেই পুরুষ—মহান্‌প্রভু। তিনি বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্তক। তদীয় কৃপা হইতেই সুনির্মল পরমাশান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি জ্যোতির্ময় ও অব্যয় অর্থাৎ ক্ষয়োদয় বর্জিত।

১। 'পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং। ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং।" (চৈ ১/১৭)

২। নবধা ভক্তির মধ্যে শ্রীনামকেই সর্বপ্রধান বলিয়া তৎকর্তৃক সর্বভাবে প্রচারিত হইয়াছে। বেদ ও ভাগবতাদি সর্বশাস্ত্রে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীনামে সর্বশ্রেষ্ঠতা বোধ না থকিলে অন্য কোন কিছুর সহিত সমতা চিন্তনে 'নামাপরাধ' ঘটে। পরে যথাস্থানে তদ্বিষয় আলোচিত হইবে।

"চতুঃশ্লোকী"

যাহা শ্রীভগবৎপ্রোক্ত এবং তদাত্মক বা তদ্বিষয়ক ধর্ম—তাহারই নাম 'ভাগবতধর্ম'। সৃষ্টির আদিতে শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে বীজরূপে যে ভাগবত শ্রীমুখের বাণী দ্বারা সুস্পষ্টরূপে উপদেশ করেন তাহাই 'চতুঃশ্লোকী' নামে[১] প্রসিদ্ধ। উহাই ব্রহ্মার ধ্যানে বিস্তার লাভ করিয়া পূর্ণ ভাগবত মহা-মহীরুহে পরিণত হয়েন; যাহা চতুঃশ্লোকীর অনাচ্ছাদিত বা অপরোক্ষ প্রকাশ। আর সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবান হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়া 'চতুর্বেদ' নামে পরে ব্রহ্মার চতুর্মুখ হইতে যাহা নির্গত হইয়াছেন,[২] উহা হইতেছে চতুঃশ্লোকীর আচ্ছাদিত বা পরোক্ষ প্রকাশ।

সুতরাং 'বেদ' ও 'ভাগবত' সমস্তই এক ভাগবতধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু না হইলেও, পরোক্ষ বা আচ্ছাদিত বলিয়া, অস্পষ্টবেদ হইতে ভাগবতধর্ম ভিন্ন নানা মতবাদ প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা ঘটিয়েছে,[৩] যাহা ভাগবতী-শ্রদ্ধার অনুদয় কাল পর্যন্ত স্বাভাবিকী শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদিগের অধিকার পক্ষে গৌণভাবে উপযোগীও হইয়া থাকেন। এ বিষয়ে পরে যথাস্থানে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইবে।

১। শ্রীভা ২/৯/৩২-৩৫ দ্রষ্টব্য।
২। শ্রীভা ৩/১২/৩৪ দ্রষ্টব্য।
৩। শ্রীভা ১১/১৪/৯ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম উদ্ভাসন

ব্রহ্ম-বিচারে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মত্ব, নির্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয়ত্ব এবং শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম-লক্ষণ সকলের মুখ্য তাৎপর্য পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণেই পর্যবসিত।

অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রয় বা সর্বশক্তিমৎ ব্রহ্মই শ্রুতি-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু।

পূর্বোক্ত প্রসঙ্গক্রমে পুনরায় অপর একটি বিচার্য বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে এই যে, শ্রুতি সকল ব্রহ্মপর বলিয়া,[১] যদি 'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং'—(শ্বেতাঃ ৬/৭) ইত্যাদি পূর্বোক্ত শ্রুতি বর্ণিত পরম দেবতাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়াই মনে করা হয়, তাহা হইলেও ইনি যে, কেবল নিরাকার, নির্ধর্মক, নিষ্ক্রিয়াদিরূপ—মায়াবাদীর নির্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন,— তৎপরবর্তী শ্লোকে 'ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করা,' 'ব্রহ্মাকে বেদোপদেশ করা'

১। 'ঔপনিষদং পুরুষং—।' (বৃঃ আঃ ৩/৯/২৬)

অর্থ,—ইনি উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য-পুরুষ।

উপনিষদে ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছেন। এইজন্য ব্রহ্মকে 'উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য-পুরুষ' এবং শ্রুতিকে 'ব্রহ্মপর' বলা হয়।

প্রভৃতির উল্লেখ দেখিয়া অন্ততঃ এ-কথা সুস্পষ্টরূপেই বলা যাইতে পারে। ইনি তদ্রূপ হইয়াও স্বকীয় সর্বশক্তিমত্তা সামর্থ নিবন্ধন, অচিন্ত্য—অনন্ত-বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয় হওয়ায়, তাই নিরাকার হইয়াও সাকার হইয়া ব্রহ্মাকে দর্শন দিয়াছেন, নিষ্ক্রিয় হইয়াও সক্রিয় হইয়া ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, নির্ধর্মক হইয়াও সধর্মকরূপে ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা হইয়াছেন। আবার তথাবিধ হইয়াও তৎকার্য সকল হইতে সম্পূর্ণ অস্পৃষ্টরূপে নিজ চিদানন্দ-স্বরূপে, স্বরূপ-বৈভবের সহিত সবিশেষরূপে নিত্যই বিরাজমান্ রহিয়াছেন। শ্রুতিসকল এবংবিধ বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রয় অচিন্ত্য—অনন্ত শক্তিমৎ ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক।

দ্রব্য, গুণ ও কর্মভেদে শক্তিকার্যের ত্রিবিধ অভিব্যক্তিরই নাম 'ভাব' বা 'ধর্ম'।

অবিচিন্ত্য শক্তিমৎ ব্রহ্মবস্তুর শক্তিকার্য অর্থাৎ শক্তিপদার্থ যাহা, তাহা প্রধানতঃ দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াভেদে ত্রিবিধ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, বায়ু, দেব, নর, অসুর, কিন্নর, কীট, পতঙ্গ, পুষ্প, পত্র, ঘট, পট, প্রভৃতির ন্যায় পদার্থ সকলকে 'দ্রব্য' কহে। শীতল, স্নিগ্ধ, সুন্দর, পবিত্র, করুণ, কোমল, কঠোর, উষ্ণ, উগ্র, মহান্, ব্যাপক, সগুণ, সাকার, সবিশেষ প্রভৃতির ন্যায় পদার্থ সকলকে 'গুণ' কহে; এবং চলা, বলা, হওয়া, দেওয়া, যাওয়া, থাকা, প্রভৃতির ন্যায় ক্রিয়া ভাব সকলকে 'কর্ম' বলা হয়। শক্তি-কার্যের প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ অভিব্যক্তিকে এক কথায় 'ভাব' বা 'ধর্ম' কহে।

নিজ নিজ অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবের সহিত উক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্মেরই সমূর্ত অবস্থা হইতেছে—লৌকিকালৌকিক নিখিল বিশ্ব-সংসার।

উক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম অথবা আরও সহজবোধ্য বিশেষ্য, বিশেষণ

ও ক্রিয়াপদ নির্দিষ্ট ত্রিবিধ পদার্থের সমূর্ত ভাবই লৌকিকালৌকিক নিখিল বিশ্ব-সংসার। অনন্ত ব্রহ্ম-শক্তির পরিণামরূপ উক্ত পদার্থত্রয় অবিরুদ্ধভাবে কিম্বা নিজ নিজ বিরুদ্ধভাবের সহিত বিদ্যমান্ থাকিয়া অনন্ত অপরিসংখ্যেয় বসুধাদি বিভূতি বা শক্তিকার্যরূপে ব্যক্ত হইতেছে।

তন্মধ্যে অবিরুদ্ধভাব যথা,—সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, সমুদ্র, কীট, পতঙ্গ, নীল, লোহিত প্রভৃতি।

(১) বিরুদ্ধ দ্রব্যভাব যথা,—সুর, অসুর, সমুদ্র, মরু, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, দাতা, গ্রহীতা, অণু, মহৎ, কুমার, কুমারী প্রভৃতি।

(২) বিরুদ্ধ গুণভাব যথা,—শীতল, উষ্ণ, কোমল, কঠোর, সগুণ, নির্গুণ, সাকার, নিরাকার, মহান্, অমহান্, ব্যাপক, অব্যাপক, স্থূল, সূক্ষ্ম, সবিশেষ, নির্বিশেষ প্রভৃতি।

(৩) বিরুদ্ধ কর্মভাব যথা,—চলা, না-চলা, বলা, না-বলা, গ্রহণ করা, ত্যাগ করা, ছোট হওয়া, বড় হওয়া, হওয়া, না-হওয়া, যাওয়া, না-যাওয়া, দেওয়া, না-দেওয়া প্রভৃতি।

'তটস্থ' ও 'স্বরূপ'—এই উভয় লক্ষণে শ্রুতি সকলে ব্রহ্মবস্তু নিরূপিত হইয়াছেন।

শক্তিগত ধর্ম বা তটস্থ-লক্ষণ ও স্বরূপগত ধর্ম বা স্বরূপ-লক্ষণ এই দ্বিবিধ-লক্ষণে বেদাদিশাস্ত্রে ব্রহ্মবস্তুকে নির্দেশ করা হইয়াছে। তদীয় কার্যদ্বারা তাঁহার যে পরিচয় অবগত হওয়া যায়, তাহা তটস্থ-লক্ষণ বা শক্তিগত-ধর্ম; এবং তদীয় আকার-প্রকার বা রূপ-গুণাদি বিষয়ের যে পরিচয়, তাহাই স্বরূপ-লক্ষণ বা স্বরূপগত-ধর্ম। প্রথমে শ্রুতিবর্ণিত তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ তদীয় শক্তিগত ধর্ম দ্বারা ব্রহ্ম-লক্ষণ বিদিত হইয়া, পরে আমরা স্বরূপ-লক্ষণে তদীয় পরিচয় অবগত হইতে সচেষ্ট হইব।

উক্ত অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধধর্মের যুগপৎ প্রকাশ ও অপ্রকাশ সামর্থ্যই সর্বশক্তিমত্তার পরিচায়ক— কিন্তু কেবল কোনও একতর পক্ষীয় ধর্মের প্রকাশ সামর্থ্যে নহে।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উক্ত বিরুদ্ধধর্মের একতর পক্ষ, অর্থাৎ কেবল নিরাকার নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, নির্ধর্মক প্রভৃতি একদেশ বা একপক্ষীয় ধর্মের আশ্রয় যিনি,—শ্রুতি সেরূপ ব্রহ্মপর নহেন। তাহা হইলে ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্তাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। যে-হেতু শ্রুতি সকলে সুস্পষ্টরূপে বিবিধ শক্তিযুক্ত শক্তিমৎ-ব্রহ্মই স্বীকৃত হইয়াছে।[১] অচিন্ত্য সর্বশক্তিমত্তা-সামর্থ নিবন্ধন যুগপৎ যিনি সবিশেষ হইয়াও নির্বিশেষ হইতে পারেন এবং নির্বিশেষ হইয়াও সবিশেষ হইতে পারেন, যিনি সাকার হইয়াও নিরাকার হইতে পারেন এবং নিরাকার হইয়াও সাকার হইতে পারেন, যিনি নির্গুণ, নির্ধর্মক, নিষ্ক্রিয়াদি হইয়াও সগুণ, সধর্মক, সক্রিয়াদি হইতে পারেন এবং তদ্রূপ হইয়াও আবার সমকালে তাহার কিছুই না হইতেও পারেন এবং কিছু-না-হইয়াও সমস্তই হয়েন ও হইতে পারেন,—এতাদৃশ অচিন্ত্য লক্ষণ সর্বসমর্থ ব্রহ্মই শ্রুতি সকলের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু। এই প্রকার যাহা কিছু অসম্ভব, যাহা কিছু

১। য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ (শ্বতাশ্বঃ ৪/১)

অর্থ,—যিনি স্বয়ং বর্ণরহিত হইয়াও নিজ নানাশক্তিদ্বারা বিবিধ বর্ণের * সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই বিশ্ব আদিতে তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তৎকর্তৃক রক্ষিত ও অন্তে তাঁহাতেই লীন হয়, সেই দেবতা আমাদিগকে শুভকরী বুদ্ধি প্রদান করুন।

'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।' (ঐ ৬/৮)

অর্থ,—তাঁহার বিবিধা পরাশক্তি ও স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার কথা শ্রবণ করা যায়।

*'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং—' (গীঃ ৪/১৩)

'নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষঃ—' (শ্বতাঃ ৪/৪)

সম্ভব, যুগপৎ যাহা কিছু সম্ভব ও অসম্ভব,—যাহা কিছু হওয়া, যাহা কিছু না-হওয়া, যাহা কিছু হইয়াও না-হওয়া,—শক্তিগত সমস্ত বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের প্রকাশ ও অপ্রকাশ সামর্থ যুগপৎ একই কালে যাঁহাতে সম্ভব হয়, এতাদৃশ অচিন্ত্য ব্রহ্মই যে, শ্রুতি সকলের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু, তাহা আমরা পরবর্তী আলোচনা দ্বারা প্রতিপাদন করিতে সচেষ্ট হইব।

'অচিন্ত্য' শব্দের অর্থে শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, 'অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্জ্ঞানম্'। অর্থাৎ যুক্তিতর্কের অতীত যে জ্ঞান, তাহাই অচিন্ত্য। শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন, 'দুর্ঘটঘটত্বং হি অচিন্ত্যত্বম্'। যাহা দুর্ঘট অর্থাৎ অসম্ভব, তাহাও সম্ভব হইলে ইহাই অচিন্ত্য। শ্রীরূপপাদ লিখিয়াছেন, 'প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্'। প্রকৃতির বিকার সমূহের অতীত বা অপ্রাকৃত বস্তু যাহা তাহাই অচিন্ত্য-লক্ষণ।

ব্রহ্মের শক্তিগত অচিন্ত্য বিরুদ্ধ ধর্মের অতিরিক্ত কেবল অবিরুদ্ধ—অর্থাৎ কেবল সর্বকল্যাণগুণাত্মক স্বরূপগত-ধর্মবিশিষ্ট ব্রহ্মবস্তুই শ্রুতির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়; এবং তিনিই পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত সর্বমূল—শ্রীকৃষ্ণ।

শক্তিগত ধর্মে তদ্রূপ হইয়াও, আবার সমকালেই তদতিরিক্ত নিজ স্বরূপগত অবিরুদ্ধধর্ম-লক্ষণে অর্থাৎ যিনি সর্ব হেয়গুণ (প্রাকৃতগুণ) বিবর্জিত—কেবল অপ্রাকৃত—অনন্ত কল্যাণগুণময় ও অশেষ সৌন্দর্য ও মাধুর্য-নিলয়—নবীন জলদকান্তি —নবকিশোর -স্বরূপে, স্বরূপবৈভবের সহিত নিত্যলীলাপরায়ণ, তদ্রূপ কোনও এক অচিন্ত্য —অত্যদ্ভুত—অনন্ত শক্তিমৎ ব্রহ্মকেই শ্রুতি সকল সর্বভাবে বর্ণন করিয়াছেন; এবং তিনিই যে, স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ, ইহাও সর্বভাবে প্রমাণিত হইয়া থাকে। বেদের দুর্বোধ্য ও পরোক্ষবাদের দুর্ভেদ্য

আবরণে, তদীয় ইচ্ছায় তাঁহাকে আবৃত রাখা হইলেও, তৃণাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সেই পরম সত্য সর্বভাবেই অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে।[১]

শ্রুতি সকলে নানাভাবে বর্ণিত তটস্থ-লক্ষণগুলির যুগপৎ সংযুক্ত ও সমন্বিত ভাবই হইতেছে—শক্তি ও শক্তিমৎ ব্রহ্মে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-লক্ষণ।

শ্রুতি সকল এতাদৃশ ব্রহ্মবস্তুকে প্রথমতঃ শক্তিগত ধর্মে বা তটস্থ-লক্ষণে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কোথাও (১) অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধধর্ম-লক্ষণে, কোথাও বা (২) কেবল বিরুদ্ধধর্ম-লক্ষণে, কোথাও বা (৩) কেবল বিরুদ্ধধর্মের একপক্ষীয় লক্ষণে, কোথাও (৪) কেবল অবিরুদ্ধধর্ম-লক্ষণে নির্দেশ পূর্বক, আবার স্থলবিশেষে (৫) তদতিরিক্ত অর্থাৎ স্বরূপগত কেবল অবিরুদ্ধধর্ম লক্ষণে, অর্থাৎ সর্ব হেয়গুণ (প্রাকৃত গুণ বা ধর্ম) বিবর্জিত—কেবল অপ্রাকৃত অশেষ কল্যাণরূপ-গুণাদি বিশিষ্ট স্বরূপ-লক্ষণে তাঁহাকে নিরূপণ করিয়াছেন। সাকল্যে শক্তিগত বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সমস্ত ধর্মগুলি যুগপৎ সমন্বিত করিয়া, তৎসমুদয় হইবার সামর্থের সহিত—তৎবিরুদ্ধ বা বিপরীত যাহা, সমকালেই আবার তাহা না হইবার সামর্থও তৎসহ যোজনা করিলে যাহা অভিব্যক্ত হয়,—তাহাই হইতেছে ব্রহ্মবস্তুর পরিপূর্ণ তটস্থ-লক্ষণ এবং ইহারই নাম—'অচিন্ত্য-লক্ষণ'। অর্থাৎ যে শক্তিগত লক্ষণে, তদীয় শক্তিধর্ম সকলের সহিত তাঁহার স্বরূপকে অপৃথক বা অভেদও চিন্তা করা যায় না, আবার পৃথক বা ভেদও চিন্তা করা যায় না—যুগপৎ এতাদৃশ লক্ষণের প্রকাশ যেখানে—তাহাই শক্তি ও শক্তিমানে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-লক্ষণ' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়।[২]

১। কৃষ্ণোপনিষদ্, গোপালতাপনী উপনিষদ্ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

২। তস্মাৎ স্বরূপাদিভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ—ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি।

(শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভীয়-সর্বসম্বাদিনী)

ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্মে ও ধর্মীতে অভেদ লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপগত রূপ-গুণাদি, স্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্নতত্ত্ব এবং এই স্বরূপ-লক্ষণই হইতেছে—আরও পরম অচিন্ত্য-লক্ষণ

এ-স্থলে ইহারও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, উক্ত শক্তিগত ধর্মের অতিরিক্ত তদীয় স্বরূপগত পূর্বোক্ত (৫) অশেষ কল্যাণগুণ-রূপাদিময়—কেবল অবিরুদ্ধ ধর্ম যাহা, —সেই ধর্মে ও ধর্মীতে সম্পূর্ণ অভেদরূপে স্বরূপ বৈভবের সহিত যে নিত্য অবস্থিতি, ব্রহ্মবস্তুর এই স্বরূপ-লক্ষণ হইতেছে পূর্বোক্ত শক্তিগত অচিন্ত্য ভেদাভেদ লক্ষণেরও উর্দ্ধে ইহা আরও মহা-অচিন্ত্য লক্ষণ! —ইহাই হইতেছে সর্ব প্রাকৃত-গুণসম্বন্ধ বিবর্জিত—অপ্রাকৃত রূপ-গুণময় নিত্য লীলা পরায়ণ—সবিশেষ শ্রীভগবৎ-স্বরূপ বা সর্বমূল—স্বয়ংভগবৎ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ।

শ্রুতিবর্ণিত ব্রহ্মবস্তুর তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণের যথাক্রমে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন।

অতঃপর যথাক্রমে শ্রুতিসকল হইতে উক্ত লক্ষণগুলির কতিপয় দৃষ্টান্ত, দিগ্‌দর্শনস্বরূপ এস্থলে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।[১]

(১) ব্রহ্মবস্তুর অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধধর্ম-লক্ষণ বা পরিপূর্ণ তটস্থ-লক্ষণ; যথা,—

"অস্থূলোঽনণুরমধ্যমো মধ্যমোঽব্যাপকোব্যাপকো হরিরাদিরণাদিরবিশ্বো বিশ্বঃ সগুণো নির্গুণঃ ইতি।" (শ্রীভগবৎসন্দর্ভধৃত (৩২) মধ্বভাষ্য প্রমাণিত শ্রুতিবাক্য।)

অর্থ,—যে-হেতু স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহা ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। ফলতঃ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

১। ইহার বিস্তরিত আলোচনা—গ্রন্থাকারকৃত 'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি' গ্রন্থের প্রথম কিরণের ষষ্ঠ-উল্লাসে দ্রষ্টব্য।

উক্ত শ্রুতিতে যাঁহাকে 'ব্যাপক' লক্ষণে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহাকেই আবার 'অব্যাপক' বলা হইয়াছে; কেবল যে তিনি 'ব্যাপক' ও 'অব্যাপক' এই বিরুদ্ধ-ধর্মযুক্ত তাহাই নহে,—তথাবিধ হইয়া আবার 'মধ্যম'রূপ অবিরুদ্ধ ধর্মযুক্তও তিনি। আবার তিনি যেমন যুগপৎ 'ব্যাপক' 'অব্যাপক' ও 'মধ্যম'রূপ বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রয় হয়েন,—এতাদৃশ হইয়াও সেই একই সময়ে তিনি আবার 'অস্থূল' (অর্থাৎ ব্যাপক বা মহৎ নহেন), অনণু (অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা অব্যাপক নহেন), এবং অমধ্যম অর্থাৎ মধ্যমও নহেন। এইরূপ আদি হইয়াও অনাদি, বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বরূপ, সগুণ হইয়াও নির্গুণ ইত্যাদি প্রকারে যুগপৎ সমস্ত বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ধর্মের তিনিই আশ্রয় হইতেছেন। এইরূপ এক অত্যদ্ভুত—অচিন্ত্য—অবিতর্ক্য সর্বশক্তিমৎ পুরুষকেই সর্বসমর্থ ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান্ বলা হয়।[1] (উক্ত শ্রুতি বাক্যে তাঁহাকে স্পষ্টতঃ ভগবদ্বাচক 'হরি' শব্দেই উল্লেখ করা হইয়াছে।)

(চ) যুগপৎ বিরুদ্ধধর্ম-লক্ষণ; যথা,—

ক) "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্—" (শ্বেতাশ্ব ৩/২০)
অর্থাৎ—তিনি (ব্রহ্ম) সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মহান্ হইতেও মহত্তর। (খ) "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ—" (মুণ্ডক ৩/১/৭)
অর্থাৎ,—তিনি দূর হইতেও সুদূরে এবং নিকট হইতেও সন্নিকটে।
(গ) "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।"
(কাঠকে ১/২/২১)
অর্থাৎ,—তিনি উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন; শায়িত থাকিয়াও সর্বত্র যাইয়া থাকেন।
(ঘ) "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে—" (পুরুষসূক্তে)
অর্থাৎ,—তিনি জন্মরহিত হইয়াও বহুধা জন্ম পরিগ্রহ করেন।

১। 'ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থ কহে—ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ—অনূর্দ্ধ-সমান ॥ (শ্রীচৈঃ ৭পঃ)

(ঙ) "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা—" (শ্বেতাশ্ব ৩/১৯)
অর্থাৎ,—তিনি হস্ত-পদ রহিত হইয়া গ্রহণ ও গমন করেন। ইত্যাদি।

(৩) বিরুদ্ধধর্মের একতর বা একপক্ষীয় লক্ষণ; যথা,—

(ক) "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ—" (শ্বেতাশ্ব ৩/১৬)
অর্থাৎ,—সর্বত্র তাঁহার কর-চরণ।
"অপাণিপাদো —" (শ্বেতাশ্ব ৩/১৯)
অর্থাৎ,—তিনি কর-চরণহীন।

(খ) "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ—" (শ্বেতাশ্ব ৩/১৪)
অর্থাৎ,—তিনি সহস্র সহস্র শির চক্ষু ও চরণ বিশিষ্ট।
"পশ্যত্যচক্ষুঃ—(শ্বেতাশ্ব ৩/১৯)
অর্থাৎ,—তিনি অচক্ষু তথাপি দেখেন।

(গ) "অশব্দমস্পর্শমরূপম্—" (কাঠকে ৩/১৫)
অর্থাৎ, তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ।
"বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্—" (শ্বেতাশ্ব ৪/১৪)
অর্থাৎ,—তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার অনেক রূপ।

(৪) শক্তিগত অবিরুদ্ধধর্ম লক্ষণ; যথা,—

(ক) "নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমূদ্রা।" (শ্বেতাশ্ব ৪/৪) অর্থাৎ,—তুমি (ব্রহ্ম) ভ্রমরাদি নীল পতঙ্গ, লোহিত চক্ষু হরিদ্বর্ণ শুকাদি তুমিই; তুমি তড়িদ্‌গর্ভ মেঘ, ঋতু এবং সাগর সমূহ।

(খ) "তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।" (শ্বেতাশ্ব ৪/২)
অর্থাৎ,—তিনি অগ্নি, তিনি আদিত্য, তিনি বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা।

(৫) অতঃপর স্বরূপ-লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপগত অশেষ কল্যাণাত্মক কেবল অবিরুদ্ধধর্ম-লক্ষণের কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, যথা,—

(ক) "যং তে রূপং কল্যাণতমং—" (বৃহদারণ্য ৫/১৫/১)
অর্থাৎ,—তোমার যে কল্যাণতম অতি মধুর রূপ।

(খ) "রসো বৈ সঃ—" (তৈত্তি ২/৭)
অর্থাৎ,—তিনি রসস্বরূপ।

(গ) "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ।" (ছান্দো ৮/৭/১)
অর্থাৎ,—তিনি (স্বরূপতঃ) অপাপবিদ্ধ, জরা-মৃত্যু-শোকহীন, ক্ষুৎপিপাসাবর্জিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি।

অতএব কেবল অবিরুদ্ধধর্ম বা বিরুদ্ধধর্মের এক পক্ষীয় লক্ষণেই নহে,—শ্রুতিবর্ণিত সমস্ত লক্ষণগুলি যুগপৎ যাঁহাতে সমন্বিত হয়,—তাঁহাকেই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-লক্ষণে বিদিত হইতে হইবে।

সমস্ত বিরুদ্ধাবিরদ্ধ-ধর্মের যুগপৎ প্রকাশ ও অপ্রকাশ সামর্থ ভিন্ন ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্তা বা সর্বসক্ষমতা সিদ্ধ হয় না।

তদ্ভিন্ন (১) কেবল অবিরুদ্ধধর্মের প্রকাশ সামর্থ দ্বারা , কিম্বা (২) কেবল বিরুদ্ধধর্মের কোন একতর পক্ষের প্রকাশ সামর্থ দ্বারা, অথবা (৩) বিরুদ্ধ ধর্মের যুগপৎ উভয় পক্ষের অপ্রকাশ সামর্থহীন—কেবল প্রকাশ সামর্থ দ্বারা সর্বশক্তিমত্তা বা সর্বসক্ষমতা সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু (৪) **বিরুদ্ধাবিরুদ্ধধর্মের যুগপৎ প্রকাশ সামর্থ এবং প্রকাশ সামর্থের বিরুদ্ধ যে অপ্রকাশ সামর্থ—সমকালে এবংবিধ প্রকাশ ও অপ্রকাশ সামর্থযুক্ত[১] যে, বিরুদ্ধাবিরুদ্ধধর্মের আশ্রয়ত্ব—ইহাই হইতেছে সর্বশক্তিমত্তার ও সর্বসক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক এবং ইহারই নাম—অচিন্ত্য-লক্ষণ।**

উক্তপ্রকার অচিন্ত্য ব্রহ্ম-সামর্থ সম্বন্ধেই শ্রীমজ্জীব গোস্বামীচরণ

১। 'কিমস্তিনাস্তিব্যপদেশভূষিতং'—ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। (ভাঃ ১০/১৪/১২)

অতি সংক্ষেপে—মাত্র তিনটি শব্দ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা,—'তস্মাচ্চৈয় ঈশ্বরঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ।' (ক্রমসন্দর্ভঃ ভাঃ ৭/৬/২-৩)[১] অর্থাৎ উক্ত অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ-ধর্মের প্রকাশ বিষয়ে যিনি সমকালেই করিতেও সমর্থ, না-করিতেও সমর্থ এবং এককে যে-কোনরূপ অন্যপ্রকার করিতেও সমর্থ,—তিনিই সর্বশক্তিমৎ ব্রহ্মলক্ষণে লক্ষিত হইবার যোগ্য; এবং তিনিই হইতেছেন পরমেশ্বর বা শ্রীভগবান্।

আবার (৫) শক্তিগত সামর্থে তদ্রূপ হইয়াও—তদতিরিক্ত নিজ স্বরূপগত অপ্রাকৃত রূপগুণাদির সহিত সম্পূর্ণ অভিন্নরূপে, নিত্যলীলায়িত স্বরূপে যে অবস্থিতি, এই স্বরূপগত সামর্থের অচিন্ত্যত্ব, শক্তিগত অচিন্ত্য-লক্ষণ হইতেও আরও মহা-অচিন্ত্যই জানিতে হইবে।

পূর্বোক্ত ১—৪ সংখ্যক ব্রহ্ম লক্ষণগুলির মধ্যে স্বাভাবিকত্ব, অদ্ভুতত্ব ও অচিন্ত্যত্ব নির্ণয়।

উক্ত বিষয়টির বোধ-সৌকর্যের জন্য সদৃষ্টান্ত ইহাই বলিতে পারা যায় যে,—

(১) যিনি ভ্রমরাদি নীলপতঙ্গ, লোহিতচক্ষুহরিদ্বর্ণ শুকাদি, কিম্বা মেঘ, ঋতু, সাগর, অথবা অগ্নি, আদিত্যাদির ন্যায় কেবল অবিরুদ্ধধর্ম সকলের প্রকাশ বিষয়েই সক্ষম কিন্তু বিরুদ্ধ বিষয়ে নহে, তাঁহার পক্ষে সর্বশক্তিমত্তা বা সর্বসক্ষমতা সিদ্ধ হয় না। ইহার সর্বত্রই স্বাভাবিকতাব্যঞ্জক।

(২) অথবা যিনি কেবল অণু কিন্তু যুগপৎ মহৎ নহেন, কিম্বা কেবল মহৎ,—অণু নহেন, কেবল দূরে,—নিকটে নহেন, কেবল

১। স্বয়ম্ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি হইতেও উহা অবগত হওয়া যায়; যথা,—'তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে। সবে মিলি জানাহ জগন্নাথের চরণে ॥ ঈশ্বর জগন্নাথ—যাঁর হাতে সর্ব অর্থ। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ ॥ (শ্রীচৈঃ ৩/৯/৪২-৪৩)

নিকটে,—দূরে নহেন, কিম্বা কেবল সাকার, সবিশেষ, সক্রিয় সধর্মক কিন্তু যুগপৎ তদ্বিরুদ্ধ বা বিপরীত—নিরাকার, নির্বিশেষাদি নহেন, অথবা যিনি কেবল নিরাকার, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, নির্ধর্মক কিন্তু যুগপৎ তদ্বিরুদ্ধ সাকার, সবিশেষাদি নহেন,—তাঁহার পক্ষেও সর্বশক্তিমত্ত্বা সিদ্ধ হয় না। যে-হেতু ক্ষুদ্র হইয়া বৃহৎ হইতে না পারা, ইহা যেমন অক্ষমতার পরিচায়ক, তেমনি বৃহৎ হইয়া ক্ষুদ্র হইতে না-পারাও তদ্রূপ সামর্থের অসম্পূর্ণতা-ব্যঞ্জকই বুঝিতে হইবে। সেইরূপ সকল বিরুদ্ধধর্মের একপক্ষীয় সামর্থ সম্বন্ধে এই কথাই প্রযুক্ত; সুতরাং ইহা দ্বারা সর্ব্বশক্তিমৎ ব্রহ্ম-লক্ষণ সিদ্ধ হইতে পারে না এবং এই প্রকার বিরুদ্ধধর্মের কোন এক দেশ বা একতর লক্ষণের আশ্রয়ত্ব যাহা,—তাহা অচিন্ত্যও নহে,—এমন কি তাহাতে অদ্ভুতত্বও নাই।

(৩) অথবা যিনি কেবল অণু মহৎ, দূরে নিকটে, সাকার নিরাকার, সবিশেষ নির্বিশেষ, সক্রিয় নিষ্ক্রিয়াদি—যুগপৎ বিরুদ্ধধর্মের প্রকাশ বিষয়ে সমর্থ কিন্তু সমকালে তৎবিরুদ্ধ বা বিপরীত যে অপ্রকাশ সামর্থ—তৎপ্রকাশ বিষয়ে অসমর্থ, তাঁহার পক্ষেও সর্বশক্তিমত্তাদি ব্রহ্ম-লক্ষণ সিদ্ধ হয় না। যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের কেবল প্রকাশ সামর্থ অন্যত্র অসম্ভব হওয়ায়, উহা অত্যদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেই অদ্ভুতত্ব, আমাদিগের বোধের সীমাকে অতিক্রম করে না বলিয়া, উহা অচিন্ত্য-লক্ষণ হয় না।

ব্রহ্ম-সামর্থ স্বভাবতঃই আমাদের বাক্য ও মনের অতীত সীমায় অবস্থিত বলিয়া, উহা অচিন্ত্য বিষয়। তথাপি যথেষ্টরূপে শাস্ত্র প্রতিপাদ্য এবং সম্যকরূপে ভক্তিগ্রাহ্য।

শ্রুতি, ব্রহ্ম-সামর্থকে বোধের সীমার অতীত—অচিন্ত্য-লক্ষণেই নির্দেশ করিয়াছেন,—

'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥

(তৈত্তি ২/৯)

অর্থাৎ, যাঁহার মহিমা ও বিভূত্যাদির সীমা না-পাইয়া, বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আইসে। সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন, তিনি কোনবস্তু হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়েন না।

সুতরাং আমাদের বাক্য ও মনের গতি যে সীমাকে অতিক্রম করিতে পারে না, এরূপ সীমায় অবস্থিত যাহা, তাহাই হইতেছে বোধের অতীত সুতরাং অচিন্ত্য-লক্ষণ।

আমাদিগের বাক্য ও মন তদীয় মহিমাকে অতিক্রমপূর্বক সাকল্যে উহা চিন্তা করিতে পারে না বলিয়াই যে, তিনি অচিন্ত্য, তাহা নহে,—তাঁহার মহিমাই এতাদৃশ অনন্ত—অচিন্ত্য যে, আমাদিগের বাক্য মন তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। 'ন হ্যন্তো যদ্বিভূতীনাং সোঽনন্ত ইতি গীয়সে।' (ভাঃ ৪/৩০/৩১) অর্থাৎ যাঁহার বিভূত্যাদির অন্ত পাওয়া যায় না বলিয়া তিনি 'অনন্ত' নামে কীর্তিত হয়েন।

অচিন্ত্য ব্রহ্ম-লক্ষণ জীবের বাক্য ও মনের অতীত হইলেও উহা শাস্ত্রবাচ্য ও শাস্ত্রবেদ্য।

সুতরাং 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে—' (তৈত্তি ২/৯) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে যদি ব্রহ্মকে একেবারেই অবাচ্য ও অবেদ্য বস্তু বলিয়া মনে করা হয় এবং তন্নিমিত্ত বেদাদি শাস্ত্রের বাচ্য-বাচকতা লক্ষণও নিরর্থক বোধ করা হয়, তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ তাঁহাকে 'ঔপনিষদং পুরুষ—' (বৃঃ আঃ ৩/৯/২৬) অর্থাৎ ইনি উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষ; 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (ব্রঃ সূঃ) অর্থাৎ তিনি শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপাদ্য এবং শাস্ত্রের উৎপত্তি স্থল,—ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য হইতে, তিনি যে শাস্ত্রকর্তৃক তদ্রূপ

একান্ত অবাচ্য ও অবেদ্য নহেন,—ইহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে। তিনি স্বয়ংই গীতায় বলিয়াছেন,—' বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো'—(গী' ১৫/১৫), অর্থাৎ সমস্ত বেদের আমিই বেদ্যবস্তু। সুতরাং ব্রহ্ম ও বেদাদি শাস্ত্রের মধ্যে বাচ্য-বাচকতা-লক্ষণ কোন প্রকারেই নিরর্থক হইতেছে না। উক্ত 'যতো বাচো—' ইত্যাদি শ্লোকের শেষ চরণেও ব্রহ্মের আনন্দ বিষয়ে জানিবার কথাই স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে।

উহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে,—তদীয় মহিমা বা সামর্থ্যাদির সীমা এমনই অসীম সীমায় অবস্থিত যে, উহার শেষ সীমা পর্যন্ত কেহই স্বকীয় সামর্থে পৌছাইতে পারে না; অর্থাৎ কেহই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে না। 'পক্ষী যথা আকাশের অন্ত নাহি পায়। যার যতশক্তি ততদূর উড়ি যায়'—সেইরূপ যাঁহার বাক্য ও মনোগতির যতদূর সামর্থ ততদূর পর্যন্ত উহাকে চালিত করিলেও, তাঁহার স্বরূপ ও মহিমাকাশের শেষ সীমা কেহ কোন দিন প্রাপ্ত হইবেন না,—এতাদৃশ অচিন্ত্য ও অসীমই শ্রুতি প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তুর মহিমা। তবে তিনি স্বয়ং কৃপা করিয়া কাহাকেও উহা জানাইবার ইচ্ছা করিলে, তদীয় অচিন্ত্য কৃপাশক্তি দ্বারা তাহা বহুল পরিমাণে সম্ভব হইতে পারে। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—' (কাঠকে ১/২/২৩), অর্থাৎ যাঁহাকে ইনি আত্মবরণ করেন, তাঁহা দ্বারাই লভ্য হয়েন—ইত্যাদি। এ-বিষয়ে শ্রীভীষ্মদেবকর্তৃক উক্ত হইয়াছে,—

> ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে।
> যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥
>
> (মহাভাঃ শান্তি পঃ ৩৩৬/১৯)

ইহার অর্থ,—হে বৃহস্পতে! আপনি বা আমরা কেহই তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ নহি; তিনি যাহার প্রতি কৃপা করেন, সেই ব্যক্তিই

তাঁহাকে নিশ্চয়ই দেখিতে পায়। অর্থাৎ—'কেহ না জানিতে পারে, যদি না জানায়।'

একই তত্ত্ববস্তুর অধিকারীভেদে ত্রিবিধ প্রকাশ;— ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্।

ব্রহ্মবস্তুর পরিপূর্ণ স্বরূপ—শ্রীভগবৎ-সংজ্ঞায় এবং আরও বিশেষভাবে—শ্রীকৃষ্ণ-সংজ্ঞায় শাস্ত্রে পরিকীর্তিত হইয়াছে। সেই এক অখণ্ড বা অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণই, সাধকের অধিকার ভেদে, নির্বিশেষ—'ব্রহ্ম', আংশিক সবিশেষ—'পরমাত্মা', পূর্ণসবিশেষ—'ভগবান্' ও পরিপূর্ণ সবিশেষ—'শ্রীকৃষ্ণ' নামে কথিত হয়েন; যথা,—

বদন্তি তৎ-তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

(শ্রীভাঃ ১/২/১১)

ইহার অর্থ,—তত্ত্ববিদ্গণ এক অদ্বিতীয় চৈতন্য বা অখণ্ড জ্ঞানবস্তুকে 'তত্ত্ব' বলেন। সেই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের যাহা নির্বিশেষ প্রকাশ,—নির্ভেদ দৃষ্টি জ্ঞানিগণ তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলেন; যাহা অন্তর্যামীরূপ আংশিক প্রকাশ,—অষ্টাঙ্গযোগিগণ তাঁহাকে 'পরমাত্মা' বলেন; এবং যাহা সর্বশক্তিসমন্বিত সচ্চিদানন্দঘন—পূর্ণ সবিশেষ প্রকাশ,—ভক্তগণ তাঁহাকেই 'শ্রীভগবান্' বলেন। (এক অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ংভগবান্ বা স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণেরই মূলতঃ এই ত্রিবিধ প্রকাশভেদ মাত্র।)

শ্রীভগবৎ-স্বরূপ একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য বস্তু।

সেই শ্রীভগবৎ-স্বরূপ একমাত্র ভক্তি দ্বারাই বশীভূত ও গ্রাহ্য হয়েন।[১] এইজন্য কেবল ভক্তই তদীয় সেই কৃপাকে পূর্ণরূপে আকর্ষণ

১। 'ভক্তিবশঃ পুরুষঃ—' (শ্রুতি)।

করিতে পারেন এবং শ্রীভগবানেরও কেবল 'ভক্তবৎসল' নামেরই প্রসিদ্ধি থাকায়, ('কর্মীবৎসল', 'জ্ঞানী-বৎসল' বা 'যোগী-বৎসল' নহে।—শ্রীচক্রবর্তীপাদ) তাই নিজ ভক্তগণকেই স্বকৃপায় পরিপূর্ণ অনুভূতি[১] ও সাক্ষাৎকার প্রদান করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন জ্ঞান ও যোগাদি দ্বারা তদীয় নির্বিশেষ কিম্বা আংশিক সবিশেষ স্বরূপের অনুভূতি মাত্র হয় বলিয়া, জ্ঞানী ও যোগী প্রভৃতি কর্তৃক তদীয় মহিমাদিও নির্বিশেষ কিম্বা আংশিক সবিশেষভাবেই বাচ্য ও বেদ্য হয়েন।

'বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে'—এই প্রচ্ছন্ন শ্রুতি বাক্যের স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নিগূঢ় তাৎপর্য।

এ-স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে,—পূর্বোক্ত 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (তৈত্তিঃ ২/৯) অর্থাৎ, যাঁহার মহিমাদির সীমা না পাইয়া বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আইসে,—এই পরোক্ষ শ্রুতিবাক্য হইতে, তিনি কে? অর্থাৎ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা কিংবা শ্রীভগবান্, তাহা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু শ্রুতির এই নির্বিশেষ উক্তির সবিশেষ ও সুস্পষ্ট অর্থ আমরা শ্রীভাগবত হইতেই অবগত হইতে পারি।

বিদুরের প্রতি মৈত্রেয় মুনির উক্তি যথা,—

> যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ ।
> অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ (৩/৬/৩৯).

ইহার অর্থ,—যাঁহাকে জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া মন বাক্যের সহিত প্রত্যাবৃত্ত হয়,—কেবল মন ও বাক্যই নহে, অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা রুদ্র, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ ও অন্য সকলে যাঁহার মহিমা অবগত হইতে

১। 'তত্তৎ শ্রীভগবত্যেব—' ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। (২০ পৃষ্ঠায়)

পারেন না, সেই দুর্জ্ঞেয় শ্রীভগবান্‌কে কেবল প্রণাম করি। (শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকানুসারে)।

অতএব শ্রুত্যুক্ত সমুদয় ব্রহ্ম-লক্ষণ সকল যে শ্রীভগবৎপর এবং সর্বমূল—স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেই যে তৎসমুদয়ের নিগূঢ় অভিপ্রায় পর্যবসিত , এ-কথা এখন সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

যুগপৎ কেবল বিরুদ্ধধর্মের আশ্রয় হওয়াই 'অচিন্ত্য' নহে; উহা হইয়াও আবার সমকালে না হইবার সামর্থ থাকা ইহাই যথার্থ অচিন্ত্য-লক্ষণ।

তাহা হইলে বুঝিলাম, উক্ত বিরুদ্ধধর্ম সকলের যুগপৎ কেবল প্রকাশ সামর্থ, উহা অত্যদ্ভুত বা অত্যাশ্চর্য লক্ষণ হইলেও—অচিন্ত্য-লক্ষণ নহে।

(৪) কিন্তু উক্ত বিরুদ্ধধর্ম্মের যুগপৎ প্রকাশ ও অপ্রকাশ সামর্থ, অর্থাৎ উহা হইয়াও আবার সমকালে না হইবার সামর্থ যাহা, যথার্থরূপে কেবল উহাই আমাদের বাক্য ও মনোগতির সীমাকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত, অর্থাৎ ধারণার অতীত বিষয়; সুতরাং এতাদৃশ সামর্থই হইতেছে অচিন্ত্য-লক্ষণ। তাই যুগপৎ 'হইয়াও না-হওয়া' এই পরিপূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয়রূপ অচিন্ত্য-লক্ষণেও শ্রুতিসকল স্থলবিশেষে ব্রহ্মবস্তু নির্দেশ করিয়াছেন, ইহাও দেখা যায়;—

'প্রকৃতিশ্চ প্রাকৃতঞ্চ যন্ন জিঘ্রন্তি জিঘ্রন্তি যন্ন পশ্যন্তি পশ্যন্তি যন্ন শৃন্বন্তি শৃন্বন্তি যন্ন জানন্তি জানন্তি চ।—'

(শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভধৃত (১০১) সৌপর্ণশ্রুতি)।

ইহার অর্থ,—প্রকৃতি হইয়াও যিনি প্রাকৃত গ্রহণ করেন না, গ্রহণ করিয়াও যিনি দেখেন না, দেখিয়াও যিনি শ্রবণ করেন না, শ্রবণ করিয়াও যিনি জানেন না এবং না জানিয়াও যিনি জানেন,—ইত্যাদি।

অর্থাৎ একই সময়ে সমস্ত করিয়া ও হইয়াও কিছু না করা বা না-হওয়া,—এইরূপ না জানারূপে তাঁহাকে যে জানা, ('নো ন বেদেতি বেদ চ।' কেনোপ° ১০) ইহাই অচিন্ত্য-লক্ষণ।

শক্তি ও শক্তিমৎ সম্বন্ধীয় ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে ও অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বেই সর্বশ্রুতি বাক্যের সমন্বয় ও পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-লক্ষণের প্রকাশ।

তাহা হইলে অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রয় অর্থাৎ সর্বশক্তিমৎ ব্রহ্মের সহিত তদীয়-শক্তির ভেদ ও অভেদাদি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সমন্বয়ে আমরা এখন সহজেই নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে,—

১। 'ভেদ হয়েন'—এইরূপ দ্বৈতবাদ স্থাপনে তদীয় বিরুদ্ধধর্মের কেবল এক পক্ষই স্বীকৃত হওয়ায়, ইহা আংশিক সত্য হইলেও পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-লক্ষণ হইতেছে না।

২। 'অভেদ হয়েন'—এইরূপ অদ্বৈতবাদ স্থাপনে তদীয় বিরুদ্ধধর্মের অপরপক্ষ মাত্রই স্বীকৃত হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাও ব্রহ্ম-লক্ষণের আংশিক অভিব্যক্তি হইলেও, পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-লক্ষণ নহে এবং উক্ত উভয় লক্ষণের মধ্যেই অচিন্ত্যত্ব কিম্বা অদ্ভুতত্ব কিছুই নাই।

৩। 'ভেদাভেদ হয়েন'—এইরূপ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্থাপিত হইলে,[১] ইহা দ্বারা তদীয় বিরুদ্ধধর্মের যুগপৎ উভয়পক্ষই স্বীকৃত হওয়ায়, ইহাতে অদ্ভূতত্ব থাকিলেও ইহা অচিন্ত্য হইতেছে না; যে-হেতু যুগপৎ বিরুদ্ধ-লক্ষণান্বিত হওয়া, ইহা অদ্ভুত হইলেও—উক্তপ্রকার হইয়াও আবার হওয়ার বিরুদ্ধ যে না-হওয়া, সমকালেই আবার না-হইবার সামর্থের

১। ভেদাভেদ সম্বন্ধীয় অপর মতবাদ সকলও উক্ত প্রকার ব্রহ্ম-লক্ষণের অল্পাধিক পরিমাণ আংশিক সত্য কিন্তু পরিপূর্ণ লক্ষণ নহে।

প্রকাশই হইতেছে 'অচিন্ত্য-লক্ষণ' ও যথার্থ সর্বশক্তি-মত্তার পরিচায়ক।

অতএব

৪। 'ভেদাভেদ হয়েন ও নহেন' অর্থাৎ যুগপৎ 'ভেদও হয়েন অভেদও হয়েন, ভেদও নহেন অভেদও নহেন'—শ্রুত্যুক্ত এই যে সমস্ত লক্ষণের সমন্বয়,—ইহাই হইতেছে 'অচিন্ত্য' সুতরাং ইহাই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-লক্ষণ। 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' বলিলে সমকালে 'হয়েন' ও 'নহেন' সামর্থযুক্ত ভেদাভেদ-লক্ষণকেই বুঝাইয়া থাকে। ইহাই সম্পূর্ণ ব্রহ্ম-লক্ষণ; —যাহা বাক্য ও মনের অতীত সীমায় অবস্থিত, সুতরাং অচিন্ত্য! **ইহাই শ্রীচৈতন্য ও তৎপদাব্জ-ভৃঙ্গ গোস্বামিগণের দ্বারা 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' নামে জগতে প্রবর্তিত হইয়া, যদ্দ্বারা সমস্ত শ্রুতি বাক্যের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।**

উক্ত প্রকারে সমস্ত হইয়াও আবার সমকালেই তাহার কিছু না হইবার সামর্থরূপ অচিন্ত্য ভেদাভেদের কথাই শ্রীভগবান্ স্বয়ংই শ্রীমুখে গীতায় উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—

> ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
> মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥
> ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।
> ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ (৯/৪-৫)

ইহার অর্থ,—অব্যক্ত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়মূর্তি আমাকর্তৃক এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। সমস্ত ভূত চৈতন্যস্বরূপ আমাতেই অবস্থিত; কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি।

আবার ভূতগণ আমাতে অবস্থিত নহে। আমার অচিন্ত্য ঐশ্বর্যযোগ অবলোকন কর। আমার পরমস্বরূপ ভূতগণের ধারক ও পালক হইয়াও ভূতস্থ নহে।

উক্ত শ্রীভগবদ্বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য—শ্রীচরিতামৃতে নিম্নোক্ত পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে; যথা—

'এই মত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয় ।
সর্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তিময় ॥
আমিত জগতে বসি, জগৎ আমাতে ।
না আমাতে জগৎ বৈসে, না আমি জগতে ॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য এই জানিহ আমার ।
এইত' গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥

(শ্রীচৈঃ ১/৫)

শ্রুত্যুক্ত সর্বধর্মাশ্রয় ব্রহ্মবস্তুই শ্রীভগবত্তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তত্ত্বের পরমাবস্থা বা স্বয়ং-ভগবান্ ।

শ্রুতি সকলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে ব্রহ্ম-লক্ষণ সকল যাহা উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করিতে হইলে নানাবাদ বিবাদের উৎপত্তি অনিবার্যই হইয়া থাকে। কিন্তু তৎসমুদয় উক্তিকে একত্রে সমন্বিত করিলে যে লক্ষণের প্রকাশ হয়,—তাহাই হইতেছে বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ-সর্বধর্মান্বিত পরিপূর্ণ ও অচিন্ত্য ব্রহ্ম-লক্ষণ। সর্বশক্তিমৎ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীভগবত্তত্ত্বেই যে লক্ষণ সকলের প্রকাশ হইয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—সেই ভগবত্তত্ত্বের পরমাবস্থা বা স্বয়ং ভগবান্। ('কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। ভাঃ ১/৩/২৮)

'বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান ।
ষড়বিধ ঐশ্বর্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম ॥
স্বরূপ-ঐশ্বর্য তাঁর, নাহি মায়াগন্ধ ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সম্বন্ধ ॥

(শ্রীচৈঃ ১/৭)

সর্বধর্মযুক্ত ব্রহ্মবস্তু বিষয়ে সর্ব মতবাদের আংশিক সত্যতা।

'সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ'। (ব্রঃ সূঃ ২ অঃ ১পাদ, ৩৭) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মে বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সর্ব ধর্মই স্বীকৃত হইয়াছে। উক্ত ধর্ম বা শক্তি সকলের কোন একটি বা কোন একতর পক্ষ গ্রহণ করিয়া, 'ব্রহ্ম এতাদৃশই' এইরূপ বলা সঙ্গত হয় না; কারণ তদ্দ্বারা তদীয় অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিকে সীমাবদ্ধ করা হয়। কিন্তু 'ব্রহ্ম এতাদৃশও'—এইরূপ বলিলে, তদ্দ্বারা সর্বধর্মযুক্ত ব্রহ্ম-লক্ষণের আংশিক প্রকাশ হইয়া থাকে; সুতরাং তদ্বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদ সকলকে আংশিক সত্যই জানিতে হইবে। কিন্তু অচিন্ত্য-লক্ষণে তাঁহাকে নির্দেশ করাই—পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-লক্ষণ। তাই দেখা যায়, সর্বশক্তিমৎ ব্রহ্মে সর্বধর্ম সমন্বিত না করিয়া, কোনও একতর পক্ষ গ্রহণপূর্বক, 'ব্রহ্ম এতাদৃশই' (অর্থাৎ কেবল 'ভেদই' কিম্বা 'অভেদই' অথবা 'ভেদাভেদই'—ইত্যাদি প্রকারে) এইরূপ মতবাদ স্থাপন করিতে যাইয়া বিভিন্নবাদীদিগের মধ্যে যে তর্কবিতর্কাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে,—ইহা অচিন্ত্য সর্ব-ধর্মাশ্রয় ব্রহ্ম-লক্ষণের পক্ষে স্বাভাবিকই হইতেছে। ইহার অপর সুস্পষ্ট নাম—সর্ব শক্তিমৎ অচিন্ত্য শ্রীভগবল্লক্ষণ।

বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সর্বধর্মযুক্ত ব্রহ্ম-লক্ষণ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদীর বাদ-প্রতিবাদ উত্থিত কোলাহলই অচিন্ত্য সর্বশক্তিমৎ শ্রীভগবৎ মহিমার উপযুক্ত পরিচয়।

অতএব শ্রীভগবানের পক্ষে বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সমস্ত শক্তিরই যুগপৎ প্রকাশ ও অপ্রকাশের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভাবনা হইতেছে না। সুতরাং অচিন্ত্য-লক্ষণে তাঁহাকে সমন্বিত না করিয়া, তদীয় ধর্ম সকলের কোন একদেশ বা একপক্ষ গ্রহণপূর্বক উহাই স্থাপনের জন্য বাদিগণের মধ্যে যে বাদ-বিতণ্ডার উৎপত্তি হয়, অনন্ত শক্তিমৎ শ্রীভগবানের অচিন্ত্য

মহিমার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত হইয়া থাকে। তাই শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে;—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি ।
কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥

(শ্রীভাঃ ৬/৪/৩১)

ইহার অর্থ,—যাঁহার অচিন্ত্য বিরুদ্ধশক্তিসকল বিবাদরত বাদিগণের নিকট কখন বিবাদের ও কখন সম্বাদের বিষয় হইয়া থাকে এবং যাহা সেই সকল বাদিগণের চিত্তে বারম্বার মোহ আনয়ন করে, সেই অনন্তগুণের আশ্রয়—ভূমা পুরুষ শ্রীভগবানকে প্রণাম করি।

শ্রুতিকর্তৃক স্বরূপ-লক্ষণে নির্দেশ্য ব্রহ্মবস্তুই হইতেছেন শ্রীভগবান্ বা সর্বমূল—শ্রীকৃষ্ণ।

(৫) উক্ত অচিন্ত্য বিরুদ্ধ শক্তিগত ধর্মের বা পরিপূর্ণ তটস্থ-লক্ষণ সকলের আশ্রয় হইয়াও, আবার সমকালেই তদতিরিক্ত কেবল অবিরুদ্ধ স্বরূপগত ধর্মে বা স্বরূপ-লক্ষণে, অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতগুণবর্জিত ও কেবল অপ্রাকৃত—অশেষ কল্যাণ গুণযুক্ত মধুরাদপি মধুর রূপাদির সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন স্বরূপে, শ্রীগোকুল-গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপ-বৈভবের সহিত যে, নিত্য লীলায়িতরূপে অবস্থিতি—ইহাই হইতেছে সর্বাচিন্ত্য হইতেও পরমাচিন্ত্য-লক্ষণ। এতাদৃশ ব্রহ্ম-লক্ষণের নির্দেশ্য বস্তুই হইতেছেন—সাকার, সবিশেষ, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ[১]—ভক্তিবশ—ভক্তবৎসল শ্রীভগবৎ-স্বরূপ বা সর্বমূল—স্বয়ংরূপপরতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ।

১। জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥ (বিষ্ণু পুঃ ৬/৫/৭৯)

অর্থ,—যাঁহাতে জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, তেজ—এই ছয়টি গুণ অশেষরূপে বিদ্যমান। এবং তদ্বিপরীত অজ্ঞানাদির অত্যন্ত অভাব, তিনিই ভগবৎ শব্দবাচ্য। বিনা

একমাত্র শুদ্ধাভক্তি-সার—প্রেমের আলোক ভিন্ন তত্ত্বতঃ শ্রীভগবদ্বস্তু সাক্ষাৎকারের বা উপলব্ধির অন্য উপায় নাই।

সেই শ্রীভগবৎ-তত্ত্বের উপলব্ধি ও সাক্ষাৎকার একমাত্র বিশুদ্ধা-ভক্তিগ্রাহ্য বলিয়া, ('ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ'—ভাঃ ১১/১৪/২১)—সর্ববেদের তিনিই সর্বসার সত্য হইলেও, পরোক্ষপ্রিয় তাঁহাকে পরোক্ষবাদরূপ যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। কেবল শুদ্ধাভক্তির আলোক সম্পাত ব্যতীত সেই আবরণ অপর কিছুতেই অপসারণ করা সম্ভব হয় না। জ্ঞান ও যোগের আলোকেও যে, ব্রহ্ম ও পরমাত্মারূপ উহারই নির্বিশেষ ও কথঞ্চিৎ আংশিক সবিশেষ প্রকাশ মাত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও তৎসহ ভক্তির সংযোগ প্রভাবেই জানিতে হইবে। একমাত্র শুদ্ধাভক্তি-সার—প্রেমের আলোকেই সেই শক্তিগত অচিন্ত্য মহামহিমারূপ জ্যোতির অভ্যন্তরে—কেবল সবিশেষ সাকারাদি অনন্ত কল্যাণ-গুণময়—দ্বিভুজ—শ্যামসুন্দর¹—মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের পরিপূর্ণ সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়।

হেয়গুণাদির অর্থঃসমস্ত প্রাকৃত গুণও তৎকার্য অর্থাৎ সগুণকর্ম ও তৎফল বিবর্জিত তিনি, ইহাও বুঝিতে হইবে (শ্রীভগবৎ-সর্বসম্বাদিনী)

১। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রহ্ম সংহিতা ৫/১৩/১)

অর্থ,—প্রেমরূপ অঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে সাধুগণ যে অচিন্ত্য অপ্রাকৃত গুণাকর শ্যামসুন্দরস্বরূপ স্বহৃদয়ে সর্বদা অবলোকন করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

এই 'তমালশ্যামলত্বিষি'—শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রুতি প্রচ্ছন্নভাবে সর্বশেষ আশ্রয় করিয়াছেন; যথা—'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে। শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে ॥' (ছান্দোঃ ৮/১৩/১)

স্বয়ং শ্রুতিকর্তৃক তদীয় মহিমারূপ জ্যোতির অভ্যন্তরে সেই পরম রমণীয় স্বরূপ দর্শনের জন্য সকাতর প্রার্থনা।

তাই দেখা যায়, ব্রহ্মপর স্বয়ং শ্রুতিও শক্তিগত সেই অচিন্ত্য মহিমারশ্মির অভ্যন্তরস্থ স্বরূপগত লক্ষণে সেই সর্বমনোহর—সমূর্ত-ব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে পরিদর্শন করিবার জন্য শরণাগত ভক্তের ন্যায় সকাতরে প্রার্থনা করিতেছেন;—

'ব্যূহ রশ্মিন্ সমূহ তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।' (বৃহদারণ্যকে. ৫/১৫/২)

ইহার অর্থ,—মদীয় দৃষ্টির উপঘাতক তোমার রশ্মি সকল সংযত কর,—তোমার তেজ উপসংহার কর। তোমার যে কল্যাণতম অতি মধুর রূপ, তোমার প্রসাদে তাহা আমি পরিদর্শন করি।

সত্যের মুখ্যার্থ শ্রীকৃষ্ণেই পর্যবসিত।

উক্ত মন্ত্রে যাঁহার কল্যাণতম মধুর শ্রীমূর্তি প্রত্যক্ষ করিবার অভিলাষে তদীয় তেজ বা বহির্জ্যোতিঃ সংযত করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতে আরও স্পষ্টরূপে তাঁহার পরিচয় অবগত হওয়া যাইবে।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্.।
তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে.॥

(ঈশ. ১৫ বৃঃ আঃ. ৫/১৫/১)

ইহার অর্থ,—জ্যোতির্ময় আবরণদ্বারা **সত্যস্বরূপ** পরব্রহ্মের মুখোপলক্ষিত শ্রীবিগ্রহ আবৃত রহিয়াছে; হে জগৎপোষক পরমাত্মন! মাদৃশ সত্যধর্মপরায়ণ জনের সাক্ষাৎকারের জন্য তোমার ঐ আবরণ উন্মোচন কর।

এই মন্ত্রটি হইতে আরও উপলব্ধি হইতেছে যে, জ্যোতির্ময় আবরণ মধ্যে যাঁহার শ্রীবিগ্রহ অর্থাৎ শ্রীমূর্তি প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইতেছে—তিনি হইতেছেন 'সত্যস্বরূপ' এবং 'সত্যধর্মপরায়ণ' জনেরই তদ্দর্শনের প্রার্থনা।

এখন সর্বসত্যের উপর সর্বসার—পরমসত্যস্বরূপ যিনি, তাঁহাকে বিদিত হইতে পারিলেই পরোক্ষবাদাচ্ছাদিত উক্ত শ্রুতিবাক্যের যথার্থ রহস্য উদঘাটিত হইবে।

উক্ত সত্যস্বরূপের সুস্পষ্ট পরিচয়, বেদের বিস্তারার্থ শ্রীভাগবত হইতেই বিদিত হওয়া যাইবে।

নিখিল জননিবাস হইয়াও, অচিন্ত্য-অবিতর্ক মহিমায় যিনি শ্রীদেবকীগর্ভসম্ভূত বলিয়া প্রবাদ (খ্যাত), সেই শ্রুত্যুক্ত সত্যস্বরূপকে স্বরূপলক্ষণে পরিচিত করাইবার নিমিত্ত শ্রীব্রহ্মাদিদেবগণ 'গর্ভস্তুতি' উপলক্ষে তাঁহারই সম্মুখে নতজানু হইয়া যুক্ত করে বলিলেন,—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে.।
সত্ত্যস্য সত্যমৃত-সত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ.॥

(শ্রীভাঃ. ১০/২/২৬)

ইহার অর্থ,—সত্যসঙ্কল্প, সত্যলভ্য, ত্রিকালসত্য, সত্যের উদ্ভবস্থল, সর্বান্তর্যামিরূপ সত্য, সত্যবাক্, সত্যদর্শী এবং **সত্যস্বরূপ** যে আপনি, আমরা সেই আপনার শরণাপন্ন হইলাম। মহাভারতেও (উদ্যোগপর্বে) উক্ত হইয়াছে,—

সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতঃ.।
সত্যাৎ সত্যো হি গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ.॥

ইহার অর্থ,—শ্রীকৃষ্ণও সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্য কৃষ্ণেও প্রতিষ্ঠিত; গোবিন্দই সত্য হইতে পরম সত্য; এইহেতু সত্য শ্রীকৃষ্ণেরই নাম।

তাহা হইলে পরোক্ষবাদে প্রচ্ছন্ন শ্রুত্যুক্ত সত্যস্বরূপের সুস্পষ্ট অর্থ যে, 'শ্রীকৃষ্ণ' এবং তদ্দর্শনাভিলাষী সত্যধর্মপরায়ণজন হইতেছেন কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত'—একথা এখন সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। অতএব গায়ত্রী ব্যাখ্যাস্বরূপ শ্রীভাগবতের (গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ—") 'জন্মাদ্যস্য—' (১/১/১) ইত্যাদি মঙ্গল শ্লোকে, 'সত্যং পরং ধীমহি' অর্থাৎ যে পরমসত্যকে ধ্যান করিবার নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই 'পরমসত্য' যে, শ্রীকৃষ্ণই, সুতরাং সমস্ত গায়ত্রীই যে শ্রীকৃষ্ণপর, ইহাও বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা নাই।

অচিন্ত্য শক্তিগত ধর্ম্মেরও ঊর্দ্ধে বিরাজিত সেই পরমাচিন্ত্য স্বরূপ ও স্বরূপান্তরঙ্গ অনন্ত গুণ দর্শনে, ব্রহ্মার বিস্ময় বিহ্বলতা।

অচিন্ত্য শক্তিগত বিরুদ্ধ ধর্ম্মেরও অভ্যন্তরে অবস্থিত—অচিন্ত্য হইতেও পরম অচিন্ত্য সেই অশেষ কল্যাণময়, সবিশেষ, সমূর্তাদি কেবল অবিরুদ্ধ স্বরূপগত ধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া ও তন্মহিমাদি কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া, তাই দেখা যায় প্রজাপতি-নাথ শ্রীব্রহ্মাও বিস্ময়ে বিহ্বল হৃদয়ে, কম্পিত কণ্ঠে স্তব করিয়াছেন,—

তথাপি ভূমন্ মহিমাঽগুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা ॥
গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং

হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেহস্য ।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকাদ্যুভাসঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১০/১৪/৬-৭)

ইহার অর্থ,—হে বিভো! যদ্যপি অগুণ এবং সগুণ উভয়ই তুমি, তথাপি অন্যথারূপে না হইলেও, বিশুদ্ধচিত্ত দ্বারা অবিকার, অরূপ, বিজ্ঞান-বস্তুরূপে এবং অনন্যবোধ্যরূপে নির্গুণ ব্রহ্মের মহিমা বরং বোধগম্য হইতে পারে, কিন্তু এই বিশ্বের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ সগুণ (অপ্রাকৃত গুণময়) তোমার গুণরাশি গণনা করিতে কাহারা সমর্থ হয়? যাহারা অতীব নিপুণ, তাহারা যদি দীর্ঘকালে পৃথিবীর পরমাণু, আকাশের হিমকণা এবং সূর্যাদির কিরণ পরমাণু গণনা করিতে সমর্থ হয়, তথাপি তাহারা গুণাকর তোমার গুণের সংখ্যা করিতে পারে না।

যুগপৎ হওয়া ও না-হওয়াযুক্ত সর্বশক্তির আশ্রয় হওয়ায়, ব্রহ্ম-সামর্থের পক্ষে চিন্ত্য বা অচিন্ত্য কোন কিছুরই অসম্ভাব্য থাকিতে পারে না।

তাহা হইলে বুঝিলাম, উক্ত বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ শক্তি ও শক্তিকার্য সকল, এক পরম-কারণ বা সর্ব-শক্তিমৎ-তত্ত্বেরই আশ্রিত বলিয়া যে-কোন ভাব, যে কোন ধর্মের তিনিই হইতেছেন পরম কারণ বা পরমাশ্রয়। এইজন্য তিনিই আশ্রয়তত্ত্বরূপে সর্বশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়াছেন। সেই অচিন্ত্য সর্বশক্তিময় পরমকারণতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তদীয় শক্তিসকল শক্তিকার্যরূপে অর্থাৎ লৌকিক ও অলৌকিক অনন্ত বসুধাদি-বিভূতিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত নিখিল জগৎ ও জগতের যে-কোন দ্রব্য, যে-কোন গুণ, যে-কোন ক্রিয়া, তৎসমূদয় সেই মহান্ শক্তিমানেরই শক্তিকার্য ভিন্ন অপর কিছুই

নহে; অথচ সমকালেই তিনি তৎসমুদয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক স্বরূপে বিরাজমান অর্থাৎ তাহার কিছুই নহেন। তদীয় সর্বশক্তি ও সর্বসক্ষমতা নিবন্ধন, তদস্পৃষ্টরূপে স্বরূপগত কেবল অবিরুদ্ধ ধর্মে নিত্য বিরাজমান—সেই ব্রহ্মবস্তু, নিজশক্তিগত বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সকল ধর্মের আশ্রয় হইয়াও, উক্ত প্রকারে আবার 'হওয়ার' বিপরীত যে 'না হওয়া'—সমকালে উহার কিছুই না হইবার সামর্থও পূর্ণভাবে তাঁহাতে বিদ্যমান থাকে। এইহেতু তাঁহার পক্ষে কোন কিছু 'হওয়া' বা 'না-হওয়া' অর্থাৎ কোন ধর্ম—কোন শক্তি—কোন সামর্থই প্রকাশ বা সমকালেই অপ্রকাশ বিষয়ে কোনও অসম্ভাব্য থাকিতেছে না। এতাদৃশ অচিন্ত্য মহা-মহিমান্বিত পরিপূর্ণ ব্রহ্মবস্তুই 'শ্রীভগবৎ-সংজ্ঞায়'[১] শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছেন। তিনিই বেদোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের বা শ্রুতি সকলের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম; এবং মূলতঃ তিনিই হইতেছেন শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব বা সর্বমূলতঃ স্বয়ংভগবৎতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ।

অতএব শ্রীকৃষ্ণই যে, বেদোক্ত ব্রহ্মবস্তু এ-কথাও স্পষ্টতঃ শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি বহুশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। বাহুল্যবোধে নিম্নে দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা,—

কৃষ্ণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

'কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাশ্বতম্ ॥' ১২ ॥

অর্থাৎ,—শ্রীকৃষ্ণ শাশ্বত ব্রহ্মই।

১। "অতস্তস্মিন্ তাদৃশশক্তয়ঃ সন্ত্যেব। কিন্তু তস্মিংস্তাসামভিব্যক্ত্যুপলব্ধৌ প্রাচুর্য্যেণ 'ভগবৎ' সংজ্ঞা। তদনুপলব্ধৌ প্রাচুর্য্যেণ 'ব্রহ্ম'—সংজ্ঞেতি বিশেষঃ।"

(শ্রীভগবৎ—সর্বসম্বাদিনী)

অর্থ,—অতএব ব্রহ্মে তাদৃশীশক্তিসমূহ (বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ) অবশ্যই আছে। তাঁহাতে সেই শক্তিসকলের প্রকাশ যখন প্রচুররূপে (অর্থাৎ সমস্ত শক্তির সহিত স্বরূপগত ধর্ম পর্যন্ত) উপলব্ধি হয়, তখন তাঁহার 'ভগবৎ'-সংজ্ঞা। উহা অনুপলব্ধির প্রাচুর্যে (অর্থাৎ কেবল শক্তিগত ধর্মের উপলব্ধিতে) 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

মহাভারতেও দেখা যায়—'কৃষ্ণ' শব্দের একটি অর্থই হইতেছে পরব্রহ্ম।

কৃষির্ভূ বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যঃ পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

(উদ্যোগ পর্ব ৭১/৪)

অর্থ,—কৃষ্ হইল 'ভূ' বা সত্বাবাচক এবং 'ণ' হইল নির্বৃতি বা আনন্দ বাচক শব্দ। এই উভয়ের ঐক্যে সৎ ও আনন্দরূপ পরব্রহ্মকে বুঝায়; তিনিই 'কৃষ্ণ' নামে অভিহিত হয়েন।

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিলাম, শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন, শ্রুত্যুক্ত পরিপূর্ণ ব্রহ্মবস্তু।

শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।

জ্ঞানগণ যাঁহাকে নিরাকার, নির্ধর্মক, নির্বিশেষাদি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাহাও সত্যবস্তুই। এইরূপ কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মের কথাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। সর্ববিরুদ্ধধর্মাশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন একদিকে সাকার, সধর্মক, সবিশেষাদি হইতেছেন,—তেমনি তদ্বিরুদ্ধ যাহা, সেই নিরাকার নির্ধর্মক, নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ তদীয় প্রকাশ বিশেষও অবশ্যই স্বীকার্য; এবং ইহারও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণই। এ-কথা তিনি স্বয়ংই গীতায় ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা,—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥

(গীঃ ১৪/২৭)

ইহার অর্থ,—আমি ব্রহ্মের (নিরাকার চিদ্‌রাশির) প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।

(সেইরূপ) অব্যয় অমৃতের (নিত্য মুক্তির) নিত্যধর্মের (শ্রবণাদি ভক্তি যোগের) এবং ঐকান্তিক সুখের (প্রেমভক্তির) আশ্রয়ও আমি।

জ্ঞানিগণের উপাস্য সেই নির্বিশেষ অখণ্ড চিৎসত্ত্বামাত্র ব্রহ্মবস্তু যে শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমাবিশেষ, এ-কথাও শ্রীভগবানের নিজোক্তি হইতে জানা যায়;—

'মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্ ।' (শ্রীভাঃ— ৮/২৪/৩৮)

অর্থাৎ আমার মহিমা বিশেষ বা নির্বিশেষ চিদ্-বিভূতিকেই 'পরব্রহ্ম' শব্দে নির্দেশ করা হয়।

নির্বিশেষ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গপ্রভা স্থানীয়।

ব্রহ্ম-সংহিতাতেও এই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গপ্রভারূপে কীর্তিত হইতে দেখা যায়; যথা,—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি -
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদি-বিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষ ভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (৫/৪০)

ইহার অর্থ,—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদিরূপ বিভূতি দ্বারা যিনি ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই নিষ্কল, অনন্ত ও অশেষভূত ব্রহ্মপ্রভাবশালী যাঁহার প্রভা[১] সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

১। তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গের শুদ্ধিকরণ মণ্ডল। উপনিষদ্ কহে তারে—ব্রহ্ম সুনির্মল ॥ চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য নির্বিশেষ। জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥ (শ্রীচৈঃ আদি ২ পঃ)

উক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসিদ্ধ কোন বস্তু, তাহা নহে; তাঁহাকে সবিশেষ বা সাকার সূর্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণেরই প্রভাস্থানীয় রূপে বর্ণন করা হইয়াছে; যথা,—

ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকং বস্তু নির্বিশেষমমূর্ত্তিকম্ ।
ইতি সূর্য্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎপ্রভোপমম্ ॥

(শ্রীলঘু ভাঃ ২১৬)

ইহার অর্থ,—নির্গুণ, নির্বিশেষ ও নিরাকার ব্রহ্মকে সূর্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণেরই প্রভাস্থানীয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকারের বর্ণনা হইতে উক্ত বিষয়টি আমরা আরও একটু বিশেষভাবে বুঝিতে পারি; যথা,—"বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মণ্ডল। কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল। সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার। চিৎস্বরূপ, তাহা নাহি চিচ্ছক্তিবিকার ॥ সূর্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্বিশেষ। ভিতরে সূর্যের রথ আদি সবিশেষ ॥ তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি বিলাস। নির্বিশেষ জ্যোতিঃবিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥ নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয় ॥"

(আদি ৫ প°)

নির্ভেদ জ্ঞানিগণের ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি সুখ শ্রীহরিকর্তৃক নিহত অরিগণেরও প্রাপ্য।

উক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপ জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোককেই প্রাপ্ত হইয়া নির্ভেদ ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন থাকেন। সিদ্ধলোকস্থ সাযুজ্য-মুক্তিসুখ, শ্রীহরিকর্তৃক নিহত দৈত্যগণেরও প্রাপ্য বিষয় হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি; যথা,—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥

(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে)

ইহার অর্থ,—মায়ার অধিকার সীমার বহির্ভাগে সিদ্ধলোক অবস্থিত। সেখানে নির্ভেদ ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধগণ এবং শ্রীহরিকর্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হইয়া বাস করেন।

তাহা হইলে সবিশেষ ভগবল্লোক যে, তৎপ্রভাস্থানীয় নির্বিশেষ সিদ্ধলোক বা ব্রহ্মধামেরও বহুঊর্দ্ধে বিরাজিত এবং শ্রীহরি-নিহত অরিগণেরও প্রাপ্য যে মুক্তিসুখ, তদপেক্ষা তদীয় প্রিয় ভক্তগণের প্রাপ্য ভক্তিসুখ যে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ,[১] এতৎসহ ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

সবিশেষ ভগবল্লোক ও ভগবৎ স্বরূপের তত্ত্বতঃ উপলব্ধি, কেবল ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই সম্ভব নহে।

সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়ই এক শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমাবিশেষ হইলেও, তদীয় নির্বিশেষ ব্রহ্মমহিমারও ঊর্দ্ধে সবিশেষ শ্রীভগবন্মহিমাদি কেবল ভক্তিগ্রাহ্য বিষয় বলিয়া, উহা ভক্তির আলোক ব্যতীত, জ্ঞান-যোগাদি অপর কোন আলোক সমক্ষে প্রতিভাত হয়েন না। কুমুদিনী যেমন জ্যোৎস্নালোক ভিন্ন সূর্যাদি অপর আলোক সমক্ষে নিমীলিতই থাকে।

এইহেতু নির্বিশেষ ব্রহ্ম-মহিমা ভেদ করিয়া সবিশেষ ভগবন্ম-হিমালোক গ্রাহ্য হইবার উপকরণ না থাকায়, নির্ভেদদৃষ্টি জ্ঞানিগণ উক্ত নির্বিশেষ চিৎসত্তা মাত্রকেই পরতত্ত্বের পূর্ণতা বলিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং সর্বব্যাপক ঈশ্বরমহিমার অন্তর্যামিরূপ আংশিক প্রকাশমাত্রই

১। গীতা ১২/১-৫।

অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া, আত্মারাম যোগিগণ উহাকেই পূর্ণ পরতত্ত্বরূপে নিশ্চয় করিয়া থাকেন। অপরপক্ষে শুদ্ধভক্তগণ ভক্তিচন্দ্রিকালোকে পূর্ণ সবিশেষ শ্রীভগবল্লোক বা সর্বমূল শ্রীকৃষ্ণলোক প্রত্যক্ষ করিয়া তদানুষঙ্গিকরূপে যথাক্রমে তাঁহারই নির্বিশেষ মহিমা এবং আংশিক সবিশেষ প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম ও পরমাত্মবস্তুরও প্রকৃষ্ট পরিচয় অবগত হইয়া থাকেন।

একমাত্র ভক্তি ব্যতীত শ্রীভগবৎ-স্বরূপ অপর কোনও সাধনাদি দ্বারা লভ্য কিম্বা গ্রাহ্য হয় না, এ-কথা তদীয় সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী দ্বারাও জগতে বিঘোষিত হইয়াছে; যথা,—

ন সাধয়তি মাং যোগো না সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥

(শ্রীভাঃ ১১/১৪/১৯)

ইহার অর্থ,—হে উদ্ধব, আসন-প্রণায়ামাদিরূপ যোগ, তত্ত্ববিচারাদিরূপ জ্ঞান, অহিংসাদি ধর্ম, বেদাদি পাঠ, কৃচ্ছ্রাদিসাধ্য তপস্যা এবং সন্ন্যাসাদিরূপ ত্যাগ প্রভৃতি এই সকল আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না, আমাতে বিবর্দ্ধিতা ভক্তিদ্বারা আমি যেরূপ বশীভূত হইয়া থাকি।

শাস্ত্রে অন্যত্রও এই কথাই উক্ত হইয়াছে,—

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥

(শ্রীভাঃ ৭/৭/৫২)

ইহার অর্থ,—দানে নহে, তপস্যায় নহে, যজ্ঞাদিতেও নহে, শৌচাদি আচারে নহে, কিম্বা ব্রতাদিতেও নহে,—একমাত্র অমলা ভক্তিই শ্রীহরির

প্রীতি বিধানে সমর্থ; তদ্ভিন্ন অপর সমস্তই তদ্বিষয়ে বিড়ম্বনা অর্থাৎ নটনমাত্র।[১]

শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম-লক্ষণের সর্ববিরুদ্ধ-ধর্মের সমাবেশ শ্রীভগবত্তত্ত্বেই বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু নির্ধর্মক ও নির্বিশেষ ব্রহ্মে নহে।

শ্রুত্যুক্ত নিখিল বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়তারূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ সকল শ্রীভগবত্তত্ত্বে বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণেই আশ্রিত দেখা যায়। শ্রীমদুদ্ধবও ইহার স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—

কর্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে
দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ
স্বাত্মন্‌রতেঃ বিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ॥

(শ্রীভাঃ ,৩/৪/১৬)

ইহার অর্থ,—হে বিভো! আপনি স্বয়ং কর্ম বিষয়ে নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয় হইয়াও যে, কর্মের আচরণ করেন, জন্মরহিত হইয়াও যে জন্মগ্রহণ করেন, স্বয়ং কালরূপী হইয়াও,[২] যে অরিভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় করেন, আত্মারাম হইয়াও যে বহু স্ত্রী পরিবৃত হইয়া গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করেন, এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিদ্বান ব্যক্তিগণেরও বুদ্ধি সংশয়াকুল হয়।

মন্ত্রেষু মাং বা উপহূর যত্ত্ব-
মকুণ্ঠিতাখণ্ডসদাত্মবোধঃ।

১। 'বিড়ম্বনা নটনমাত্রম্।' স্বামিপাদ।
২। গীতা ১১/৩২

পৃচ্ছেঃ প্রভো মুগ্ধ ইবাপ্রমত্ত-
স্তন্নো মনো মোহয়তীব দেব ॥

(শ্রীভাঃ ৩/৪/১৪)

ইহার অর্থ,—হে স্বামিন্! আপনি সর্বজ্ঞ ও অসীম অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানময় হইয়াও যখন মন্ত্রণার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়া অজ্ঞের ন্যায় 'কি করা কর্ত্তব্য' আমাকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে দেব! এই সকল বিষয় স্মরণে আমার চিত্ত যেন বিমোহিত হইতেছে।

তাই শাস্ত্রেও শ্রীভগবানকে বিরুদ্ধধর্মযুক্তরূপেই নির্দেশ করিতে দেখা যায়; যথা,—

'তস্মৈ সমুন্নদ্ধনিরুদ্ধশক্তয়ে নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে।'

(শ্রীভাঃ ৪/১৭/৩৩)

অর্থাৎ—সেই বিবর্দ্ধিতা বিরুদ্ধশক্তিযুক্ত সর্ববিধাতা পরম পুরুষকে নমস্কার। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে,—

চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ।

(শ্রীভাঃ ৭/৩/৩৪)

অর্থাৎ চেতন ও অচেতন এই বিরুদ্ধশক্তিযুক্ত সেই শ্রীভগবানকে নমস্কার।

শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মলক্ষণ সকলের লীলায়িত অবস্থাই শ্রীভগবত্তত্ত্ব।

এইহেতু লীলায় শ্রীভগবানে বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণে উক্ত বিরুদ্ধধর্মের সমাবেশ বিভিন্ন লীলায় পৃথকভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দিগ্‌দর্শনার্থ নিম্নে কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। সাকল্যে শক্তিগত সমুদয় বিরুদ্ধ ধর্মই যে, তাঁহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উহার প্রকাশ সামর্থের সহিত তদ্বিরুদ্ধ যে, অপ্রকাশ সামর্থ,—যুগপৎ এই অচিন্ত্য শক্তি-

লক্ষণও যে তাঁহাতেই অবস্থিত, ইহা হইতে সে-কথাও বুঝিয়া লইতে হইবে। ব্রহ্ম লক্ষণ সকলের লীলায়িত ভাবই শ্রীভগবল্লীলা।

এক মূর্তির বহু মূর্তিতে প্রকাশ—শ্রীরাস ও মহিষী-বিবাহ লীলায়।

১। 'একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।' (গোঃ তা পূঃ ২০) অর্থাৎ যিনি এক হইয়াও বহু মূর্তিতে প্রকাশ পাইয়া থাকেন,—এই লক্ষণে শ্রুতি যাঁহাকে নির্দেশ করিয়াছেন, সেই লক্ষণ, লীলায় শ্রীকৃষ্ণে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বয়ংরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও রাসলীলায় একই সময়ে প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বে এক এক কৃষ্ণরূপে ('তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ—শ্রীভাঃ ১০/৩৩/৩) এবং দ্বারকায় মহিষী বিবাহকালে প্রতিগৃহে বহু কৃষ্ণরূপে তিনিই প্রকাশ পাইয়াছেন। ('চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা'—ইত্যাদি। (শ্রীভাঃ ১০/৬৯/২)[১]

এক হইয়াও যিনি নিজ অচিন্ত্য মহিমাদ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া আবার সমকালে একরূপেই অবস্থান করেন, শ্রীভাগবত হইতে স্বরূপ-লক্ষণে তাঁহাকে চিনিলাম আমরা—তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

এখন দেখা যাইবে, সেই তাঁহাকেই পরোক্ষভাবে কেবল তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ তদীয় কার্যদ্বারা পরিচয় দিয়া, শ্রুতি সেই একেরই স্বশক্তি দ্বারা বহুরূপে—বিশ্বরূপে প্রকাশ হইবার কথাও কীর্তন করিতেছেন; যথা,—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপংপ্রতিরূপো বভুব

১। প্রাভব, বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে। এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥ মহিষী বিবাহে হৈল মূর্তিবহুবিধ। প্রাভব প্রকাশ এই শাস্ত্রে পরসিদ্ধ ॥ সৌভর্য্যাদি প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়। কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয় ॥' (শ্রীচৈঃ ২/২০পৃ°)

একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ (কঠোপ° ২/২/৯)

ইহার অর্থ,—যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর রূপভেদে সেই সেই রূপ হইয়াছেন, তেমনি এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা[১] নানাবস্তু ভেদে তত্তদ্‌বস্তুরূপে প্রতিরূপে প্রকাশ হইয়াও, আবার তৎসমুদয় পদার্থের বাহিরেও (স্বকীয় স্বরূপে) বিদ্যমান রহিয়াছেন।

সুতরাং ভগবত্তত্ত্বের—মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক লীলায় শ্রুত্যুক্ত অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ব্রহ্ম-লক্ষণ সকলের কোনও না কোন লক্ষণের প্রকাশ স্পষ্টতঃই পরিলক্ষিত হইবে। কেবল দিগ্ দর্শনার্থ নিম্নে আরও কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে।

যুগপৎ সকলের অন্তরে ও সকলের বাহিরে,—
মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায় প্রকাশ।

২। 'তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।' (ঈশো° ৫) অর্থাৎ তিনি এই সমুদয়ের (বিশ্বের) অন্তরেও আছেন; আবার এই সমুদয়ের বাহিরেও আছেন। শ্রুত্যুক্ত এই ব্রহ্ম-লক্ষণ, লীলায়িত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায়।[২]

জননীর ক্রোড়স্থিত শ্রীকৃষ্ণ জননীকে মৃত্তিকা খাইয়াছেন কিনা, দেখাইবার জন্য মুখ ব্যাদন করিলে, ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের বদন মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ এবং ব্রহ্মাণ্ডসমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। আবার তৎপরক্ষণেই উহার কিছুই না দেখিয়া, স্বীয় ক্রোড়স্থ সন্তান

১। যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ (গীতা ১০/৩৯)
অর্থ,—হে অর্জুন, সর্বভূতের উৎপত্তি-কারণ যাহা, তাহা আমিই। আমা বিনা যাহা হইতে পারে, তাদৃশ স্থাবর-জঙ্গমভূত কিছুই নাই।

২। (শ্রীভাঃ ১০/৮/৩৯)

রূপেই বোধ করিলেন। ইহা দ্বারা উক্ত শ্রুতি বাক্যের সহিত, গীতোক্ত 'ময়া ততমিদং সর্বং—(৯/৪-৫)•ইত্যাদি শ্লোকের সমন্বয়ে ইহাই প্রমাণিত হইল যে,—

'আমিত' জগতে বসি জগৎ আমাতে।
না আমাতে জগত বৈসে, না আমি জগতে ॥

(শ্রীচৈঃ ১/৫ প")

এক মুখ হইয়াও সর্বতোমুখ—পুলিন ভোজন লীলায় প্রকাশ।

৩। '—সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্'। (শ্বেতা" ৩/১৬)। অর্থাৎ সর্বত্র তাঁহার নয়ন, শির ও বদন। শ্রুত্যুক্ত এই ব্রহ্ম-লক্ষণ লীলায়িত দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের পুলিন-ভোজন-লীলায়।

যমুনা পুলিনে একদা শ্রীকৃষ্ণসখা—গোপবালকগণ আপন আপন খাদ্যদ্রব্য লইয়া, কৃষ্ণের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে বহু পঙ্‌ক্তি রচনাপূর্বক তদভিমুখে উপবিষ্ট হইলেন। ইহাতে যেমন কমলকর্ণিকার চতুর্দিকে বিরাজিত দলসমুহের মত প্রফুল্লনয়ন গোপবালকগণ শোভা পাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণমুখকমল নেত্র ভরিয়া দর্শন করিতে করিতে তৎসহ হাস্য পরিহাসাদির সহিত ভোজন করেন, ইহাই সকল বালকের অভিলাষ হইয়াছিল। সখাগণের অন্তরের এই অভিপ্রায় বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণও একই সময়ে সকলের সম্মুখবর্তী হইয়া ভোজনরত হয়েন। গোপবালকগণ প্রত্যেকেই কৃষ্ণকে কেবল নিজেরই সম্মুখস্থ মনে করিয়া পরম আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

এতদ্বারা তিনি যুগপৎ সর্বতোমুখ হয়েন ও নহেন, ইহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে।

একই মুর্তির যুগপৎ বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব দাম-বন্ধন লীলায় প্রকাশ।

৪। 'বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।' (মুণ্ডকে ৩/১/৭) অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্ম) বৃহৎ এবং অপ্রাকৃত ও অচিন্ত্যরূপ তাঁহার। আবার তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতররূপে প্রকাশ পাইতেছেন। শ্রুত্যুক্ত এই ব্রহ্ম লক্ষণ, লীলায়িত দেখা যায়, দামবন্ধন লীলায়।[১]

একদা শ্রীকৃষ্ণকে দধিমন্থন ভাণ্ড ভগ্ন করিবার অপরাধে, জননী যশোমতী কৃতাপরাধ পুত্রকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিলেন। ঐশ্বর্যজ্ঞানহীনা বিশুদ্ধবাৎসল্যময়ী জননী, প্রাকৃত বালকের ন্যায় পুত্রকে বন্ধনের জন্য যে রজ্জুগ্রহণ করিলেন, তাহা দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইল। তখন তিনি তৎসহ অপর রজ্জু সকল একে একে সংযোগ করিয়াও তৎসমূদয়ই দুই দুই অঙ্গলি ন্যূন হইতে লাগিল। এইরূপ গৃহস্থিত সমুদয় রজ্জুসংযোগেও পুত্রকে বন্ধনে সমর্থ না হইয়া, তখন তিনি তৎদৃষ্টে হাস্য পরায়ণা অপর গোপীদিগের সহিত নিজেও হাসিতে হাসিতে অতীব বিস্ময়াপন্না হইলেন। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ জননীকে এইভাবে পরিশ্রান্তা, স্বেদযুক্তা, কেশ হইতে স্খলিত মাল্য ও বন্ধনে আগ্রহান্বিতা দর্শনে স্বয়ংই মাতৃকৃত বন্ধন অঙ্গীকারপূর্বক নিজ প্রেমবশ্যতাই প্রদর্শন করাইলেন। তাই শ্রীভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,—

> ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্ ।
> পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥
> তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্তালিঙ্গমধোক্ষজম্ ।
> গোপিকোলুখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ (১০/৯/১৩-১৪)

১। শ্রীভাগবত। ১০/৯/১৫-১৮)

২। যুগপৎ 'হয়েন ও নহেন'—ইহাই অচিন্ত্য বিরুদ্ধ ধর্ম।

ইহার অর্থ,—যাঁহার ভিতর নাই, বাহির নাই, পূর্ব নাই, অপর নাই,—আবার যিনি জগতের পূর্ব ও অপর, বাহির ও অন্তর[১] এবং যিনিই জগৎ, সেই অব্যক্ত, সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত, নরাকৃতি ব্রহ্মবস্তুকে নিজ পুত্র বোধে গোপিকা যশোদা প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জুদ্বারা উদুখলে বন্ধন করিয়াছিলেন।

কেবল ভক্তিলভ্য, এই শ্রীভগবদাখ্য[১] ব্রহ্মবস্তু বিষয়ে তাই শ্রীভাগবতকার ইহাও বলিয়াছেন যে,—'শ্রীভগবান্ হইতে যে প্রসাদ গোপী যশোদা প্রাপ্ত হইলেন, সেই প্রসাদ ব্রহ্মা আত্মজ হইয়াও, ভব আত্মীয় হইয়াও, লক্ষ্মী অঙ্গাশ্রিতা ভার্যা হইয়াও লাভ করেন নাই। গোপিকাসুত শ্রীভগবান্ এই সংসারে বর্তমান ভক্তিযুক্ত জনগণের সম্বন্ধে যেরূপ সুখলভ্য, দেহাভিমানী তাপসদিগের কিম্বা নিবৃত্ত্যভিমানী জ্ঞানীদিগের সম্বন্ধে সেরূপ সুলভ নহেন।[২]

উক্ত লীলায় শ্রীভগবানের শ্রীমুর্তির যুগপৎ বৃহত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব বা অণুত্ব ও বিভুত্ব, অপরিচ্ছিন্নত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম প্রদর্শিত হইয়াছে।[৩]

দূরে থাকিয়াও নিকটে, শয়ান থাকিয়াও সর্বত্রগামী—দূর্বাসার অভিশাপ হইতে পাণ্ডব-রক্ষণ লীলায় প্রকাশ।

৫। 'আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।

(কাঠকে ১/২/২১)

১। শ্রুতি বর্ণিত ব্রহ্মবস্তু, কোন কোন স্থলে, সেই শ্রুতিতেই 'ভগবান্' শব্দে উক্ত হওয়ায় শ্রীভগবান্ই যে শ্রুত্যুক্ত 'ব্রহ্ম' ইহাই প্রমাণিত থাকে; যথা, 'সর্বব্যাপী স ভগবান্'—(শ্বেতাশ্বঃ ৩/১১) '—ভগবান্ বরেণ্যো' (ঐ ৫/৪) ইত্যাদি।

২। শ্রীভাগবত। ১০/৯/১৫-১৮)

৩। 'তস্য শ্রীবিগ্রহস্য পরিচ্ছিন্নত্বেঽপি অপরিচ্ছিন্নত্বং শ্রূয়তে। তচ্চ যুক্তম্—অচিন্ত্য-শক্তিমত্ত্বাৎ।'—শ্রীজীবপাদ। সর্বসম্বাদিনী।

অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্ম) উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরদেশে যান; শায়িত থাকিয়াও সর্বত্র গমন করেন।' —এই শ্রুতি বর্ণিত ব্রহ্ম-লক্ষণ শ্রীভগবানের নিম্নোক্ত লীলায় প্রকটিত হইতে দেখা যায়।

মহাভারতোক্ত বর্ণনার (বনপর্ব ২৬২ অধ্যায়) সংক্ষিপ্ত মর্ম, যথা— পাণ্ডবগণের বনবাসকালে একদা খলবুদ্ধি দুর্যোধন দুষ্ট অভিসন্ধিপূর্বক মহর্ষি দুর্বাসাকে দশ সহস্র শিষ্যসহ পাণ্ডবগণের বসতিস্থলে প্রেরণ করেন। ক্ষুধার্ত অতিথিদিগকে অন্নদানে অসমর্থ হইলে, তাঁহাদিগের অভিশাপে পাণ্ডবগণকে ভস্মীভূত হইতে হইবে,—ইহাই ছিল দুর্যোধনের অভিপ্রায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি সশিষ্য মুনিবরকে, পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর ভোজন সমাপ্ত কালে তাঁহাদিগের আলয়ে যাইতে বলেন। মুনিগণ উপস্থিত হইলে মহামতি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ তাঁহাদিগের যথোচিত অভ্যর্থনাদি করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে নদী হইতে স্নানাহ্নিকাদি ক্রিয়া সমাপনপূর্বক ভোজনের জন্য আগমন করিতে বলিলেন।

দ্রৌপদীর একটি সূর্যদত্ত স্থালী ছিল। উহা প্রত্যহ সেই পর্যন্তই অক্ষয় অন্নাদিতে পূর্ণ থাকিত, যে পর্যন্ত তিনি স্বয়ং ভোজন না করিতেন। ঐ দিন তাঁহারও ভোজন শেষ হইয়াছিল। এমত অবস্থায় তিনি ক্ষুধার্ত অতিথিগণের অন্নের নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের অপর কোনও উপায় না দেখিয়া, পরিশেষে সেই বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদনেরই শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহাকে মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন। হে কৃষ্ণ! হে প্রণতার্তিহারি! হে শরণাগত পালক! হে বিপদভঞ্জন হরি! তুমি পূর্বে সভাস্থলে দুঃশাসন হইতে আমাকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছিলে, সেইরূপে আজ এই ব্রহ্মশাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর! রক্ষা কর!

শ্রীভগবান্ দ্বারকায় মহিষী রুক্মিণীর গৃহে শয়ান ছিলেন। দ্রুপদনন্দিনীর আহ্বানমাত্র তৎসমীপে আগমনপূর্বক 'আমি বড়ই ক্ষুধার্ত,

আমাকে অন্ন দাও'—ইহাই বলিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী বিপদের উপর আরও বিপদে পড়িলেন। বলিলেন স্থালী ধৌত করিয়া রাখা হইয়াছে। উহাতে কিছুই অন্ন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন উহাই লইয়া আইস। স্থালী আনিত হইলে উহার কণ্ঠদেশলগ্ন কিঞ্চিৎ শাকান্ন প্রাপ্ত হইয়া, উহাই ভোজনপূর্বক বলিলেন, 'এই অন্নে বিশ্বাত্মা পরিতৃপ্ত হউন।' পরে অতিথিগণকে ভোজনের জন্য ডাকিয়া আনিতে ভীমসেনকে পাঠাইলেন।

এদিকে সশিষ্য দুর্বাসা স্নান কালেই উদরের স্ফিতি ও প্রচুর অন্নরসাদির উদ্‌গার অনুভব করিয়া, সবিস্ময়ে পরস্পর বলিতে লাগিলেন, 'আমার আর কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুধা নাই।' যুধিষ্ঠির মহারাজ নিশ্চয়ই আমাদের ভোজনের আয়োজন করিয়া ভীমসেনকে পাঠাইয়াছেন। এত অন্নের অপচয় হইলে তৎকর্তৃক আমাদিগকে অবশ্যই শাপগ্রস্ত হইতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা আর পাণ্ডবালয়ে না গিয়া সকলেই সভয়ে পলায়ন করিলেন। ভীমসেন প্রত্যাগত হইয়া এই সংবাদ জানাইলে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপায় বিপন্মুক্ত হইলেন ইহা বুঝিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহার জয়গানে রত হইলেন।

উক্ত লীলায় 'তিনি শয়ান থাকিয়াও সর্বত্রগামী হয়েন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যেমন প্রমাণিত হইল, সেইরূপ 'দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ' (মুণ্ডকঃ ৩/১/৪) অর্থাৎ তিনি দুর হইতেও সুদূরে এবং নিকট হইতেও নিকটে' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম-লক্ষণও লীলায়িত হইতে দেখা গেল। অভক্তের পক্ষে তিনি দূর হইতেও দূরে; এবং সমকালেই ভক্তের পক্ষে নিকট হইতেও নিকট হয়েন। আবার তদ্রূপ হইয়াও সমকালে উহার কিছুই নহেন।

উক্ত প্রকার—শ্রীভগবানের অপর অনেক লীলা সম্বন্ধেই শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম লক্ষণের স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যাইবে।

অধিক কথা কি? সমুদয় বেদ ও শ্রুতি সকল পরোক্ষবাদের আবরণে কিম্বা তটস্থ-লক্ষণে, অস্পষ্টভাবে যাঁহাকে কীর্তন করিয়াছেন, ('সর্বে বেদা যৎপাদমামনন্তি' কাঠকে ২/১৫)—অনাবৃত বেদার্থস্বরূপ শ্রীভাগবতে, সেই শ্রুতিসকলই মূর্ত-স্বরূপে[1] অর্থাৎ তদধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে, স্বরূপ-লক্ষণে অতি সুস্পষ্টভাবে সেই তাঁহাকে ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান্ রূপেই যখন স্তব করিয়াছেন দেখা যায়, তখন কেবল অক্ষরাকার—অমূর্ত ও অস্পষ্ট শ্রুতি সকলের যথার্থ তাৎপর্য যে কি? তাহা বুঝিবার পক্ষে আর কোন অসুবিধাই থাকে না। গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে তদ্বিষয়ে আলোচনা এ-স্থলে সম্ভব হইল না। শ্রীভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ৮৭ অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ 'শ্রুতি-স্তব বা বেদ-স্তুতি'-নামক অধ্যায় ও শ্রীসনাতন-শ্রীধর-শ্রীবিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্যপাদগণকৃত উহার টীকা ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদকৃত 'শ্রুতিস্তুতিব্যাখ্যা' প্রভৃতি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

শ্রীপাদ শঙ্কর-কল্পিত মায়াবাদ এবং নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মবিষয়ে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাধারণতঃ নাম, রূপ, গুণ, কর্মাদি জড়ধর্ম সকলকে ত্রিগুণা প্রকৃতি বা মায়াশক্তির বিকাররূপেই অভিব্যক্ত হইতে দেখা যায় বলিয়া, জাগতিক এই সমস্তই প্রাকৃত বা মায়িক রূপেই নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু মায়াতীত স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গত সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তিত্রয়ের বিলাস হইতেও যে, প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণাতীত—শুদ্ধসত্ত্বময় নাম, রূপ, গুণ, কর্মাদির অভিব্যক্তি হয়,—ইহা কেবল ভক্তি বিভাবিত ইন্দ্রিয় ব্যতীত প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় হয় না।

১। '—যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কলাঃ।' (ভাঃ ১১/১৭/৫) মূর্তি শ্রুতিগণকর্তৃক যিনি স্তুত হইয়াছেন, শ্রীনারদও তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই প্রণাম করিয়াছেন দেখা যাইবে; যথা—নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্ত্তয়ে' ইত্যাদি। (ভাঃ ১০/৮৭/৪৬)

এই নিমিত্ত স্বেচ্ছায় জগতে অবতীর্ণ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, কর্মাদিকেও মায়াবাদিগণ প্রাকৃত বা মায়িক বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং স্বরূপ-শক্তির বিলাসময় সাকার ও সবিশেষ শ্রীভগবল্লোক সকলও তাঁহাদের নিকট মায়িক বলিয়াই বোধ হওয়া স্বাভাবিক হইয়া থাকে। এইহেতু তাঁহাদিগকে শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মের প্রকৃতীক্ষণ ও জগৎকর্তৃত্বাদি নির্গুণ (অপ্রাকৃত) গুণ-কর্মাদিকেও সগুণ (প্রাকৃত) বোধ করিয়া, স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতি সকলের মুখ্যার্থকে বহুপ্রকার কাল্পনিক অর্থদ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক, সগুণ ও নির্গুণ বা সবিশেষ ও নির্বিশেষ—এই দ্বিবিধ ব্রহ্মের কল্পনা করিতে হইয়াছে।[১]

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ মায়াবাদীর মতে, একই নির্গুণ, নির্বিশেষ নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, নিরঞ্জন ব্রহ্মবস্তুর অবিদ্যাকর্তৃক উপহিত চৈতন্য অবস্থাই 'জীব' নামে এবং মায়াকর্তৃক উপহিত চৈতন্য অবস্থাই জগৎ-কর্তৃত্বাদি সামর্থ সম্পন্ন 'ঈশ্বর' নামে[২] কথিত হইয়া থাকেন। অবিদ্যা ও মায়ার তিরোধানে জীব ও ঈশ্বর উভয়েই এক নির্গুণ ব্রহ্মরূপেই প্রতিভাত হয়েন। সৃষ্টি-কর্তৃত্বাদি গুণ সম্পন্ন, নাম-রূপাদিবিশিষ্ট পরমেশ্বরই হইতেছেন, 'সগুণ-ব্রহ্ম' এবং নিরাকার, নিঃশক্তিক, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ ব্রহ্মই হইতেছেন 'নির্গুণ ব্রহ্ম'।[৩] এই মতের সত্যতা স্বীকৃত হইলে, পরমেশ্বর বা শ্রীভগবানের রূপ, নাম, গুণ, জগৎ-সৃষ্টাদি কর্ম ও লীলাদি সমস্তই মায়িক বা প্রাকৃত হইয়া পড়ে। এইহেতু মায়াবাদির মতে নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের উপাসনায় মুক্তি

১। 'সত্ত্বভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ—' ইত্যাদি। (ব্রসূঃ ৩/২/১১) শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য)

২। 'অবিদ্যোপাধিঃ সন্ আত্মা জীব ইত্যুচ্যতে।' 'মায়োপাধিঃ সন্ ঈশ্বর ইত্যুচ্যতে।—(তত্ত্ববোধঃ)

৩। 'দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে—' ইত্যাদি। (ব্রঃ সূঃ ১/১/১১ শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য)

হয় না। নিম্নাধিকারীর জন্যই ঈশ্বরোপাসনার ব্যবস্থা। —ইত্যাদি।[১]

একই ব্রহ্মের দ্বিবিধ বিরুদ্ধ ধর্ম শ্রুতি সম্মত, সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্ম শ্রুতি বিরুদ্ধ।

শ্রুতি সকলে কিন্তু কোথাও এইরূপ কাল্পনিক দ্বিবিধ ব্রহ্মের উল্লেখ দেখা যায় না। পূর্বোক্ত অচিন্ত্য বিরুদ্ধধর্ম-লক্ষণে একই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব, নির্বিশেষত্ব, সাকারত্ব, নিরাকারত্ব সক্রিয়ত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব, প্রভৃতি দ্বিবিধ বিরুদ্ধধর্মই কীর্তিত হইয়াছে; কিন্তু নির্গুণ ও সগুণাদি ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মের বিষয় কোথাও উক্ত হইতে দেখা যায় না। একই বৈদুর্যমণি হইতে নীল পীতাদি বহুবর্ণের বিস্তার হইয়াও মণি যেমন তদতিরিক্ত নিজ স্বরূপে অবিকৃতই থাকে, অর্থাৎ নিজেও নীলপীতাদি হইয়া যায় না, সেইরূপ এক সর্বশক্তির আশ্রয় ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান্ হইতে বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ নিখিল ধর্ম—সর্বশক্তির অভিব্যক্তি হইয়াও তিনি নিজ বিশুদ্ধ-স্বরূপে অবিকৃত ও তদস্পৃষ্ট হইয়াই অবস্থান করিয়া থাকেন। শ্রুতি সকল হইতে ইহাই অবগত হওয়া যায় এবং ইহাই হইতেছে ব্রহ্মবস্তুর অত্যাশ্চর্য ও অচিন্ত্য মহিমাব্যঞ্জক।

সশক্তিক সবিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতি সম্মত, নিঃশক্তিক নির্বিশেষ ব্রহ্ম শঙ্কর-কল্পিত।

'সোঽকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয়।' (তৈত্তিঃ ২/৬) অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব; 'স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা।' (ঐত° ১/১) অর্থাৎ সত্যাদি লোক সকল সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি কারণলীন প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন; কিম্বা 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—।' (তৈত্তিঃ ৩/১) অর্থাৎ যাঁহা হইতে সমস্ত ভূত—সকল

১। 'বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি—' ইত্যাদি। (ব্রঃ সূঃ ৪/৪/১৯ শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য)

প্রাণী উৎপন্ন হয়,—ইত্যাদি শ্রুতি সকলে ইচ্ছা শক্তি অর্থাৎ অন্তঃকরণবিশিষ্ট ঈক্ষণ শক্তি অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও রূপবিশিষ্ট এবং সৃষ্টিকার্যাদি সমর্থ সাকার, সক্রিয় ও সবিশেষাদি-লক্ষণে যে ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই সৃষ্টি-কর্তৃত্বাদিগুণ সম্পন্ন ব্রহ্মকে যদি সগুণ ব্রহ্মরূপে মায়াস্পৃষ্ট মনে করিয়া, 'অশব্দমস্পর্শমরূপম্—' (শ্বেতা° ৪/১৫), অর্থাৎ তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ইত্যাদি ব্রহ্মের বিরুদ্ধ ধর্মের কেবল নির্বিশেষ পক্ষরূপ শ্রুতিবাক্য বলে, অপর এক নিরাকার, নির্বিশেষ, নিঃশক্তিক, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে স্থাপিত করা হয়[1] তাহা যে সম্পূর্ণ স্বকল্পিত ও শ্রুতি বিরুদ্ধ হইবে, এ-কথা নিম্নোক্ত শ্রুতিবাক্য হইতেই প্রমাণিত হইতে পারে।

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥[2]

ইহার অর্থ,—সেই অদ্বিতীয় দেবতা[3] (ব্রহ্ম) সর্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিত, সর্বব্যাপী, সর্ব-প্রাণীর অন্তরাত্মা, কর্মাধ্যক্ষ, সর্বভূতস্থ, সাক্ষী, চেতয়িতা এবং নিরুপাধিক ও নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণাস্পৃষ্ট।

তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, শ্রুতি কর্তৃক যে ব্রহ্মকে কর্মাধ্যক্ষ, সাক্ষী, চেতয়িতা প্রভৃতি সক্রিয় ও সবিশেষ লক্ষণে নির্দেশ করা হইয়াছে, তিনিই আবার নিরুপাধিক ও নির্গুণ শব্দে কীর্তিত হইয়াছেন।

যদি বলা হয়, প্রথমোক্ত কর্মাধ্যক্ষ, সাক্ষী, চেতয়িতা প্রভৃতি শব্দ সকল সগুণ ব্রহ্মের ও শেষোক্ত কেবল ও নির্গুণশব্দ নির্গুণ ব্রহ্মের

১। 'রূপাদ্যাকার রহিতামেব—' ইত্যাদি। (ব্রহ্মসূত্র ৩/২/১৪ শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য)

২। 'কেবলঃ নিরুপাধিকঃ। নির্গুণঃ সত্ত্বাদিগুণ রহিতঃ—সত্ত্বাদিগুণ বর্জ্জিতঃ।' (শাঙ্করভাষ্য)

৩। শ্রুত্যুক্ত 'দেব' শব্দ সর্বত্রই শ্রীভগবৎ নির্দেশক। (১৩৯-১৪০) পৃঃ দ্রষ্টব্য।

প্রতিপাদক, সে কথাও সঙ্গত হইতে পারে না। যে হেতু 'চ' অর্থাৎ এবং শব্দ দ্বারা সুস্পষ্টরূপেই সেই এক সবিশেষ, সক্রিয় ব্রহ্মই নিরুপাধিক ও নির্গুণ শব্দেরও নির্দেশ বস্তু হইয়াছেন; সুতরাং ইহা হইতে সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। একই ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিরুপাধিক ও নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণাস্পৃষ্ট থাকিয়াই, নিজ অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ শক্তি যোগে, সগুণ, সাকার, নিরাকার, সক্রিয়, নিষ্ক্রিয়াদি সর্বশক্তির অভিব্যক্তি হয় তাঁহা হইতে—ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে এবং তিনিই শ্রীভগবৎ শব্দে ও মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন। এ-বিষয়ে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

অতএব মায়াবাদিগণের স্বকল্পিত 'দ্বিবিধ-ব্রহ্ম' যে শ্রুতি বিরুদ্ধ ইহা সর্বভাবে প্রতিপাদিত হইতে পারে। উক্ত প্রকার আরও দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হইতে পারিলেও, বাহুল্য বোধে কেবল নিম্নোক্ত শ্রুতি বাক্য দ্বারাই উক্ত শ্রুতির সুস্পষ্ট অর্থ প্রদর্শিত হইতেছেঃ—

একো দেবো নিত্য-লীলানুরক্তো
ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদন্তরাত্মা ।
কর্মাধ্যক্ষো ভক্তভাবানুবাদী
ক্রিয়াসাক্ষী ভক্তজীবো নরেন্দ্রঃ ॥

(পুরুষবোধিনী শ্রুতিঃ। ৩র্থ প্রপাঠকে)

প্রলয়-নিদ্রিতা মায়ার জাগরণের পূর্বে, পরমেশ্বরের সক্রিয়তা ও তদিচ্ছায় ও তদীক্ষণে যে মায়ার জাগরণ, পরমেশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াদি কখন সেই মায়ার অধীন হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ মায়াবাদিগণ জগৎ-কর্তৃত্বাদি শক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম বা

পরমেশ্বরকে সগুণ ব্রহ্মরূপে স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে মায়া উপহিত চৈতন্য—অর্থাৎ মায়াগ্রস্ত বলিয়াছেন। সুতরাং তদীয় রূপ, গুণ, কর্ম প্রভৃতি সমস্তই মায়িক বা প্রাকৃত বলিয়াই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু শ্রুতি প্রভৃতিতে দেখা যায়, মায়া বা প্রকৃতি যখন সাম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় প্রলয় শয্যায় সুষুপ্তা, তাহাকে সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়া যিনি তৎপ্রতি ঈক্ষণপূর্বক চেতনা দান করিয়া তাহার সৃষ্টি সামর্থরূপ বৈষম্য ভাব উৎপাদন করেন, সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছা ও ক্রিয়াদি ধর্ম সকল যে, প্রকৃতির জাগরণেরও পূর্বে—নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে, এ-কথাও সহজে বুঝিতে পারা যায়। অতএব জগৎকারণ সেই ব্রহ্মবস্তু বা শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, কর্মাদি যে, জীবের ন্যায় মায়াধীন নহে,—উহা মায়াতীত অপ্রাকৃত চিন্ময় ধর্ম, ইহাও স্বতঃই প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীভাগবতেও তাই উক্ত হইয়াছে,—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া ।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥

(শ্রীভাঃ ২/৫/১৩)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবানের দৃষ্টি পথে অবস্থান করিতেও যে মায়া বিলজ্জিতা হয়েন, অবিদ্যাচ্ছন্ন দুর্বুদ্ধি জীব সকল সেই মায়ায় মোহিত হইয়া, দেহে 'আমি' ও দেহ সম্বন্ধীয় বিষয়ে 'আমার' বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে।

'কৃষ্ণ সূর্যসম, মায়া হয় অন্ধকার ।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥'

(শ্রীচরিতামৃতে)

সুতরাং যাঁহার দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতেও মায়া বিলজ্জিতা, সেই সৃষ্টি কর্তৃত্বাদি অপ্রাকৃত গুণ-সম্পন্ন পরমেশ্বর বা শ্রীভগবান্‌কে মায়াকবলিত

বলিয়া ও তদীয় রূপ, গুণ, কর্ম্মাদিকে মায়িক বলিয়া প্রচার করা, যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই কেবল যে নিতান্ত দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক তাহাই নহে, শ্রীভগবানের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা দ্বারা অপরাধেরও প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। শ্রীপাদ প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বেদান্ত বিচার উপলক্ষে—শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

'ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্। চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান ॥ তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার। চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি তাঁরে কহে নিরাকার ॥ চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিবার। তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার ॥ তাঁর দোষ নাহি তিঁহো আজ্ঞাকারী দাস। আর যেই শুনে তার হয় সর্বনাশ ॥ বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর। প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর ॥ (শ্রীচৈঃ ১/৭)

শ্রীভগবান্ নিজেও গীতায় বলিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

(গী° ৭/১৪)

ইহার অর্থ,—আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবীমায়া দুস্তরা। যাঁহারা (ভক্তিযোগ দ্বারা) আমারই শরণাপন্ন হইয়া ভজন করেন, তাঁহারা আমারই প্রভাবে এই সুদুস্তরা মায়া অতিক্রম করিতে পারেন।

তাই শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥

(শ্রীভা° ১/১১/৩৯)

ইহার অর্থ,—ভগবদাশ্রিত জনের তদাশ্রয়া বুদ্ধি, দেহে থাকিয়াও যেমন দেহস্থিত সুখ-দুঃখাদি গুণের সহিত যুক্ত হয় না, সেইরূপ প্রকৃতি বা

মায়ার মধ্যে থাকিয়াও, ঈশ্বর প্রাকৃতগুণের সহিত যুক্ত হয়েন না;—ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব।

[কৈমুত্য ন্যায়ে উক্ত শ্লোকে ইহাই সূচিত হইয়াছে যে,—যদাশ্রয়ে থাকিয়া মায়ায় অবস্থিত জীবও মায়া মুক্ত হয়—সেই শ্রীভগবান্ যে মায়ায় অবস্থান করিয়াও, মায়ামুক্ত থাকিবেন, ইহা আর অধিক কথা কি?]

অতএব যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়েই জীব সকল মায়াপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়, সেই শ্রীভগবান্ যে নিজে মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেন,—এ-কথা একান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ, অশ্রদ্ধেয় ও অপরাধজনক।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেও তাই উক্ত হইয়াছে,—

যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বস্মাদ্বহিঃ কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ ॥ ইত্যাদি।

অর্থ,—যে ব্যক্তি পরমাত্মবস্তু শ্রীকৃষ্ণের দেহ প্রভৃতি পাঞ্চভৌতিক বা প্রাকৃত মনে করে, শ্রুতি-স্মৃতি বিধানানুসারে সে ব্যক্তি সর্ব-সৎকর্ম হইতে বহিষ্কৃত অর্থাৎ মহাপতিত হইয়া থাকে। ইত্যাদি।

সর্বশক্তি ও বিশেষণহীন নির্গুণ ব্রহ্ম মায়াবাদিগণের স্বকল্পিত ও শ্রুতিবিরুদ্ধ।

রূপ, নাম, গুণ, কর্মাদি যে কোন ধর্ম বা শক্তিরূপ যে কোনও বিশেষণ থাকিলেই উহা মায়িক হইতেই হইবে,—এই ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হইয়াই মায়াবাদিগণ—এমন কি শ্রুতি সকলে বহুধা কীর্তিত ব্রহ্মের বিবিধ শক্তিকেও কল্পিত অর্থ বলে অস্বীকার করিয়া, তাঁহার নির্বিশেষত্ব স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন। এতাদৃশ সর্ববিশেষণশূন্য বস্তু যে শূন্যপ্রায় অলীক বা অবস্তুই হইয়া পড়ে, ইহা স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। অনন্ত বিশেষণময় তিনি,—তাঁহার বিশেষণের ইয়ত্তা না

থাকায়, শাস্ত্রে তাঁহাকে 'নির্বিশেষ' বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মকে মায়ার কবল হইতে উক্ত প্রকারে রক্ষা করিবার জন্য, সর্বশক্তিমৎ ব্রহ্মকে 'সগুণ' বলিয়া উপেক্ষাপূর্বক, তদতিরিক্ত এক সর্বশক্তিহীন, সর্বগুণহীন, সর্ববিশেষণহীন—নিষ্ক্রিয়, নির্ধর্মক, স্থাণুবৎ সত্তামাত্র ব্রহ্মবস্তু কল্পনা করিয়া তাঁহাকেই নির্গুণ ব্রহ্মরূপে[১] স্থাপন করিবার প্রয়াস যে, এবম্বিধ নির্গুণ ব্রহ্মের পক্ষেও কোন প্রকারেই গৌরব ব্যঞ্জক হইতে পারে না, ইহাও বলিবার পক্ষে কোন বাধা নাই।

সর্বশক্তিমৎ মহামহিমময় ব্রহ্মই শ্রুতি সম্মত।

শ্রুতি সকলে যে ব্রহ্ম-লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, উহা হইতে স্পষ্টই বুঝাযায়, ব্রহ্ম হইতেছেন বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সর্বধর্মযুক্ত—সর্বসমর্থ—সর্বশক্তিমৎ বস্তু। তাঁহার মহিমা ও প্রভাবের কোনও ইয়ত্তা নাই। সেই মহামহিম ও অচিন্ত্য প্রভাব হেতু তিনি যুগপৎ সমস্ত বিরুদ্ধশক্তি প্রকাশে সমর্থ হইয়াও সমকালে সমস্ত হইতে নির্লিপ্তি ও অস্পৃষ্ট। মায়াবী যেমন বিবিধ মায়া প্রকাশ দ্বারা দর্শকগণকে বিমুগ্ধ করিলেও নিজে কিন্তু তাহার প্রভাব হইতে বিমুক্ত থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেইরূপ সর্বশক্তিমৎ পরমেশ্বর মায়াশক্তির প্রকাশ দ্বারা তদবহির্মুখ জীবকে বিমুগ্ধ করিলেও নিজে তদ্বারা মুগ্ধ না হইয়া, তদধীশরূপেই নিত্য বিদ্যমান থাকেন[২]।

তাঁহারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাঁহারই ভয়ে সূর্য উদিত হয়, অগ্নি, ইন্দ্র, কাল প্রভৃতি তাঁহারই ভয়ে ভীত হইয়া নিজ নিজ কার্যে ধাবিত হইয়া থাকে[৩]। তাঁহারই প্রশাসনে রবি, চন্দ্রমা প্রভৃতি নক্ষত্র-গ্রহাদি সমস্তই স্ব-নিয়মে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে।[৪] তিনিই

১। 'সমস্ত বিশেষ রহিতং—ইত্যাদি। ব্রঃ সূঃ ৩/২/১১। (শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য)
২। শ্বেতাশ্বঃ ৪/১০, ৩। কঠোপনিষদ ২/৩/৩, ৪। বৃহদারণ্যকে ৩/৮/৯

আবার নিজ কৃপা ও করুণাদি শক্তি দ্বারা তদাশ্রিত ও তদন্বেষণপর জীবের মায়াপাশ বিমুক্ত করিয়া, জীবকে ভক্তরূপে অমৃতময় স্বধামে—নিজ ত্রিতাপহারী সুশীতল চরণচ্ছায়ায় স্থান দানপূর্বক আত্মদান করেন।[১] তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক অপর কিছুই নাই।[২] তদীয় শ্রীমূর্তি, নাম, গুণ, কর্ম, লীলা, বসন, ভূষণ, পরিকর ও ধামাদি* সমস্তই মায়াতীত, অপ্রাকৃত শুদ্ধ সত্ত্বময় এবং অশেষ কল্যাণ-গুণ ও চিদানন্দময়। এই সমস্তই সবিশেষ পরব্যোমের অন্তর্গত বস্তু বলিয়া,—নির্বিশেষ পরব্যোম বা সিদ্ধলোকেরও ঊর্দ্ধে অবস্থিত এবং কেবল ভক্তিগ্রাহ্য হওয়ায়,[৩] সাধারণের পক্ষে উপলব্ধির বিষয় হয়েন না। সুতরাং এতাদৃশ মহামহিমায় প্রতিষ্ঠিত[৪] ব্রহ্মের অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্তি, গুণ-লীলা ও মহিমাদিরূপ বিশেষত্বকে প্রাকৃত মনে করিয়া, তদতিরিক্ত শূন্যতুল্য নিঃশক্তিক, নিষ্ক্রিয়, স্থাণুপ্রায় এক নির্গুণ ব্রহ্মের কল্পনা,—উহা যে জীবের পারমার্থিক ভাগ্যের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র এ-কথার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন।

শ্রুতিতে সক্রিয় বা সবিশেষ ব্রহ্মেরই মায়া নির্লিপ্ততার কথা স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়।

মায়াদ্বারা স্পৃষ্ট হইলে কিম্বা সক্রিয় বা সবিশেষ হইলেই যে ব্রহ্মবস্তু মায়িক অর্থাৎ 'সগুণ' হইয়া পড়িবেন, শ্রুতি হইতে কোথাও এতাদৃশ বলহীন ব্রহ্মের সংবাদ অবগত হওয়া যায় না। বরং ব্রহ্মের অচিন্ত্য বিরুদ্ধশক্তি বলে, সমস্ত করিয়াও তিনি কিছুই করেন না, সকলের সহিত যুক্ত হইয়াও তিনি সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট ও অসঙ্গ অবস্থায়

১। কাঠকে ১/২/২৩ ২। শ্বেতাশ্বঃ ৬/৮ ৩। গীতা ১৮/৫৫ ৪। ছান্দো° ৭/২৪/১

* প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্বে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে নিজ ধাম ও পরিকরাদি প্রদর্শন করাইয়াছিলেন; সুতরাং তাহা কখন মায়িক হইতে পারে না। 'ন যত্র মায়া'—'। (ভাঃ ২/৯/৯-১৬)

অবস্থান করিয়া, সূর্যবৎ ভাস্বরই থাকেন, শ্রুতি হইতে এইরূপ এক মহাপ্রভাবশালী সর্বাধীশ[১] সবিশেষ ব্রহ্মের কথাই সুস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়; যথা,—

সূর্য্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু-
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥

(কাঠকে ২/২/১১)

ইহার অর্থ, সর্বলোকের চক্ষুতে অধিষ্ঠিত সূর্য যেমন চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্য অশুচি বস্তুর সহিত লিপ্ত হয়েন না, সেইরূপ একমাত্র সর্বভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ ব্রহ্মবস্তু বাহ্য বিষয়ে অর্থাৎ জগৎসম্বন্ধীয় মায়িক দুঃখাদি দোষের সহিত লিপ্ত হয়েন না।[২]

তাহা হইলে জগৎ-কারণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরে বিবিধ শক্তি বা বিশেষণের বর্ণনা দেখিয়া, তাঁহাকে মায়ালিপ্ত বা সগুণবোধে, তাঁহা হইতে পৃথক অপর এক নিঃশক্তিক, নিষ্ক্রিয় ও শূন্যপ্রায় নির্বিশেষ ব্রহ্মের পরিকল্পনা যে নিরর্থক এবং ইহা যে শ্রুতিসম্মত নহে, নিতান্তই মনঃকল্পিত, বুঝিবার ইচ্ছা থাকিলে ইহাতে উক্ত ও অপর শ্রুতিবাক্য হইতে সহজেই বুঝা যাইতে পারে!

শ্রীপাদ শঙ্কর কল্পিত নিগুর্ণ ব্রহ্ম অপেক্ষা তৎকথিত অনির্বাচ্যা মায়ারই মহিমাধিক্য প্রকাশ হওয়ায়,

১। শ্বেতাশ্বঃ ৩/১৭)

২। উক্ত প্রকারে মায়াস্পৃষ্ট না হওয়ায় তৎকর্তৃক ঐকান্তিক মুক্তি দানের পক্ষেও কোন বাধা থাকে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, 'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

গোপাল তাপনীতেও উক্ত হইয়াছে,—'চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ।'

তৎপ্রচারিত ব্রহ্মবাদের 'মায়াবাদ' নামেই প্রসিদ্ধিলাভ।

আরও বিবেচ্য বিষয় এই যে, সর্বভাবহীন যাহা, তাহাকে 'অভাব' অবস্তুই বলা হয়। শ্রীপাদ শঙ্কর-কল্পিত সর্ব বিশেষণ শূন্য অর্থাৎ সর্বভাবহীন 'নির্গুণ ব্রহ্ম' বৌদ্ধের 'শূন্যবাদের' সীমাতেই পর্যবসিত হইয়া, 'অভাব' বা অবস্তুরূপেই গণ্য হইবার যোগ্য হইয়াছেন। বিশেষণ মাত্রকেই মায়িকধর্ম মনে করিয়া, মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে মায়ার কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে এক সর্বশক্তিহীন, সর্ববিশেষণ বিযুক্ত স্বকল্পিত 'নির্গুণ ব্রহ্ম' স্থাপন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ব্রহ্ম অপেক্ষা মায়ারই মহিমা অধিকতররূপে স্থাপিত হইয়াছে। যে মায়াকে তাঁহারা মিথ্যা অর্থাৎ অবস্তু ও অনির্বাচ্য প্রভৃতি বলিয়াছেন,[১] সেই মায়ারই আবার এতাদৃশ প্রভাব দেখাইয়াছেন যে, তৎকর্তৃক সদ্বস্তু ব্রহ্মও আক্রান্ত হইয়া, অন্ততঃ তাঁহার কিয়দংশকেও সেই মায়ার কবলে পতিত হইতে হইয়াছে। এই মায়া-কবলিত অংশই তাঁহাদিগের 'সগুণ ব্রহ্ম' বা জগৎ-কর্তৃত্বাদিগুণ-সম্পন্ন অচিন্ত্য শক্তিশালী পরমেশ্বর[২]। অবশিষ্ট নির্গুণ ব্রহ্মকে মায়ার পুনরাক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য, শ্রুত্যুক্ত তদীয় স্বাভাবিকী সমুদয় শক্তি, সকল ভাব, সর্ববিশেষণ পরিহার করাইয়া, তাঁহাকে এক অবস্তু বা শূন্য প্রায় ব্রহ্মে পরিণত করিয়াছেন।[৩] ইহা দ্বারা ব্রহ্মের মহিমা বিঘোষিত না হইয়া, অবস্তু মায়ারই মহামহিমার বিজয়বার্তা জগতে বিঘোষিত হইয়াছে,—একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়।

১। 'সর্বজ্ঞেত্যাদি—' (ব্রহ্মসূত্র ২/১/১৪ শাঙ্করভাষ্য)।

২। 'এবমবিদ্যাকৃত নামরূপোপাধ্যানুরোধীশ্বরো ভবতি।' (ব্রঃ সূঃ ২/১/১৪ শাঙ্করভাষ্য)। অর্থ,—ঈশ্বর সেই অবিদ্যাকৃত নাম-রূপ উপাধির দ্বারা উপহিত।

৩। 'আহ চ শ্রুতিশ্চৈতন্যমাত্রং 'বিলক্ষণরূপান্তররহিতং নির্বিশেষং ব্রহ্ম।' (ব্রঃ সূঃ ৩/২/১৬ শাঙ্করভাষ্য)। অর্থ—শ্রুতি বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম চৈতন্যমাত্র; রূপাদি রহিত নির্বিশেষ।

শ্রীপাদ শঙ্কর 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ 'সমস্তই ব্রহ্ম'; 'ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা' এইরূপ ব্রহ্মের মহিমা ব্যঞ্জক 'ব্রহ্মবাদ' প্রচার করিতেই সচেষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই সর্বকারণ ও মায়াধীশ ব্রহ্মকে মায়োপহিত বা মায়াগ্রস্ত ও তদীয় অপ্রাকৃত রূপ, গুণ, লীলাদি বিশেষত্ব সকলকে মায়িক বলিয়া অবধারণপূর্বক, তদতিরিক্ত সর্ববিশেষত্বহীন, শ্রুতিবিরুদ্ধ ও স্বকল্পিত শূন্যপ্রায় এক নির্গুণ ব্রহ্ম স্থাপন দ্বারা শ্রীভগবচ্চরণে যে অপরাধ সঞ্চারিত হয়, তৎফলেই তদীয় ভাষ্য 'ব্রহ্মবাদ' রূপে জগতে প্রচারিত না হইয়া 'মায়াবাদ' নামেই জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে; এবং তাঁহাদিগের পরিচয়ও 'ব্রহ্মবাদী' না হইয়া 'মায়াবাদী'ই হইয়াছে,—ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহাকে শ্রীভগবানের নীরব পরিহাসও বলা যাইতে পারে। যেহেতু শ্রীভগবানের পরিহাস রসাস্বাদনের পক্ষেও ভক্তগণই উপযুক্ত ক্ষেত্র। তন্মধ্যে আবার শ্রীশিব তাঁহার পরম ভক্ত। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য সেই শিবাবতার।

শ্রীভগবদাদেশেই শ্রীপাদ শঙ্করকর্তৃক 'মায়াবাদ' প্রবর্তিত হওয়ায়, তৎবিষয়ে আচার্যপাদের দোষরাহিত্য।

যাহা হউক, আচার্য শ্রীপাদ শঙ্করের এ বিষয়ে কোন দোষ নাই। তিনি শ্রীশঙ্করের সাক্ষাৎ অবতার; সুতরাং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীভগবানেরই আদেশে ও কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্যে তাঁহাকে 'মায়াবাদ' প্রচার করিতে হইয়াছে, এ-কথা শাস্ত্র হইতেও অবগত হওয়া যায়। যথা,—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥

(পাদ্মে উঃ ২৫/৭)

ইহার অর্থ,—(পার্বতীর প্রতি মহাদেবের উক্তি) হে দেবি, ব্রাহ্মণমূর্তি গ্রহণ করিয়া আমিই কলিযুগে মায়াবাদরূপ অসৎশাস্ত্র প্রচার করিয়াছি। এই অসৎশাস্ত্রকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা হয়।

তিনি যে শ্রীভগবদাজ্ঞায় ইহা করিয়াছেন, তাহাও নিম্নোক্ত শ্লোকে জানা যায়; যথা,—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্‌বিমুখান্ কুরু ।
মাঞ্চ গোপয় যে স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥

(পাদ্মে উঃ ৬২/৩১)

ইহার অর্থ—(শ্রীশিবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি) হে শিব, তুমি স্বকল্পিত আগম শাস্ত্র দ্বারা লোক সকলকে আমা হইতে বিমুখ কর এবং আমাকেও গোপন কর। যাহাতে এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

অতএব তিনি শ্রীভগবানের এই অপ্রিয় আজ্ঞা পালন করিয়া পরম ভক্তত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন এবং নিজের জন্য তিনি শ্রীগোবিন্দাষ্টক প্রভৃতি বহু ভক্তিমূলক স্তব, স্তুতি ও শ্রীসহস্রনাম স্তোত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া নানাভাবে ভক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়।[১]

এইহেতু শ্রীচরিতামৃতে তদীয় মায়াবাদমূলক ভাষ্যের নিন্দা করা হইলেও, শ্রীপাদ শঙ্করের গুণগান করাই হইয়াছে।

'তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর আজ্ঞা পাঞা ।
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥'

শ্রীভগবানের মায়াতীত শ্রীমুর্তি ও গুণ কর্মাদির অপ্রাকৃতত্ব বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণ।

১। শ্রীজীবপাদকৃত তত্ত্বসন্দর্ভঃ ২৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এখন প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনাম-গুণ-লীলাদি-রূপ তদীয় বিশেষণ সকল যে, মায়াবাদি-কথিত মায়িক অর্থাৎ প্রাকৃত নহে, তৎসমূদয়ই যে, অপ্রাকৃত—চিদানন্দময় বস্তু, ইহাই আমরা বেদাদি শাস্ত্র সকল হইতে সুস্পষ্টরূপেই অবগত হইতে পারিব।

শ্রুতিতে ব্রহ্ম-লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ ।'

(কঠোপ° ২/২/১৩)

অর্থাৎ 'যিনি এক হইয়াও বহু জনের কামনা পূর্ণ করেন—ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্বই বর্ণিত হইয়াছে। আবার সেই ব্রহ্মই যে, 'নিত্য বস্তু সকলের মধ্যেও নিত্য, চেতন বস্তু সকলের মধ্যেও চেতন'—তাঁহাকে এইরূপ অপ্রাকৃত লক্ষণে নির্দ্দেশ করিয়া, তদীয় রূপ-নাম-গুণ-কর্ম্মাদির অপ্রাকৃতত্বই ঘোষণা করা হইয়াছে। উহা প্রাকৃত অর্থাৎ অনিত্য ও জড়ধর্ম্মী হইলে, তাঁহাকে কখনই 'নিত্যেরও নিত্য' এবং 'চেতনেরও চেতন' বলিয়া কীর্ত্তন করা হইত না। উক্ত নির্দ্দেশ দ্বারা তিনি যে, জ্ঞানিগণের ধ্যেয় নির্ব্বিশেষ সচ্চিদেক ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় তাহাও সূচিত হইতেছে।

শ্রুতি কর্ত্তৃক স্থলবিশেষে ব্রহ্মকে 'অরূপ' ও 'নির্ব্বিশেষ' প্রভৃতি বলিবার তাৎপর্য, তদীয় প্রাকৃত রূপ ও মায়িক বিশেষণাদির নিষেধ।

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন ঃ—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা, তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥

(শ্বেতাঃ ৩/১৯)

ইহার অর্থ,—তাঁহার হস্ত নাই; তিনি গ্রহণ করেন; তাঁহার পদ নাই, তিনি গমন করেন; তাঁহার চক্ষু নাই, তিনি দর্শন করেন; তাঁহার কর্ণ নাই, তিনি শ্রবণ করেন; জ্ঞাতব্য যাহা কিছু সমুদয় তিনি জানেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহ অবগত নহে; তাঁহাকে সর্বাদি ও মহান্ পুরুষ বলা হয়।

শ্রুত্যুক্ত তাঁহার (ব্রহ্মের) হস্ত নাই, পদ নাই, ইত্যাদি বাক্য হইতে তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরাকার ও নির্বিশেষ মনে করা একান্তই অসঙ্গত; কারণ পরবর্তী উক্তিতে তিনি গ্রহণ করেন, চলেন ইত্যাদি তদীয় কর্মের কথাও উল্লেখ করিয়া তাঁহার সাকারত্ব ও সবিশেষত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে। কর্ম থাকিলে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় থাকিলে দেহেরও বিদ্যমানতা অবশ্যই স্বীকার্য। সুতরাং তাঁহার প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি নিষেধ করিয়া, অপ্রাকৃত—চিদানন্দময় দেহেন্দ্রিয়াদির কথাই শ্রুতি সকলের তাৎপর্য, ইহাই বুঝিতে হইবে। প্রাকৃত গুণ সম্বন্ধেই তিনি নির্গুণ, নিরাকার ও নির্বিশেষ; কিন্তু অপ্রাকৃত গুণ সম্বন্ধে তিনি সগুণ, সাকার ও সবিশেষ,—সর্বত্র শ্রুতি সকলের ইহাই তাৎপর্য।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ ।
সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ ॥

(শ্বেতাঃ ৩/১৭)

ইহার অর্থ,—(ব্রহ্ম) সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ধর্ম বিশিষ্ট, সমুদয় ইন্দ্রিয় বর্জিত, সকলের প্রভু, সকলের নিয়ন্তা ও সকলের মহৎ আশ্রয়।

ব্রহ্ম সর্বেন্দ্রিয়হীন হইয়াও সর্বেন্দ্রিয়ের ধর্ম বিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়ের ধর্ম

থাকিলে, ইন্দ্রিয়ও আছে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে উক্ত শ্রুতি বাক্যের ইহাই তাৎপর্য যে, তাঁহার কোন প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় আছে; ইন্দ্রিয় থাকে দেহকে আশ্রয় করিয়া; সুতরাং তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও তৎকর্মও নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত দেহ ও কর্ম আছে।

অতএব তাঁহার শ্রীমূর্তি, তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি ও তৎকর্মাদি সমস্ত বিশেষত্বের কিছুই মায়িক বা প্রাকৃত নহে; তৎসমস্তই সচ্চিদানন্দময়—সবিশেষ ও অপ্রাকৃত বস্তু।

শ্রীসার্বভৌমের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বেদান্ত বিচার প্রসঙ্গে শ্রীচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে,—

'নির্বিশেষ কহে তাঁরে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি অপ্রাকৃত করয়ে স্থাপন ॥
'অপানিপাদ' শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পাণি-চরণ।
পুন কহে শীঘ্র চলে, করে সর্বগ্রহণ ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্বিশেষ ॥ (২/৬)

তাই দেখা যায়, শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপেই শ্রীভগবানের মায়িক বা প্রাকৃতগুণময় শরীরাদি নিষেধ করিয়া, তাঁহাকে শুদ্ধ হইতেও পরম শুদ্ধ—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময়রূপেই নির্দেশ করা হইয়াছে; যথা,—

সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ॥

(বিষ্ণু পুঃ ১/৯/৪৩)

ইহার অর্থ,—পরমেশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণ নাই। তিনি সমস্ত শুদ্ধবস্তু হইতেও পরমশুদ্ধ। (ইহা দ্বারা তিনি মায়াবাদি-কল্পিত নির্গুণ শুদ্ধব্রহ্ম

হইতেও যে পরমশুদ্ধ, ইহাও সূচিত হইল) সেই আদ্য পুরুষ প্রসন্ন হউন।

শ্রীভগবানের গুণ সকল ভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন।

শ্রীভগবানের ন্যায় তদীয় গুণ সকলও যে, মায়াতীত ও অপ্রাকৃত এবং তৎসমুদয় যে, তদীয় অপ্রাকৃত শ্রীমূর্তি হইতে অভিন্ন, ইহাও শাস্ত্র হইতে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায়, যথা,—

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥

(বিষ্ণু পূঃ ৬/৫/৭৯)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবানের জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, তেজ প্রভৃতি অশেষ গুণাবলী—ভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া, ইহাঁরাও 'ভগবৎ' শব্দেই উক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাতে কোন প্রকার প্রাকৃত হেয়গুণ (সত্ত্বাদিগুণ) অর্থাৎ মায়িক দোষাভাসও নাই।

শ্রীভগবদ্বিষয়ে শাস্ত্রে 'নির্গুণ' 'অনামা' 'অরূপ' প্রভৃতি উক্তির তাৎপর্য।

তবে যে, শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে তাঁহাকে 'নির্গুণ' বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—তাঁহাতে কোন গুণ—কোন বিশেষ নাই ইহা নহে; তাঁহাতে প্রাকৃত কোনও হেয়গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত দোষ নাই,—তিনি অপ্রাকৃত—অনন্ত গুণময়, এ-কথাও শাস্ত্র নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—

যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ ।
প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে ॥

(পাদ্মে উঃ ৯১/৩৯)

ইহার অর্থ,—জগদীশ্বর শাস্ত্রে যে নির্গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তদ্দারা তাঁহাতে কোনরূপ প্রাকৃত হেয়গুণের (অর্থাৎ মায়িক সত্ত্বাদিগুণের) সংযোগ না থাকায়, প্রাকৃত দোষেরই অভাব বলা হইয়াছে।

সেইরূপ শাস্ত্রের যে যে স্থলে তাঁহাকে 'অনামা' ও 'অরূপ' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তদ্দারা তাঁহাতে কোন নাম-রূপাদি বিশেষত্ব নাই, এরূপ অর্থ কোন প্রকারেই সমীচীন নহে। উহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, জীবের ন্যায় শ্রীভগবানের প্রাকৃত নাম বা প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ নাই; কিন্তু অপ্রাকৃত নাম-রূপাদির বিদ্যমানতার কথা শাস্ত্র সুস্পষ্টরূপেই ঘোষণা করিয়াছেন; যথা,—

'অনামা সোঽপ্রসিদ্ধত্বাদরূপো ভূতবর্জ্জনাৎ ।' (ব্রহ্ম পুরাণ)

অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের অতীত সুতরাং অপ্রসিদ্ধ বলিয়া শ্রীভগবান্ 'অনামা' এবং প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহবর্জিত বলিয়া, তিনি 'অরূপ' আখ্যায় অভিহিত হয়েন। বাস্তবিক পক্ষে তদীয় নাম-রূপ-গুণাদি সমস্তই মায়াতীত—চিন্ময়বস্তু, ইহাই তাৎপর্য। পদ্মপূরাণে (পাতাল খণ্ড ৫১ অধ্যায়) শ্রীশিবের প্রতি নিম্নোক্ত শ্রীভগবদ্বাক্য সকল, উক্ত অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে বিদ্যমান দেখা যায়; যথা,—

যদদ্য মে ত্বয়া দৃষ্টমিদং রূপমলৌকিকম্ ।
ঘনীভূতামলপ্রেম-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্ ॥ ১ ॥
নীরূপং নির্গুণং ব্যাপি ক্রিয়াহীনং পরাৎপরম ।
বদন্ত্যপনিষৎসঙ্ঘা ইদমেব মমানঘ ॥ ২ ॥
প্রকৃত্যুত্থ-গুণাভাবাদনন্তত্বাত্তথেশ্বর ।
অসিদ্ধত্বান্মদ্‌গুণানাং নির্গুণং মাং বদন্তি হি ॥ ৩ ॥
অদৃশ্যত্বান্মমৈতস্য রূপস্য চর্মচক্ষুসা ।
অরূপং মাং বদন্ত্যেতে বেদাঃ সর্বে মহেশ্বর ॥ ৪ ॥

ব্যাপকত্বাচ্চিদংশেন ব্রহ্মেতি চ বিদুর্বুধাঃ।
অতর্ক্যত্বাৎ প্রপঞ্চস্য নিষ্ক্রিয়ং মাং বদন্তি হি ॥ ৫ ॥

ইহার অর্থ,—হে মহাদেব, অদ্য তোমাকর্তৃক পরিদৃষ্ট এই যে আমার অলৌকিকরূপ, ইহা নির্মল প্রেম-ঘনীভূত—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ॥ ১ ॥

হে নিষ্পাপ, উপনিষদ্‌সকল আমার এই রূপকেই নিরাকার, নির্গুণ, সর্বব্যাপক, নিষ্ক্রিয় ও পরাৎপর বলিয়া কীর্তন করেন ॥ ২ ॥

হে ঈশ্বর, আমার গুণসকল প্রকৃতি সঞ্জাত পরিচ্ছিন্ন নহে বলিয়া অসিদ্ধ হওয়ায়, এইহেতু আমাকে নির্গুণ আখ্যায় অভিহিত করা হয় ॥ ৩ ॥

হে মহেশ্বর, চর্মচক্ষুদ্বারা আমার এই রূপের অদৃশ্যতাবশতঃ বেদসকল আমাকে অরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

যেহেতু চিদংশদ্বারা সর্বব্যাপকতা নিবন্ধন সুধীগণ আমাকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হয়েন এবং ইহা প্রাকৃত যুক্তি তর্কের অগোচর হওয়ায়, আমাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া অভিহিত করা হয় ॥ ৫ ॥

অতএব উক্ত প্রকার অপর বহু শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম ও পরিকরাদি নিখিল বিশেষত্বই যে, মায়াবাদি-কল্পিত মায়িক বা প্রাকৃত নহে, তৎসমস্তই যে অপ্রাকৃত শুদ্ধ-সত্ত্বময় ও স্বপ্রকাশ বস্তু,—তদীয় অচিন্ত্য বিরুদ্ধশক্তির মহিমায় ও স্বেচ্ছায়, তিনি তৎসমূদয় মায়িক জগতে প্রকট করিয়াও মায়া হইতে সম্পূর্ণ অস্পৃষ্টই থাকেন,—ইহা অবগত হওয়া যায়। বাহুল্য বোধে তদ্বিষয়ে কেবল আর একটি প্রমাণ নিম্নে সন্নিবেশিত হইতেছে,—

ন তস্য প্রাকৃতা মুর্ত্তির্মেদোমজ্জাস্থি-সম্ভবা।
ন যোগিত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যুতঃ বিভুঃ ॥

(বরাহ পুরাণ)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবানের শ্রীমূর্তি প্রাকৃত মেদ, মজ্জা ও অস্থি প্রভৃতি দ্বারা গঠিত নহে; যোগিগণের প্রদর্শিত কায়ব্যূহাদি রচনার ন্যায় (কিম্বা যাদুকরের মিথ্যা ভোজবাজীর ন্যায়) সাময়িক বা অনিত্য নহে; কিন্তু ঈশ্বরত্ববশতঃ উহা অচ্যুত, বিভু ও সত্য স্বরূপ।

বিদ্বদনুভব প্রমাণেও শ্রীভগবন্মূর্তির চিদানন্দময়ত্ব।

শ্রীভগবানের শ্রীমূর্তির চিদানন্দময়ত্ব এবং প্রাকৃত জীবদেহের প্রাকৃতত্ব, —এই মহাব্যবধান বিষয়ে শ্রীরুক্মিনী দেবীর অনুভূতি হইতেও প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

ত্বক্শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্তর্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্ কফপিত্তবাতম্ ।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী ॥

(শ্রীভাঃ ১০/৬০/৪৫)

ইহার অর্থ,—(শ্রীরুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছেন,—) হে স্বামিন্, তোমার পদাব্জ মকরন্দের আঘ্রাণ লাভ করিয়াও যে স্ত্রী ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশাদি দ্বারা বহিরাবৃত এবং মাংস, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বায়ু পরিপূর্ণ দেহবিশিষ্ট জীবরূপ শব কাহাকেও কান্তবুদ্ধিতে ভজনা করে, সে বিমূঢ়া, অর্থাৎ বিশেষ ভাবে মন্দবুদ্ধি।

উক্তবাক্যে প্রাকৃত দেহ হইতে চিদানন্দময় ভগবদ্দেহের বৈশিষ্টই ব্যক্ত হইয়াছে। নচেৎ শ্রীভগবন্মূর্তিও প্রাকৃত গুণযুক্ত হইলে, এরূপ উক্তির কোনও সার্থকতা থাকে না।

অধিক কথা কি, শ্রীভগবান্ নিজেই নিজ অপ্রাকৃত রূপ-গুণ-কর্মাদির পরিচয় দিয়া নিজ মুখেই ঘোষণা করিয়াছেন,—'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্—' (গীতা ৪/৯)

অর্থাৎ আমার জন্ম-কর্ম সমস্তই অলৌকিক অর্থাৎ অপ্রাকৃত।

মৌষললীলা, মহিষীহরণ, জরাব্যাধ-নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে দেহত্যাগ লীলা সকল মায়ারচিত—ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা।

তবে যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জরা নামক ব্যাধকর্তৃক নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে দেহত্যাগ, মৌষললীলায় যদুকুল ধ্বংস, মহিষী হরণ—এই সকল বিষয় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত বৃত্তান্ত হইতে শ্রীভগবদ্দেহ ও তদীয় লীলা পরিকরাদি সম্বন্ধে মায়িক বা প্রাকৃত মনে করা যাইতে পারে কি না?—এই সংশয় ছেদনের জন্য বক্তব্য এই যে,—উক্ত বিষয় কয়টি মাত্রকেই মায়িক বা মিথ্যা বলিয়া বুঝিলে ইহা অবশ্য সুবুদ্ধির ও সৌভাগ্যের পরিচায়ক হইতে পারে; কিন্তু তৎসম্বন্ধ সংযোগ করিয়া, শ্রীভগবান্ ও তদীয় অপর লীলা সকলকেও মায়িক মনে করা ইহাই যথার্থ দুর্বুদ্ধিতার ও দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক হইয়া থাকে।

যে শাস্ত্রে উক্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে,—দেখা যায়, আবার সেই শাস্ত্রেই স্পষ্টরূপে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের উক্ত লীলা যথার্থ নহে; উহা লোকানুকরণ জন্য শ্রীভগবৎ সৃজিত মায়ামাত্র।[১] দুর্ভেদ্য তদীয় মায়াদ্বারা রচিত এই সকল অলীক ঘটনা কেবল সাধারণ লোকের প্রতিতীর নিমিত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু এই মায়া শুদ্ধভক্তগণের দৃষ্টির আবরক হয় না। শ্রীভগবান্ নিজেও দারুকের প্রতি উক্ত ঘটনার মায়িকত্ব অর্থাৎ যাদুকরের ভোজবাজির ন্যায় মিথ্যাত্বই ঘোষণা করিয়াছেন; যথা,—

'মন্মায়ারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ'।

(শ্রীভাঃ ১১/৩০/৩৭)

অর্থাৎ, এই সমস্ত ঘটনা আমার মায়াকর্তৃক রচিত অর্থাৎ মিথ্যা জানিয়া, শান্তচিত্তে প্রস্থান কর।

১। শ্রীভাগবত ১১/৩১/৯-১০ এবং শ্রীনামচিন্তামণি। ৭ উল্লাস দ্রষ্টব্য

উক্ত লীলা ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়িক বা মিথ্যা বলিয়া ইহার কোন উপাসকও নাই।

তটস্থ-লক্ষণে শ্রুতিবর্ণিত ব্রহ্মবস্তু যে শ্রীকৃষ্ণই,—ইহা স্বরূপ-লক্ষণের সহিত ভাগবত হইতে স্পষ্টতঃ জানা যায়।

তাহা হইলে এখন সুস্পষ্টরূপেই উপলব্ধি করা যাইতেছে যে,—শ্রুতি সকল পরোক্ষভাবে যাঁহাকে ব্রহ্ম-লক্ষণে নির্দেশ করিয়াছেন, সেই তিনিই অনাবৃত বেদ-স্বরূপ শ্রীভাগবত শাস্ত্রে স্বরূপ-লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ নামেই কীর্তিত হইয়াছেন।

তাই দেখা যায়, শ্রুতি তটস্থ লক্ষণে কেবল কার্য দ্বারা পরিচয়ে—পরোক্ষভাবে যে ব্রহ্ম-লক্ষণ নির্দেশপূর্বক বলিয়াছেন,—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

(কাঠকে ৬/৩)

ইহার অর্থ,—ইঁহার (ব্রহ্মের) ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহারই ভয়ে, সূর্য উত্তাপ দিতেছে এবং ইঁহারই ভয়ে ইন্দ্র ও বায়ু (এই চারি) এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছে। (অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য পালন করিতেছে।)

শ্রুতিতে কেবল তটস্থ-লক্ষণে 'ইঁহার ভয়ে'—ইত্যাদি বাক্যে পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অস্পষ্টরূপে যে ব্রহ্মবস্তু নির্দেশ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মবস্তু যে কে? তাঁহার সুস্পষ্ট পরিচয়, স্বরূপ-লক্ষণে শ্রীভাগবতে তিনি নিজেই প্রদান করিয়াছেন,দেখা যাইবে; যথা,—

মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥

(শ্রীভাঃ ৩/২৫/৪১)

ইহার অর্থ,—আমার ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, আমার ভয়েই সূর্য উত্তাপ দেয়, আমার ভয়েই ইন্দ্র বর্ষণ করে, আমার ভয়েই মৃত্যু সকলের প্রতি ধাবিত হয়।

অতএব শ্রুতিবর্ণিত ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণই ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে।[১]

আরও দেখা যায়,—শ্রীভাগবতে (১/৮/৩১) 'গোপ্যাদদে—' ইত্যাদি কুন্তীস্তবে শ্রীকৃষ্ণকেই বলা হইয়াছে—'ভীরপি যদ্বিভেতি'। অর্থাৎ যে ভয় (মৃত্যু) তোমা হইতে ভয় পায়,[২]—সেই তুমি কি না জননীর ভয়ে ভীত হইয়াছিলে, ইহা স্মরণে আমাকে বিমোহিত করিতেছে, ইত্যাদি।

এ-স্থলে 'ভয়' বা 'মৃত্যু' পর্যন্ত সকলেই যে শ্রীকৃষ্ণের ভয়েই ভীত, ইহার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যাইতেছে। তিনিই আবার শুদ্ধ-বাৎসল্য-প্রেমময়ী জননীর ভয়ে ভীত,—স্বরূপ-লক্ষণে তাঁহার এই প্রেমাধীনতার পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে।

তাই দেখা যায়, শ্রুতি তটস্থ-লক্ষণে প্রচ্ছন্নভাবে যে ব্রহ্মবস্তু নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—

১। ইহা দেবহূতির প্রতি কপিল দেবের উক্তি হইলেও, সমস্ত অংশাবতারাদির কার্য অবতারী শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক কার্য বলিয়া জানা আবশ্যক কিম্বা তদেকাত্মভাবে অবতারীর কার্যকে অবতারগণ কর্তৃক নিজ কার্যরূপে স্থলবিশেষে উল্লেখ করিতে দেখা যায়। এবিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে।

২। অন্য শ্রুতিতে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—'

'গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি' (গোপাল তা° ১/১)

অর্থাৎ গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ) হইতে মৃত্যু ভয় পায়।

শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবন্নামের অভিন্নতাবশতঃ নামীর ন্যায় আবার শ্রীনাম সম্বন্ধেও (শ্রীভাঃ ১/১/১৪ শ্লোকে) '—যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্।' অর্থাৎ যে নাম হইতে 'স্বয়ং ভয় (মৃত্যু) ভীত হয়'—এই উক্তি দ্বারা, নাম ও নামীর একই লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে,—ইহাও দ্রষ্টব্য।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

(শ্বেতাঃ ৬/১৪ মুণ্ডকঃ ২/২/১০ কঠঃ ৫/১৫)

ইহার অর্থ,—সেখানে সূর্য কিরণ দেয় না, (অর্থাৎ, ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না) চন্দ্র-তারকাবলীও কিরণ দেয় না, এই বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নিই বা কোথায়? সমস্তই এই দীপ্যমানেরই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলেই দীপ্তি পাইতেছে। শ্রুত্যুক্ত এই অস্পষ্ট ব্রহ্মের সুস্পষ্ট পরিচয় সর্ববেদের সারার্থ শ্রীগীতায় সমূর্ত ব্রহ্মরূপে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) নিজেই প্রদান করিয়াছেন; যথা,—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥

(গীতা ১৫/১২)

ইহার অর্থ,—আদিত্যগত যে তেজদ্বারা অখিল জগৎ উদ্ভাসিত, চন্দ্রমা ও অনলে যে তেজ বিরাজিত, উহা আমারই তেজ বলিয়া জানিবে। (অর্থাৎ আমারই দীপ্তিতে তৎসমুদয় দীপ্তিশালী হইতেছে।)

তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণই যে পরোক্ষভাবে সর্ববেদ-বন্দিত ব্রহ্মবস্তু, তদ্বিষয়ে কোন দিক্ দিয়া প্রমাণের অভাব হইতেছে না। সুতরাং ইহা না বুঝিবার কারণ প্রমাণাভাব নহে; যে অতি ভাগ্যোদয়ে উহা উপলব্ধি করা যায়,—সেই ভাগ্যের সংযোগাভাবই উহার কারণ।[1]

অতএব শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় সবিশেষ ধাম, পরিকর, গুণ,

১। ১৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কর্ম, লীলাদি ও তদীয় শ্রীমূর্তিকে স্বেচ্ছায় জগতে প্রকট দেখিয়া, যাঁহারা উহাকে মায়িক বা জাগতিক বস্তুর মতই প্রাকৃত বলিয়া বোধ করেন, সেই সকল ভাগ্যহত অবিজ্ঞ জনকে তীব্র তিরস্কার পূর্বক শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকে মামজমব্যয়ম্ ॥

(গীতা ৭/২৪-২৫)

ইহার অর্থ,—নির্বোধেরাই আমার অব্যয় (নিত্য) ও সর্বোত্তমভাব (সচ্চিদানন্দস্বরূপ) অবগত না হওয়ায়, (স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ) মায়াতীত আমাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন (অর্থাৎ প্রাকৃত মনুষ্য, মৎস্য, কুর্মাদিভাবপ্রাপ্ত) বলিয়া মনে করে।

আমি যোগমায়া দ্বারা আমাকে প্রচ্ছন্ন রাখি বলিয়া (ভক্তভিন্ন) সকলের নিকট প্রকাশ হই না; এই নিমিত্ত মূঢ়লোকে স্বরূপতঃ আমাকে জন্মাদিরহিত ও অচ্যুত বস্তু বলিয়া অবগত হইতে পারে না। (অর্থাৎ তাহারা আমাকে ও আমার শ্রীরাম-নৃসিংহ-বামন-মীন-কূর্মাদি অবতার সকলকে প্রাকৃতের ন্যায় বোধ করিয়া থাকে।) সেই গীতার অন্যত্রও বলিয়াছেন,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ (গীতা ৯/১১)

ইহার অর্থ,—মূঢ়লোকেরা আমার পরমতত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া, সর্বভূতমহেশ্বর আমাকে মনুষ্য-রূপে দেখিয়া অবজ্ঞা করে। (অর্থাৎ উহা প্রাকৃত মনে করিয়া অপরাধী হয়।)

তাহা হইলে উক্ত ও অনুক্ত বহু শাস্ত্র প্রমাণ হইতে স্পষ্টতঃ অবগত হওয়া যায়,—শ্রীভগবৎ-শ্রীমূর্তি ও তৎসম্বন্ধীয় সকল বিশেষণকেই অপ্রাকৃত চিদানন্দবস্তুস্বরূপে না বুঝিয়া, প্রাকৃত বা মায়িক বলিয়া মনে করা মহামূঢ়তারই পরিচায়ক হইয়া থাকে,—তৎসম্বন্ধে আর অধিক উল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

এখন আমরা বুঝিলাম,—পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া, পরোক্ষভাবে যিনি সর্ববেদে বন্দিত,—উপনিষৎ সকলে যিনি 'ব্রহ্ম' নামে পরিগীত, তিনিই সর্বমূল—শ্রীকৃষ্ণ।

ষষ্ঠ উদ্ভাসন

শ্রীভগবৎ-স্বরূপ বিচারে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপতা বা স্বয়ংভগবত্তা

সমস্ত শ্রুতির সারার্থ ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত হইলেও, উহার দুর্বোধ্যতার কারণ।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা অবগতির নিমিত্ত প্রথমে নিম্নোক্ত বিষয়টির উপলব্ধি হওয়া আবশ্যক।

নিখিল বেদের শিরোভাগ বা সারাংশই শ্রুতি বা উপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে বেদসমূহের চরম প্রতিপাদ্য বস্তু, সীমা বা অন্ত প্রাপ্ত হওয়ায়, শ্রুতি সকল 'বেদান্ত' নামেও অভিহিত হয়েন।[১] সমস্ত শ্রুতিসাগর মন্থনপূর্বক ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস তদীয় 'ব্রহ্মসূত্র' রূপ মহারত্নমালা গ্রন্থন করেন। ইহাতে শ্রুত্যুক্ত সেই ব্রহ্মবস্তুর যথার্থ স্বরূপাদি প্রতিপাদিত হওয়ায়, ইহাও 'বেদান্ত' নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে বেদগুহ্য ব্রহ্মবস্তু প্রকৃষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইলেও, উহা সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে সন্নিবদ্ধ হওয়ায়, সূত্রকারের প্রকৃত অভিপ্রায় সূত্রকার ভিন্ন অপরের

১। 'বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।' —ইত্যাদি। (শ্বেতাঃ ৬/২২) অর্থ,—পুরাকল্পে প্রকাশিত 'বেদান্ত' প্রতিপাদিত এই গুহ্যবিদ্যা—ইত্যাদি। শ্রুতি নিজেকে 'বেদান্ত' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

পক্ষে বোধগম্য হওয়া একান্তই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এই নিমিত্ত ইহার ভাষ্যকারগণের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভাবনা সম্ভব হইয়া, ইহাকে অধিকতর জটিলতা জালে আবৃত করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং শ্রুতিসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য ব্রহ্মসূত্রে বিবৃত হইলেও, তদ্দারা ভগবান্ ব্যাসদেবের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হয় নাই।

অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতাদি রচনা করিয়াও ভগবান্ বেদব্যাসের চিত্তের অপ্রসন্নতা।

বেদের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত করাইয়া অবিদ্যাচ্ছন্ন, কাল-কবলিত, অল্পায়ু ও অধর্মরত—দুর্গতি জীব সকলের পরমমঙ্গল বিধান মানসে, শ্রীহরির অংশে[১] ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে বেদকে চতুর্বেদে বিভাগ করিয়া, সেই বেদার্থ সকল সমুদয় পুরাণে ব্যক্ত করিয়া, সর্ববর্ণ ও আশ্রমোপযোগী বেদার্থের সমাবেশে মহাভারত রচনা করিয়া এবং সর্বশ্রুতিসার স্বরূপ 'ব্রহ্মসূত্র' প্রণয়ন করিয়াও তদ্দারা তিনি চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই।[২]

তখন মুনীশ্বর ব্যাসদেব পুণ্যসলিলা সরস্বতীর নির্জন তটদেশে উপবেশন পূর্বক চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণ অনুসন্ধান মানসে, মনে মনে এই প্রকার বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

আমি সংযত চিত্তে ব্রতধারণপূর্বক বেদসমূহের, গুরুজনের ও অগ্নির সম্মান প্রদান করিয়াছি, পুরাণ ও মহাভারতাদি প্রণয়নচ্ছলে বেদের অর্থ প্রকাশ করিয়া স্ত্রী-শূদ্রাদি এবং সর্ববর্ণ ও আশ্রমের পক্ষে উহা

১। 'কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাস বিদ্ধি নারায়ণং স্বয়ম্।' (বিষ্ণু পুঃ ৩/৪/৫) অর্থ,—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জানিবে। কেহ কেহ অন্য ব্যাসকে আবেশ অবতার বলিয়া নির্দেশ করেন। (লঘুভাগবতামৃত—লীলাবতার দ্রষ্টব্য।)

২। শ্রীভাগবত ১/১৫ হইতে দ্রষ্টব্য।

গ্রহণোপযোগী করিয়াছি। তথাপি হায়! আমার সেই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি ও ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন আত্মা পূর্বের ন্যায় অতৃপ্তই রহিয়াছে দেখিতেছি! কিম্বা যে ভাগবতধর্ম শ্রীভগবানের ও তদ্ভক্ত পরমহংসদিগের অতীব প্রিয়তম ও জগতে সাধারণতঃ অনির্নীত—আমি কি সেই পরমধর্ম ভারতাদি শাস্ত্রে সম্যকরূপে বিস্তার করি নাই,—যাহার জন্য আমার চিত্তের এতাদৃশ অপূর্ণতার গ্লানি ও অবসাদ অনুভূত হইতেছে?

শ্রীনারদকর্তৃক উহার কারণ নিরূপণ এবং বিমল শ্রীকৃষ্ণযশঃ ও মহিমাদির প্রাধান্যরূপে কীর্তনের নির্দেশ এবং ভাগবতার্থ সংক্ষেপে উপদেশ।

এতাদৃশ চিন্তাকুল ও খেদান্বিত বেদব্যাসের সমক্ষে দেবর্ষি শ্রীনারদ বীণাযন্ত্রে শ্রীহরি-গুণগান করিতে করিতে সহসা সমাগত হইলেন। মুনিবর বেদব্যাস বিধিপূর্বক তাঁহার অভ্যার্থনাদি করিয়া নিজ হৃদয়ের অপ্রসন্নতার কথা নিবেদন পূর্বক উহার কারণ অবগত হইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। তদুত্তরে দেবর্ষি শ্রীনারদ তাঁহাকে বলিলেন,—

যথা ধর্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১/৫/৯)

ইহার অর্থ,—হে মুনিবর! আপনি (ভারতাদি শাস্ত্রে) ধর্মাদি পুরুষার্থ চতুষ্টয় যে প্রকারে কীর্তন করিয়াছেন, ভগবান্ বাসুদেবের মহিমাদি সেরূপ প্রাধান্যরূপে বর্ণন করেন নাই।

শব্দালঙ্কারাদি-ভূষিত হইলেও, যে বাক্যে জগৎপবিত্র শ্রীহরির গুণলীলাদি বর্ণিত হয় না, সেই বাক্যকে বায়সতীর্থ (অর্থাৎ উচ্ছিষ্টগর্তে

কাকের ক্রীড়াভূমিস্বরূপ) বোধ করিয়া, মানস সরসী-বিহারী মরাল স্থানীয় ভক্তগণ উহাতে কখন সহযোগিতা করেন না।[1]

ত্বমাত্মনাত্মানমবেহ্যমোঘদৃক্
পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ কলাম্ ।
অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায় তৎ
মহানুভাবাভ্যুদয়োঽধিগণ্যতাম্ ॥

(শ্রীভাঃ ১/৫/২১)

ইহার অর্থ,—অতএব হে সর্বজ্ঞ! আপনি নিজে সেই পরম পুরুষ শ্রীহরির অংশে জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং আপনি সকলই সুবিদিত। এক্ষণে মহানুভাব শ্রীভগবানের পরাক্রমাদি বিস্তারপূর্বক অর্থাৎ প্রাধান্যরূপে বর্ণনা করুন।

দেবর্ষি শ্রীনারদ এই স্থানে শ্রীবেদব্যাসকে সংক্ষেপে ভাগবত উপদেশ করিয়া, উহাই তদীয় সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞাদ্বারা বিস্তারপূর্বক জগতের পরমমঙ্গলার্থে প্রচার করিবার নির্দেশ দিয়া, পুনরায় বীণাযন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ যশোগান করিতে করিতে গগনমার্গে অন্তর্হিত হইলেন।

শুদ্ধা ভক্তি-যোগের আশ্রয়ে শ্রীব্যাসদেবের সমাধিতে স-শক্তিক শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার ও শ্রীভাগবতের আবির্ভাব।

অনন্তর শ্রীনারদের উপদেশক্রমে ভগবান্ বাদরায়ণ ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতটে বদরীবৃক্ষ শোভিত 'শম্যাপ্রাস' নামক স্বীয় প্রসিদ্ধ আশ্রমে (বদরীকাশ্রমে) উপবেশনপূর্বক আচমন করিয়া সংযত চিত্তে ধ্যান নিমগ্ন হইয়া বেদগুহ্য পরতত্ত্বের পূর্ণস্বরূপ অর্থাৎ স-শক্তিক শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎকার করিলেন। সর্বশ্রুতি নিহিত নিগূঢ়তত্ত্ব যাহা, তাহাই পরিপূর্ণরূপে তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। উহা যে একমাত্র

১। শ্রীভাগবত। ১/৫/১০

ভক্তিগ্রাহ্য বস্তু,—তদ্ভিন্ন কর্মজ্ঞানাদির বেদ্য নহে, নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে তাহাও অবগত হওয়া যায়।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে ।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদুপাশ্রয়াম্ ॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ ।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥

(শ্রীভাঃ ১/৭/৪-৫)

ইহার অর্থ,—ভক্তিযোগের প্রভাবে তাঁহার নির্মল চিত্ত সম্যক্‌রূপে স্থিরতাপ্রাপ্ত হইলে, ব্যাসদেব পূর্ণপুরুষ শ্রীভগবান্‌কে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার বশীভূতা মায়াকেও দেখিলেন।

যে মায়াদ্বারা সম্মোহিত হইয়া, জীবাত্মা ত্রিগুণাতীত হইলেও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বোধ করেন এবং সেই ব্যর্থগুণাত্মক কর্তৃত্বাভিমান কৃত 'আমি সুখী' 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি প্রকার সমস্ত অনর্থ ভোগ করিয়া থাকেন।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্ ॥

(শ্রীভাঃ ১/৭/৬)

ইহার অর্থ,—ভগবান্ হৃষীকেশে ভক্তিযোগই একমাত্র অনর্থের সাক্ষাৎ বিনাশক, ইহা তদীয় সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞাদ্বারা উপলব্ধি করিয়া ভগবান্ বাদরায়ণ (ব্যাসদেব) বিজ্ঞ ও অজ্ঞ সকল লোকের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত নামক সাত্বত-সংহিতা রচনা করিলেন।

শ্রীবেদব্যাসের সমাধিতে পরিলক্ষিত সেই পূর্ণপুরুষ—শ্রীভগবান্ যে শ্রীকৃষ্ণই এবং তিনিই যে সমগ্র শ্রীভাগবতের মুখ্য তাৎপর্য, ইহাও পরবর্তী শ্লোকে সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে; যথা,—

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে ।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥

(শ্রীভা ১/৭/৭)

ইহার অর্থ,—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে মনুষ্যগণের শোক-মোহ-ভয়হারিণী অর্থাৎ সর্বানর্থনাশিনী ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইলে, শ্রীব্যাসদেব উহা যথাক্রমে অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত শ্রীভাগবতে সন্নিবেশপূর্বক, নিবৃত্তিমার্গস্থিত, সর্বত্র নিরপেক্ষ, আত্মারামশিরোমণি, পরমজ্ঞানী নিজপুত্র শ্রীশুকদেবকেও তৎপ্রতি আকৃষ্ট করাইয়া উহা তাঁহাকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। অতএব ইহা যে জ্ঞানিগণেরও উপজীব্য ও পরম আস্বাদনীয় ইহা জানা যাইতেছে।

শ্রীব্যাসদেবের সমাধিদৃষ্ট বিষয় ও উহার সার মর্মার্থ।

পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত হইতে বিদিত হওয়া যায় যে,—

(১) মুনীশ্বর শ্রীবেদব্যাস বেদের যথার্থ ও মুখ্য তাৎপর্য জীব-জগৎকে বিদিত করাইবার উদ্দেশ্যে বেদ বিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম-সূত্রাবধি সমস্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও যখন তিনি চিত্তের অপূর্ণতা অনুভব করিয়া অতৃপ্ত হৃদয়ের জন্য খেদান্বিত হইতেছিলেন, তখন ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত শাস্ত্র সকলে বেদের যথার্থ ও নিগূঢ় অভিপ্রায় প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েন নাই।

(২) পরে শ্রীনারদের কৃপায় ও উপদেশে শুদ্ধাভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্বক, তদীয় সমাধিতে পরতত্ত্বের পূর্ণস্বরূপ প্রকৃষ্টরূপে সাক্ষাৎকার হইল এবং সেই 'পূর্ণ-পুরুষ' যে শ্রীকৃষ্ণই—ইহাও (ভাঃ ১/৭/৭ শ্লোকে) উল্লেখ করা হইয়াছে। শব্দের মুক্ত-প্রগ্রহাবৃত্তিদ্বারা 'পূর্ণপুরুষ' শব্দে, সর্বাদি—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইয়া থাকে।

(৩) ব্যাসদেবের শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার পরিপূর্ণরূপে হওয়ায়, উহা যে তদীয় স্বরূপশক্তির সহিত (অর্থাৎ ধাম ও শ্রীরাধিকা প্রভৃতি পরিকরাদির সহিত) পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাও বুঝিতে হইবে।

(৪) শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা—মায়াশক্তিকে তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে ও তদধীনরূপেই দেখিয়াছিলেন, ইহারও স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে মায়াধীনরূপে দেখেন নাই।

(৫) তটস্থা শক্তি—জীবই মায়াধীন ও তজ্জনিত সংসারক্লিষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল এবং সেই অনর্থসমূহের যথার্থ প্রতিকার ও বেদের বিস্তারার্থ স্বরূপ শ্রীভাগবত শাস্ত্রই তদীয় হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যে শ্রীভাগবতকে তদীয় ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে অনুভব করিয়া, তখন হইতে তিনি চিত্তের সম্যক্ প্রসন্নতালাভ করেন।[১]

অতএব মুনীশ্বর বেদব্যাসের হৃদয়ে আবির্ভূত শ্রীমদ্ভাগবতই যে, তদীয় সকল তপস্যার বিশ্রামস্থল এবং দুর্বোধ্য ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য ও নিগূঢ় বেদ-উপনিষদাদির যথার্থ অর্থস্বরূপ বিবেচিত হইবার যোগ্য, ইহা এখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্ম-সূত্রের ও গায়ত্রীর অকৃত্রিম ভাষ্য।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতেই পূর্বোক্ত অভিপ্রায় সকল সর্বপ্রথম সুস্পষ্টরূপে বিদিত করা হইয়াছে; যথা,—

"ব্যাস সূত্রের গম্ভীরার্থ ব্যাস ভগবান্ ॥ তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে। অতএব আপনে সূত্র করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥ যেই সূত্র কর্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান। তবেত সূত্রের অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥ প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়। সেই অর্থ চতুঃশ্লোকী বিবরিয়া কয় ॥ ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী কহিল। ব্রহ্মা

১। তত্ত্ব সন্দর্ভঃ। ৩০ অনুঃ হইতে দ্রষ্টব্য।

নারদে সেই উপদেশ কৈল ॥ নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল। শুনি ব্যাসদেব মনে বিচার করিল ॥ এই অর্থ আমার সূত্রব্যাখ্যানুরূপ। শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্য-স্বরূপ ॥" "অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থরূপ। নিজ কৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যস্বরূপ ॥" (শ্রীচৈ ২/২৫)

শাস্ত্রেও উক্ত বাক্যের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীভাগবত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ।' ইত্যাদি।

(তত্ত্ব-সন্দর্ভঃধৃত গারুড় বাক্য)

ইহার অর্থ,—এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্ম-সূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য নির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং সমগ্র বেদার্থ দ্বারা বিস্তারিত। ইত্যাদি।

প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে চতুঃশ্লোকী ও চতুঃশ্লোকী হইতে চতুর্বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রম-বিকাশ।

অস্ফুট কমল-কলিকা যেমন ক্রম-বিকাশের অনুবর্তী হইয়া প্রস্ফুটিত শতদলে পরিণত হয়, তেমনি মহাবাক্য 'প্রণব'-রূপ পদ্মকোরকেরই কিঞ্চিৎ পরিস্ফুটাকারে আবির্ভাব হইতেছেন—বেদমাতা 'গায়ত্রী'। আবার সেই গায়ত্রীরই সূত্রাকারে বিকশিত চারিটি দলস্বরূপ হইতেছেন—'চতুঃশ্লোকী'। যাহা শ্রীভগবান্ সর্বপ্রথম শ্রীমুখে শ্রীব্রহ্মাকে উপদেশ করেন। এই চতুঃশ্লোকীই পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া, শৈবালরূপ পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত চতুর্বেদ-রূপে এবং অপরোক্ষ বা অনাবৃত শ্রীমদ্ভাগবতরূপে প্রস্ফুটিত শতদলে পরিণত হইয়াছেন। সুতরাং দুর্বোধ্য

ব্রহ্মসূত্রের ও নিগূঢ় বেদসমূহের অপরোক্ষ বা অনাবৃত অর্থদ্বারাই শ্রীমদ্ভাগবতের কলেবর বিস্তীর্ণ, ইহাই বুঝা যাইতেছে। এইহেতু শ্রীমদ্ভাগবতই বেদোক্ত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের সুস্পষ্ট ও প্রকৃষ্ট অর্থ নির্ণায়ক হইতেছেন।

ধান্য ও তণ্ডুলের ন্যায় ত্বকাচ্ছাদিত ও ত্বঙ্মুক্ত বেদ ও ভাগবতের পার্থক্য।

ধান্যত্বকের আবরণে তণ্ডুল নিহিত থাকে; কিন্তু স্থূলদৃষ্টিতে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সেইরূপ পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত বেদরূপ ধান্যরাশির মধ্যে ভাগবতধর্ম্মরূপ তণ্ডুলরাশিই যে নিহিত হইয়াছে, তাহা একমাত্র ভক্তিবিভাবিত শুদ্ধদৃষ্টি ভিন্ন বাহ্য-দৃষ্টির বেদ্য বিষয় হয় না। তবে ধান্যরাশির মধ্যেও ক্বচিৎ ত্বক্ বিচ্ছিন্ন দুই-চারিটি কিয়ন্মুক্ত কিম্বা পুর্ণব্যক্ত তণ্ডুল পরিদৃষ্ট হইয়া, সমস্ত ধান্যরাশিই যে তণ্ডুলময়, ইহা যেমন অবগত করাইয়া দেয়, সেইরূপ বেদসমূহের মধ্যে কোন কোন স্থলে ত্বক্-মুক্ত তণ্ডুলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্‌বিষয়া ভক্তিরূপ ভাগবত-ধর্ম্মের আংশিক অথবা পূর্ণ প্রকাশ দ্বারা সমস্ত বেদই যে 'কৃষ্ণময়'—('বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেববেদ্যো—'। গীতা ১৫/১৫) ইহা বিদিত হওয়া যাইতে পারে। তৎবিষয়ে পূর্ব্বে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।[১]

আবার ধান্যের ত্বক্ হইতে নিষ্কাশিত তণ্ডুলরাশি পৃথকাকারে পরিদৃষ্ট হইলেও, তন্মধ্যে নিহিত দুই-চারিটি ধান্য দেখিয়া, উহা সেই ত্বকাবৃত ধান্যরাশিরই ব্যক্তভাব ভিন্ন অপর কিছুই নহে,—ইহা যেমন বুঝিতে পারা যায়, তেমনি বেদরূপ ধান্যরাশি হইতে নিষ্কাশিত ও ভিন্নাকারে পরিদৃষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতরূপ তণ্ডুলরাশির মধ্যে দুই-চারিটি ধান্যরূপ অপরিবর্ত্তিত বেদ-বাক্যও কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে; যাহা

১। ১৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হইতে শ্রীভাগবতকে বেদেরই বিমুক্ত অবস্থা বলিয়া স্থূলদৃষ্টি দ্বারা না হইলেও, সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে অবশ্যই বোধগম্য হইতে পারে।

অধিক কথা কি, 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং—' (ভাঃ ১/১/৩) ইত্যাদি বাক্যে ত্বকাদি বিমুক্ত সরস ফলের ন্যায় বেদ-কল্পতরুর জগতে অবতীর্ণ বিমুক্ত ফলরূপেই শ্রীভাগবত স্বয়ংই নিজ পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছেন। বেদ ও ভাগবতে পার্থক্য এই যে, প্রথমটি হইতেছে পরোক্ষবাদরূপ ত্বকাদি যুক্ত, অপরটি হইতেছে ত্বকাদি মুক্ত অর্থাৎ অপরোক্ষভাবে কথিত বেদেরই সুস্পষ্ট অর্থ।

শ্রীমদ্ভাগবতের বেদ হইতে অভিন্নতা সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতে উক্ত অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ব্রহ্ম-সূত্রে যে সকল ঋক্ বা বেদমন্ত্র সূত্ররূপে গ্রথিত, শ্রীভাগবতে তাহারই অর্থ শ্লোকাকারে সন্নিবেশিত; এইহেতু ধান্য নিষ্কাশিত তণ্ডুলের ন্যায় বাহ্যদৃষ্টিতে বেদমন্ত্রে এবং ভাগবতীয় শ্লোকে ভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও, আবার তণ্ডুল মধ্যে দুই-চারিটি অপরিবর্তিত ধান্যের অবস্থিতির ন্যায়, শ্রীভাগবত মধ্যেও কতিপয় অপরিবর্তিত বা কিঞ্চিৎ-পরিবর্তিত বেদমন্ত্রের বিদ্যমানতার দ্বারা উহাকে বেদময় বলিয়াই বুঝাইয়া দিতেছেন। নিম্নে তদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উক্তি ও দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হইল।

'চারি বেদ উপনিষদ্ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋগ্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্—শ্লোক নিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবতশ্লোক উপনিষদ্—কহে এক অর্থ'॥

(শ্রীচৈঃ ২/২৫)

ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঈশোপনিষদের (প্রথম শ্লোক) একটি মন্ত্র ভাগবত হইতে (৮/১/১০) উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। শ্রুত্যুক্ত 'ঈশ' ও 'সর্বং' শব্দের স্থলে ভাগবতে কেবল 'আত্মা' ও 'বিশ্বং' শব্দের সংযোগ ভিন্ন অপর সমস্ত শব্দই ইহাতে অপরিবর্তিত দেখা যাইবে।

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥

(শ্রীভাঃ ৮/১/১০)

ইহার অর্থ,—এই জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে, সেই সমস্ত বস্তুই পরমেশ্বরের সত্তা এবং চেতনা দ্বারা ব্যাপ্ত। সুতরাং পরমেশ্বরেরই সমস্ত বস্তু। অতএব তাঁহাকে নিবেদন করিয়া তৎপ্রদত্ত ধন ভোগ কর। অপর কাহারও ধনে আকাঙ্খা করিও না।[১]

গায়ত্রী হইতে বেদের বিকাশের ন্যায় শ্রীভাগবতের মূলেও সেই গায়ত্রী অর্থের সন্নিবেশ।

এখন দেখা যাইবে, বেদ-মাতা গায়ত্রীরই তাৎপর্য হইতে যেমন চতুর্বেদ বিস্তার লাভ করিয়াছে, সেই রূপ বেদার্থ দ্বারা বিস্তীর্ণ শ্রীভাগবতের মূলেও সেই গায়ত্রীর অর্থই অভিব্যক্ত হইয়াছেন। এ-স্থলে 'কণিকার' উপযুক্ত খুব সংক্ষেপে উক্ত বিষয়টির কেবল দিগ্‌দর্শন মাত্র করা যাইতেছে। প্রণব, ব্যাহৃতি ও শিরঃ সংযুক্ত সম্পূর্ণ গায়ত্রী মন্ত্রটির উল্লেখ, ঋগ্বেদে (৩/৪/১০) এবং অন্যান্য বেদেও দেখা যায়। বেদমাতাস্বরূপিনী বলিয়া গায়ত্রীকে সর্ববেদের সাররূপা বলা হইয়া থাকে। ('—সর্ববেদসারমিতি বদন্তি।' —শঙ্করঃ)। সংক্ষেপার্থ প্রণব,

১। এই প্রকার শ্রুতিতে 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি—' (মুণ্ডকঃ ২/২/৮) ইত্যাদি মন্ত্র ও ভাগবতে 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি—' (১/২/২১) ইত্যাদি শ্লোক প্রায় একইরূপ দেখা যাইবে।

ব্যাহৃতি ও শিরঃ বিযুক্ত মূল গায়ত্রিটিই নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

অন্বয়—যঃ নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ তৎ দেবস্য সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গঃ ধীমহি। (সায়নাচার্য)

অর্থ—যিনি আমাদের বুদ্ধি প্রেরণ করেন, সেই সর্বান্তর্যামী—জগৎপ্রসবিতা পরমেশ্বরের বরণীয় (সকলের উপাস্য) অবিদ্যা-বিনাশক তেজকে (স্বরূপ-শক্তিকে) ধ্যান করি।[১]

শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণ বা প্রারম্ভিক শ্লোকটি (১/১/১) যাহার বিষয় শ্রীচরিতামৃতে—"গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন"—ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে, এখন সেই শ্লোকটির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।[২]

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ সরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সুরয়ঃ ॥
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

উক্ত শ্লোকটির মধ্যে গায়ত্রীর অর্থ কিঞ্চিৎ বিস্তারপূর্বক বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য উহাতে কিছু অতিরিক্ত শব্দ সন্নিবেশিত হইলেও, পূর্বোক্ত গায়ত্রীর প্রত্যেক শব্দের অর্থ যে শ্লোকমধ্যে নিহিত রহিয়াছে, নিম্নে সংক্ষেপে কেবল তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

তাহা হইলে ভাগবতীয় মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি যে গায়ত্রীময়, উক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতেও তাহা বুঝা যাইতেছে। ধান্য হইতে

১। এ-স্থলে ইহাও বিবেচ্য যে,—'যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরক' ও 'জগৎ-প্রসবিতা'—ইত্যাদি গায়ত্রী মন্ত্রে ব্রহ্মবস্তুর সবিশেষত্বই স্পষ্টতঃ ব্যক্ত হইয়াছে। বেদ-মাতা গায়ত্রী যখন সমস্ত বেদের মূল বা সাররূপা হইতেছেন, তখন উহা হইতে অভিব্যক্ত সমস্ত বেদই যে সবিশেষ ব্রহ্মপর,—নির্বিশেষ নহে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

২। বিশদার্থ—শ্রীক্রমসন্দর্ভঃ প্রভৃতি ভাগবতীয় টীকা দ্রষ্টব্য।

গায়ত্রী মন্ত্রে	ভাগবতীয় শ্লোকে
১। 'যঃ নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ' যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরক।	১। 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে' যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ (বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির) প্রেরণা করেন। [ব্রহ্মা হইতেছেন সমষ্টিজীবস্বরূপ; সুতরাং ব্যষ্টিজীবের বুদ্ধিরও যে, তিনিই প্রেরক ইহাই বুঝা যাইতেছে।]
২। 'তৎ সবিতুঃ' সেই সবিতা অর্থাৎ জগৎ প্রসবিতা বা স্রষ্টা।	২। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—যাঁহা হইতে জগতের জন্মাদি অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি।
৩। 'দেবস্য' সর্বান্তর্যামী—লীলাপরায়ণ দেবতার।	৩। 'স্বরাট্' স্বীয় পরিকরগণসহ লীলাপরায়ণ যিনি।
৪। 'বরেণ্যং' বরণীয়—সর্বোপাস্য।	৪। 'পরম্' সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরমৈশ্বর্যতা প্রাপ্ত।
৫। 'ভর্গঃ' যে তেজ বা শক্তি দ্বারা অবিদ্যা ধ্বংশ হয়।	৫। 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং' যিনি স্বীয় তেজ বা শক্তি দ্বারা সর্বদা মায়াকে নিরস্ত করেন।
৬। 'ধীমহি' সেই তেজ সমন্বিত দেবতার ধ্যান করি।	৬। 'সত্যং ধীমহি' সেই স্বরূপশক্তি সমন্বিত সত্যস্বরূপকে ধ্যান করি।

নিষ্কাশিত তণ্ডুলের ন্যায়, উক্ত গায়ত্রী মন্ত্র হইতে নিষ্কাশিত শ্লোকটির আকারের পরিবর্তন হইলেও, তন্মধ্যে নিহিত 'ধীমহি' শব্দটি তণ্ডুলরাশি মধ্যে নিহিত একটি অপরিবর্তিতাকার ধান্যের মত উহার পূর্ব্বরূপেরই (অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্রেরই) সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, ইহাও বুঝিতে পারা যায়।

অধিকন্তু উক্ত শ্লোক হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, শ্লোকাকারে রূপান্তরিত ভাগবত যে সূত্রময় বেদান্তেরই অবিকৃত অর্থ ('অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং—গারুড়ে) শ্লোকস্থ 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ব্রঃ সূঃ ১/১/২) এই অপরিবর্তিত সূত্রটি শ্লোকের মূলে সন্নিবিষ্ট হইয়া ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপেও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সূত্রোক্ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার সুস্পষ্ট অর্থ যে কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা, ইহা ঋষিপ্রশ্নাধ্যায় নামক ভাগবতের প্রারম্ভেই প্রকাশ করা হইয়াছে।

তাই সূত্ররূপে সংবদ্ধ বেদান্তোক্ত 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' (ব্রঃ সূ ১/১/১)—এই প্রথম সূত্রটির ভাষ্য বা অর্থস্বরূপ ভাগবতের প্রথম অধ্যায়েই আমরা দেখিতে পাইব, সূত্রোক্ত 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসার' সুস্পষ্ট অর্থ হইতেছে—'শ্রীকৃষ্ণজিজ্ঞাসা'। এইজন্য উক্ত 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' বা ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্নের ভাষ্যরূপে ভাগবতের প্রথমেই 'ঋষিপ্রশ্নো' নামক প্রথম অধ্যায়ের সন্নিবেশ। যাহাতে দেখা যাইবে, শ্রীসূত গোস্বামীর প্রতি শৌনকাদি ঋষিবৃন্দের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নই হইতেছে উক্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সুস্পষ্ট ও বিস্তারার্থ যথা,—

সুত জানাসি ভদ্রং তে ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
দেবক্যাং বসুদেবস্য জাতো যস্য চিকীর্ষয়া ॥
তন্নঃ শুশ্রূষমাণানামর্হস্যঙ্গানুবর্ণিতুম্।
যস্যাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥

(শ্রীভাঃ ১/১/১২-১৩)

ইহার অর্থ,—হে সুত! আপনার মঙ্গল হউক। ভক্তগণের পতি, শ্রীভগবান্ যে কার্য সাধন মানসে বসুদেবপত্নী দেবকী হইতে জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন সে সমস্তই আপনি অবগত আছেন।

হে সূত! যে শ্রীকৃষ্ণের জগতে আবির্ভাবকার্য জীবগণের পালনের ও সমৃদ্ধির নিমিত্ত হইয়া থাকে, সেই শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণ কথা শ্রবণের নিমিত্ত আমরা আগ্রহান্বিত হইয়াছি। অতএব আপনি আমাদের নিকট উহা বিশেষরূপে বর্ণন করিবার যোগ্য হইতেছেন।

অতএব উক্ত 'ঋষিপ্রশ্নাধ্যায়' বর্ণিত শৌনকাদি ঋষিগণকর্তৃক কৃষ্ণ বিষয়ককথা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণই যে শ্রোতৃবৃন্দের মুখ্য তাৎপর্য ছিল, —ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

তদুত্তরে বক্তা শ্রীসূত গোস্বামিকর্তৃক সমস্ত ভাগবতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কীর্তনই যে, তৎসমুদয়ের মুখ্য তাৎপর্য, তদীয় বক্তব্য বিষয়ের প্রারম্ভেই, উক্ত প্রশ্নের নিমিত্ত পরম উল্লাসভরে সাধুবাদ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকথার অবতারণা হইতেই তাহাও স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়; যথা,—

মুনয় সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্ ।
যৎ কৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো[১] যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥

(শ্রীভাঃ ১/২/৫)

ইহার অর্থ,—হে মুনিগণ! আপনারা আমাকে ত্রিলোকের মঙ্গলজনক শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সর্বোত্তম প্রশ্নই করিয়াছেন। যাহা হইতে আত্মা সম্যকরূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

সমস্ত ভাগবতই শ্রীকৃষ্ণৈক তাৎপর্যময়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে শাস্ত্রের শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই

১। ব্রহ্মসূত্রোক্ত 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' শব্দটি উক্ত শ্লোকে 'কৃষ্ণসংপ্রশ্নো বা কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হইয়াছে দেখা যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক শ্রবণ কীর্তনই মুখ্য তাৎপর্য, সে শাস্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্ত্য—সমস্তই যে কৃষ্ণৈকতাৎপর্যময়. ইহা এখন বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা নাই।

পূর্বোক্ত 'ত্রয়ী' নিগূঢ় ত্রিধারাই মুক্তধারায় সমগ্র ভাগবতে প্রবাহিত।

এ-স্থলে অপর একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে,—পূর্বোক্ত 'ত্রয়ী' সংজ্ঞক বেদের অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত-কথার সম্মিলিতরূপ শ্রীভাগবত-ধর্মের যে ত্রিধারা, ফল্গুধারার মত নিগূঢ়ভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে, (১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) শ্রীসূতোক্ত পরবর্তী শ্লোকটির মধ্যে উহার সূচনা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়,—বেদগুহ্য সেই নিগূঢ় ত্রিধারা বা ভাগবতধর্মরূপ পরমধর্মেরই মুক্তপ্রবাহ অতঃ পর সমগ্র শ্রীভাগবতে প্রবাহিত হইবে।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

(শ্রীভাঃ ১/২/৬)

ইহার অর্থ,—সেই ধর্মই মানবগণের পরমধর্ম, যে ধর্ম হইতে অধোক্ষজে (ভগবানে) হেতুশূন্যা ও অনাবৃতা শুদ্ধাভক্তির উদয় হইয়া থাকে, যে ভক্তি হইতে আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতা (পূর্ণতা) সাধিত হয়।

উক্ত শ্লোকে—অধোক্ষজ শব্দে শ্রীভগবান্ বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ, তদ্বিষয়া শুদ্ধাভক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তি বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তি এবং তদ্দ্বারা প্রসন্নাত্ম যাঁহারা সেই শ্রীভগবদ্ভক্ত বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্ত উক্ত ত্রিধারারূপ শ্রীভাগবতধর্মই যে, জীবের 'পরম ধর্ম' (অর্থাৎ যাহার সমান বা অধিক অন্য কোন ধর্ম নাই) ইহারই সূচনা করিয়া, অতঃপর সমস্ত শ্রীভাগবতে উহাই অপরোক্ষ বা সুস্পষ্টরূপে কীর্তন করা হইয়াছে।

সুতরাং বুঝিতে হইবে, সমস্ত বেদে যাহা নিগূঢ় মন্ত্রাদি আকারে নিহিত,—বেদান্তে যাহা দুর্বোধ্য সূত্রাকারে গ্রথিত,—সেই শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিষয়া ভক্তি বা ভাগবতধর্মই সমস্ত ভাগবতে মুক্তধারায় প্রবাহিত।

শ্রীকৃষ্ণই দশম বা আশ্রয়-তত্ত্ব লক্ষ্য বলিয়া, ভাগবতাদি বর্ণিত অপর নব-লক্ষণই উহার আনুষঙ্গিক বিষয়রূপে জানা আবশ্যক।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, ভাগবতে কৃষ্ণকথা কীর্তিত হইতে দেখা যাইলেও, তদ্ভিন্ন উহাতে যখন সৃষ্ট্যাদি অপরাপর বিষয়েরও বর্ণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন ভাগবতকে কেবল কৃষ্ণকথাময় বলিয়া কি প্রকারে নির্ণয় করা যাইবে?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—সর্বমূল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পরমাশ্রয়তত্ত্ব; অপরাপর সমস্ত বিষয়ই তদাশ্রিত-তত্ত্ব। ভাগবতের প্রারম্ভেই শ্রোতা ও বক্তা কর্তৃক কৃষ্ণ বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর হইতে, শ্রীকৃষ্ণই যে ভাগবতের মুখ্য তাৎপর্য, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে; সুতরাং ভাগবত বর্ণিত অপর সমস্ত বিষয়ই যে সেই মুখ্য বিষয়েরই আনুষঙ্গিক কথা, অর্থাৎ তদাশ্রিত বা তৎসম্বন্ধীয় বিষয়,—ইহাই বুঝিতে পারিলে সমস্ত ভাগবতকে কৃষ্ণকথাময় ভিন্ন অপর কিছুই বলা যায় না। তাই দেখা যায়, মহাপুরাণের যে দশটি লক্ষণ থাকে, শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের সেই দশলক্ষণ বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত প্রশ্নের উত্তর স্বয়ংই প্রদান করিয়াছেন।

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্ ।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥

(শ্রীভাঃ ২/১০/১-২)

ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থ,—শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ এই দশটি লক্ষণে লক্ষিত হইয়াছে; যথা,—সর্গ (পরমেশ্বর হইতে মহতত্ত্বাদিরূপ সূক্ষ্ম জগতের সৃষ্টি বর্ণন) বিসর্গ (ব্রহ্মা কর্তৃক স্থূল জগতের সৃষ্টি বর্ণন), স্থান (ব্রহ্মা-শিবাদি হইতে শ্রীভগবানের উৎকর্ষ কথন), পোষণ (ভগবানের ভক্তানুগ্রহ), উতি (জীবের কর্ম্মোত্থিত বাসনা), মন্বন্তর (প্রতি মন্বন্তরে মনু প্রভৃতি সাধুগণের চরিত্রাদিরূপ ধর্ম্ম কথা), ঈশানুকথা (বিবিধ আখ্যানাদি দ্বারা ভগবদবতার ও তদ্ভক্তদিগের চরিত্র কথা), নিরোধ (মহাপ্রলয়ে শ্রীহরি শায়িত হইলে, শক্তিবর্গের সহিত তাঁহাতে জীবের লয় প্রাপ্তি), মুক্তি (অবিদ্যাকৃত মায়িক উপাধি পরিত্যক্ত জীবের শুদ্ধ স্বরূপে বা ভগবৎপার্ষদরূপে অবস্থান কথা), এবং আশ্রয় (বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের যিনি সর্বমূল কারণ,—তিনিই হইতেছেন সর্বাশ্রয়-তত্ত্ব। তাঁহাকেই 'আশ্রয়' বলা হয়)।[১] তন্মধ্যে দশম পদার্থের অর্থাৎ আশ্রয়ের জ্ঞান লাভের নিমিত্ত , মহাত্মাগণ সর্গাদি অপর নয়টি পদার্থের স্বরূপকে কোথাও শ্রুতি দ্বারা, কোথাও তাৎপর্য বৃত্তি দ্বারা, কোথাও বা সাক্ষাৎসম্বন্ধে বর্ণনা করেন। তাহা হইলে স্বয়ং শ্রীশুকদেবের উক্তি হইতেও আমরা বুঝিতে পারি, 'আশ্রয়' বা দশম-পদার্থের সম্যক্ পরিচয় অবগতির নিমিত্ত সর্গাদি অপর নয়টি পদার্থের আলোচনার উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণই ভাগবতের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়ায় তিনিই দশম-পদার্থ হইতেছেন। অতএব অপর নয়টি পদার্থই তৎসম্বন্ধীয় বিষয় বলিয়া, ভাগবতবর্ণিত সমস্ত বিষয়ই যে কৃষ্ণকথা ভিন্ন অপর কিছু নহে, শ্রীশুকোক্তি হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে। তাই শ্রীধর স্বামিপাদও শ্রীকৃষ্ণকেই দশম-পদার্থ রূপে স্পষ্টই বর্ণন করিয়াছেন; যথা,—

১। উক্ত দশলক্ষণের বিস্তারিত অর্থ ভাঃ ২/৯/৪৩ ও ২/১০/৩-৭) শ্লোক এবং স্বামিপাদ প্রভৃতি আচার্যপাদগণের টীকা দ্রষ্টব্য।

বিশ্বসর্গবিসর্গাদি নবলক্ষণলক্ষিতম্ ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম্ । (ইত্যাদি)

(শ্রীভঃ ১০/১/১-২ ভাবার্থদীপিকা)

ইহার তাৎপর্যার্থ,—যিনি সর্গ-বিসর্গাদি নব-লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত, (অর্থাৎ যিনি তৎসমূদয়ের উৎপত্তির কারণ, যিনি পরমাশ্রয়, জগৎ-সমূহের আশ্রয় এবং যাঁহার বিগ্রহ আশ্রিতদিগের (শ্রীসঙ্কর্ষণাদি নিখিল ভগবৎস্বরূপ, (উক্ত নব-লক্ষণে ও কোথাও বা সাক্ষাৎ ভাবে ভাগবতের সর্বত্রই তদ্বিষয় কথিত হইলেও, দশম-পদার্থরূপ তদীয় আশ্রয়ত্ব বিদিত করাইবার নিমিত্তই) যিনি দশমস্কন্ধেই বিশেষভাবে কীর্তিত হইয়াছেন,—সেই শ্রীকৃষ্ণ নামক দশম-পদার্থ অর্থাৎ আশ্রয়তত্ত্বকে নমস্কার করি।

অতএব শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—সর্বমূল—সর্ব-কারণ-কারণ বলিয়া সর্বাশ্রয়-তত্ত্ব—মহাপুরাণোক্ত দশম-পদার্থ। পূর্বোক্ত অপর নব-পদার্থ তদাশ্রিত বলিয়া তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ই হইতেছেন;সুতরাং উক্ত দশ-লক্ষণ বিশিষ্ট সমস্ত ভাগবতকে কৃষ্ণকথাময় বলিয়াই উপলব্ধি করা আবশ্যক। শ্রীচরিতামৃতে ইহাই উক্ত হইয়াছে,—

আশ্রয় জানিতে কহি এ-নব পদার্থ ।
এ-নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥
কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়—কৃষ্ণ সর্ব ধাম ।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম ॥

(শ্রীচৈঃ আদিঃ ২ পঃ)

শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়-তত্ত্ব; তদ্ভিন্ন অপর সমস্তই তদাশ্রিত-তত্ত্ব।

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, শ্রীভাগবত বর্ণিত

'দশম-পদার্থ' অর্থাৎ 'আশ্রয়তত্ত্ব' বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন সর্বাশ্রয় বা পরমাশ্রয়। তদ্ভিন্ন অপর যাহা কিছু সমস্তই 'তদাশ্রিততত্ত্ব'। এইহেতু তিনিই তদীয় বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তিরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়; তিনিই তটস্থাশক্তিরূপ সর্বজীবের আশ্রয়। তিনিই স্বরূপশক্তিরূপ গোলোক ও বৈকুণ্ঠাদি সর্ব ভগবদ্ধামের ও সর্বভগবৎ-পরিকরাদির সর্বমূলাশ্রয় ও তিনিই শ্রীনারায়ণ-সঙ্কর্ষণ রাম-নৃসিংহাদি শ্রীভগবৎ-স্বরূপ সকলেরও আশ্রয় হইতেছেন। এইজন্য তাঁহাকে 'আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ' অর্থাৎ যাঁহার শরীর নিখিল আশ্রয়তত্ত্বের আশ্রয় স্বরূপ,—এই কথা বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই সর্ববেদ-বেদান্ত প্রতিপাদিত মূল ব্রহ্মবস্তু বলিয়া তদ্ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীভাগবতের আরম্ভেই, বেদান্তোক্ত 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসার' সুস্পষ্ট অর্থস্বরূপ 'কৃষ্ণজিজ্ঞাসার' অবতারণা হইতে এবং দশম-পদার্থরূপ তদীয় সর্বাশ্রয়ত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত বিশেষভাবে ভাগবতের অর্দ্ধাংশেরও অধিক—দশমস্কন্ধে তদীয় লীলা কথাদির বিস্তারিত বর্ণনা হইতে, শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপতা বা পরমাশ্রয়তা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

ইহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম হইতেছে এই যে,—যে স্থলে দশম-পদার্থ অর্থাৎ আশ্রয়ের মুখ্যত্ব স্বীকৃত হইয়া তৎসহ নব-পদার্থ কিম্বা অপর যে কোন বিষয় বর্ণন করা হয়, তৎসমূদয়কেই আশ্রয়েরই অধীন অর্থাৎ তৎসম্বন্ধীয় বা তদাশ্রিত বিষয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কিন্তু যে স্থলে আশ্রয়ের নির্দেশ না করিয়া, অপর যাহা কিছু বর্ণিত হইয়া থাকে, তৎসমুদয়কেই পরস্পর পৃথক বিষয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এইহেতু শ্রীভাগবতে আশ্রয়েরই মুখ্যত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, অপর নব-পদার্থই যে তদাশ্রিত বা তৎসম্বন্ধীয় বিষয়, সুতরাং সমগ্র ভাগবত যে কৃষ্ণকথাময়,—এ-কথার আর অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

'অবতার' শব্দের দ্বিবিধ অর্থ;—প্রপঞ্চে অবতরণ ও অবতারীর অংশ-কলাদি।

অতঃপর বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে,—পূর্বোক্ত কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার পরবর্তী শ্লোকেই 'যস্যাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ।' (ভাঃ ১/১/১৩)—এই উক্তি দ্বারা 'যস্য' শব্দে কৃষ্ণস্য—শ্রীকৃষ্ণের, ইহাই নির্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণ জীবের মঙ্গলের ও সমৃদ্ধির নিমিত্ত হইয়া থাকে, ইত্যাদি। ইহাই হইতেছে সামান্যতঃ সর্বাশ্রয়-তত্ত্ব বা সর্বাবতারীর কথা। যাহা শ্রীভাগবতের মুখ্য কীর্তনীয় বিষয়। ইহার পর (১/১/১৮) শ্লোকে, 'অথাখ্যাহি হরেধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।' —এই উক্তি দ্বারা শ্রীহরির যে শুভাবহ অবতার কথা বর্ণন করিতে বলা হইয়াছে, এ-স্থলেও 'হরেঃ' শব্দে 'শ্রীকৃষ্ণস্য' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার সকলের কথাই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। অবতারী শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণেচ্ছারই মুখ্যত্ব এবং তদনন্তর অবতারী শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশাদিরূপ ও পুরুষাদি ও মৎস্য-কূর্মাদি অবতার সকলের কথা, তদানুষঙ্গিক রূপেই বর্ণন করিতে বলা হইয়াছে।

সুতরাং আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণেরই মুখ্যত্ববশতঃ অবতারীত্ব এবং তদাশ্রিত বা তৎসম্বন্ধীয় আনুষঙ্গিক বিষয় বলিয়া, অপর শ্রীভগবৎ-স্বরূপ সকলের অবতারত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে।

'অবতার' শব্দে দ্বিবিধ অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। (১) নিত্যধাম হইতে বিশ্ব-প্রপঞ্চে অবতরণ এবং (২) অবতারীর স্বাংশাদিরূপে প্রপঞ্চে অবতরণ। তন্মধ্যে পূর্বোক্ত 'যস্যাবতারো—' (১/১/১৩) ইত্যাদি শ্লোকের 'অবতার' শব্দের অর্থ হইতেছে—'অবতারী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ কথা; পরবর্তী—'অথাখ্যাহি—' (১/১/১৮) ইত্যাদি শ্লোকের 'অবতার' শব্দের অর্থ হইতেছে,—'অবতারী শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশাদিরূপ পুরুষাদি ও মৎস্য-কূর্মাদি অবতার কথা'।

অতএব যে-স্থলেই হউক 'কৃষ্ণাবতার' বলিতে সর্বত্রই 'অবতারী-শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণ এবং শ্রীরাম-নৃসিংহ-পুরুষাদি ও মৎস্যাদি যে কোন ভগবদবতার বলিতে,—সর্বত্রই অবতারী শ্রীকৃষ্ণের অংশাদিরূপে প্রপঞ্চে অবতরণ অর্থই বুঝিতে হইবে। অবতার শব্দের এই বৈশিষ্ট বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

উক্ত প্রকারে সামান্যতঃ বা সংক্ষেপে 'আশ্রয়' বা 'অবতারী' নির্দেশ পূর্বক, অতঃপর তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই, 'জগৃহে পৌরুষং রূপং —' (১/৩/১-৫) ইত্যাদি শ্লোকে সেই সর্বাশ্রয় ও সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশাদি অবতার-কথা সেইরূপ সংক্ষেপেই এ-স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। সর্গ ও বিসর্গ ক্রমে, প্রথমতঃ ইহাতে মহত্তত্ত্বাদি স্রষ্টা, সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী—প্রথম পুরুষাবতার উক্ত হইয়াছেন। তৎপরে ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী, গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারের বর্ণন। যাঁহার নাভি-হ্রদাম্বুজে স্থূল-বিশ্বের স্রষ্টা ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েন। এই দ্বিতীয় পুরুষাবতারের অংশাদি হইতে প্রায়শঃ ভগবদবতার সকল প্রকটিত হয়েন বলিয়া এবং তৎসৃষ্ট ব্রহ্মা হইতে মরিচ্যাদি ঋষি-বৃন্দ ও তৎপরম্পরায় দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি স্থূল-চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি হয় বলিয়া, এই দ্বিতীয় পুরুষাবতারকে নানাবতারের আশ্রয় প্রভৃতি বলা হইয়াছে; যথা,—

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্যঙ্ নরাদয়ঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১/৩/৫)

ইহার অর্থ,—এই নারায়ণাখ্য দ্বিতীয় পুরুষাবতার হইতেছেন নানাবতারের আশ্রয় ও অব্যয় কারণ-স্বরূপ। ব্রহ্মা হইতে দেব-তির্য্যক্মনুষ্যাদি সৃষ্ট সমস্তই যাঁহার অংশ ও অংশাংশাদি হইতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পুরুষ প্রায়শঃ অবতার সকলের আশ্রয় হইলেও, তাঁহারও আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই পরমাশ্রয় হইতেছেন।

এই দ্বিতীয় পুরুষাবতার প্রায়শঃ ভগবদবতার সকলের কারণ বা আশ্রয়রূপে বর্ণিত হইলেও পুরুষাবতারেরও অবতারী বা সর্বাশ্রয় বলিয়া যাঁহাকে সমগ্র ভাগবতের মুখ্য তাৎপর্যরূপে প্রথমেই নির্দেশ করা হইয়াছে,—সেই সর্বাশ্রয় সর্বাবতারী—সর্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বমূলতা, সর্বাশ্রয়তা সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ থাকা আবশ্যক।[১]

'অবতারী' হইতে তদ্বিলাস ও স্বাংশাদির ন্যায়, অবতার বিশেষ হইতেও তদ্বিলাস বা অংশাদির অভিব্যক্তি হইতে পারে। (যেমন প্রথম পুরুষ হইতে দ্বিতীয় পুরুষাবতার, মন্বন্তরাবতার হইতে যুগাবতার প্রভৃতি), তাহা হইলেও সকল অবতারই কৃষ্ণের 'আশ্রিততত্ত্ব' বলিয়া, সর্বমূল শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বাবতারী বা পরমাশ্রয় বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ কোন কিছুর কেবল 'কারণ' হইলেই 'আশ্রয়' হয় না; 'সর্বকারণের কারণ' যাহা, তাহাকেই 'আশ্রয়' বা আশ্রয়তত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। অতএব সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতার হইতে নানাবতারের অভিব্যক্তি হইলেও, শ্রীকৃষ্ণকেই তৎসমুদয়ের মূল কারণ বা আশ্রয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

'ভগবান্' হইতে পুরুষাবতার; 'পুরুষরূপ'ই ভগবান্ নহেন।

এ-স্থলে অপর বিবেচ্য বিষয় এই যে,—পূর্বোক্ত 'জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্'—(১/৩/১), ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়, যিনি

১। বিশেষভাবে সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ ও তদবতার সকল সম্বন্ধে বিস্তরিত আলোচনা শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীকৃত 'লঘু ভাগবতামৃতে' এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদকৃত 'ভাগবতামৃত কণা' দ্রষ্টব্য।

'ভগবান্' তিনি পুরুষরূপে অবতীর্ণ হয়েন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, 'ভগবান্' ও 'পুরুষরূপ' একার্থ বাচক নহে। ভগবানের অবতার হইতেছে 'পুরুষ'। অতএব পুরুষাবতারের অবতারী যিনি, তাঁহাকে উক্ত শ্লোকে 'ভগবান্' শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে।

কেবল বলরাম ও কৃষ্ণকে উক্ত ভগবান্ সংজ্ঞায় উল্লেখ দ্বারা পুরুষের অবতারী-রূপে খ্যাপন।

শ্রীভাগবতের (১/৩/৬-২৫) শ্লোকে সেই পুরুষাবতার হইতে প্রাদুর্ভূত যথাক্রমে কল্পান্তর্গত কৌমারাদি কতিপয় লীলাবতার বিষয়ে সংক্ষেপ বর্ণন প্রসঙ্গে তন্মধ্যে ঊনবিংশ ও বিংশ সংখ্যায় 'রামকৃষ্ণ' অর্থাৎ শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উক্ত হইয়াছেন। এ-স্থলে বিশেষ এই যে, তৎপূর্ব বা পরবর্তী বর্ণিত সমস্ত অবতার মধ্যে কেবল 'রাম-কৃষ্ণ' প্রসঙ্গেই পুনরায় 'ভগবান্' শব্দের উল্লেখ দেখা যাইবে; যথা,—'রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্' (১/৩/২৩) অর্থাৎ রাম ও কৃষ্ণ নামে খ্যাত সেই ভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকে ইহাই সুচিত হইয়াছে যে,—যে ভগবান্ পুরুষাবতারের অবতারী,—সেই ভগবান্ই শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ। অতএব দ্বিতীয় পুরুষাবতার হইতে অবতীর্ণ অবতার তালিকায় ক্রমনিবন্ধনে 'রাম-কৃষ্ণ' উক্ত হইলেও, ইঁহারা যে 'পুরুষ' হইতে অবতীর্ণ অবতার নহেন,—পুরুষাবতারেরও অবতারী ইঁহারা,—রাম-কৃষ্ণ নামের সহিত সেই 'ভগবান্' শব্দের উল্লেখ দ্বারা তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে।

'ভগবান্' সংজ্ঞায় বিশেষভাবে নির্দেশ্য তত্ত্ব। তন্মধ্যে আবার সর্বাশ্রয় বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন 'স্বয়ং ভগবান্'।

তন্মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলদেব, পরব্যোমাধীশ শ্রীনারায়ণ,

শ্রীসঙ্কর্ষণ প্রভৃতির অংশাংশাদি হইতে পুরুষাবতার প্রকট হয়েন বলিয়া ইঁহাদিগকে 'ভগবান্ সংজ্ঞায় নির্দেশ করা হয়। তন্মধ্যে আবার শ্রীনারায়ণ, শ্রীসঙ্কর্ষণাদি ভগবৎ-সংজ্ঞক সকলেই 'আশ্রিততত্ত্ব' এবং শ্রীকৃষ্ণই নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ সকলেরও 'পরমাশ্রয়তত্ত্ব' রূপে নিরূপিত হওয়ায়, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—'ভগবানেরও ভগবান্' অর্থাৎ স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান্।

নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ হইতে কৃষ্ণের এই বিশেষত্ব, ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মূঢ়তাবশতঃ যদি সাধারণ অবতারের সহিত তাঁহার সমতা চিন্তা করা হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভাগবতের মুখ্য প্রতিপাদ্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়া তদ্বারা অসিদ্ধান্ত ও অপরাধের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এই আশঙ্কায় শ্রীসুত মহাশয় পুনরায় উক্ত অভিপ্রায় বিশেষভাবে উপলব্ধির নিমিত্ত, তাই সুস্পষ্ট ঘোষণা দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে জানাইয়া দিয়াছেন,—

> এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ।
> ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকঃ মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥
>
> (শ্রীভাঃ ১/৩/২৮)

ইহার অর্থ,—এই সমস্ত (উক্ত বা অনুক্ত) অবতার সকল পুরুষের অংশ, কেহ বিভূতি। **শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্।** উক্ত অবতার সকল দৈত্যগণকর্তৃক নিপীড়িত জগতের যুগে যুগে সুখবিধান করেন।

অন্যত্রও অপর অবতার হইতে আধিক্য বর্ণনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উক্ত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন।

আরও দেখা যায় ভাগবতের (২/৭/১-৩৮) সংখ্যক শ্লোক সকলে পূর্বোক্ত ও অনুক্ত অপরাপর লীলাবতার সকলের বর্ণনা প্রসঙ্গে তন্মধ্যেও কৃষ্ণের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সর্বাবতারী স্বয়ংভগবান্

যিনি, তাঁহার সহিত তদবতার সকলেরও সমতা ঘটিলে উহা দ্বারা অপরাধের সম্ভাবনা থাকে; এইহেতু তৎস্থলেও দেখা যাইবে, উহাতে অন্য অবতারের প্রসঙ্গ অপেক্ষা কৃষ্ণকথারই আধিক্য প্রদান করা হইয়াছে। যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রাধান্য অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্বয়ংভগবত্তাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত অপর কাহারও সমতা চিন্তনে অপরাধ।

তাহা হইলে বুঝিলাম, সাধারণভাবে অবতার সকলের উল্লেখ মধ্যে উক্ত প্রকারে অবতারী কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিয়া, যাহাতে তদ্বিষয়ে অন্য অবতারের সহিত তাঁহার সমতা চিন্তা না করা হয়—এই আশঙ্কায় পুনরায় বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্তা ঘোষণা দ্বারা, তদীয় সর্বাশ্রয়ত্ব, সর্বকারণ-কারণত্ব ও স্বয়ংরূপত্ব—এই বৈশিষ্টই পরিকীর্তিত হইয়াছে। শ্রীচরিতামৃতেও তাই উক্ত হইয়াছে,—

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন॥
তবে সুতগোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥
অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান্, সর্ব অবতংস॥

(শ্রীচৈতঃ ১/২/৫৫-৫৭)

পরতত্ত্বের পরমাবস্থা যাহা, কেবল তৎবিষয়ক বৈশিষ্ট খ্যাপনের নিমিত্ত —তৎসহ অপর কাহারও বা কোন কিছুরই সমতা করা অপরাধজনক বলিয়া শাস্ত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এইহেতু ভগবৎ-স্বরূপ

সকলের সহিত অন্য দেবতাদির সমতা মনন, অপরাধরূপেই শাস্ত্রে উক্ত হইতে দেখা যায়।[১]

এইহেতু সর্বমূল বা স্বয়ংভগবান্ বলিয়া, সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত, এমন কি তদবতার সকলের তদেকাত্মরূপে সমতা থাকিলেও, সর্বাংশে সমতা চিন্তা দোষাবহই জানিতে হইবে।

ভগবান্ ও ভগবন্নাম অভিন্ন বলিয়া, শ্রীনামের সহিতও অপর কোন সাধানাদি শুভক্রিয়ার তুল্যত্ব চিন্তনও সেইরূপ অপরাধজনক।

তাই ইহাও দেখা যায়, ভগবান্ ও ভগবন্নামের অভিন্নতাবশতঃ ভগবানের সহিত যেমন অপর উপাস্যের সমত্ব বা তুল্যত্ব চিন্তন—অপরাধ, সেইরূপ ভগবান্নামের—সর্বমূল কৃষ্ণনামের সহিত অপর কোন উপাসনার বা শুভ ক্রিয়াদির তুল্যত্ব চিন্তন ও অপরাধরূপে শাস্ত্রে বিঘোষিত হইয়াছে।[২]

এইবৈশিষ্ট দ্বারা ভগবদ্বস্তু বা সর্বমূল শ্রীকৃষ্ণ ও সাক্ষাৎ তৎসম্বন্ধীয় বিষয় সকলের পারম্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পরতত্ত্বের পারম্য বিষয়ক এই বৈশিষ্ট অপর কোন বিষয়েই উক্ত হয় নাই। এই উপলক্ষণে ভগবদ্ভক্তি বা সর্বমূল কৃষ্ণভক্তি, ভগবদ্ভক্ত বা সর্বমূল কৃষ্ণভক্ত প্রভৃতির সহিত তদ্রূপ অপর কোন কিছুর তুলনা বা সমতা চিন্তাও সেইরূপ দোষাবহই বুঝিতে হইবে।

এইহেতু শ্রীসূত মহাশয়েরও সতর্কতা।

এই নিমিত্তই শ্রীসূত-মহাশয় সামান্যতঃ অর্থাৎ সাধারণভাবে

১। 'যস্তু নারায়ণং দেবং—' ইত্যাদি শ্লোক ও উহার অর্থ ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ, ইহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

২। 'অন্যশুভকর্মভির্নামসাম্যমননম্।'—(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বিন্দুঃ—৭)

অবতার সকলের মধ্যেই অবতারীর উল্লেখপূর্বক, পরে উক্ত অপরাধের আশঙ্কায় পুনরায় বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা ঘোষণা করিয়াছেন।

এইহেতু শ্রীব্যাসদেবেরও চিত্তের অপ্রসন্নতা।

এই নিমিত্তই—অপরের কথা কী? স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব তদীয় পুরাণাদি সমুদয় শাস্ত্র রচনা করিয়াও তাহাতে কৃষ্ণযশঃ ও মহিমাদি বর্ণনের অপ্রাধান্য হেতু তজ্জনিত যে মনস্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে শ্রীমদ্ভাগবতে সেই কৃষ্ণ-কথাদির প্রাধান্য কীর্তনে, উহা হইতে বিমুক্ত হইয়া তদ্দ্বারাই চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করেন।[১]

অতএব ভগবৎ বিষয়ের—বিশেষভাবে কৃষ্ণ ও সাক্ষাৎ তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ের সর্বমূলতা বা সর্বশ্রেষ্ঠতা, ইহা হইতেও বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইবার যোগ্য হইতেছেন। সুতরাং বেদাদিশাস্ত্র প্রতিপাদিত ও পরম গুহ্যভাবে সুরক্ষিত—.সর্বমূল বিষয় যাহা, তাহাকেই সর্বোপরি স্থাপনপূর্বক, তৎসম্বন্ধীয় বা তদানুষঙ্গিকরূপে অপর সমস্তকেই বুঝিতে পারিয়া, সেই সেই বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে তদ্দ্বারা কোন অপরাধের সম্ভাবনা থাকে না।

পূর্বোক্ত লীলাবতার ব্যতীত, ভাগবতে 'অবতারা হ্যসঙ্খ্যেয়া হরেঃ—' (১/৩/২৬) ইত্যাদি শ্লোকে, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার প্রভৃতিও সূচিত হইয়াছেন। উক্ত শ্লোকে 'হরেঃ' শব্দে পূর্ববৎ কৃষ্ণই বোধ্য হইতেছেন। অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই উক্ত অবতার সকলেরও অবতারী।

১। 'বেদ, ধর্ম, যোগ—নানা শাস্ত্র করি ব্যাস। তিলার্দ্ধেক চিত্তে নাহি বাসেন প্রকাশ॥ মহাগোপ্য জ্ঞানে ভক্তি বলিলা সংক্ষেপে। সবে এই অপরাধ—চিত্তের বিক্ষেপে॥ নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তার। তবে মনোদুঃখ গেল, তারিলা সংসার॥'

(চৈতন্য ভাগবত মধ্য ১০ অঃ)

শাস্ত্র প্রমাণ ভিন্ন ভগবদ্বস্তু নির্ণয়ের অপর কোন প্রমাণ নাই।

একমাত্র শাস্ত্রোক্ত লক্ষণেই ভগবদ্বস্তু প্রমাণিত হয়েন। শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীত ভগবদবতার সকলের অপর কোন প্রমাণ নাই। এইহেতু শাস্ত্রোক্ত লক্ষণেই ভগবান্ নির্ণীত হয়েন; 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'—ব্রহ্মসূত্রে এই কথাই বলা হইয়াছে।

তবে যে অবতার সকল 'অসংখ্য' বলিয়া ভাগবতে উক্ত হইয়াছেন,—'অসংখ্য' বলিবার তাৎপর্য ইহা নহে যে,—শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাদি ও আবির্ভাবকালাদি নিয়ম ব্যতীত, অনির্দিষ্ট বা অনিয়মিতভাবেও ভগবানের অবতার হইতে পারে। ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য বলিয়া, শাস্ত্র-লক্ষণান্বিত, কালাদিনিয়ম নির্দিষ্ট গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার প্রভৃতি ভগবদবতার সকল এক ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়, অসংখ্য প্রকাশে, অসংখ্য বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়া ধর্মসংস্থাপনাদি কার্যে নিযুক্ত থাকায়, এইহেতু অবতার সকলকে 'অসংখ্য' বলা হইয়াছে। যেমন চারিযুগে শাস্ত্র-লক্ষণান্বিত শুক্লাদি চারিটি যুগাবতার হইলেও, তাঁহারাই অংসখ্য প্রকাশে যথাক্রমে ও যথাকালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অভিব্যক্ত থাকায়, এইরূপে অসংখ্যই হইতেছেন। উক্ত প্রকার গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষাবতার প্রভৃতি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। সুতরাং অবতার অসংখ্য হইলেও, শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ দ্বারাই ভগবদ্বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। একমাত্র শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ দ্বারাই ভগবান্ প্রমাণিত হয়েন এবং শাস্ত্রোক্ত ভজন দ্বারাই ভগবান্ অনুভূত হইয়া থাকেন,— বর্তমান ধর্ম-সঙ্কটের দিনে এই কথাটিও বিশেষভাবে আমাদের স্মরণীয়।

অতএব বেদাদি সর্বশাস্ত্র প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপতা বা স্বয়ং ভগবত্তা সর্বভাবে প্রতিপাদিত হইল।

সর্বাদি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই সর্বজ্ঞ।

শ্রীকৃষ্ণ অথবা তদীয়বিশেষ কৃপা ভিন্ন কৃষ্ণকে যথার্থরূপে অপর কাহারও পক্ষে বিদিত হওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু তিনি সর্বাদি ও সর্বমূল-কারণ। সকলের আদি কারণ বলিয়া তৎপরবর্তী সমস্তই তিনি জানেন। কিন্তু সকলেরই পূর্ববর্তী হওয়ায়, তাঁহাকে যথার্থরূপে কেহ জানেন না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যম পুরুষং মহান্তম্ ॥ (শ্বেতা' ৩/১৯)

ইহার অর্থ,—যাহা কিছু জ্ঞেয়, তিনি সমস্তই জানেন, কিন্তু তাঁহাকে (প্রকৃষ্টরূপে) জানেন এমন কেহ নাই। ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে সকলের আদি[১] ও মহান্ পুরুষ বলিয়া কীর্তন করেন।

ত্রিকালের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই তিনি অবগত, কিন্তু তাঁহাকে কেহ বিদিত নহে, এ-কথা গীতায় তিনি নিজেই বলিয়াছেন; যথা,—

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥
(গীঃ ৭/২৬)

ইহার অর্থ,—হে অর্জুন, আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ত্রিকালের সমস্তই সুবিদিত; কিন্তু আমাকে কেহই অবগত নহে।

শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ও উহার সমাধান।

এই নিমিত্ত দেখা যায়, সর্বশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা পরিগীত

১। গীতা ১০/২

হইলেও, তদীয় মায়ায়, শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য অবগত হইতে না পারিয়া, পূর্ববর্তী সুধীগণের মধ্যেও কেহ বা তাঁহাকে কেশের অবতার, কেহ বা বদরীশ নারায়ণের অবতার, কেহ বা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অবতার, আবার কেহ বা বামনদেবের অবতার, কেহ বা বৈকুণ্ঠাধীশ নারায়ণের অবতার,—ইত্যাদির প্রকার নানা জনে নানাবতার স্বরূপে তাঁহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন।[১]

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় এই যে,—

(১) কৃষ্ণ বা তৎকৃপাবিশেষ ভিন্ন কৃষ্ণকে কেহ প্রকৃষ্টরূপে জানেন না। সুতরাং তৎবিষয়ে নিজ নিজ উপলব্ধির পরিমাণ অনুসারে এইরূপ নানাজনের নানাপ্রকার উক্তি স্বাভাবিকই হইতেছে।

স্বয়ং ভগবানের শরীরে সর্ব অবতারের স্থিতি।

এই সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে,—স্বয়ংভাগবান্ যিনি, কেবল তাঁহার আবির্ভাবকালে শ্রীনারায়ণাদি অপর সমস্ত অবতারই তাঁহাতে মিলিত হইয়া ভূ-ভারহরণাদি কার্য করিয়া থাকেন। এইহেতু সমস্ত ভগবৎস্বরূপই সর্বাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণে অবস্থান করেন। স্বয়ংভগবান্ সম্বন্ধেই কেবল এই বিশেষত্ব।

'পূর্ণ ভগবান্ অবতারে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥
সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥

(চৈঃ ১/৪/৯-১১)

১। উক্ত ভ্রান্ত মতবাদ সকলের খণ্ডন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা, শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী-চরণকৃত শ্রীলঘু ভাগবতামৃতে ও শ্রীজীবপাদকৃত শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে দ্রষ্টব্য।

সুতরাং যাঁহাতে যে অবতার অনুভব করিবার যোগ্য যেরূপ ভক্তির বিকাশ আছে, তিনি একই পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে তদ্রূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

'সেহো ত' ভক্তের বাক্য—নহে ব্যাভিচারী।
সকল সম্ভবে তাঁতে যাতে অবতারী ॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোন মতে কহে, যেমন যার মতি ॥'

(শ্রীচৈঃ ১/২/৯৩-৯৪)

অতএব ইহাদ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে,—

(২) শ্রীকৃষ্ণই সর্বাবতারী—সর্বাশ্রয়—স্বয়ংভগবান্।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও উক্ত নামধারণের সার্থকতা।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্তা সম্বন্ধে সেইরূপ শাস্ত্রপ্রমাণাদির অভাব না থাকিলেও, তদ্বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা স্থলে উহা পরে প্রদর্শিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ হইতে তদীয় অভিন্নস্বরূপত্ব সম্বন্ধে এ-স্থলে কেবল দিগ্‌দর্শনার্থ সাধারণভাবে কয়েকটি কথার আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান বা পরিপূর্ণ চেতনা এবং তৎপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় শাস্ত্রে নিহিত থাকিলেও, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে উহার যথার্থ স্বরূপ জগতে প্রবর্তিত হয় না। যেহেতু কৃষ্ণকে পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভিন্ন অপরে বিদিত না থাকায়, তাঁহাকে যিনি প্রকৃষ্টরূপে জানাইয়া এবং কেবল উপদেশই নহে—আপনি আচরণপূর্বক প্রকৃষ্টরূপে পাইবার উপায়ও প্রদর্শন করাইয়া থাকেন, তিনি যে আবির্ভাববিশেষে সেই কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ নহেন,—তদীয় আচরণে ও 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' নাম ধারণেই তাহা সহজে প্রমাণিত হইতে পারে।

যুগধর্মপ্রবর্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥

(শ্রীচৈঃ ১/৩/২০)

যুগধর্ম প্রবর্তনাদি কার্য অংশাদি অপর অবতার হইতেই সম্পাদিত হয়, কিন্তু 'ব্রজপ্রেম'রূপ ভক্তির পরমাবস্থা যাহা,—যাহা কেবল স্বয়ং ভগবানের বশীকারোপায়, তাহা একমাত্র অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন অবতার কর্তৃক অদেয় বস্তু। সুতরাং অন্যের অদেয়, ব্রহ্মাদি বাঞ্ছিত 'ব্রজপ্রেম' যিনি অবিচারে মর-জগতে বিপুলভাবে বিতরণ করিয়া পরমাশ্চর্য ঔদার্য প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর কেহ নহেন, ইহা দ্বারা তাহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে।

তৎসহ কৃষ্ণ বিষয়ে প্রকৃষ্ট চৈতন্য বা পূর্ণজ্ঞানও যে, জীব-জগতকে প্রদান করিয়াছেন, তদীয় 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহাও কৃষ্ণ হইতে তাঁহার অভিন্ন-স্বরূপত্বের অপর একটি বিশেষ প্রমাণ।

'শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥

(শ্রীচৈঃ ১/৩/২৭)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাব বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

এখন বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণই বেদাদি শাস্ত্র-প্রমাণিত 'স্বয়ংভগবান্' বা সর্বাবতারী। 'স্বয়ং-ভগবান্' একাধিক হয়েন না; তবে তাঁহার বিশেষ আবির্ভাব হইতে পারে। সুতরাং সেই এক

কৃষ্ণস্বরূপই আবির্ভাব বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয়েন।[1] কৃষ্ণ হইতে গৌরকৃষ্ণের স্বরূপতঃ কোনরূপ ভেদ না থাকায়, এইজন্য তাঁহাকে স্পষ্টতঃ 'কৃষ্ণ-স্বরূপ' বলিয়াই নমস্কার করা হইতেছে,—'নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্।' (চৈঃ ১/১/৫) তৎসহ কৃষ্ণের এই আবির্ভাবের বিশেষত্বটিও এ-স্থলে ব্যক্ত করা হইয়াছে। 'তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং' এবং 'রাধাভাদ্যুতিসুবলিতং' (চৈঃ ১/১/৫)—এই কয়টি কথায়। অর্থাৎ কৃষ্ণের এই বিশেষ আবির্ভাবটির বিশেষত্ব কি? না, শ্রীরাধাকৃষ্ণে একীভূত হইয়া,—শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি দ্বারা পরিমণ্ডিত। এই নিমিত্ত কৃষ্ণ হইয়াও তিনি গৌরকৃষ্ণ। তাই শ্রীগৌরসুন্দর হইতেছেন—আবির্ভাববিশেষে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ অভিন্নস্বরূপ, ('অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরমিতি') সুতরাং সেই এক 'স্বয়ংভগবান্ই'।

অতএব, তিনি কৃষ্ণের কোন 'আবেশ' অবতার নহেন, এইজন্য শাস্ত্রোক্ত আবেশাবতার মধ্যে তিনি উক্ত হয়েন নাই; তিনি কৃষ্ণের স্বাংশ বা বিলাসমূর্তিও নহেন, তাই শাস্ত্রোক্ত 'তদেকাত্মরূপ' অবতার সকল মধ্যেও তাঁহার উল্লেখ দেখা যায় না; এমন কি, যাহা স্বয়ংরূপ হইতে কোন ভেদের মধ্যে পরিগণিত হয়েন না, তিনি কৃষ্ণের সেই প্রকাশমূর্তিও নহেন; এইহেতু তিনি 'প্রকাশ' মধ্যেও উক্ত হয়েন নাই। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই নিজ আবির্ভাববিশেষ শ্রীগৌররূপে প্রতিভাত হওয়ায়,—শাস্ত্রোক্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও মহিমাদি বর্ণনাকেই, তদভিন্ন শ্রীগৌরের বর্ণনাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং কৃষ্ণকথাই গৌরকথা বলিয়া, সে-স্থলেও শাস্ত্রে কৃষ্ণকথার অতিরিক্ত গৌরকথা কীর্তনের কোন প্রয়োজন হয় নাই।

১। 'শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি।' (শ্রীজীবগোস্বামীপাদকৃত তত্ত্ব—সন্দর্ভীয়—সর্বসম্বাদিনী।) অর্থ,—শ্রীগৌর—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ।

শ্রীগৌরকৃষ্ণ 'ছন্ন' অবতার বলিয়া বেদাদিশাস্ত্রে ছন্ন-লক্ষণে নির্দেশ।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে যে বৈশিষ্ট প্রকাশ হয় নাই, শ্রীগৌরকৃষ্ণরূপ তদীয় সেই সীমাপ্রাপ্ত আবির্ভাববিশেষের বিশেষত্বই গৌর-কথারূপে অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের শাস্ত্র-প্রমাণরূপে বেদাদি শাস্ত্র সকলে পরিগীত হইয়াছে।[১] অবতারী কৃষ্ণ ও তদীয় অবতার সকলের প্রপঞ্চে অবতরণ, প্রকাশ্যভাবেই ঘটিয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্রে স্পষ্টরূপেই তাঁহাদের উল্লেখ দেখা যায়। তথাপি পরোক্ষপ্রিয়তার জন্য বেদে কৃষ্ণকে আবৃত রাখা হয় বলিয়া, তদীয় যথার্থ স্বরূপাদির উপলব্ধি, সাধারণতঃ দুর্লভই হইয়া থাকে। কিন্তু গৌরকৃষ্ণরূপ তদীয় এই নিত্য আবির্ভাববিশেষ,—ইহা স্বয়ংই ভক্তভাবে—সর্বকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধারাণীর ভাব ও কান্তি দ্বারা 'ছন্ন' হওয়ায়, এই প্রচ্ছন্নতার আবরণ ভেদ করিয়া তদ্বিষয়ে উপলব্ধি—ইহা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্লভ হওয়াই স্বাভাবিক। অবতারী কৃষ্ণের গৌরকৃষ্ণরূপ কেবল এই বিশেষ আবির্ভাবটি ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎস্বরূপ 'ছন্ন' নহেন; ('ছন্নঃ কলৌ যদভবঃ' ভাঃ ৭/৯/৩৮)। এই নিমিত্ত শাস্ত্রসকলেও তদীয় এই 'ছন্ন' লক্ষণের ব্যতিক্রম না করিয়া, তদ্বিষয়ে প্রায়শঃ কেবল বিশেষণেই সবিশেষ বর্ণিত হইতে দেখা যায়।[২] উক্ত উভয় কারণে কৃষ্ণ বিষয়ে উপলব্ধি হইতেও গৌরকৃষ্ণের উপলব্ধি অধিকতর সুদুর্লভ ও সৌভাগ্য সাপেক্ষই বুঝিতে হইবে। অধিক কথা কি, সাক্ষাৎ বৃহস্পতিসম শ্রীল বাসুদেব

১। 'ভাগবত, ভারতশাস্ত্র আগম, পুরাণ। চৈতন্যকৃষ্ণ অবতারের প্রকট প্রমাণ ॥

(চৈঃ ১/৩/৬৭)

২। শ্রীকরভাজন সেইরূপ ছন্ন-লক্ষণেই তাঁহার বর্ণনা করিয়া, উহা যে নানাশাস্ত্র সম্মত, এ-কথা নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন,—'নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণ।'

(ভাঃ ১১/৫/৩০)

সার্বভৌমের ন্যায় মহা-মনীষীও তাঁহাকে প্রথমে বুঝিতে না পারিবার অভিনয় করিয়াছিলেন।[১]

শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি দ্বারা ছন্ন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ একীভূত তনুই—শ্রীশ্রীগৌর-স্বরূপ।

আবার বিদ্বদনুভব প্রমাণেও স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অভেদ আবির্ভাব বিশেষ শ্রীগৌরকৃষ্ণ সম্বন্ধে মহানুভব শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীর অন্তরে যাহা উপলব্ধ হইয়াছে, শ্রীচরিতামৃতধৃত তদীয় কড়চার একটি শ্লোক হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়; যথা,—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

ইহার অর্থ,—শ্রীরাধা হইতেছেন কৃষ্ণ-প্রণয়ের প্রগাঢ়তম অবস্থা অর্থাৎ মহাভাবস্বরূপা; সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব হেতু তাঁহারা একাত্মা। একাত্মা হইয়াও আবার তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই গোলোকে পৃথক দেহে বিরাজ করিতেছেন। অধুনা সেই দুই দেহ (শ্রীরাধাকৃষ্ণ) একীভূত হইয়া, শ্রীচৈতন্য নামে প্রকটিত হইয়াছেন। রাধাভাবকান্তিযুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ—এই শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করি।

উক্ত শ্লোক হইতে ইহাই জানা যায় যে,—হ্লাদিনীশক্তি বা তদধিষ্ঠাত্রীরূপ রাধিকার সহিত শক্তিমান কৃষ্ণের অভেদত্ব বা একাত্মতার কথাই প্রথমে বলা হইয়াছে। তদনন্তর গোলোকে সেই উভয়ের নিত্য পৃথক দেহের কথা উক্ত হইয়াছে। সর্বশেষ শ্রীগৌরস্বরূপের কথাই

১। শ্রীচরিতামৃত। মধ্য, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বলা হইতেছে। ইহা কিরূপ? না,—অধুনা সেই উভয়ে (রাধাকৃষ্ণ) একীভূত হইয়া ('তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং') চৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন। উভয়ে একীভূত হইয়াও, যিনি কেবল শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তিযুক্ত ('রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং') সেই কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার।

এ-স্থলে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, উক্ত উভয় দেহভেদ অবস্থা হইতে উভয় দেহের একীভূত হইবার মধ্যবর্তী একটি অবস্থাও উহাতে উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ উভয়ে একেবারে একীভূত হইয়া যাইবার পূর্বে, একীভূত হইয়া যাইতেছেন এইরূপ একটি অবস্থা। (ইহা পরে উক্ত হইবে।)

তাহা হইলে ইহা হইতে বুঝিলাম—শ্রীগৌর-স্বরূপটি হইতেছেন—ভক্তভাবে অর্থাৎ শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তিদ্বারা প্রচ্ছন্ন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধায় একীভূত-তনু।

উক্ত প্রকারে স্বেচ্ছায় ভক্তভাবে 'ছন্ন' হইলেও, তথাপি ভক্তিমান সুমেধা সকলের প্রেমনেত্র সমক্ষে তদীয় এই প্রচ্ছন্নতা অপসারিত হইতে বিলম্ব হয় না।

উক্ত শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীপাদের উপলব্ধিই, শ্রীল রায়-রামানন্দের প্রেম দৃষ্টিতে যথাক্রমে প্রতিভাত হইয়াছিল, ইহাও জানা যায়।

শ্রীরায় রামানন্দের দর্শনে উক্ত আবির্ভাব বিশেষের ক্রমিক অভিব্যক্তি।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাধ্য-সাধন বিষয়ে কথোপকথনের পর, শ্রীল রামানন্দ রায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে। কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ ॥ তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। তার গৌর কান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা ॥ তাহাতে প্রকট দেখি

সবংশীবদন। নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥ এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার। অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥”

(শ্রীচৈঃ ২/৮/২২০)

উক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, ব্রজলীলার সেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপটি নিজ আবির্ভাববিশেষে যে-ভাবে শ্রীগৌরস্বরূপে চির-রূপান্তরিত, তাহা তদীয় বিশেষ কৃপায় শ্রীল রামানন্দরায়ের প্রেমনেত্র সমক্ষে ক্রমশঃ প্রকটিত করাইতেছেন।

রায় রামানন্দের প্রথম দর্শনে স্ফূর্তি হইল, সন্ন্যাস-মূর্তির স্থলে এক 'শ্যাম-গোপরূপ'। অর্থাৎ গোপরূপ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ। তৎপরে দ্বিতীয় দর্শনে স্ফূর্তি হইল,—সেই কৃষ্ণের সন্নিকটে স্বর্ণপ্রতিমা-স্বরূপা—শ্রীরাধিকা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকাকে পৃথকরূপে দর্শন হইল।

ব্রজলীলায় শ্রীবিশাখা স্বরূপে রামানন্দের ইহা নিত্য দর্শনীয় বস্তু; সুতরাং সহসা এইরূপ তদীয় নিত্যসেব্য সেই যুগলরূপ-মাধুরী নয়ন সমক্ষে আবির্ভূত দেখিয়া তিনি পরমানন্দিত হইলেন, কিন্তু বিস্মিত হয়েন নাই; তাহার কারণ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলসেবার পরমানন্দ, বিশাখারূপে তিনি ব্রজলীলায় নিত্যই ভোগ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহা তাঁহার চিরপরিচিত বস্তু এবং এই আনন্দ উপভোগেও তিনি চির অভ্যস্ত।

তৎপরে তৃতীয় দর্শনে যাহা স্ফূর্তি হইল, তাহা অভিনব বলিয়া বোধ হওয়ায় তদ্দর্শনে রামরায় এবার বিস্মিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, সেই স্বর্ণ-গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার গৌর-কান্তিচ্ছটায় শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গ ঢাকিয়া পড়িয়াছে। উভয়ে এখন একেবারে মিশিয়া না যাইলেও, সৌদামিনীর আলোকে সমাচ্ছন্ন নীলাম্বরের মত, তখনও শ্যামরূপটির প্রকাশ লক্ষিত হইতেছে। তখনও তদীয় শ্রীবদনে

বংশীটি তেমনি ভাবেই সংলগ্ন রহিয়াছে। নানা ভাববিলাসে তরঙ্গায়িত নয়ন-কমল তখনও সচঞ্চল দেখা যাইতেছে।

ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ রূপের ঠিক পূর্বরূপ। কৃষ্ণ হইতে গৌরস্বরূপে রূপান্তরিত হইবার, ইহা মধ্যবর্তী অবস্থা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের এই অভিনব মিলনাবস্থা দর্শনে শ্রীরামরায় চমৎকৃত হইয়া, অকপটে ইহার কারণ বলিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিলেন।

ছন্নত্ব নিবন্ধন আত্মগোপনে সমুৎসুক শ্রীগৌরসুন্দর তদুত্তরে জানাইলেন,—ইহা তেমন বিশেষ কিছু নহে। মহাভাগবত যাঁহারা তাঁহাদের সর্বত্রই কৃষ্ণস্ফূর্তি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত—

'রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥'

(শ্রীচৈঃ ১/৮/২২৮)

তাঁহাকে এত' কাছে পাইয়া, রায় তাঁহাকে এত' সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি মহাপ্রভুর এই স্তোভবাক্যে নিরস্ত না হইয়া অধিকতর আগ্রহভরে বলিলেন,—

"রায় কহে তুমি প্রভু ছাড় ভারিভুরি। মোর আগে নিজ রূপ না করিহ চুরি॥ রাধিকার ভাব-কান্তি করি অঙ্গিকার। নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥ নিজ গূঢ় কার্য তোমার প্রেম আস্বাদন। আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥ আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার এবে কপট কর তোমার কোন ব্যবহার॥" (শ্রীচৈঃ ২/৮/২২৯)

ভক্তের অভিমান ভরা এই আগ্রহ বাক্যে ভগবান্ পরাজিত হইলেন। তখন প্রীতিভরে ঈষৎ হাস্য করিয়া, এইবার নিজ স্বরূপটি রায়কে প্রত্যক্ষ করাইলেন;—

'তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥

দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ, পড়িলা ভূমিতে ॥
প্রভু তারে হস্তস্পর্শি করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন ॥"

(শ্রীচৈঃ ২/৮/২৩৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজস্বরূপের পূর্ববর্তী অবস্থাত্রয় যথাক্রমে প্রদর্শন করাইয়া সম্প্রতি বিশেষ কৃপাপূর্বক শ্রীরামরায়কে সাক্ষাৎ নিজ স্বরূপটি দর্শন করাইলেন।

এই চতুর্থ দর্শনে রায় দেখিলেন, পূর্বদৃষ্ট সেই সাক্ষাৎ রসরাজ মূর্তি—শ্রীনন্দনন্দন এবং সাক্ষাৎ মহাভাবস্বরূপিনী—শ্রীবৃষভানুনন্দিনী উভয়ে একীভূত হইয়া, এক তপ্তকাঞ্চন সমুজ্জ্বল—গৌরমূর্তিতে প্রতিভাত হইতেছেন।[১] উভয়ে এমনই নিবিড়ভাবে সম্মিলিত যে,—এখন কে রাধা, কেই বা কৃষ্ণ—কোন ভেদ পরিলক্ষিত না হইয়া, কেবল রাধিকার কণককান্তিটিরই সর্বাঙ্গে প্রকাশ লক্ষিত হইতেছে। ভাবটিও ঠিক সেই বৃষভানু নন্দিনীরই অনুরূপ। তদ্ভিন্ন সমস্তই একাকার।[২] বারি সুশীতল হইলেও নিবিড়তা প্রাপ্ত হইয়া উহা যখন বরফে পরিণত হয়, তখন যেমন উহাতে অধিকতর শৈত্যের অনুভব হয়, সেইরূপ পূর্বপ্রদর্শিত বিষয়ের অনুভবানন্দ হইতে এই গৌররূপ

১। 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত'। ইহা পরে অন্যত্র বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

২। শ্রীচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গকে কোথাও বা শ্রীরাধিকার ভাব-কান্তিযুক্ত আবার কোন কোন স্থলে রাধাকৃষ্ণ একীভূত প্রভৃতি বলা হইয়াছে। যথা,—'রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি।' (চৈঃ ১/৪/৮৬) 'সেই রাধার ভাব লৈয়া চৈতন্যাবতার। (চৈঃ ১/৪/১৭৯) 'রাধা-ভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ;' (চৈঃ ১/৪/২১৩) 'রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়।' (চৈঃ ১/৪/১২৭)। আবার 'সেই দুই (রাধাকৃষ্ণ) এক এবে চৈতন্য গোসাঞী।' (১/৪/৫০) ইত্যাদি। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে উক্ত হইয়াছে,—'একীভূতং বপুরবতু বা রাধয়া মাধবস্য।' এখানে রাধামাধবে একীভূত বলা হইয়াছে।

দর্শনের আনন্দ সমধিক হওয়ায়, রামরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—ইহাই সূচিত হইতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকরস্পর্শে তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে সেই পূর্বদৃষ্ট সন্ন্যাসীরূপেই দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন।

পরতত্ত্বের সীমাপ্রাপ্ত পরমাবস্থাই—শ্রীগৌরস্বরূপ।

এইখানেই—শ্রীকৃষ্ণের এই বিশেষ আবির্ভাব শ্রীগৌরস্বরূপেই পরতত্ত্বের সকল উৎকর্ষের বিশ্রাম বা সীমাপ্রাপ্ত অবস্থা। পরতত্ত্বের পরমাবস্থা সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কোন জ্ঞাতব্যের অবশেষ নাই। এইজন্য শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—'ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ।' (১/১/৩)

অর্থাৎ এই জগতে শ্রীচৈতন্যরূপধারী-কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব আর কিছুই নাই।

শ্রীকৃষ্ণের সীমাপ্রাপ্ত আবির্ভাব বিশেষ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্বন্ধে আপাততঃ এই পর্যন্তই বলা হইল।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরকৃষ্ণরূপ এই আবির্ভাব বিশেষের কারণ।

অতঃপর উক্ত আবির্ভাববিশেষের কারণ সম্বন্ধে তদ্রূপ সংক্ষেপেই কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন মাত্র করা হইতেছে। বিস্তৃত আলোচনা, শ্রীচরিতামৃত প্রভৃতি মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ইহার সমাধান—শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর কড়চা শ্লোকেই পাওয়া যায়,—'চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং, রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥' তাৎপর্য এই যে,—আধুনা সেই উভয়ে (রাধাকৃষ্ণে) একীভূত হইয়া শ্রীচৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন। (উভয়ে এরূপ ভাবে একীভূত যে,—তাঁহাতে রাধাকৃষ্ণের পৃথক স্বরূপ, অর্থাৎ কে রাধা, কে কৃষ্ণ,—এখন আর উপলব্ধি না হইলেও) তিনি এখন কেবল রাধিকার ভাব ও কান্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। কৃষ্ণস্বরূপ সেই শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করি। অতএব পূর্বোক্ত সমস্ত উক্তিরই ইহাতে সমাধান পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সর্বসেব্য—সর্বপ্রভু। 'একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য' (চরিতামৃতে ১/৫/১২১)

তিনি ভক্তগণের ভক্তিদ্বারা সেবিত হইয়া সুখী হয়েন; আর ভক্তগণ তাঁহাকে ভক্তিদ্বারা সেবা করিয়া সুখী হয়েন। সুতরাং কৃষ্ণসেবা-সুখের কৃষ্ণ হইতেছেন 'বিষয়' এবং সেই সুখ ভক্তের অন্তরে আসিয়া আশ্রয় করে বলিয়া, ভক্তগণ হইতেছেন সেই সুখের 'আশ্রয়'।[১] এইহেতু কৃষ্ণ কেবল বিষয়জাতীয় সুখের এবং ভক্তগণ কেবল আশ্রয়জাতীয় সুখের আস্বাদক হয়েন।

আবার ভক্তগণকর্তৃক সেবিত হইয়া কৃষ্ণ যে পরিমাণ সুখাস্বাদন করেন, ভক্তগণ তাঁহাকে সেবা করিয়া তদপেক্ষা অনেক অধিক সুখাস্বাদ করিয়া থাকেন। যেমন এক সুখের বিষয় পুত্র, জননীর ভালবাসা পাইয়া যে পরিমাণ সুখী হয়, সেই সুখের আশ্রয়—জননী, সন্তানকে ভালবাসিয়া তদপেক্ষা সমধিক সুখানুভব করিয়া থাকেন,—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয়। অতএব বিষয়জাতীয় সুখের শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ আস্বাদক হইলেও তদবস্থায় তাঁহাতে আশ্রয়জাতীয় সুখের অভাব বোধ অনিবার্যই হইতেছে। সর্বভক্ত শিরোমণি শ্রীরাধিকাই আশ্রয়জাতীয় সুখের পরিপূর্ণ আস্বাদিকা।

এই নিমিত্ত আশ্রয়জাতীয় সুখাস্বাদন-প্রলুব্ধ শ্রীকৃষ্ণের তৎপ্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন হয়,—তদধিকারিণী—মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধিকার সহিত একাত্ম অর্থাৎ একীভূত হইয়া, তৎপ্রাধান্যে[২] তদীয় ভাব-কান্তি ধারণপূর্বক—

তদ্ভাবাশ্রয়ে আশ্রয়জাতীয় সুখাস্বাদন করা। তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

১। যত্র বিষয়ে ভাবো ভবতি স বিষয়ালম্বনবিভাবঃ কৃষ্ণঃ। যো ভাবযুক্তো ভবতি স আশ্রয়ালম্বনবিভাবো ভক্তঃ। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুঃ ১৪)

২। 'গৌরাঙ্গী কালিয়া, মিশাল হইয়া গৌরাঙ্গী সরস ভেল।' —(ভক্তমাল ২য় মালা)

"সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম 'আশ্রয়'। সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়' ॥ বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ। আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥ আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায় ॥ কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়। তবে সেই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥ (ইত্যাদি)।

(শ্রীচৈঃ ১/৪/১১৪)

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে অপূর্ণ বাঞ্ছাত্রয় পূর্ণ করাই শ্রীগৌর-কৃষ্ণরূপ এই আবির্ভাব বিশেষের মুখ্য প্রয়োজন।

একমাত্র উক্ত উপায় অবলম্বন দ্বারাই তিনি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন,—

(১) শ্রীরাধিকার প্রেম-মহিমা কিরূপ?

(২) সেই প্রেমদ্বারা শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কিরূপ?

(৩) কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধিকা যে সুখ প্রাপ্ত হয়েন, সেই সুখই বা কিরূপ?[১]

উক্ত তিনটি অপূর্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার লালসায়, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার সহিত একীভূত ও তদ্ভাব-কান্তি বিমণ্ডিত হইয়া,—শ্রীশচীগর্ভসিন্ধু মাঝে শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েন।

শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে তিনি কেবল আস্বাদ্য অর্থাৎ বিষয়-জাতীয় সুখেই পূর্ণ বলিয়া, উক্ত ত্রিবিধবাঞ্ছা যেমন তদবস্থায় তাঁহাতে অপূর্ণ থাকে। তেমনি আবার শ্রীগৌর-স্বরূপে উক্ত বাঞ্ছাত্রয় পূর্ণ হওয়ায়, আশ্রয়-জাতীয় সুখেরও তখন তিনি পরিপূর্ণ আস্বাদক। সুতরাং আস্বাদ্য বা 'বিষয়' এবং আস্বাদক বা 'আশ্রয়'—এই উভয় জাতীয় সুখেই

১। 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা—' ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। (চৈঃ ১/১/৬)

পরতত্ত্বের পরমস্বরূপ—এই ভাবে 'পরমাস্বাদ্য' হইয়াও 'পরমাস্বাদক' রূপে নিত্যই পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। রসস্বরূপ পরতত্ত্বের পরমাবস্থার এই রসাস্বাদন, ইহাই শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য প্রয়োজন।[১]

আনুষঙ্গিক বা গৌণ প্রয়োজন—জীবে অন্যের অদেয় শ্রীনাম ও প্রেমদান।

আর তদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রকৃষ্ট চৈতন্য দানের সহিত অন্যের অদেয় ব্রজপ্রেম, কেবল নিজ নাম হইতেই সমুদিত করাইয়া, উহা নির্বিচারে জীবজগতে প্রদান করা, ইহাই তদীয় অবতরণের আনুষঙ্গিক বা গৌণ প্রয়োজন। তদীয় এই গৌণ প্রয়োজন দ্বারা জীবের যাহা মুখ্য বা পরম প্রয়োজন—তাহাই সুসিদ্ধ হইয়া যায়।

শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য হইতে মাধুর্যই প্রধান।

ঐশ্বর্যের প্রকাশই ঈশ্বরত্বের সাধারণ লক্ষণ। ঐশ্বর্যের অনুভবেই ঈশ্বর বলিয়া জানা যায়। ঐশ্বর্যের অনুভব দ্বারাই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীভগবানকে 'ভগবান্' বলিয়া জগৎ বুঝিতে পারে। তাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্যজ্ঞানেই প্রায় সকল জগৎ পূর্ণ। ভগবান্ যেমন ঐশ্বর্যময়, তেমনি নিত্য মাধুর্যময়ও তিনি। সুতরাং স্বাংশাদি ভগবৎ-স্বরূপ সকলে ঐশ্বর্যের প্রকাশই অধিক থাকিলেও, যে স্বরূপে ঐশ্বর্যের সহিত মাধুর্যের যতই অধিক প্রকাশ লক্ষিত হইবে, সেই স্বরূপে ভগবত্তার পূর্তিও সেই পরিমাণে অধিক বলিয়া বুঝিতে হইবে।[২]

পূর্ণৈশ্বর্যের সহিত পূর্ণ মাধুর্যের প্রকাশ যেখানে, তাহাই হইতেছে ভগবানের পরিপূর্ণ স্বরূপ। শ্রীভগবানের এই সম্পূর্ণ স্বরূপটির কেবল

১। শ্রীচরিতামৃত ১/৪/১৭৯-১৮২ এবং ঐ ১/৪/৪-৫ দ্রষ্টব্য।

২। 'মাধুর্য ভগবত্তাসার ব্রজে কৈল পরচার,—' ইত্যাদি। (চৈঃ ২/২১/৯২)

ব্রজলীলাতেই অভিব্যক্তি বলিয়া, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই 'স্বয়ংভগবান্' রূপে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছেন।

'মাধুর্য' অর্থে পূর্ণৈশ্বর্যময় শ্রীভগবানের নরভাবের অনতিক্রমতা।

'মাধুর্য' ও 'ঐশ্বর্য' শব্দের বিভিন্ন অর্থ নিরূপিত হইয়াছে। সংক্ষেপার্থে কেবল শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদোক্ত অর্থই এ-স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"মহৈশ্বর্য্যস্য দ্যোতনে বাদ্যোতনে চ নরলীলত্বানতিক্রমো মাধুর্য্যম্।"
(রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ২/৩)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে অবস্থায় মহৈশ্বর্য প্রকাশ করিলে বা না করিলেও নরলীলার অর্থাৎ মনুষ্যভাবের ব্যতিক্রম ঘটে না, তাহাই 'মাধুর্য'। সুতরাং এই 'মাধুর্য' বা মনুষ্যভাব কেবল ঈশ্বরসম্বন্ধীয়ই বুঝিতে হইবে। নচেৎ ঐশ্বর্যবিহীন—কেবল মনুষ্যভাব বা তৎচারুতাদিকে মাধুর্য বলা যায় না। যেমন পুতনার প্রাণহরণরূপ মহা ঐশ্বর্য প্রকাশ কালেও স্তন্যপানরূপ নরশিশুর ভাব; শকটাসুর ভঞ্জনরূপ মহৈশ্বর্য প্রকাশকালেও উত্তানশায়ী ত্রৈমাসিক নরশিশুর ভাব; কিম্বা মহাদীর্ঘ রজ্জুদ্বারা ব্রজেশ্বরীকর্তৃক বন্ধনের অশক্যাবস্থারূপ মহৈশ্বর্য প্রকাশকালেও নরশিশুর ভাবে জননীর ভয়ে বিকলতা। ইহাই হইতেছে—'মাধুর্য'।

আবার ঐশ্বর্যের অপ্রকাশকালে দধি-নবনীতাদি চৌর্য-লীলায় যেমন ক্রীড়চপল নরবালকভাব প্রভৃতি। ইহার সারমর্ম এই যে, ঐশ্বর্যপ্রকাশ বা অপ্রকাশ অবস্থায় মহৈশ্বর্যময় শ্রীভগবানের যে মনুষ্যোচিত ভাবের অব্যতিক্রম, ইহাই 'মাধুর্য'।

ঐশ্বর্য' অর্থে—শ্রীভগবানের নরভাবের ব্যতিক্রম করিয়া, কেবল ঈশ্বরভাবের প্রকাশ।

ঐশ্বর্য-লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে। যথা,—

'ঐশ্বর্য্যন্তু নরলীলত্বস্যানপেক্ষিতত্বে সতি ঈশ্বরত্বাবিষ্কারঃ।'

(রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ২/৪)

অর্থাৎ নরলীলাকে অপেক্ষা না করিয়াই যে, ঈশ্বরত্বের প্রকাশ,—ইহাই 'ঐশ্বর্য'।

যেমন জন্মকালে বসুদেব ও দেবকীকে চতুর্ভুজ রূপের প্রকাশ দ্বারা ঐশ্বর্য প্রদর্শন। যেমন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া ঐশ্বর্য প্রদর্শন।

শ্রীভগবানের কেবল ঐশ্বর্যজ্ঞানে প্রেমের শৈথিল্য।

শ্রীভগবানের কেবল ঐশ্বর্যময় স্বরূপের উপলব্ধিস্থলে, অর্থাৎ কেবল ঈশ্বরবুদ্ধি দ্বারা হৃৎকম্পজনক সম্ভ্রমাদির উদয়ে, ভাবের সঙ্কোচ হওয়া অনিবার্য। এইহেতু ঐশ্বর্যজ্ঞানপ্রধান ভক্তিদ্বারা পরমেশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে যে সংযোগ স্থাপিত হয়, তাহা সেরূপ সুদৃঢ় হইতে পারে না, যদ্দ্বারা তাঁহাকে পরম আপনার বোধে প্রাণসম নিকটবর্তী করা যায়। ভগবান্‌ও সেরূপ ভক্তকে কৃপা-করুণাদি করিলেও, নিজজন মনে করিয়া তাহার বশীভূত হইতে পারেন না। কারণ স্বজাতীয়ভাব না থাকিলে সম্মিলনের গাঢ়তা জন্মে না।

শ্রীভগবানের মাধুর্যজ্ঞানে অর্থাৎ তদীয় নরভাবের উপলব্ধিতে প্রেমের গাঢ়তা।

পরমেশ্বরকে মনুষ্যরূপে পাইলে, অর্থাৎ পূর্ণ ঐশ্বর্যময় ভগবানের 'মাধুর্য' স্বরূপের উপলব্ধি হইলে—এই ঈশ্বর-মানুষে ও মানুষের মধ্যে যে ভাবের বিনিময় হয়, উহার স্বজাতীয়তাবশতঃ তদ্দ্বারা ভগবানে ও

ভক্ত-মানুষের মধ্যে নিকটতম সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া থাকে। তদবস্থায় মানুষে মানুষে প্রীতির সম্বন্ধের ন্যায়, সেই 'মধুর' ভগবানের সহিত 'আমার সখা', 'আমার পুত্র', 'আমার কান্ত'—ইত্যাদি প্রকার পরম মমতাস্পদ সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণস্বরূপ অত্যন্ত নিকটবর্তী করা সম্ভব হয়। অপরপক্ষে কেবল ঐশ্বর্যজ্ঞানে 'আমার পরমেশ্বর' কিম্বা 'আমার ঈশ্বর-সখা', 'আমার ঈশ্বর-পুত্র' এইরূপ সম্পর্ক অস্বাভাবিক ও প্রীতির সংকোচক। অতএব ঈশ্বর-মানুষ বা মধুর-ভগবানের প্রতি মানুষের যে ভক্তি, উহা মমতা-সম্পর্কিত বলিয়া প্রগাঢ় হওয়ায় তখন প্রীতি, প্রেম, প্রণয় প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়া থাকে; এবং শ্রীভগবান্‌ও সেই ভক্তি দ্বারা ভক্তের বশীভূত হয়েন।[১] মানুষে মানুষে প্রীতির মিলনে যেমন কোন ভয়, সম্ভ্রম বা তজ্জনিত সঙ্কোচাদি থাকে না, সেইরূপ পূর্ণ ঐশ্বর্যময় শ্রীভগবান নরলীলরূপ পূর্ণ মাধুর্যের আবরণে নিজেকে 'মধুর' করিয়া, তদ্ভাবাবিষ্ট ভক্তের গোচরীভূত হইলে, তাহাই হয় মানুষে ও ভগবানের মধ্যে নিকটতম সংযোগ। মাধুর্যপ্রেমের প্রভাবই এইরূপ যে, ভগবানের মাধুর্য বা মানবোচিত ভাবকে অতিক্রম করিয়া 'ঐশ্বর্য' বা ঐশ্বরিক ভাবকে প্রকাশ হইতে দেয় না; আবার কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশ হইলেও, সেই ভক্তগণ তাঁহাকে ঈশ্বরবুদ্ধি না করিয়া তদবস্থায়ও নিজজন রূপেই বোধ করিয়া থাকেন।[২]

পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যময় শ্রীভগবানের সেই পরিপূর্ণ মাধুর্যময় বা 'মধুর' স্বরূপটিই হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ। উহা কেবল ব্রজলীলাতেই প্রকট করিয়া থাকেন এবং অনুভবযোগ্য পরিপূর্ণ মাধুর্যভাবময়ী ভক্তি বা প্রীতি কেবল ব্রজবাসিগণেই অবস্থিত থাকিয়া 'রাগাত্মিকা' নামে প্রসিদ্ধ

১। এইজন্য শ্রুতিও তাঁহাকে 'ভক্তিবশঃ' বলিয়াছেন,—'ভক্তিবশঃ পুরুষঃ'— ইত্যাদি। মাঠর শ্রুতিঃ।

২। 'কেবলার শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য না জানে। ঐশ্বর্য দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে ॥' (চৈঃ ২/১৯/১৭২)

হইয়াছেন। উহাই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-ক্রমে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, ব্রজরমাগণে ও তন্মধ্যে আবার শ্রীরাধিকাতেই সীমা বা অবধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তদনুগা অর্থাৎ 'রাগানুগা' ভক্তির অনুশীলন দ্বারা জীবও তদনুরূপ অধিকার লাভ করিবার যোগ্য হয়েন। এ-বিষয়ে শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি; যথা,—

"ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ আমারে ঈশ্বর মানে—আপনারে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে ॥ তারে সে সে ভাবে ভজি এ-মোর স্বভাবে ॥ মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি। এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি॥ . আপনারে বড় মানে,—আমাকে সম, হীন। সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন। অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন ॥ সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। তুমি কোন্ বড় লোক?—তুমি আমি সম ॥ প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন ॥ এই শুদ্ধভক্ত লঞা করিব অবতার। করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার ॥ বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে-যে লীলার প্রচার। সে-সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥" ইত্যাদি (শ্রীচৈ ১/৪/১৬-২৫)

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য প্রচারই শ্রীচৈতন্য ও তদীয় শ্রীচরণানুচরগণের প্রধান বৈশিষ্ট।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের উক্ত নিগূঢ় অভিপ্রায় ও স্বরূপাদির যথার্থতা অপর কেহই বিদিত নহেন। তবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার উক্ত বিষয় কিরূপে জানিয়া লিখিলেন? এই প্রশ্নের সংক্ষেপ উত্তর গ্রন্থকার নিজেই দিয়াছেন;—."এই গ্রন্থ লিখায় মোরে মদনমোহন। আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥"—(শ্রীচৈঃ ১/৮/৭৩) স্বয়ং

শ্রীকৃষ্ণই গ্রন্থকারকে নিমিত্ত করিয়া তাঁহার হাত দিয়া লিখাইয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থকারের কোন কর্তৃত্ব নাই। অন্যের পঠিত বিষয় শুকপক্ষী যেমন উচ্চারণ করে মাত্র, উক্ত বিষয়টি তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বাদিরও নিগূঢ় রহস্য সকল শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভু হইতেই প্রকৃষ্টরূপে উহা জগতে প্রকাশ হওয়ায়, এইহেতু তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই বিদিত হওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা পূর্বে যাঁহারা বিদিত ছিলেন, তাঁহারা প্রায়শঃ তাঁহাকে দেবলীল অর্থাৎ গোলোক বিহারী রূপেই উপলব্ধি করিয়া, সেই ভাবেই বর্ণন করিয়াছেন। দেবতা ও মনুষ্যের সম্মিলন তেমন নির্বাধ ও নিঃসঙ্কোচ নহে,—মানুষে মানুষে মিলন যেমন সহজসাধ্য হয়। সুতরাং সেখানে 'প্রকারের' স্বজাতীয়তা না থাকায়, মানুষ হইতে ভগবান্ দূরে রহিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু স্বয়ংভগবত্তায় শ্রীকৃষ্ণ যে মাধুর্যময়, অর্থাৎ উহা 'নরলীল' এবং 'নরবপু' যে তাঁহার স্বরূপ"[১] অর্থাৎ স্বয়ংরূপে তিনি নিত্যই নরাকৃতি, সুতরাং উহা আগন্তুক বা সাময়িক নহে,—নরলোকের এই সর্বাপেক্ষা গৌরবের, আনন্দের ও আশার বাণী ঘোষণা করাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তদীয় শ্রীচরণানুচর গোস্বামিগণের পরম বৈশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের মহা-মাধুর্য বিষয়ে শ্রীচরিতামৃতে যাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, দিগ্‌দর্শনার্থ নিম্নে তাহার ইঙ্গিত মাত্র করা হইতেছে।

'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ ।

১। গীতায় 'দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং—' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সৌম্য মানুষরূপ বা নরবপুকেই পর্বোক্ত শ্লোকে 'স্বকং রূপং' অর্থাৎ স্বকীয় স্বরূপ বলা হইয়াছে। ১১/৫০-৫১) দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণুপুরাণেও তদীয় নরাকৃতি স্বরূপেরই উল্লেখ দেখা যায়; যথা—'যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিম্ । (৪/১১/২)

গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥

কৃষ্ণে মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এককণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥' ইত্যাদি—
(শ্রীচৈঃ ২/২১/৮৩)

তাৎপর্য—'শ্রীকৃষ্ণের যতেক খেলা'। খেলা—লীলা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মৎস্য-কূর্মাদি অবতার সম্বন্ধীয় লীলা সকলের মধ্যে 'সর্বোত্তম নরলীলা' অর্থাৎ মাধুর্যময় নরলীলাই সর্বশ্রেষ্ঠ। 'নরবপু তাঁহার স্বরূপ' অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্ যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বা স্বকীয়রূপই হইতেছে 'নরবপু'—নরাকৃতি। 'স্বরূপ' ইহা যে নিত্য ও অনাদি, সাময়িক নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় মাধুর্যের 'নরভাব'ই মুখ্য,—এই অর্থের পর, সৌন্দর্যাদি অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে। সেই 'নরবপু' আবার অশেষ সৌন্দর্য, মধুরতা, বৈচিত্রী ও বৈদগ্ধ্যাদিময়। তদ্বিষয়ে 'গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর',—এই চারিটি অসমোর্দ্ধ মাধুর্যের উল্লেখ করা হইতেছে: যাহা অন্য কোন ভগবৎ-স্বরূপে বা ভগবল্লোকে প্রকাশ নাই। উক্ত মাধুর্য চতুষ্টয়ের উক্তির মধ্যে যথাক্রমে, রূপমাধুর্য, বেণুমাধুর্য এবং লীলামাধুর্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে।[১] 'নরলীলার হয় অনুরূপ।' অনুরূপ—সদৃশ। অর্থাৎ উপাদানে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের যে নরলীলা, উহা নরলোকের আকার প্রকারাদির নিকটতম সাদৃশ্য প্রাপ্ত। 'কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন' অর্থাৎ হে সনাতন! কৃষ্ণের রূপ মাধুর্যের কথা শ্রবণ কর। যে রূপ-

---

১। 'চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে।
প্রেমক্রীড়য়োর্বেণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চ। (ভাগবতামৃতকণা—৮)

সাগরের এককণ মাত্র ত্রিভুবন প্লাবিত করিয়া নিজের সহিত সর্ব প্রাণীর চিত্ত আকর্ষণ করে ইত্যাদি।[১]

নিখিল জীবলোকের মধ্যে, কৃষ্ণলোকের সহিত মনুষ্যলোকেরই সাদৃশ্য নিবন্ধন নিকটতম সম্বন্ধ।

তবে মানুষে ও ভগবানে বিশেষত্ব এই যে,—শ্রীভগবানের স্বরূপাদি সমস্তই চিদানন্দময় অপ্রাকৃত; তাঁহাতে দেহ দেহী ভেদ নাই; মানুষের দেহ-দেহী পৃথক্। আত্মা ভিন্ন মনুষ্যের দেহাদি সমস্তই প্রাকৃত বা জড়ময়। তথাপি ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষের এই বৈশিষ্ট যে, উপাদানে পৃথক হইলেও,—স্বয়ংভগবানের সহিত আকার ও প্রকারগত মনুষ্যলোকের যত অধিক সাদৃশ্য, অপর কোন লোকের কোন প্রাণীর সহিত সেরূপ নহে। উপাদানে পৃথক হইলেও শ্রীকৃষ্ণবপুর সহিত নরবপুর যেরূপ সাদৃশ্য তাহাও অন্য কোন জীবলোকে নাই। কেবল আকারেই নহে—প্রকারেও, কৃষ্ণ লোকের সহিত নরলোকের যত অধিক সাদৃশ্য তাহা অন্যলোকে নাই।

স্বয়ং ভগবল্লোকে বা কৃষ্ণলোকে, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসখার মধ্যে যে প্রকার আচরণ, নরলোকে সখায় সখায় আচরণে উহার যতটা সাদৃশ্য আছে, গন্ধর্বাদি লোকে তাহা নাই। কৃষ্ণলোকে পুত্র ও জননীতে বা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণমাতায় যে প্রকার লাল্যলালকাদি সম্বন্ধের আচরণ, নরলোকে মাতা পুত্রের আচরণে উহার যতটা সাদৃশ্য আছে, দেবলোকাদিতে তাহা নাই কৃষ্ণলোকে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকান্তাগণের যে প্রকার প্রেমবিলাস-রীতি, নরলোকে কান্ত-কান্তাগণের রীতির সহিত উহার যতটা সাদৃশ্য, কিন্নরাদি লোকের সহিত তাদৃশ নাই। এই প্রকার অন্যান্য বিষয়েও বুঝিতে হইবে।

১। 'কৃষ্ণমাধুর্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ (চৈঃ ১/৪/১২৮)

কৃষ্ণলোকের সমস্তই অপ্রাকৃত—চিদানন্দময় এবং মনুষ্যলোকের সমস্তই প্রাকৃত হইলেও, কায়া ও ছায়ার ন্যায় উভয়ে নিকটতম সাদৃশ্যপ্রাপ্ত।

তবে ইহাই বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, মনুষ্যলোকের সাধারণতঃ আকার, প্রকার, আচার, ব্যবহারাদি যাহা কিছু তৎসমুদয়ই মায়িক সুতরাং জড়ধর্মবিশিষ্ট; কিন্তু কৃষ্ণলোকের যাহা কিছু সমস্তই অপ্রাকৃত ও চিদানন্দময়,—শুদ্ধ-সত্ত্বের বিলাস। উভয়ে এই মহা ব্যবধান। তথাপি কায়া ও ছায়া পৃথক হইলেও, যেমন ছায়ার সহিত কায়ার সর্বাধিক নিকটতম সাদৃশ্য থাকে, তেমনি নিখিল জীবলোকের মধ্যে একমাত্র নরলোকই আকার প্রকারে ব্রজলোক বা স্বয়ংভগবল্লোকের সহিত সর্বাধিক সদৃশতা-প্রাপ্ত; সুতরাং নিকটতম স্বজাতীয় সম্বন্ধ।

কৃষ্ণলোকের আদর্শে নরলোক, নরলোকের আদর্শে কৃষ্ণলোক নহে।

আবার তৎসহ ইহাও বিবেচ্য যে, কায়া ও ছায়ার নিকটতম সাদৃশ্য থাকিলেও যেমন কায়া হইতেই ছায়ার উৎপত্তি, কিন্তু ছায়া হইতে কায়া হয় না, তেমনি কৃষ্ণলোকের সহিত ছায়া স্থানীয় নরলোকের অনেকাংশে আকার প্রকারগত একরূপতা থাকিলেও, কৃষ্ণবপুর আদর্শেই নরবপু, কিন্তু নরবপুর আদর্শে কৃষ্ণবপু হয় নাই। উহা নিত্য ও অনাদিরও আদি। এইরূপ প্রকারাদি অন্য বিষয়েও বুঝিতে হইবে।

মনুষ্যদেহ যদি নরাকৃতি না হইয়া অন্যরূপ বা কিন্নরাকৃতি হইত, তাহা হইলেও 'কৃষ্ণস্বরূপ' যেমন তেমনি থাকিতেন। কেবল মনুষ্যলোকেরই দুর্ভাগ্য হইত এই যে, 'নরবপু' বলিয়া তখন আর কৃষ্ণস্বরূপের পরিচয় দেওয়া যাইত না। তখন উহাকে 'কৃষ্ণবপুই'

বলিতে হইত। তাহা হইলে, শ্রীকৃষ্ণলোকের সহিত নরলোক উক্ত গৌরবজনক সাদৃশ্যগত স্বজাতীয়তায় সম্বন্ধহারা হইয়া যাইত। অতএব সকল প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য লোকের এই সর্বোপরি সৌভাগ্যের কথাটিই স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তাই বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,—

"শুনহ মানুষ ভাই,
মানুষ সত্য সবার উপর, যাহার উপর নাই।"

মনুষ্যজন্মই কৃষ্ণভজনের সর্বাধিক অনুকূল।

শ্রীকৃষ্ণ নিজলোকে ভক্তগণের প্রেমময় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে নিরন্তর সেবিত হইয়া থাকেন। নরলোকের মায়িক দাস্য-সখ্যাদিভাব উহারই ছায়াস্থানীয় হওয়ায়, মনুষ্যের পক্ষে উক্ত ভাব সকলের কথা শ্রবণ করিয়া, তদ্বিষয়ে উপলব্ধি ও অভ্যাস করা যত সহজ ও স্বাভাবিক, সেরূপ অপর প্রাণীর পক্ষে নহে।[১] সুতরাং ভক্ত মানুষ হইয়া, উক্ত ভাব সকলকে ভক্তি বিভাবিত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিতে পারিবার সুযোগ মানুষের যতখানি রহিয়াছে, দেবলোকেও তাহা নাই। এই নিমিত্ত মনুষ্য জন্ম দেবতাদিগেরও বাঞ্ছিত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।[২] কৃষ্ণলোকের সহিত উক্ত প্রকারে মনুষ্যলোকের সাদৃশ্য থাকায়, প্রাণী হিসাবে মনুষ্যজাতি যতখানি স্বয়ং ভগবৎস্বরূপের সন্নিকটবর্তী, সেরূপ নিকট সম্বন্ধ অন্য কোন প্রাণীর সহিত হয় নাই। অতএব এই প্রকারে কৃষ্ণলোকের দ্বারস্থ হইয়াও, মানুষ যদি জন্মগত বৈশিষ্ট না বুঝিয়া তদনুকূল সাধন অভাবে তৎস্থান হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে মনুষ্য জন্মের পক্ষে ইহাই সর্বাধিক

১। 'ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।' (ভাঃ ১০/৩৩/৩৬)

২। 'লব্ধ্বা জন্মামরপ্রার্থ্যং মানুষ্যং—' (ভাঃ ১১/২৩/২২) অর্থাৎ দেবগণেরও প্রার্থনীয় মনুষ্যজন্ম—

ব্যর্থতার বিষয়।[১] 'গোলে' প্রবেশের সুযোগ হারাইয়া গোলের সর্বাপেক্ষা সন্নিকটবর্তী 'বল' যেমন 'আউট' হইয়া পুনরায় বহু পদাঘাতে তাড়িত হইতে থাকে, তেমনি মনুষ্যজন্মের উক্ত সুযোগহারা মানুষের পক্ষে পুনর্বার চৌরাশী লক্ষ জন্মের আবর্তে পড়িয়া, মায়ার পদাঘাত প্রাপ্ত হওয়াই যথার্থ আত্মহত্যা বলিয়া সেই শ্রীভগবান্ নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥
(শ্রীভাঃ ১১/২০/১৭)

ইহার অর্থ,—সর্ববাঞ্ছিত ফল প্রাপ্তির মূল স্বরূপ, কোটি চেষ্টা দ্বারাও সুদুর্লভ অথচ কোন ভাগ্যে অনায়াসলভ্য, স্থাবরত্ব হইতে ভগবৎপ্রাপ্তি পর্যন্ত সমস্ত সাধন বিষয়ে সুপটু, গুরু-কর্ণধার সমন্বিত, মৎকর্তৃক অনুকূল বায়ু দ্বারা চালিত, সংসার সমুদ্র উত্তরণের নৌকা স্বরূপ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি ভবসমুদ্র পার হইতে উদ্যম না করে, তাহাকেই যথার্থ আত্মঘাতী বলা যায়। অতএব 'মাধুর্য' অর্থে যেমন পূর্ণ ঐশ্বর্যময় শ্রীভগবানের 'নরবপু' ও 'নরলীলা' বুঝায়, তেমনি আবার 'মাধুর্য' অর্থে—অশেষ সৌন্দর্য, লালিত্য, চারুতা, মধুরতা ও বৈদগ্ধ্যাদি গুণসমূহকেও বুঝাইয়া থাকে। যে মার্ধুয চরাচর সর্ব জগতের সহিত কৃষ্ণের নিজ চিত্তকেও আকর্ষণ করে। কৃষ্ণের মাধুর্য বলিতে উক্ত উভয় অর্থের যুগপৎ সংযোজনাই বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে যাহা অন্য কোন ভাগবৎস্বরূপে প্রকাশ নাই,—সেই লীলামাধুর্য, প্রেমমাধুর্য,

---

১। 'সৃষ্টা পুরাণি—' (ভাঃ ১১/৯/২৮) 'লব্ধা সুদুর্লভমিদং—' (ভাঃ ১১/৯/২৯) 'এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ—' (ভাঃ ১১/২৯/২২) ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বেণুমাধুর্য ও রূপমাধুর্য—এই মাধুর্য চতুষ্টয়ের প্রকাশ কেবল স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই বৈশিষ্ট।[১]

কেবল ব্রজপ্রেম ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কৃষ্ণ-মাধুর্যের পূর্ণ অনুভূতি অসম্ভব।

আবার তদাস্বাদনোপযোগী 'প্রেম' যেখানে চরমোৎকর্ষ সীমাপ্রাপ্ত—সেই ব্রজের 'রাগভক্তির' আনুগত্য ভিন্ন উক্ত কৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদনও অপর কোনও উপায়ে সম্ভব হয় না। তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

'কর্ম তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধিভক্তি, জপ, ধ্যান—
ইহা হৈতে মাধুর্য দুর্লভ।' (২/২১/১০০)

তাহা হইলে আপাততঃ কেবল দিগ্ দর্শনার্থ উক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে আমরা অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারিলাম যে,—কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যের অজ্ঞাত যাহা, সেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাদি সম্বন্ধে পূর্ণ চৈতন্য জীবজগতকে প্রদান ও বেদোক্ত সেই 'রসব্রহ্ম' অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মহা-মাধুর্যের সংবাদ এবং শ্রীরাধিকার প্রেম মহিমা ও শ্রীকৃষ্ণনাম মহিমার সহিত শ্রীব্রজলোক মহিমা প্রভৃতি জগতের অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত বিষয় সকল পরিপূর্ণরূপে জগতে প্রকাশ ও প্রচার করাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তদীয় শ্রীচরণানুচরগণের প্রধান বৈশিষ্ট।

তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ তদীয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে আবেগভরে লিখিয়াছেন,—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নো মহিম্নাং

১। লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ॥ (ভক্তিরসামৃতঃ ২/১/৪৩)

কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিনমহামাধুরীষু প্রবেশঃ ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্বমাবিশ্চকার ॥ (১২)

ইহার অর্থ—'প্রেমনামক এই অপূর্ব শব্দটি পূর্বে কাহারই বা শ্রবণপথগত হইয়াছিল? শ্রীনামের মহিমাই বা কাহার জানা ছিল? শ্রীবৃন্দাবনের মহামাধুরী বিষয়েই বা কাহার প্রবেশ ছিল? কেই বা শ্রীরাধিকার পরমরস-চমৎকার মাধুর্যসীমা অবগত ছিলেন?—এক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই পরম করুণার বশবর্তী হইয়া এই সমস্ত জগতে প্রকটিত করিয়াছেন।

সুতরাং ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সীমাপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপতাই প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব—

"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥"

সপ্তম উদ্ভাসন

উপাসক বিচারে ভগবদ্ভক্তের বা সর্বমূল শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের মুখ্যত্ব

সকাম পুরুষার্থ—ভুক্তি ও মুক্তি; গুণ-সংস্পৃষ্ট জীবের পক্ষে প্রকৃষ্ট নিষ্কামভাব ধারণাতীত।

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুবর্গই 'পুরুষার্থ' নামে শাস্ত্রে উক্ত ও লোকসমাজে বিদিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ হইতেছে ভুক্তির এবং মোক্ষ হইতেছে মুক্তির পর্যায় ভুক্ত। অর্থাৎ প্রাকৃত জগতে সাধারণতঃ 'ভুক্তি' ভিন্ন অপর কোন পুরুষার্থের প্রসিদ্ধি নাই। স্বসুখবাসনামূলক—ইহকালে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ও ধন-ধান্যাদি ও পরকালে স্বর্গাদি বিষয় ভোগই 'ভুক্তি' নামে এবং উহার অনিত্যতা প্রভৃতি দোষ দর্শনে, তৎফলভোগ-বাসনার বিরাগ হেতু—(রাহুগ্রস্ত সুধাকরের মোক্ষ প্রাপ্তির ন্যায়) মায়া বা জড়তাপাশ হইতে মোক্ষলাভই 'মুক্তি' নামে কথিত হইয়া থাকে। তমঃ ও রজোগুণাত্মক ভুক্তীচ্ছা হইতে সত্ত্বগুণাত্মক মুক্তীচ্ছা,—বিষয় বাসনার বিরতিহেতু উহাকে 'নিষ্কাম' বলা হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উভয়ই স্বসুখ-তাৎপর্যময় বলিয়া, সকাম ও সকৈতবই হইতেছে। সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ-সংস্পৃষ্ট জীবের পক্ষে প্রকৃষ্ট নিষ্কাম ভাবের ধারণাই একপ্রকার অসম্ভব হওয়ায়,

এইহেতু 'স্বার্থ' অর্থাৎ স্বসুখ-তাৎপর্যময় পুরুষার্থ বা স্বপ্রয়োজন সিদ্ধির অতিরিক্ত অপর কোন প্রয়োজন, সাধারণতঃ মায়িক জীবজগতের বোধগম্য বিষয় হয় না। তাই শাস্ত্রকর্তৃক ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষকে স্বপ্রয়োজনপর 'ভুক্তি' ও 'মুক্তি' নামক পুরুষার্থরূপেই প্রচার করিতে হইয়াছে।

শুদ্ধা ভক্তিই যথার্থ নিষ্কাম, সুতরাং ইহাই পরমপুরুষার্থ

প্রাকৃত-গুণাতীত শ্রীভগবৎ বিষয়া শুদ্ধা ভক্তিই যথার্থ নিষ্কামা বা আত্মসুখ তাৎপর্য শূন্যা—কেবল ভগবৎসুখ বা সর্বমূল শ্রীকৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যময়ী। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-কামনা ব্যতীত ইহাতে লেশাভাস মাত্রও স্বসুখ-তাৎপর্যময় কর্ম ও জ্ঞানাদির সংস্পর্শ না থাকায়, ইহাই হইতেছে যথার্থ অনাবিল ও অকৈতব বিষয়।[১] সুতরাং নির্গুণা ভক্তিই সর্বজীবের একমাত্র পুরুষার্থ বা প্রয়োজন হইলেও, স্বসুখ-তাৎপর্য ব্যতীত পুরুষার্থ বা স্ব-প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে এরূপ কোন অভিজ্ঞতা অজ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষে না থাকায়, তাই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যময় ভক্তিসুখের স্থলে অগত্যা স্বসুখ-তাৎপর্যময় ভুক্তি ও মুক্তি সুখই জীবজগতে প্রয়োজন রূপে নিরূপিত হইয়াছে।

পুরুষার্থ-চতুষ্টয় হইতেছে—কৈতব বা আত্মবঞ্চনারূপ কপটতা।

'কৈতব' শব্দের অর্থ হইতেছে কপটতা বা আত্মবঞ্চনা।[২] অজ্ঞানাদি হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে: সুতরাং কৈতব বা আত্মবঞ্চনা, অজ্ঞান-

---

১। নির্গুণা বা শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং—ইত্যাদি ও শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রোক্ত—সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং—' ইত্যাদি শ্লোকার্থ দ্রষ্টব্য। (শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি-চরণকৃত ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ১/১/১১-১২)

২। 'দুঃসঙ্গ কহি যে—কৈতব আত্মবঞ্চনা।'— (চৈ ২/২৪/৭০)

তমেরই ফল। ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয় সেই অজ্ঞানতার ফলস্বরূপ আত্ম-প্রতারণা মাত্র। কারণ আত্মার যাহা প্রকৃষ্ট পরিতৃপ্তি ও প্রয়োজন, ইহা দ্বারা সেই কৃষ্ণভক্তি হইতে আত্মাকে বঞ্চিত করা হয়। এইহেতু শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—[1]

অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—বাঞ্ছা এই সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥

(শ্রীচৈ ১/১/৫০)

তাহা হইলে ভুক্তি ও মুক্তি উভয়বিধ পুরুষার্থমধ্যেই যে, কৈতব বা আত্মবঞ্চনা নিহিত রহিয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। ভুক্তির পথে প্রধাবিত জীবের পৃথক সত্তা থাকায়, কোন দিন মহৎ-সঙ্গাদি দ্বারা প্রকৃষ্ট প্রয়োজন যাহা, সেই কৃষ্ণভক্তি লাভের আশা থাকে; কিন্তু সংসারে গতাগতি হইতে মুক্তিকামী জীব, ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য অর্থাৎ তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার পৃথক সত্তার অপ্রকাশ হেতু, কৃষ্ণভক্তি লাভের সম্ভাবনা অসম্ভবপ্রায় হইয়া থাকে। এইহেতু মোক্ষবাঞ্ছাকে 'কৈতব প্রধান' বলা হইয়াছে।

সেই সকৈতব 'ভুক্তি' ও 'মুক্তি' ধর্ম হইতে 'ভক্তি' বা ভাগবতধর্মের[2] পরম বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে শ্রীভাগবতেও (১/১/২) এই কথাই উক্ত হইতে দেখা যায়,—

'ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং'—ইত্যাদি।

১। এই উক্তির সহিত নিম্নোক্ত শ্রুতি বাক্যের অভিন্ন তাৎপর্য দ্রষ্টব্য। 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তিঃ' ইত্যাদি। (ঈশো ৯ এবং বৃ আ ৪/৪/১০)

২। 'সাক্ষাদ্ ভক্তেরপি ভাগবতধর্ম্মাখ্যত্বম্' (শ্রীজীবপাদকৃত ভক্তিসন্দর্ভ ২১৬ অনুঃ) অর্থাৎ,—সাক্ষাৎ ভক্তিরও ভাগবতধর্ম সংজ্ঞা আছে।

অর্থাৎ এই ভাগবতশাস্ত্রে নির্মৎসর সাধুদিগের অনুষ্ঠেয় পরমধর্ম নিরূপিত হইয়াছে। যে ধর্ম (প্র=প্রকৃষ্টরূপে, উজ্ঝিত=পরিত্যক্ত, কৈতব=কপটতা বা বঞ্চনা,) প্রকৃষ্টরূপে কৈতব পরিত্যক্ত।

ইহার টীকায়—শ্রীধর স্বামিপাদ 'প্র' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন— 'প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।' অর্থাৎ 'প্র' শব্দ দ্বারা ইহাতে মোক্ষের অভিসন্ধি পর্যন্তও নিরসন করা হইয়াছে।

ইহার তাৎপর্য এই যে,—এই শ্রীভাগবতপ্রোক্ত নির্মৎসর সাধুদিগের আচরণীয় পরমধর্মে কেবল যে ভুক্তির অভিসন্ধিরূপ কৈতব পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই নহে,—ইহাতে মোক্ষ বা মুক্তির অভিসন্ধিরূপ কৈতব পর্যন্তও বর্জিত হইয়াছে। এই ভক্তিধর্ম এতাদৃশ সুনির্মল ও অকৈতব।

এ-স্থলে 'মোক্ষ' শব্দে রূঢ়ি-বৃত্তি দ্বারা ব্রহ্ম-সাযুজ্য মুক্তিই লক্ষিত হইলেও, মোক্ষশব্দে মুক্তিমাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীজীব গোস্বামীচরণ উক্ত 'প্র' শব্দের অর্থ আরও একটু বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন; 'প্র' শব্দেন সালোক্যাদি-সর্বপ্রকার-মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।' (ক্রমসন্দর্ভঃ ১/১/২) অর্থাৎ,—উক্ত 'প্র' শব্দ দ্বারা কেবল ব্রহ্ম-সাযুজ্য মুক্তিই নহে,—সালোক্যাদি সর্বপ্রকার মুক্তিই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্ম-সাযুজ্য মুক্তির অতিরিক্ত অপর পঞ্চবিধ মুক্তির কথাও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। উহা হইতেছে (১) সালোক্য (উপাস্য শ্রীভগবানের সহিত এক লোকে বাস), (২) সামীপ্য (উপাস্যের সন্নিকটে অবস্থিতি), (৩) সারূপ্য (উপাস্যের সমান রূপ প্রাপ্তি), (৪) সার্ষ্টি (উপাস্যের সমান ঐশ্বর্য লাভ) ও (৫) সাযুজ্য (উপাস্যের সহিত একত্ব প্রাপ্তি)।

সাযুজ্য আবার ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রথমটি হইতেও দ্বিতীয়টি হইতেছে অধিকতর আত্মবঞ্চনা বা সকৈতব।

বৈধী ভক্তির ফলস্বরূপ অবশিষ্ট চতুর্বিধ মুক্তির মধ্যে যদি কোনটিতে সেবার অনুকূলতা থাকে, তাহা হইলে সেবার উদ্দেশ্যে কোন

কোন ভক্ত কদাচিৎ উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন; নচেৎ কেবল স্বসুখতাৎপর্যময় হইলে, ঐ মুক্তি চতুষ্টয় ভগবান্ দিতে চাহিলেও শুদ্ধ ভক্তগণ তাহা কখনই গ্রহণ করেন না; যেহেতু কেবল কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যময়ী তৎসেবামাত্রই তাঁহাদিগের একমাত্র প্রয়োজন। এ বিষয়ে শ্রীচরিতামৃতের উক্তি; যথা,—

"ভট্টাচার্য কহে—মুক্তি নহে ভক্তিফল। ভগবদ্বিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥ কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে॥ যে-ই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥ সেই দুইয়ের দণ্ড হয়—ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি। তার মুক্তি ফল নহে, যেই করে ভক্তি ॥ যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ পরকার। সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য আর ॥ সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার। তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ 'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥ ব্রহ্মে, ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার। ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার ॥

(শ্রীচৈ ২/৬/২৩৬-২৪২)

তাহা হইলে বুঝিলাম, শ্রীভগবৎসেবা বা সর্বমূল শ্রীকৃষ্ণসেবা-তাৎপর্যময়ী শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত, ভুক্তিবাঞ্ছা হইতে আরম্ভ করিয়া সালোক্যাদি মুক্তিবাঞ্ছা পর্যন্ত সমস্তই হইতেছে সকৈতব অর্থাৎ অজ্ঞানাদি প্রসূত আত্মবঞ্চনা বা কপটতাময়। তাই শ্রীভগবান্ দিতে চাহিলেও শুদ্ধভক্তগণ তদীয় সেবা ভিন্ন ভুক্তি, মুক্তি কিছুই গ্রহণ করেন না; এ-কথা শ্রীভগবানের নিজোক্তি হইতেও জানা যাইতে পারে; যথা,—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

(শ্রীভা ৩/২৯/১৩)

ইহার অর্থ,—ভগবান্ কহিলেন, আমার ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি আমি প্রদান করিতে চাহিলেও, উহা গ্রহণ করেন না।[১]

অতএব ভক্তিই যে, একমাত্র নিষ্কাম ও কপটতাশূন্য, সুতরাং সুনির্মল ও পরম শান্ত বা অচঞ্চল এবং তদ্ভিন্ন ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি প্রভৃতি সকলই সকাম, সকৈতব সুতরাং অশান্ত বা বাসনা-চঞ্চল—ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

'কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত ।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী—সকলি অশান্ত ॥'

(শ্রীচরিতামৃত ২/১৯/১৩২)

তাহা হইলে বুঝিলাম,—কোকিলকর্তৃক প্রসূত ডিম্বকে স্বকীয়বোধে পালন করিয়া বায়স যেমন আত্মপ্রতারিত ও বিড়ম্বিত হয়,—কারণস্বরূপ পরমাত্মবস্তুর প্রীতিবিধান স্থলে[২] আত্মসুখ-সাধন প্রয়াসে জীবাত্মার সুখ-সাধন কিম্বা দেহেন্দ্রিয়ে আত্মবোধ করিয়া তৎপ্রীতি সাধন দ্বারা জীব, সেইরূপ নিজেকে আত্মবঞ্চিত বা বিড়ম্বিত করিয়া থাকে।

কারণের সুখ-পোষণই কার্যের সুখ-পুষ্টির প্রকৃষ্ট উপায়।

যেমন কারণস্বরূপ বৃক্ষমূলে জলসেচন দ্বারা তৎকার্য—শাখা পল্লবাদির প্রকৃষ্ট পুষ্টি ও প্রসন্নতা সাধিত হয়, কিন্তু পৃথকভাবে শাখা-পল্লবাদিতে জল সেচনে তাহা হয় না।[৩] তদ্রূপ পরমাত্মবস্তুর পরমাবস্থা

১। 'মৎসেবয়া প্রতীতং তে—ইত্যাদি। (ভা ৯/৪-৬৭) দ্রষ্টব্য)।

২। পরমাত্মবস্তুর প্রীতির নিমিত্তই যে, সমস্ত প্রিয় হইয়া থাকে, নিম্নোক্ত শ্রুতিতে তদ্বিষয় দ্রষ্টব্য।—'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ' (বৃ আ ১/৪/৮) 'ন বা অরে পত্যুঃ কামায়—' ইত্যাদি। (ঐ ২/৪/৪)

৩। 'যথা তরোর্মূল— ' (ভা ৪/৩১/১৪)

বা সর্বকারণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান দ্বারা জীবাত্মার যেরূপ পরিতৃপ্তি সাধিত হয়, পৃথকভাবে স্বসুখতাৎপর্যময় স্বার্থ সিদ্ধির অভিসন্ধি দ্বারা, তাহা কখনই সম্ভব হয় না,—ইহা না বুঝিতে পারা, অজ্ঞানতারই ফল। জীবাত্মা, পরমাত্মবস্তুরই আশ্রিত-তত্ত্ব। সেই সম্বন্ধে জীবের একমাত্র কর্তব্য ও প্রয়োজন হইতেছে—পরমাত্মার পরাবস্থা যিনি, সেই সর্বকারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান। কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য অর্থাৎ কেবল শ্রীহরি তোষণ দ্বারা তদানুষঙ্গিক ফলে—নিজসুখেচ্ছা না থকিলেও তৎসুখে সুখী হওয়া। (সুখবাঞ্ছা নাই, সুখ হয় কোটিগুণ।' চৈ ১/৪/১৫৭) ইহাই হইতেছে জীবের যথার্থ নিষ্কাম বা পরমশুদ্ধ—অকপট ভাব। ইহারই নাম ভক্তি। যাহা হইতে জীবের প্রকৃষ্ট প্রসন্নতালাভ হইয়া থাকে। ('—যয়াত্মা সুপ্রসীদতি' ভাং ১/২/৬)

জীবের পক্ষে সাধারণতঃ ভক্তির পরিবর্তে ভুক্তি ও মুক্তি বিষয়ে প্রবৃত্তির কারণ।

তথাপি যে জীবজগতে ভগবদ্ভক্তির পরিবর্তে ভুক্তি ও মুক্তি, পুরুষার্থের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার কারণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দিগদর্শন মাত্র করা যাইতেছে।

শ্রদ্ধাই সকল প্রবৃত্তির মূল। অন্তরে শ্রদ্ধার বিকাশ না থকিলে কোন কর্মে—কোনও বিষয়ে জীব প্রবৃত্ত হইতে পারে না। শ্রদ্ধার অর্থ বিশ্বাস বা নিশ্চয়তা। জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা সত্ত্বাদিগুণভেদে প্রধানতঃ ত্রিবিধা বলিয়া, তামসী ও রাজসী শ্রদ্ধায় তজ্জাতীয় ভুক্তি বিষয়ে এবং সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধায় মুক্তি বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মিবার কারণ হইয়া থাকে। ভক্তি হইতেছে—নির্গুণা। সুতরাং সাধারণতঃ গুণ-সংস্পৃষ্ট জীবে, নির্গুণা বা ভাগবতী শ্রদ্ধার অভাববশতঃ তদ্বিষয়ে জীবের স্বতঃপ্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। যদৃচ্ছালভ্য বা অহৈতুকী মহৎকৃপা ও সঙ্গাদি হইতে সমুত্থিত

শ্রীহরিকথাদির যুগপৎ সংযোগ হইতেই মায়াস্পৃষ্ট জীবহৃদয়ে নির্গুণা ভাগবতীশ্রদ্ধা-মূলক স্বপ্রকাশ শুদ্ধা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন উহা লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। এইহেতু নির্গুণা ভক্তিলাভের সৌভাগ্য অত্যন্ত সুদুর্লভ হওয়ায়, জীবের স্বাভাবিকী সগুণা শ্রদ্ধানুরূপ ভুক্তি ও মুক্তিরূপ পুরুষার্থই শাস্ত্রে অগত্যা বিহিত হইয়াছে।

ভক্তিই জীবমাত্রের আত্মধর্ম বলিয়া, ভক্তিদ্বারা ভগবদ্ভজনে অধিকারীর বিচার নাই।[১] সুতরাং সর্বজীব কৃষ্ণভজনে অধিকারী। ('—সর্বেষাং মদুপাসনম্'। ভা ১১/১৮/৪২-৪৩) তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আমার উপাসনা সকল প্রাণীর কর্তব্য। কিন্তু তৎপ্রবৃত্তির মূলে যে শ্রদ্ধার বিদ্যমানতা আবশ্যক, (শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং—'॥ গীতা ৬/৪৭) সেই নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধা, নির্গুণ ও অহৈতুক মহৎসঙ্গাদি ব্যতীত অলভ্য হওয়ায়, এইহেতু নির্গুণ সুতরাং নিষ্কাম ও সুনির্মল ভাগবতধর্মের অনুশীলনে সাধারণত জীবের প্রবৃত্তি দেখা যায় না।[২] তৎপরিবর্তে সত্ত্বাদিগুণ সংযুক্ত সুতরাং সকাম ও সকৈতব ভুক্তি ও মুক্তি স্পৃহারূপ পিশাচীর অনুবর্তী হইয়া, মুখ্য প্রয়োজনস্বরূপ ভক্তিসুখ হইতে জীবকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। জীবের এই মহাদুঃখ ও বিপদের কথাই শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি-চরণকর্তৃক নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

(শ্রীভক্তিরসামৃত পূর্ব ২/১৫)

ইহার অর্থ,—যে পর্যন্ত ভুক্তি ও মুক্তিবাসনারূপ পিশাচী, হৃদয়ে বর্তমান থাকে, সে পর্যন্ত হৃদয়ে কিরূপে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় ঘটিবে?

১। গীতা ৯/৩০-৩২ দ্রষ্টব্য। 'নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য'। ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। (চৈ ৩/৪/৬২-৬৪)

২। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। (৯৬ ও ১৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পুরুষার্থের প্রকৃষ্ট অর্থ 'স্বার্থ' নহে,—পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণার্থ'।

এখন 'পুরুষার্থ' শব্দের প্রকৃষ্ট তাৎপর্য অবধারণ করা আবশ্যক। পুরুষের যাহা প্রয়োজন তাহারই নাম 'পুরুষার্থ'। দেহরূপ পুরমধ্যে যিনি শয়ান থাকেন, তাঁহাকে পুরুষ বলা হয়। ('পুরি শেতে ইতি পুরুষঃ')।

দেহপুর মধ্যে দৈহিকাদি কর্ম ফলের ভোক্তারূপে জীবাত্মা এবং তদস্পৃষ্ট অবস্থায় কেবল উহার সাক্ষীরূপে পরমাত্মা অবস্থান করেন এ-কথা শ্রুতি হইতেও জানা যায়।[১] অতএব দেহপুরে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই অবস্থান করায়, উভয়েই 'পুরুষ' নামে প্রসিদ্ধ। জীবাত্মারূপ পুরুষ হইতে পরমাত্মারূপ পুরুষ সর্ববিষয়ে 'উত্তম' অর্থাৎ তিনিই পরমেশ্বর বলিয়া, তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলা হয়।[২] মূলতঃ সর্বকারণ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন অন্তর্যামী পরমাত্মা বা পুরুষোত্তমের পরমাবস্থা অর্থাৎ সর্বাদিপুরুষ।[৩] কৃষ্ণবিস্মৃত অনাদি বহির্মুখ জীবের পক্ষে অন্তর্মুখ না হওয়া অবধি পরমাত্মবস্তুর সাক্ষাৎকার হয় না। এই অবস্থায় অজ্ঞানাদি নিবন্ধন জীব নিজেকে স্বকৃত কর্মের কর্তা ও তৎফলের ভোক্তা মনে করিয়া, স্বসুখ-তাৎপর্যময় ভুক্তিকেই স্ব-প্রয়োজন রূপ 'পুরুষার্থ' বলিয়া স্থির করে। সুতরাং এতদবস্থায় স্ব-প্রয়োজন বা স্বার্থ ভিন্ন, পরমাত্ম-পুরুষ বা তৎপ্রয়োজন বিষয় অর্থাৎ কৃষ্ণার্থের কথা মনে উদয় হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এইহেতু ভুক্তিরূপ পুরুষার্থ হইতেছে—আত্মসুখ-তাৎপর্যময় সকৈতব পুরুষার্থ বা এক কথায়—আত্মবঞ্চনা।

১। দ্বা সুপর্ণা সাযুজা সখায়া—' ইত্যাদি (শ্বেত ৪/৬) মুণ্ডক ৩/১/১)

২। গীতা ১৫/১৭

৩। ভাগবত ১/৭/৪, ১/৭/৭

আবার যাঁহারা তৎফল ভোগের অনিত্যতা ও তন্নিবন্ধন জন্ম-মৃত্যুরূপ ভয়াবহ সংসার দুঃখাদি দর্শনে ভুক্তি বিষয়ে নির্বেদ বা বিরাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সংসার দুঃখের নিবৃত্তিরূপ স্ব-প্রয়োজন সিদ্ধির অভিপ্রায়ে, মুক্তিকেই স্ব-প্রয়োজনপর 'পুরুষার্থ' বোধ করিয়া থাকেন। সেই মুক্তিকামী দিগের পক্ষেও জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ে অভেদ দৃষ্টি হেতু—স্বার্থ বা স্ব-প্রয়োজনপর পুরুষার্থের অতিরিক্ত পরমাত্মবস্তুর প্রয়োজন বা 'কৃষ্ণার্থ' রূপ পরমপুরুষার্থ সম্বন্ধে তাঁহাদিগেরও অনুসন্ধান থাকে না। অতএব মোক্ষ বা মুক্তিরূপ পুরুষার্থও হইতেছে 'স্বার্থ' অর্থাৎ স্ব-প্রয়োজনপর। সুতরাং অধিকতর কৈতব বা আত্মবঞ্চনা।

সালোক্যাদি মুক্তিতে পরমাত্মবস্তু—শ্রীভগবদনুভূতি থাকিলেও, ভগবৎ-সুখতাৎপর্য অপেক্ষা স্বসুখ-তাৎপর্যের প্রাধান্য থাকিলে, ইহাও অকৈতব পুরুষার্থ বা যথার্থ কৃষ্ণার্থ হইতেছে না।

বহির্মুখ জীবে কেবল কৃষ্ণোন্মুখতার উন্মেষেই পরমপুরুষার্থের উপলব্ধি।

এখন শুদ্ধ-ভক্তির কথা। কোনও অতিভাগ্যে—অহৈতুকী মহৎকৃপাদি দ্বারা অনাদি কৃষ্ণ-বহির্মুখ জীব, অন্তর্মুখতা প্রাপ্ত বা কৃষ্ণোন্মুখ হইলে তখন পরমাত্মবস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। তখনই কেবল নিজ কারণ ও সর্বকারণ-স্বরূপ সর্বান্তর্যামী পুরুষরূপে অবস্থিত যিনি, সেই পরমপুরুষের অর্থ—অর্থাৎ পুরুষোত্তমের প্রয়োজনবোধ অন্তরে সমুদিত হয়। যাহার ফলে,—বৃক্ষমূলে জল সেচন দ্বারা তৎশাখা-পল্লবাদির প্রসন্নতা বিধানের ন্যায়, আত্মসুখ সন্ধান অন্তর্হিত হইয়া তৎস্থলে কেবল ভগবৎসুখ-তাৎপর্য বা সর্বমূল কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য মাত্রই হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠে। তদবস্থায় কেবল কৃষ্ণসুখেই নিজেকে প্রকৃষ্ট সুখী এবং নিজসুখ হইতে তৎসুখ বিধানকেই অধিকতর সুখকর বোধ হওয়ায়, তখন আর পৃথকভাবে আত্মসুখ-বাঞ্ছার লেশাভাস

মাত্রও প্রয়োজন হয় না। কৃষ্ণার্থই তখন একমাত্র পুরুষার্থের স্থান অধিকার করায়, তদ্ভিন্ন অপর কোন পুরুষার্থের অর্থবোধই হয় না। সুতরাং শ্রীহরি-তোষণের একমাত্র উপায়—প্রেমভক্তি ভিন্ন জীবের যে, অন্য কোন প্রয়োজন নাই,—অপর সকল পুরুষার্থই যে সকৈতব ও সকাম,—কৃষ্ণোন্মুখ ভক্ত জীবহৃদয়ই কেবল ইহার অনুভবযোগ্য হইয়া থাকে।

কর্ম, জ্ঞান ও যোগের ফল—ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি, সকলই স্ব-প্রয়োজনপর বা স্বার্থ সম্বন্ধীয়। ভক্তের ভক্তি-প্রয়োজনীয়তায় সেরূপ কোন স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায় নাই। কুসুমের মকরন্দ সঞ্চার যেমন কুসুমের স্বপ্রয়োজনে নহে,—মধুকরেরই প্রয়োজনে, ভক্তের হৃদয়ে প্রেমভক্তির সঞ্চার সেইরূপ প্রেমমধুপ শ্রীভগবানেরই প্রয়োজনে,—তদীয় সেবা ও প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে; ভক্তের নিজ প্রয়োজনে নহে। সুতরাং ভগবদ্ভক্তই যথার্থ নিষ্কাম, নির্মল ও নিরঞ্জন।

পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের অতীত প্রেম-ভক্তিই পরমপুরুষার্থ।

এইহেতু ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বিধ সকৈতব ও সকাম পুরুষার্থরূপ স্বার্থের সীমা অতিক্রমপূর্বক পঞ্চম স্থানীয় যাহা, সেই পুরুষোত্তমার্থ অর্থাৎ কৃষ্ণার্থ বা পরমপুরুষার্থরূপ অকৈতব প্রেম-ভক্তিকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ 'পঞ্চম-পুরুষার্থ' নামে নির্দেশ করিয়া, ইহার পরম স্বাতন্ত্র্য ও বিশুদ্ধতার বৈশিষ্ট প্রদর্শন করাইয়াছেন। যথা—

'কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা—পরমপুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি-পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম-পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
মোক্ষাদি-আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥

(শ্রীচৈ ১/৭/৮১-৮২)

অতএব ভগবদ্ভক্তি বা মূলতঃ কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম-ভক্তিকেই

পরমপুরুষার্থ বা কৃষ্ণার্থ বলিয়া জানা আবশ্যক। যাহার তুলনায় স্বার্থরূপ অপর পুরুষার্থ সকল তৃণপ্রায় তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে।

কেবল ভক্তহৃদয়েই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যরূপ শুদ্ধা ভক্তির উদয়ে সমস্ত স্বসুখ-তাৎপর্যের অবসান।

জীবহৃদয়ে পরমপুরুষার্থের উপলব্ধি ও প্রেম-ভক্তির আবির্ভাবেই কেবল সর্বসেব্য শ্রীভগবানের সেবাসুখ ব্যতীত, ভক্তগণ স্ব-নিমিত্ত অপ্রাকৃত নিত্যসুখস্বরূপ ভগবল্লোকে বাস এবং ভগবত্তুল্য ঐশ্বর্যাদিও উপেক্ষা করেন,—এ-কথা শ্রীভগবানের নিজোক্তি হইতেই আমরা জানিয়াছি। এতাদৃশ অপ্রাকৃত ভগবত্তুল্য নিত্য সুখ-সম্পদ যাঁহারা সেবার অনুরোধে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, সেই পরম বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম ভক্তগণ যে, প্রাকৃত ও অনিত্য ব্রহ্মা-ইত্যাদির ঐশ্বর্য, আকাশকুসুমবৎ অলীক বলিয়াই বোধ করিবেন[১] ইহা আর অধিক কথা কি? তাই শ্রীভগবান্ কৈমুত্য ন্যায়ে নিজেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—

> ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
> ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
> ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
> ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যং॥ (শ্রীভা ১১/১৪/১৪)

ইহার অর্থ,—আমাতে সমর্পিত হইয়াছে আত্মা পর্যন্ত সর্বস্ব যাঁহাদের,—সেই আমার ভক্তগণ আমাকে ভিন্ন অন্য যে, ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রলোক, সার্বভৌমপদ, পাতালাদির আধিপত্য অথবা অণিমাদি যোগসিদ্ধি কিম্বা ব্রহ্ম-সাযুজ্য মুক্তি,—এ-সকলের কিছুই প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন না। তাহা হইলে বুঝিলাম,—এক শ্রীভগবৎ-প্রীতিবাসনা বা মূলতঃ কৃষ্ণসুখ-

---

১। 'কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে'—ইত্যাদি।
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৯৫ দ্রষ্টব্য)

তাৎপর্য ব্যতীত ভগবদ্ভক্তগণ স্ব-নিমিত্ত প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত কোনও সুখ-সম্পদ ইচ্ছা করেন না। সুতরাং একমাত্র শুদ্ধাভক্তি ভিন্ন অপর কোন যথার্থ নিষ্কাম ও নিষ্কপট ভাব নাই। যে ভক্তির বিশুদ্ধতার প্রভাবে সর্বাধীশ[১] শ্রীভগবানও স্বয়ংই স্বেচ্ছায় সেই ভক্তিমান ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকেন।

আপ্তকাম শ্রীভগবানে কেবল বিশুদ্ধা ভক্তি বা ভালবাসা পাইবার কামনা।

এখন বুঝিতে হইবে,—'ভগবানের প্রয়োজন' কিম্বা 'কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য' প্রভৃতি বলিতে, ভগবানের কোন কিছুর অভাব আছে এই প্রকার মনে হইতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে। তিনি পূর্ণ ও আপ্তকাম। তৎসৃষ্ট অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তাঁহার কোন বিষয়েই প্রয়োজন বা অভাব নাই। তবে আছে কেবল একটি বস্তুর আকাঙ্ক্ষা, তাহা হইতেছে নিখিল সৃষ্ট-পদার্থের মধ্যে কেবল শুদ্ধ বা ভক্ত জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত 'ভক্তি'। অর্থাৎ কেবল ভক্তহৃদয়ের বিশুদ্ধ প্রীতি—প্রেম বা সহজ কথায় ভালবাসা পাইবার ও ভক্তকে ভালবাসিবার জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা আছে। যে ভালবাসায় পাওনা দেনার হিসাব নাই,—প্রতিদানের অপেক্ষা নাই,—শুধু ভালবাসার জন্যই ভালবাসা। ইহারই নাম নিষ্কাম শুদ্ধা ভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম।

সমুদ্র যেমন নিজমহিমায় 'পূর্ণ' হইয়াও, নিখিল নদ-নদী সঙ্গমের আকাঙ্ক্ষা করে এবং তৎসহ মিলনেও নিজপূর্ণতার সীমার ব্যতিক্রম হয় না, সেইরূপ শ্রীভগবান্ 'পূর্ণ' বলিয়া, স্বরূপ-বৈভবের অন্তর্গত অনন্ত ভক্তের পূর্ণ প্রেম বা নিবিড় ভালবাসার দ্বারা নিরন্তর তিনি অভিষিক্ত হইয়াও, জীবকোটি হইতে অনন্ত শুদ্ধ জীবের ভালবাসা পাইবারও

১। 'সর্বস্যয়মাত্মা সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বমিদং প্রশাস্তি'। শ্রুতি।

অর্থ, সেই এই পরমাত্মা—সকলের বশকারী, সকলের অধিপতি, সকলের নিয়ামক,—তিনি এই সমস্তই শাসন করিতেছেন।

আকাঙ্ক্ষা তাঁহার আছে; এবং তাহা প্রাপ্ত হইলেও, তদীয় পূর্ণতার ব্যতিক্রম হয় না।[১] তাঁহাতে এই আকাঙক্ষা আছে বলিয়াই, অনাদি বহির্মুখ জীব-জগতের পক্ষেও পরম আশার কথা হইয়াছে এই যে,—সেই বিশুদ্ধ ভালাবাসা বা ভক্তির মাধ্যমে, জীবমাত্রের পক্ষেই কোনদিন ভগবৎ-সম্মিলিনের সম্ভাবনাও রহিয়াছে। তিনি সর্বাধীশ হইয়াও কেবল ভক্তের ভক্তিদ্বারাই বশীভূত বা তদধীন হইয়া থাকেন, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেও জানা যায়।[২]

'রস' ও 'ভাব'—এই উভয়ের সক্রিয়তা হইতেই আনন্দের বিকাশ।

শাস্ত্র হইতে ইহাও জানা যায় যে—শ্রীভগবান্ বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন পূর্ণ রসস্বরূপ।[৩] আনন্দই রসের ধর্ম। রসরূপ উৎস হইতে আনন্দধারা উৎসারিত হইয়া থাকে। ভক্তি বা ভালবাসার অপর নাম—ভাব। ভাব হইতেছে আনন্দের 'বৃত্তি'। ভাবরূপ বৃত্তির সংস্পর্শেই রসবস্তু রসতা প্রাপ্ত হইয়া উহা হইতে আনন্দকে সক্রিয় বা তরঙ্গায়িত করে।[৪] যে উচ্ছ্বসিত আনন্দ উহার বিষয়—শ্রীভগবানকে আনন্দিত করিয়া, উহার আশ্রয়—ভক্তকেও সেই প্রসাদী আনন্দে অর্থাৎ ভগবৎ-সুখে সুখী করিয়া থাকে। যে আনন্দের কণ মাত্রের আভাসেই বিশ্ব-সংসার বিধৃত ও বিমুগ্ধ।[৫]

আনন্দ যেখানে নির্বিশেষ, সেখানে বুঝিতে হইবে, ভাবরূপ বৃত্তি না থাকায় সে আনন্দ নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ বৈচিত্র্যহীন—নিস্তরঙ্গ।

১। 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদমিত্যাদি।' (বৃ আ ৫/১/১)

২। 'ভক্তিবশঃ পুরুষঃ'—শ্রুতিঃ। 'অহং ভক্তপরাধীনো'—ইত্যাদি (ভা ৯/৪/৬৩)

৩। 'রসো বৈ সঃ।' (তৈত্তি ২/৭)

৪। এ বিষয়ে পূর্বে হইয়াছে। (৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৫। 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।' (বৃ আ ৪/৩/৩২)

অতএব শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সর্বমূল রসবস্তু। তাই ভক্তি অর্থাৎ ভাব বা ভালাবাসা পাইয়া আনন্দিত হইবার ও আনন্দিত করিবার বাসনা তাঁহাতে অবশ্যই থাকিবে। সত্তা, আনন্দ ও উহার বৃত্তি বা ভালবাসা—ইহা চিদবস্তুরই স্বধর্ম। জড়ে কোন আনন্দও নাই, তাই ভালবাসাও নাই। সুতরাং শ্রীভগবানের পক্ষে ভক্তের ভক্তি বা ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা—ইহা দূষণ নহে; ভক্তবাৎসল্যই ভক্তিবশ শ্রীভগবানের সর্বোত্তম ভূষণ বা মহা-মহিমা।

কেবল ভক্তের সহিত ভগবানের সাপেক্ষ সম্বন্ধ।

শ্রীভগবান সর্বজীবে সমদর্শী বা নিরপেক্ষ। কেহ তাঁহার শত্রু বা মিত্র নহে। তদ্রূপ হইয়াও কিন্তু যাঁহারা ঐকান্তিকভাবে তাঁহার ভজন করেন—সেই ভক্তগণ তাঁহাতেই অবস্থান করেন অর্থাৎ হরিময় হইয়া থাকেন এবং তিনিও ভক্তসকলেই অবস্থান করেন।[১] ভক্ত ও ভগবানে এইরূপ সাপেক্ষ সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইলেও, ইহা ভগবানের বৈষম্য নহে। ইহা ভক্তেরই ভক্তির প্রভাব।

অতএব যাঁহারা কেবল শ্রীভগবানের সেবা বা প্রীতিবাঞ্ছা ভিন্ন স্বনিমিত্ত কোনও সুখের সন্ধানও রাখেন না,—সৃষ্ট জগতে একমাত্র স্রষ্টা——শ্রীভগবানের 'অর্থ' বা প্রয়োজন ব্যতীত অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ বা কৃষ্ণার্থ ভিন্ন যাঁহাদের নিকট স্বার্থরূপ সকল পুরুষার্থই অর্থহীন মনে হয়,—যাঁহাদের আত্ম পর্যন্ত সর্বস্ব তদীয় শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত,—সকল ছাড়িয়া যাঁহারা কেবল তাঁহাকেই চাহিয়াছেন—তাঁহারই সুখ বিধানের নিমিত্ত, সেই শুদ্ধ ভক্তগণের সুনির্মল ভক্তিতে বশীভূত না হইয়া,—তাঁহাদিগকে আত্মদান না করিয়া শ্রীভগবান কি প্রকারে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারেন? মুনিবর দুর্বাসার প্রতি এ-কথা তিনি 'অহং

১। গীতা ৯/২৯।

ভক্তপরাধীনো' ইত্যাদি শ্লোকে (ভা ৯/৪/৬৩-৬৬) স্বয়ংই শ্রীমুখে উল্লাসের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। উহার অর্থ—হে দ্বিজবর, আমি ভক্ত পরাধীন; ভক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা নাই। সাধুজনকর্তৃক আমার হৃদয়গ্রস্ত হইয়াছে। আমি ভক্তজনপ্রিয়।

যাঁহাদিগের আমিই একমাত্র গতি, সেই সকল ভক্ত-সাধুজন ব্যতীত আমি আত্মাকে কিম্বা আত্যন্তিকী শ্রীকেও ভালবাসি না।

যাহারা পুত্র, কলত্র, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ এবং ইহ ও পরলোক পর্যন্ত সমস্তই তুচ্ছ করিয়া আমার শরণাগত হইয়াছে, আমি কি প্রকারে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে উৎসাহী হইতে পারি।

সর্বত্র সমদর্শী সাধুগণ আমাতে নিজ নিজ হৃদয় বন্ধন করিয়া, যেমন সাধ্বীস্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করে, তেমনি তাঁহারা আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন। ইত্যাদি।

অতএব নিষ্কপট ও নিষ্কাম অর্থাৎ পরম শুদ্ধ ভক্তহৃদয়ের অনাবিল ভক্তি বা ভালবাসা ভিন্ন অপর কোন সাধনার দ্বারা ভগবানকে যে, বশীভূত করা যায় না,[১] এ-কথাও তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন; যথা,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥

(ভা ১১/১৪/২০)

ইহার অর্থ—হে উদ্ধব, আসন-প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যোগ, তত্ত্ববিচারাদিরূপ সাংখ্য, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস এই সকল আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না, আমাতে বর্দ্ধিতা ভক্তি দ্বারা আমি যেরূপ বশীভূত হই।

১। 'ন দানং ন তপো নেজ্যা—'। (ভা ৭/৭/৫২)
'নাহং বেদৈর্ন তপসা—'। (গীতা ১১/৫৩-৫৪)

'জ্ঞান কর্ম যোগ ধর্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তি-রস ॥

(শ্রীচৈ ১/১৭/৭১)

তাহা হইলে এখন ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে, ভগবদ্ভক্ত বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তই হইতেছেন—যথার্থ নিষ্কাম বা শ্রুতির ভাষায়—অকামহত।

শ্রুতি সকলে প্রচ্ছন্নতার আবরণে নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তেরই পারম্য পরিগীত হইয়াছে।

এখন আমরা দেখিতে পাইব, আচ্ছাদিত ভাগবতধর্মরূপ সর্ববেদে পরোক্ষবাদের আবরণে আবৃত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তির ন্যায়, নিষ্কাম ভক্তগণের মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তের পারম্য বিষয়েও সেইরূপ পরোক্ষ বা অস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। অনাবৃত বেদস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই তাহার প্রকৃষ্ট তাৎপর্য অবগত হওয়া যাইবে। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে তন্মধ্যে কেবল কয়েকটি শ্রুতিবাক্য সম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষেপে দিগদর্শন মাত্র করা যাইতেছে।

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥

(কাঠকে ৬/১৫)

ইহার অর্থ,—যে সকল কামনা মর্ত্য জীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, যখন সেই সমুদয় কামনা প্রকৃষ্টরূপে বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত অর্থাৎ সংসারী জীব অমৃতত্ব লাভ করে এবং এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥ (কাঠকে ৬/১৫)

ইহার অর্থ,—যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ভেদ হয়, তখন মর্ত্য অমর হয়। এই মাত্র (এই শাস্ত্রের) উপদেশ।

পরোক্ষবাদের অস্পষ্টতায় আবৃত শ্রুত্যুক্ত মন্ত্র দুইটি বিষয়ে যথাক্রমে আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমোক্ত মন্ত্রটিতে ব্রহ্ম প্রাপ্তির উল্লেখ থাকায়, সাধারণ অর্থে ইহা জ্ঞানী সম্বন্ধীয় বলিয়াই বোধ হইবার কথা। কিন্তু স্থিরভাবে পর্যালোচনা করিলে মন্ত্র দুইটির ভক্তপরতাই প্রতিপন্ন হইবে।

শ্রীভাগবতীয় শ্লোকে উহার অর্থ স্পষ্টই উদঘাটিত হইয়াছে,—

> ন কামকর্মবীজানাং যস্য চেতসিসম্ভবঃ।
> বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ (১১/২/৫০)

ইহার অর্থ,—যাঁহার চিত্তে ভোগ বাসনা ও বিষয় কামনা বীজ উৎপন্ন হয় না, একান্ত বাসুদেব-পরায়ণ সেই ব্যক্তিই ভাগবতোত্তম।

ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মা সাক্ষাৎকারাদি দ্বারাও যে, জ্ঞানী ও যোগিগণ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন, বেদাদি শাস্ত্রে ইহারও উল্লেখ দেখা যায়। 'যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।' (কাঠকে ২/৩/৮) অর্থাৎ যাঁহাকে জানিয়া জীব মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অনেকস্থলে অমৃতত্বের অর্থ হইতেছে—মোক্ষলাভ করা বা জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করা।

শব্দের মুক্তপ্রগহাবৃত্তি দ্বারা[১] অর্থাৎ উহার অর্থের গতি যতদূর যাইতে সমর্থ, সেই পর্যন্ত যাইতে দিলে, অমৃতত্ব অর্থে ভক্তি বা ভাগবতধর্মরূপ অমৃতজলধিকেই বুঝাইয়া থাকে। সেই ভক্তিরসামৃত-জলধিজলে নিমগ্ন ভক্তগণ, কেবল যে, মৃত্যুকে অতিক্রমরূপ অমৃতত্বই প্রাপ্ত হয়েন, তাহা

১। শব্দের বৃত্তি দুই প্রকার। লাগামমুক্ত অশ্ব যেমন যথেচ্ছ ধাবিত হইয়া, উহার গতির চরম সীমায় পৌঁছাইতে পারে—ইহাই মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তির অর্থ। লাগাম সঙ্কোচে তাহা যেমন পারে না, ইহাই সঙ্কোচাত্মিকাবৃত্তির অর্থ।

নহে,—তাঁহারা সর্বমূল পরতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবানের অধরামৃত পর্যন্ত লাভ করিয়া থাকেন, ইহাও বুঝিতে হইবে।[১] সেই মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি দ্বারাই নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রার্থ সকল নির্ণয় করা যাইতেছে।

উক্ত শ্রুতিবাক্যে 'প্রমুচ্যন্তে কামা'—এই কথাটি, ভাগবতোক্ত 'প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' (১/১/২) ইহারই সমানার্থক। সুতরাং উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে 'প্র' শব্দ দ্বারা যেমন মোক্ষাভিসন্ধি অর্থাৎ মুক্তি কামনারূপ কৈতব পর্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে, শ্রুত্যুক্ত 'প্রমুচ্যন্তে'—এই 'প্র'শব্দেরও তদ্রূপ অর্থই বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ এ-স্থলেও 'প্র'শব্দে মোক্ষ কামনা পর্যন্ত জীবের স্বার্থ-সম্বন্ধীয় সমস্ত কামনাই বিনষ্ট হইবার কথা বলা হইয়াছে। কেবল ভক্তির উদয়েই জীবহৃদয়ে মুক্তির কামনা পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং উক্ত মন্ত্রে ভক্তপরতাই সূচিত হইতেছে। আরও দেখা যায়, উক্ত শ্রুতি-বাক্যে 'অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি', অর্থাৎ তখন মর্ত্য—সংসারী জীব অমৃতত্ব লাভ করে,—এই উক্তির সহিত, ভাগবতীয় 'যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে' (ভা ৬/৩/২১) অর্থাৎ যে ভক্তি বা ভাগবতধর্মের অনুভূতি হইতে জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়,—এই শ্লোকার্থের একই তাৎপর্য সূচিত হওয়ায়, উক্ত শ্রুতি বাক্যের নিগূঢ় অর্থে ভক্তপরতাই প্রতিপাদিত হইতেছে। সর্বশেষ—শ্রুত্যুক্ত 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে—' অর্থাৎ এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়,—এই ব্রহ্ম শব্দের নিগূঢ় তাৎপর্য যে শ্রীকৃষ্ণই, তাহাও পরবর্তী শ্রুতিবাক্যের আলোচনায়, ভাগবতীয় শ্লোকার্থের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইবে।

এখন পরবর্তী শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। 'যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ' অর্থাৎ (পূর্বোক্ত ব্রহ্ম প্রাপ্তি বা দর্শনের ফলে) 'যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ প্রকৃষ্টরূপে ভেদ হইয়া যায়'—এ-স্থলেও 'প্র' শব্দে পূর্বোক্ত অভিপ্রায় অর্থাৎ মুক্তির কামনারূপ

১। ভাগবত ৬/৩/২১ শ্রীজীবপাদকৃত ক্রমসন্দর্ভঃ টীকা দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থি পর্যন্ত বিনষ্ট বা ভেদ হইবার কথাই বুঝাইতেছে। অপর শ্রুতিতে, আর একটু বিস্তৃতভাবে ইহারই উল্লেখ দেখা যায়; যথা,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

(মুণ্ডক ২/২/৯)

ইহার অর্থ,—সেই পরাবরকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাজনিত বিষয় কামনাদি) ভিন্ন (ভেদ) হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয় এবং সেই সাধকের কর্মসমূহ ক্ষয় হইয়া যায়।

পূর্বোক্ত 'ব্রহ্ম' ও এই 'পরাবর' শব্দের প্রকৃষ্ট অর্থ যে 'শ্রীকৃষ্ণ' এ-কথা অনাচ্ছাদিত বেদস্বরূপ শ্রীভাগবতীয় শ্লোকার্থ হইতেই আমরা বুঝিতে পারিব,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥

(শ্রীভা ১১/২০/৩০)

ইহার অর্থ,—(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছেন) শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ নিখিল প্রাণীতে পরমাত্মারূপে প্রকাশিত এই যে আমি—এই আমাকে দর্শনকারী[১] ব্যক্তির অর্থাৎ মদ্ভক্তের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মবন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়[২]।

অতএব একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদি কেবল তদ্ভক্তেরই অধিকার। এইহেতু উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে নিষ্কাম ভক্তেরই ভক্তিরূপ অমৃতত্ব

১। নির্বিশেষ ব্রহ্ম—জ্ঞাতব্য বস্তু; সবিশেষ ভগবান্—দর্শনীয় বস্তু; উক্ত শ্রুতি সকলে দর্শন ও প্রাপ্তির কথা, স্পষ্ট উল্লেখ থাকায়, ইহা ভগবৎ সম্বন্ধীয়ই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ভক্তপর।

২। ইহার বিস্তারিত আলোচনা ১৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লাভের কথা ও তাহার আনুষঙ্গিক ফলে, মুক্তিবাঞ্ছা পর্যন্ত সর্ব কামনা প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়া, মুখ্যফলে শ্রীভগবৎ বা সর্বমূল শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের কথা অর্থাৎ ভক্তপরতাই সূচিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বিশেষতঃ 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে' অর্থাৎ 'এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়'—এই উক্তি হইতেও বুঝা যায়,—কেবল ভক্তি দ্বারাই বিনা ভোগে প্রারব্ধ পর্যন্ত সকল কর্মবন্ধন ক্ষয় হয় বলিয়া, সেই দেহেই সিদ্ধ ভক্তগণের এখানেই—ইহলোকেই ভগবদ্দর্শনাদি বা ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

অপর পক্ষে—জ্ঞানাদি অন্য কোন উপায়ে ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় না হওয়ায়[১] এবং প্রারব্ধক্ষয়েই দেহান্ত হওয়ায়, দেহান্তেই সাযুজ্যরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং পরোক্ষভাবে হইলেও, নিষ্কাম ভক্তের ইহলোকেই ভগবৎপ্রাপ্তির কথা উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে সূচিত হইয়াছে বুঝা যায়।

অতঃপর এ-বিষয়ে অপর একটি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য পর্যালোচনা করা যাইতেছে।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥

(ঈশ ৬)

ইহার অর্থ,—যিনি আত্মাতে (পরমাত্মাতে) সমুদয় পদার্থ দেখেন এবং সমুদয় পদার্থে আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

উক্ত প্রচ্ছন্ন শ্রুতিবাক্যে 'যিনি' ও 'আত্মা' শব্দের সাধারণ অর্থে,—

১। 'যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি' ইত্যাদি। (শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিচরণকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক। ৪ দ্রষ্টব্য।)

সর্বত্র পরমাত্মদর্শী যোগী বা জ্ঞানীরও লক্ষণ হইতে পারে। কিন্তু মুক্তপ্রগহাবৃত্তি দ্বারা উক্ত শব্দ সকলের চরমগতি বা মুখ্য তাৎপর্য যে শ্রীভগবানে ও শ্রীভগবদ্ভক্তেই পর্যবসিত, তাহা নিগূঢ় বেদ সকলের সুস্পষ্ট অর্থ স্বরূপ শ্রীভাগবতীয় শ্লোক হইতেই স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যাইবে। যথা—

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

(শ্রীভা ১১/২/৪৫)

ইহার অর্থ,—যিনি চেতন ও অচেতন সকল পদার্থে অধিষ্ঠিত আত্মাকে শ্রীভগবানের আবির্ভাববিশেষরূপে সন্দর্শন করেন এবং যিনি আবির্ভূত আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে সকল পদার্থকেই দর্শন করেন—তিনিই হইতেছেন ভাগবতোত্তম।

তাহা হইলে বুঝিলাম, শ্রুতিতে প্রচ্ছন্নভাবে উক্ত মন্ত্রে যে বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার প্রকৃষ্ট ও সুস্পষ্ট অর্থ শ্রীভাগবত হইতেই বিদিত হওয়া যাইতেছে; এবং উহা হইতেছে—পরমশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণেরই কথা। এ-কথায় আর অধিক উল্লেখ অনাবশ্যক।

আরও দেখা যায়, শ্রুতিতে (তৈত্তি ২/৮) 'তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ'—ইত্যাদি আনন্দ মীমাংসায়,[১] 'শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য'—অর্থাৎ (শ্রোত্রিয়স্য-বেদজ্ঞস্য) (অকামহতস্য—কামমুক্তস্য)—এই উক্তি দ্বারা, যে নিষ্কাম ও বেদজ্ঞের পূর্ণানন্দের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার সাধারণ অর্থ, স্থলবিশেষে প্রযুক্ত হইতে পারিলেও, উক্ত নিষ্কাম ও বেদজ্ঞ শব্দের চরমগতি যে-স্থলে পর্যবসিত, (মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিদ্বারা প্রাপ্ত) সেই নিগূঢ় অর্থই হইতেছে—ভগবদ্ভক্ত বা

১। ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সর্বমূল কৃষ্ণভক্ত।[১] কেবল ভক্তই যে প্রকৃষ্ট নিষ্কাম, এ-কথা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন প্রকৃষ্ট বেদজ্ঞ বলিতে কাহাকে বুঝায়, ইহা নিম্নোক্ত শাস্ত্রোক্তি হইতেই প্রতিপন্ন হইবে। যথা—

বেদ বেদ্যো হি ভগবান বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
স গীয়তে পরো বেদৈর্যো বেদৈনং স বেদবিৎ ॥

(কূর্ম পু ৫১/২১/ ২৩)

ইহার অর্থ,—ভগবান্ সনাতন পুরুষ বাসুদেবই সমস্ত বেদের বেদ্যবস্তু। তাঁহারই পারম্য সমস্ত বেদে পরিগীত হইয়াছে। এ-কথা যাঁহারা বিদিত হইয়াছেন, তাঁহারাই বেদবিৎ।

সুতরাং বেদ যে কৃষ্ণময়, ('বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো—। গীতা ১৫/১৫) —বেদের এই নিগূঢ় রহস্য যাঁহাদিগের নিকট স্বয়ং উদঘাটিত হইয়াছে, কেবল সেই ভক্তগণ বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তগণই যে যথার্থ বেদবিদ্,—সর্বভাবে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

অতএব 'অকামহত' ও 'শ্রোত্রিয়' শব্দে যাঁহাকে শ্রুতি অস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, উহার নিগূঢ় ও চরম অর্থ হইতেছে—'শ্রীকৃষ্ণভক্ত'।

অস্পষ্ট শ্রুতিতে ভাগবতপদের ইঙ্গিত এবং শ্রীভাগবতে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ।

ভগবদ্ভক্ত বিষয়ক পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্য সকলের তাৎপর্যসহ, চান্দ্র ও ব্রাহ্মপদের অতিরিক্ত 'তৃতীয়' অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভাগবতপদের ইঙ্গিত দ্বারা, আপ্তকাম বা নিষ্কাম ভক্ত সম্বন্ধেই যে, নিগূঢ়ভাবে নিম্নোক্ত শ্রুতি

১। লৌকিক ও অলৌকিক সর্বানন্দই যে নিষ্কাম—অতএব পূর্ণানন্দী ভক্তগণের আয়ত্তাধীন, শ্রুতির এই তাৎপর্য নিম্নোক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে অভিব্যক্ত হইয়াছে,—'যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা—' ইত্যাদি (ভা ১১/২০/ ৩২-৩৬ দ্রষ্টব্য) 'যং যং লোকং—' ইত্যাদি মন্ত্র (মুণ্ডক ৩/১/১০) এবং উক্ত মন্ত্রের ভক্তপর ব্যাখ্যা গোবিন্দভায্যে (৩/৩/৫১ দ্রষ্টব্য)।

মন্ত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে,—ইহা স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ ॥ (শ্বেতা ১/১১)

তাৎপর্যানুবাদ,—'যিনি সদ্‌গুরুর মুখে শাস্ত্র হইতে পরমেশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার আর দেহ-দৈহিক মমতাপাশ থাকে না। পাশ না থাকিলে, পাশজন্য ক্লেশও থাকে না। ক্রমে জন্মমৃত্যুর ক্লেশও থাকে না। তাদৃশ পাশনির্মুক্ত পুরুষ যদি ভোগের অসমাপ্তি পর্যন্ত জন্মাদি গ্রহণও করেন, তাঁহাকে ঐ জন্মাদিজন্য যে ক্লেশ তাহা অনুভব করিতে হয় না।

অনন্তর উত্তরোত্তর পরমেশ্বরের স্মরণে লিঙ্গদেহের নাশ হইয়া যায়। লিঙ্গদেহ বিনষ্ট হইলে, তখন ঐ দেবজ্ঞ[১] সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন 'চান্দ্রপদ' ও 'ব্রাহ্মপদ'[২] অপেক্ষায় তৃতীয় প্রকৃতিগন্ধাস্পৃষ্ট ভাগবতপদ প্রাপ্ত হয়েন। তল্লাভে তিনি পূর্ণকাম হইয়া থাকেন।'[৩]

উক্ত শ্রুতিবাক্যে—অস্পষ্ট 'তৃতীয়' শব্দের আবরণে যাহা নির্দেশ করা হইয়াছে উহা যে চান্দ্র ও ব্রাহ্মপদ অপেক্ষা তৃতীয়স্থলবর্তী অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত 'বৈষ্ণব' বা 'ভাগবতপদ' এবং সেই পরমপদ যে, সদ্যই ভগবদ-ভক্তগণের প্রাপ্য হইয়া থাকে, এ-কথা সুস্পষ্ট বেদার্থস্বরূপ শ্রীভাগবত হইতে জানা যায়; যথা,—

১। শ্রুতিতে বহুস্থলেই 'দেব' শব্দে শ্রীভগবান্ নির্দিষ্ট হইয়াছেন; 'এবং' স দেবো ভগবান বরেণ্যো—' ইত্যাদি। (শ্বেতাশ্ব ৬/৪ এবং ঐ ৬/৩, ৭, ১০, ২০, ২৩ দ্রষ্টব্য।)

২। গীতা ৮/২৪-২৬) দ্রষ্টব্য।

৩। প্রভুপাদ শ্যামলাল গোস্বামি-মহোদয়কৃত অনুবাদ।

স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম ।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥ (৪/২৪/২৯)

ইহার অর্থ—(প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীরুদ্রদেবের উক্তি)—স্বধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তির অনেক জন্মের পর ব্রহ্মত্ব (ব্রহ্মার পদ) লাভ হইয়া থাকে। তৎপরে পুণ্যাতিশয়ে আমাকে (রুদ্রকে) প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু দেহান্তেই (বা ভক্তত্ব সিদ্ধ হইলেই) ভগবদ্ভক্তের প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ (ভাগবতপদ) প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন এখন রুদ্র আমি, আধিকারিকবৎ এবং সুরগণ আধিকারিকরূপে বর্তমান। এই আমাদের অধিকারের অবসানে—লিঙ্গ দেহভঙ্গে আমরা সেই প্রপঞ্চাতীত পদ প্রাপ্ত হইব।

পরোক্ষবাদরূপ মেঘজালে আবৃত রাখা হইলেও আবার ইহাও দেখা যায় যে,—ক্বচিৎ মেঘমুক্ত দিবাকরের আত্মপ্রকাশের ন্যায়, সুস্পষ্ট রূপেই ভক্তহৃদয়-সঞ্চারিণী-ভক্তির মহামহিমা অপর শ্রুতি হইতে বিঘোষিত হইয়াছে; যথা—

'ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ।
ভক্তিরেব ভূয়সীতি ॥' (প্রীতিসন্দর্ভধৃত মাঠর শ্রুতি)

অর্থ,—ভক্তিই ইঁহাকে (ভক্তকে) ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করান, ভগবান ভক্তির বশ। ভক্তিই ভূয়সী।

তাহা হইলে এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে,—'ত্রয়ী' সংজ্ঞক বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়ত্রয় যাহা, সেই পরম নিগূঢ় ভাগবতধর্মের বিষয়বস্তু—শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের পারম্য সম্বন্ধে যেমন পরোক্ষবাদের অস্পষ্টতার আবরণে সমস্ত বেদে কীর্তিত হইয়াছে, (সর্বে বেদা যৎপাদমামনন্তিঃ'। কঠ ১/২/১৫) সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত বা মূলতঃ

শ্রীকৃষ্ণভক্তের পারম্য বিষয়টিও সেই মুখ্য প্রতিপাদ্যের অর্থাৎ শ্রীভাগবদধর্মের অন্তর্গত হওয়ায়, তদ্বিষয়েও সেইরূপ অস্পষ্টতার আবরণে উক্ত প্রকারেই পরিগীত হইতে দেখা যায়।

ভগবদ্ভক্তগণই অসমোর্দ্ধ মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

অপরপক্ষে—সুপ্রকাশিত বেদার্থস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে, সেই বেদনিগূঢ় ভক্তগণের অসমোর্দ্ধ মহামহিমার কথা বহুলভাবে কীর্তিত হইয়া, বেদের সকল অস্পষ্টতাকে সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। অপর শাস্ত্রসকলেও ভক্তমহিমার সর্বোপরি বিজয়বার্তায় সর্বদিক নিনাদিত। তৎসমুদয়ের কিয়দংশ মাত্র একত্রে সংগৃহীতরূপে, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের দশম বিলাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে! প্রধানতঃ উক্ত গ্রন্থ হইতে ভক্ত মহিমা বিষয়ক কতিপয় শ্লোকের আদ্যংশ নির্দেশপূর্বক[১] গ্রন্থবিস্তারাশঙ্কায় কেবল উহার অনুবাদ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

শ্রীভগবদ্ভক্তগণের—বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তের—

১। সর্ববর্ণাধিকত্ব—('ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ—' ৭৮)

অর্থ,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এমন কি অন্তজ পর্যন্ত যে কোন জাতি হউন,—হরিভক্ত হইলে তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম হইয়া থাকেন।

২। সর্বধর্মকৃদত্ব—('স কর্ত্তা সর্বধর্মাণাং—' ৭০)

অর্থ,—হে কেশব, সেই ব্যক্তিই সর্বধর্ম কর্তা—যে তোমার ভক্ত এবং সেই ব্যক্তিই সর্বপাপকর্তা—যে তোমাতে ভক্তিহীন।

৩। কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী হইতে অধিকত্ব—('স এব জ্ঞানবাঁল্লোকে—' ৭৭)

অর্থ,—সংসারে হরিভক্তিমান্ পুরুষই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ যোগী ও সর্বযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ আহর্তা বলিয়া কীর্তিত হয়েন।

১। শ্রীশরচ্চন্দ্র শর্মা প্রকাশিত সংস্করণ হইতে শ্লোক সংখ্যা লিখিত হইল।

৪। বহ্নি, সূর্য, তারকাদ্যধিকত্ব—('নাগ্নির্ন সূর্য্যো ন চন্দ্র—' ১৪৫)

অর্থ,—বহ্নি, সূর্য, শশি, তারকা, পৃথিবী, জল, আকাশ, অনিল, বাক্য, মন, প্রভৃতি ভেদজ্ঞানে উপাসিত হইলে পাপনাশের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু মুহূর্তকাল সাধুসেবা দ্বারা সমস্ত পাপ ও অজ্ঞানাদি বিনষ্ট হইয়া যায়।

৫। সর্বপুরুষার্থসিদ্ধত্ব—('ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ—' ১০৪)

অর্থ,—হে দ্বিজোত্তম, হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নামক পুরুষার্থ স্বতঃই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৬। কোটিমুক্তাধিকত্ব—('মুক্তানামপি সিদ্ধানাং—' ১২৯)

অর্থ,—হে মহামুনে, কোটি সংখ্যক মুক্ত বা সিদ্ধগণের মধ্যেও একজন হরিপরায়ণ প্রশান্তাত্মা ব্যক্তি সুদুর্লভ।

৭। সর্বত্র পূজ্যত্ব—('সর্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ—' ৭৫)

অর্থ,—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল সর্বত্রই বৈষ্ণবগণ দেবতা, মানব, পন্নগ ও রক্ষকুলের পূজ্য হয়েন।

৮। সর্বতীর্থাধিকত্ব—('যে ভজন্তি জগদ্‌যোনিং—' ৮২)

অর্থ,—হে নৃপবর, যাঁহারা জগৎকারণ সনাতন বাসুদেবের আরাধনা করেন, তাঁহারাই প্রধান তীর্থস্বরূপ। তাঁহাদিগের অপেক্ষা আর অধিক কোন তীর্থ বিদ্যমান নাই।

৯। গঙ্গা-যমুনাদি হইতে অধিকত্ব—('যেষাং পাদরজেনৈব—' ১৭৪)

অর্থ,—যাঁহাদিগের পদরজঃ হইতেই, গঙ্গা, নর্মদা ও যমুনা জলস্পর্শের ফল লাভ হয়, সেই ভক্তগণের পাদোদকের মহিমার কথা আর কি বর্ণনা করিব?

১০। সর্বদেবাধিকত্ব—(বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয়—' ৯২)

অর্থ,—হে পার্থ, কেবল বৈষ্ণবগণের আরাধনা কর। দেবতান্তরের উপাসনা আবশ্যক নাই। বৈষ্ণবগণ নিখিল দেবগণের সহিত এই জগৎ পবিত্র করেন।

১১। ব্রহ্মা-রুদ্রাধিকত্ব—('কলৌ ভাগবতং নাম দুর্লভ—' ৬৫)

অর্থ,—কলিযুগে ভাগবত নাম দুর্লভ; প্রায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।[১] ভগবতপদ ব্রহ্মা-রুদ্রপদ হইতেও উৎকৃষ্ট। এ-কথা বৃহস্পতি আমাকে বলিয়াছেন। (ইন্দ্রোক্তি)।

১২। ভগবৎ প্রতিনিধিত্ব—('ন মে প্রিয়শ্চতুর্বেদী—'৯১)

অর্থ,—মদ্ভক্তিপরায়ণ না হইলে, চতুর্বেদপারগ ব্যক্তি মৎপ্রিয় নহে; ভক্তিমান্ হইলে, শ্বপচও আমার প্রিয় হয়। আমাকে যাহা দানের ও আমার নিকট যাহা গ্রহণের প্রয়োজন হয়,—তাহা সেই শ্বপচকেই দান ও তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। আমার সেই ভক্ত মৎসদৃশই পূজ্য জানিবে।

১৩। লোকানুগ্রহে বিষ্ণুতুল্যত্ব—('যে বিষ্ণুনিরতা শান্তা—' ১০৫)

অর্থ—শ্রীহরিনিরত, শান্ত, লোকের প্রতি অনুগ্রহতৎপর ও সর্বভূতে দয়াশীল সাধুগণ শ্রীহরিতুল্য বলিয়া কীর্তিত হয়েন।

১৪। ভক্তি-দাতৃত্ব—('নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙঘ্রিং—' ভাঃ ৭/৫/৩১) অর্থ,—প্রহ্লাদ্ কহিলেন, যে পর্যন্ত বিষয় বাসনাশূন্য মহৎগণের চরণরেণু দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, সে পর্যন্ত লোকসকলের মতি ভগবচ্চরণকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না; যে মতি জন্মিলে, সকল অনর্থের অবসান হইয়া থাকে।[২]

১। সর্বসাধারণ কলিযুগে ভাগবত নাম দুর্লভ হইলেও, শ্রীকরভাজনোক্ত কলিযুগ বিশেষে ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তির সুলভত্বই ঘোষণা করা হইয়াছে। 'কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ'। (ভাঃ ১১/৫/৩৮)

২। 'রহূগণৈতৎ তপসা—' ইত্যাদি। (ভা' ৫/১২/১২ দ্রষ্টব্য।)

১৫। ভগবৎ প্রিয়ত্ব—('ন তথা মে প্রিয়তম—' ভা ১১/১৪/১৫)

অর্থ,—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব, ভক্ত বলিয়া তুমি যেরূপ আমার প্রিয়, ব্রহ্মা পুত্র হইলেও সেরূপ নহেন, শঙ্কর আমার স্বরূপ হইলেও সেরূপ নহেন, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইলেও সেরূপ নহেন, লক্ষ্মী ভার্য্যা হইলেও সেরূপ নহেন, এমন কি আমি নিজেও আমার সেরূপ প্রিয়তম নহি।

১৬। ভগবৎ পূজা হইতে ভক্ত পূজার অধিকত্ব—'আরাধনানাং সর্বেষাং—' ২৬৭)

অর্থ,—(পার্বতীর প্রতি শ্রীশিবোক্তি) হে দেবি, যাবতীয় আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণু আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু বৈষ্ণবের আরাধনা—তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম জানিবে।[১]

সর্বোপরি শ্রীভগবৎ-বশীকারিত্ব।

('অহং ভক্তপরাধীনো—' ১৩৪) ইহার অর্থ ৩৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

('ন রোধয়তি মাং—' ২২১)

অর্থ,—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে উদ্ধব সর্বসঙ্গ অপসারক সাধুসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভুত করে, সেরূপ অষ্টাঙ্গ যোগে নহে, তত্ত্ববিচাররূপ সাঙ্খ্যে নহে, পরোপকারাদি ধর্মে নহে, বেদপাঠ, তপস্যা ও সন্ন্যাসে নহে, অগ্নিহোত্রাদি ও কূপারামাদি নির্মাণে নহে, দক্ষিণাদানে, ব্রতে, অথবা দেবোপাসনায় মন্ত্র জপে, তীর্থযাত্রায়, নিয়মে অথবা অহিংসাদি সংযমদ্বারাও নহে।

('তৎপরো দুর্লভো নাস্তি—' ৯৩) (অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

অর্থ—হে অর্জুন, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া কহিতেছি যে, তৎপর দুর্লভ আর কিছুই নাই। ভক্তেরা নিখিল জগতের গুরু, আর

১। 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা—' (ভাঃ ১১/১৯/২১)

আমি ভক্তজনের গুরু; আমি যেরূপ অখিল জগতের গুরু, ভক্তেরাও সেইরূপ জানিবে। ভক্তেরাই মদীয় বান্ধব এবং আমি ভক্তগণের বান্ধব। ভক্তেরা মদীয় গুরু এবং আমি ভক্তকুলের গুরু। ভক্তগণ যথায় গমন করেন, মুনিবৃন্দ শ্রুতিগণসহ ভক্তগণের অনুসরণ করিয়া থাকেন। হে অর্জুন যাঁহারা কেবল আমার ভক্ত, তাঁহারা যথার্থ ভক্ত নহেন; আমার ভক্তগণের ভক্তেরাই মদীয় সর্বোত্তম ভক্ত বলিয়া, বিবেচিত হয়েন। হে পার্থ, মদ্ভক্তিমান হইয়া যাঁহারা মদর্থে বন্ধু-বান্ধব বিসর্জন দিয়াছেন, আমি তাঁহাদের নিকট বিক্রীত রহিয়াছি; আমাকে ক্রয় করিতে অপর কাহারও সাধ্য নাই।

আরও দেখা যায়—'নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং—' (ভা ১১/১৪/১৬) ইত্যাদি শ্লোকে, শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন—আমি নিরপেক্ষ, শান্ত, সমদর্শী, নির্বৈর, মননশীল ভক্তগণের নিত্য অনুগমন করিয়া থাকি এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের পদধূলি সংলিপ্ত হইয়া মদন্তর্গত ব্রহ্মাণ্ড সকল পবিত্র করিয়া লই।

সর্বাধীশ শ্রীভগবানের সর্বাধিক মহিমা যে, ভক্তবশ্যতা বা ভক্তাধীনতা—তৎসম্বন্ধে ইহার অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,—কেবল ভক্তিমান্ ভক্তের অমলা ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবান্ বশীভূত হয়েন; তদ্ভিন্ন অন্য উপাসকের উপাসনাদি দ্বারা তদীয় অনুগ্রহাদি লাভ করিতে পারা যাইলেও, তাঁহাকে বশীভূত করা অর্থাৎ সকল আপন হইতে আপনার করিয়া লওয়া,—প্রাণ হইতেও প্রিয়তম বোধ করা এবং তাঁহাকেও তদ্রূপ বোধ করান—অপর কোনও উপায়েই সম্ভব হয় না।

অধিক কথা কি?—ভক্তগণ যেমন 'ভগবদ্ভক্তিমান' অর্থাৎ 'ভগবানের ভক্ত'—শ্রীভগবানও সেইরূপ 'ভক্ত-ভক্তিমান্' অর্থাৎ 'ভক্তের ভক্ত' বলিয়াই শ্রীভাগবতে কীর্তিত হইয়াছেন; যথা—

এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান ।
উষিত্বাদিশ্য সন্মার্গং পুনর্দ্বারবতীমগাৎ ॥

(শ্রীভা ১০/৮৬/৫৯)

ইহার অর্থ,—হে রাজন্ পরীক্ষিৎ! ভক্ত-ভক্তিমান্ শ্রীভগবান তথায় কতিপয় দিবস বাস করতঃ স্বভক্ত শ্রুতদেব ও বহুলাশ্ব নৃপতিকে সন্মার্গ উপদেশ করিয়া পুনর্বার শ্রীদ্বারকায় গমন করিলেন।

তদীয় ভক্তবশ্যতার বাণী নিম্নোক্ত শ্লোকেও স্বয়ং শ্রীভগবান তারস্বরে জগতে ঘোষণা করিয়াছেন; যথা,—

সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেষু স্নেহরজ্জুভিঃ ।
অজিতোঽপি জিতোঽহং তৈরবশ্যোঽপি বশীকৃতঃ ॥
ত্যক্ত বন্ধুজনস্নেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিম্ ।
একস্তস্যাস্মি স চ মে ন চান্যোঽস্ত্যাবয়োঃ সুহৃৎ ॥

(শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়ে)

ইহার অর্থ,—আমি নিত্যমুক্ত হইয়াও ভক্তগণের প্রেমরজ্জুদ্বারা সদা সংবদ্ধ, আমি অজিত হইয়াও ভক্তগণকর্তৃক সদা বিজিত; আমি অন্যের অবশীভূত হইলেও, তাহাদিগকর্তৃক সর্বদাবশীভূত হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি আত্মীয় পরিজন-বন্ধুগণের স্নেহমমতাপাশ ছিন্ন করিয়া কেবল আমাতেই রতিবিধান করে, একমাত্র আমিই তাহার এবং সে আমার,— আমাদের উভয়ের অপর কোন সুহৃদ নাই।

ভক্তগণ ভগবানের গুণগানে যেমন আত্মহারা হইয়া পড়েন, উক্তপ্রকারে ভক্তের গুণগানে শ্রীভগবানকেও সেইরূপ উল্লসিত ও আত্মহারা হইতে দেখা যায়। অপর কোন উপাসক সম্বন্ধে সেরূপ কুত্রাপি পরিদৃষ্ট না-হওয়ায় তদ্বারাও ভগবদ্ভক্তের বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তের পারম্যই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

ভগবদ্ভক্তগণের সম্পূর্ণ আনুগত্য হইতেই যে, জীবের প্রকৃষ্ট শ্রেয়োলাভ হয়, এ-কথাও প্রচ্ছন্নতার আবরণে হইলেও অপেক্ষাকৃত স্পষ্টরূপেই শ্রুতিতে কীর্তিত হইতে দেখা যায়; যথা,—

'তানুপাস্ব তানুপচরস্ব তেভ্যঃ শৃণু হি তে ত্বামবন্তিতি।'—(ব্রহ্মসূত্রের (৩/৩/৪৭) মধ্বভাষ্যধৃত পৌষ্যায়ণ শ্রতি মন্ত্র)

অর্থ,—পরাবিদ্যা ভক্তির উপাসকগণের সেবা কর, তাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁহাদিগের নিকট হইতে শ্রবণ কর, তাঁহারা তোমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন।

অতএব সমস্ত উপাসকের মধ্যে একমাত্র ভগবৎবশীকার-সমর্থ সিদ্ধ-ভগবদ্ভক্তগণের বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তেরই পারম্য যে, বেদাদি সর্বশাস্ত্রে পরিগীত হইয়াছে,—ইহাই প্রতিপাদিত হইল।

উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ ভক্তভেদ

ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে প্রধানতঃ ত্রিবিধ ভক্ত নির্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে 'সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্—' (ভা ১১/২/৪৫) ইত্যাদি শ্লোকে উত্তম ভক্তের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

ইহার অর্থ—যিনি চেতন অচেতন সকল পদার্থে অধিষ্ঠিত আত্মাকে শ্রীভগবানের আবির্ভাব বিশেষরূপে সন্দর্শন করেন এবং যিনি আবির্ভূত আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে সকল পদার্থকেই দর্শন করেন,—তিনিই ভাগবতোত্তম।[1]

মধ্যম ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে ('ঈশ্বরে তদধীনেষু—' ভা ১১/২/৪৬) ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

ইহার অর্থ,—যিনি ঈশ্বরে অর্থাৎ শ্রীভগবানে প্রেম, ভগবদ্ভক্তের প্রতি মিত্রতা, অজ্ঞজনের প্রতি কৃপা এবং ভগবদ্বেষী—বহির্মুখজনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত।

১। শ্রীভাগবতে পরবর্তী ৪৮-৫৫ শ্লোকেও উত্তম ভক্তলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

কনিষ্ঠ ভক্ত লক্ষণ সম্বন্ধে ('অর্চয়ামেব হরয়ে—' ভা ১১/২/৪৭) ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

ইহার অর্থ,—যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক প্রতিমাতেই শ্রীহরির পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্তকে বা অপর কাহাকেও পূজা করেন না,—তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত।

সুদুর্লভা ভাগবতী-শ্রদ্ধা আবির্ভাবের তারতম্যানুসারে ত্রিবিধ ভক্তলক্ষণ শ্রীচরিতামৃতে নিম্নোক্ত প্রকারে নিরূপিত হইয়াছে।[১] যথা,—

'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী ॥ শাস্ত্র-যুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়-শ্রদ্ধা যার। উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥ শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে—দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্। মধ্যম অধিকারী—সেই মহাভাগ্যবান ॥ যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥

(শ্রীচৈ ২/২২-৩৮-৪১)

বৈধী ও রাগানুগা-ভক্তি

সেই সাধনরূপা ভক্তি আবার প্রধানতঃ বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধা হওয়ায়,[২] ভক্তগণেরও দ্বিবিধভেদ পরিগণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শাস্ত্রবিধি ও শাসনাদির অনুবর্তী হইয়া[৩] কর্তব্যবোধে যে, শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ ভগবদনুশীলন,—তাহাই হইতেছে 'বৈধী ভক্তি'। ইহা দ্বারা ঐশ্বর্যপ্রধান বৈকুণ্ঠলোকে সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তির সহিত ভগবৎসেবা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণানুরাগের কথা শ্রবণে লোভের বশবর্তী হইয়া তদানুগত্যে শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ যে

১। শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ ১/২/১৬-১৯ দ্রষ্টব্য

২। 'বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।' (ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুঃ ১/২/৫)

৩। 'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ—' ইত্যাদি। (ভাঃ ১১/৫/২-৩)

কৃষ্ণানুশীলন,—তাহার নাম 'রাগানুগা'। ব্রজলোকে ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ যাহার মুখ্যফল।

"রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুই রূপ।
স্বয়ংভগবত্ত্বে ভগবত্ত্বে প্রকাশ দ্বিরূপ ॥
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ংভগবান্ পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদ দেহে বৈকুণ্ঠেতে যায় ॥"

(শ্রীচৈ ২/২৪/৬১)

যেমন কুলধর্ম ও পাতিব্রত্যাদি পালনের উদ্দেশ্যে প্রথমে অনুরাগহীন পাত্রপাত্রীর মধ্যে কেবল কর্তব্যবোধে শাস্ত্রীয়বিধান অনুসারে বিবাহবন্ধনে যে মানসিকভাব প্রকাশ পায়, সেই ভাবে—মুখ্য কর্তব্যবোধে শাস্ত্র-শাসনাধীন হইয়া যে ভগবদ্ভজন,—ইহাই বৈধীভক্তির লৌকিক দৃষ্টান্ত।

অপরপক্ষে, প্রথমে জাতানুরাগ নায়ক নায়িকার মধ্যে পরস্পর মিলনের একান্ত লালসা বা লোভের অনুবর্তী হইয়া, শাস্ত্রীয়বিধান অনুসারে বিবাহ-বন্ধনে যে মানসিক ভাবের প্রকাশ পায়,—সেই ভাবে যে শ্রীকৃষ্ণভজন—ইহাই রাগানুগাভক্তির লৌকিক দৃষ্টান্ত। এই রাগানুগাভক্তি প্রায়শঃ ব্রজলোকবাসী ভক্তগণের আনুগত্যে স্বয়ংভগবৎ বিষয়েই উদ্‌গম হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"এইত' সাধন ভক্তি দুইত' প্রকার। এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগাভক্তি আর ॥ রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। বৈধীভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥" (শ্রীচৈ ২/২২/৫৮)

"রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্য ব্রজবাসী জনে। তার অনুগত ভক্তি রাগানুগা নামে ॥" (শ্রীচৈ ২/২২/৮৫) "রাগময়ী ভক্তি হয় রাগাত্মিকা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥ লোভে ব্রজবাসী ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্র-যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥"

(শ্রীচৈ ২/২২/৮৭)

একান্তী ভক্তের সর্বোত্তমতা।

উক্ত ভগবদুপাসক বা ভক্তগণের মধ্যে আবার ঐকান্তিক ভক্তই হইতেছেন সর্বোত্তম। যাঁহারা নিজ ভজনের অনুকূল যাহা, তদ্ভিন্ন অপর সকল কর্ম, সকল ধর্ম, সকল উপাসনা ও সমস্ত বিধি-নিষেধ পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে কেবল নিজ আরাধ্য শ্রীভগবৎপাদপদ্মে সতত নিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহারাই হইতেছেন—একান্ত-ভক্ত। একান্তিগণের সর্বশ্রেষ্ঠতা বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি যথা,—

সত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।
একান্তিনস্তু পুরুষাঃ গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত—১০/ ১১৭ গারুড় বচন)

ইহার অর্থ,—সহস্র সংখ্যক যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ববেদান্তবিৎ শ্রেষ্ঠ, কোটি বেদান্তবিৎ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, সহস্র বৈষ্ণব হইতে একজন একান্তী বৈষ্ণব গরীয়ান্। একান্তী বৈষ্ণবেরা পরমপদ শ্রীবিষ্ণুকে[১] লাভ করেন।

চিন্ময় জীবে, জড়-বিষয়বাসনারূপ বিষক্রিয়া বা বিজাতীয় ভাবের অবস্থিতিকাল পর্যন্তই সমস্ত বিধি-নিষেধরূপ বন্ধনের ব্যবস্থা।

সর্পদষ্ট ব্যক্তির শরীরে যে পর্যন্ত অহিবিষ সক্রিয় থাকে, সে পর্যন্ত যেমন সুদৃঢ় বন্ধনাদি ও মন্ত্রৌষধাদি প্রয়োগের আবশ্যক হয়, কিন্তু বিষমুক্ত হইলে, তখন বন্ধনরজ্জু ও বিবিধ প্রক্রিয়ার আর কোন প্রয়োজন

১। '—তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্।' (কাঠকে ১/৩/৯)

থাকে না; সেইরূপ অনাদি সংসার-সর্পদষ্ট জীবের অন্তরে স্ব-প্রয়োজন-তাৎপর্য ও দেহাত্মবোধজনিত বিষয়াবাসনারূপ বিষক্রিয়া যে পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, সে পর্যন্ত বেদাদি শাস্ত্রোক্ত বহু প্রকার বিধি নিষেধের কঠিন বন্ধন ও তদুপযোগী বিবিধ ক্রিয়া-কর্মের অনুষ্ঠান অবশ্যই প্রয়োজনীয় বুঝিতে হইবে।

মায়া-সংস্পৃষ্ট জীব-হৃদয়ে সমুদিত ভুক্তীচ্ছায়—জড়-বিষয়-বাসনা ও স্বসুখতাৎপর্যরূপ স্বপ্রয়োজনপরতা বিদ্যমান থাকে; মুক্তিচ্ছায়—মায়িক বা জড়ীয় বিষয়সুখে বিরাগবশতঃ বিষয়বাসনা বিলীন হইলেও, সংসার দুঃখের নিবৃত্তি রূপ স্বসুখতাৎপর্যের বা স্বপ্রয়োজনপরতার বিদ্যমানতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং চিদ্বস্তু জীবের হৃদয়ে জড় সম্বন্ধীয় 'ভুক্তি' ও সকৈতব—স্বপ্রয়োজনপর 'মুক্তি' স্পৃহারূপ অস্বাভাবিকতা যে-পর্যন্ত সক্রিয় দেখা যাইবে, সে-কাল পর্যন্ত শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের সার্থকতা ও জীবের পক্ষে তদধীন হইয়া অবস্থিতির আবশ্যকতাও অবশ্যই স্বীকার্য।

নির্গুণা ভক্তির উদয়েই কেবল জীবে, কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যরূপ স্বাভাবিকতার বিকাশ হয়।

অহৈতুক মহৎসঙ্গাদি প্রভাবে চিদ্বস্তু জীবে চিন্ময়ী শুদ্ধা ভক্তি বা ভাগবতীবৃত্তির উদয়েই কেবল, অনাদি বহির্মুখ জীবের বিলুপ্ত-প্রায় যে স্বাভাবিকভাব, সেই ভগবন্মুখতা বা মূলতঃ কৃষ্ণোন্মুখতার উন্মেষ হইয়া থাকে। তৎকালেই সেই শুদ্ধ জীবহৃদয়ে কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য ও তৎসেবাভিলাষরূপ স্বজাতীয় বা স্বাভাবিকভাব ব্যতীত, অপর সমস্ত জড় সম্বন্ধেরই অবসান ঘটে। তদবস্থায় সেই একান্তী ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষেই কেবল, শাস্ত্র-বিহিত সকল বিধি-নিষেধও ক্রমশঃ একান্ত প্রাপ্ত হইয়া,যাহা শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য—সেই একটিমাত্র বিধি-নিষেধে রূপান্তরিত হয়; তাহা হইতেছে,—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

(পাদ্মোত্তর বাক্য ৭২/১০০)

ইহার অর্থ,—বিষ্ণুকে সর্বদা স্মরণ করা কর্তব্য; তাঁহাকে কখন বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। শাস্ত্রে যত বিধি-নিষেধ আছে, তৎসমস্তই এই একটি বিধি-নিষেধের অধীন।

অতএব উক্ত শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসারে ও কর্তব্যবোধে যাঁহারা অপর সমস্ত বিধি-নিষেধ-ধর্ম-কর্মাদি পরিত্যাগ করিয়া,[১] একান্তভাবে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মের আরাধনায় সংরত হয়েন, তাঁহারাই হইতেছেন—একান্তী বৈধভক্ত।

কেবল লালসা-প্রবর্তিত রাগানুগা ভক্তি।

আর যাঁহারা উক্ত শাস্ত্র-নির্দেশের অপেক্ষা না করিয়া প্রথমেই লালসা বা লোভের বশবর্তী হইয়া, বেদধর্ম, লোকধর্ম, অন্য উপাসনা ও অপর বিধি-নিষেধের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, শাস্ত্রবিহিত কেবল শ্রীকৃষ্ণ-চরণাম্বুজের আরাধনায় একান্তভাবে নিষ্ঠিত হয়েন, তাঁহারাই হইতেছেন—একান্তী রাগানুগভক্ত। নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসিগণে অবস্থিত 'রাগাত্মিকা' ভক্তির অনুগত 'রাগানুগা' ভক্তির বিলাসভূমি—কেবল ব্রজলোকেই।

রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা, কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥

১। 'সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য—' ইত্যাদি। (গীতা ১৮/৬৬)

তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি' পাইল ব্রজেন্দ্র-নন্দন।[১]

(শ্রীচৈ' ২/৮/১৭৭)

ব্রজ-গোপীকার অনুগত মধুর ভাবের উপাসক বা রসিক-ভক্তগণেরই সর্বোৎকর্ষ।

রাগানুগাভক্তির মধ্যে আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য হইতে, ব্রজ-গোপীগণের মধুর ভাবই সর্বোত্তম হওয়ায়, তদনুগ ঐকান্তিক ভক্তগণের স্থান সর্বোপরিই জানিতে হইবে। ইঁহারাই 'রসিক-ভক্ত' নামে অভিহিত হয়েন।[২] শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার। চারি ভাবের চতুর্বিধ ভক্তই আধার॥ নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে। নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে॥ তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি। সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥ (শ্রীচৈ ১/৪/ ৩৮) অতএব মধুর রস কহি তার নাম। স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥ পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনু ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥ ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি॥" (শ্রীচৈ ১/৪/৪১)

সেই শ্রীরাধিকার অসমোর্দ্ধগুণগণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বলা হইয়াছে;—

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥

১। "নিভৃতমরুন্মনোক্ষ—" (ভাঃ ১০/৮৭/২৬)

২। শ্রীভাগবতে ১/১/৩ শ্লোকে—'রসিকাঃ ভাবুকাঃ' এই শব্দ দুইটি দ্বারা সেই রসজ্ঞ বা রসবিশেষ ভাবনা-চতুর রসিক ভক্তগণেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। শ্রুত্যুক্ত রসব্রহ্মের পরমাবস্থা যাহা, সেই শৃঙ্গার-রসরাজস্বরূপটি রসিক-ভক্তগণেরই প্রকৃষ্টরূপে গ্রাহ্য ও আস্বাদ্য বিষয় হইয়া থাকে।

যাঁর সৌন্দর্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্বতী ।
যাঁর পতিব্রতাধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥
যাঁর সদ্‌গুণের কৃষ্ণ নাহি পান পার ।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥ ”

(শ্রীচৈ ২/৮/১৪৩)

“অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার । রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন । সখীভাবে[১] পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ ॥” (শ্রীচৈ ২/৮/১৮৩)

“রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর ।
দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার ।
সখা হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয় ।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥
সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি ।
সখীভাবে তারে যেই করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায় ।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥

(শ্রীচৈ ২/৮/ ১৬২)

সম্প্রাপ্তসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তগণের উৎকর্ষের অবধি এই পর্যন্তই,—এই নিত্যসিদ্ধা হ্লাদিনী প্রধানা স্বরূপ-শক্তিবর্গের আনুগত্যে এবং তদ্ভাবের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া, মঞ্জরীভাবে ব্রজলোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের

১। এ-স্থলে সখীভাব অর্থে—শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাপরায়ণা দাসী বা 'মঞ্জরী' ভাব।

কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি। অণুচৈতন্য—ক্ষুদ্রতম জীবের পক্ষে, বিভুচৈতন্য বা বৃহত্তমবস্তু—শ্রীভগবানকে নিকটতমরূপে প্রাপ্ত হইবার ইহাই শ্রেষ্ঠতম উপায়। অতএব তটস্থাশক্তি স্থানীয় অণুচৈতন্য জীবের পক্ষে ইহার অধিক লভ্য অপর কিছুই নাই।

যাদৃশ মহৎসঙ্গ, তাদৃশী ভক্তির বিকাশ।

জীবহৃদয়ে সেই ভক্তির সঞ্চার বিষয়ে যাদৃশ আশয়-সম্পন্ন ভক্তের কৃপা ও সঙ্গাদি ঘটে, সাধকগণের পক্ষে তদনুরূপ বা তজ্জাতীয় ভক্তির উদ্‌গম হইয়া থাকে।[১]

যেমন কর্দমাক্ত—পঙ্কিল জলে ফট্‌কিরি সংযোগের পরক্ষণ হইতেই উহা ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ হইতে হইতে পরিশেষে সুনির্মল সলিলে পরিণত হয়, সেইরূপ বিষয়বাসনা-মলিন—সকাম জীবহৃদয়ে মহৎসঙ্গাদি দ্বারা শুদ্ধা ভক্তি সঞ্চারিত হইলে উহার পরক্ষণ হইতে ক্রমশঃ জীবের মলিন চিত্ত পরিমার্জিত হইয়া, শ্রদ্ধাদিক্রমে প্রেমোদয় ও পরিশেষে শুদ্ধ ভক্তরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। একমাত্র অপরাধের সংযোগ ব্যতীত এই অভিব্যক্তি অন্য কোন প্রকারেই ব্যাহত হয় না।

ব্রজপ্রেমদানে রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরেরই অধিকার।

উক্ত সর্বোত্তম ব্রজপ্রেম দানের একমাত্র অধিকার যাঁহার,—সেই সীমাপ্রাপ্ত পরতত্ত্ব—শ্রীরাধাকৃষ্ণ একীভূততনু ও প্রপঞ্চে প্রকটিত মূর্তিমন্ত সাক্ষাৎ প্রেমকল্পতরু শ্রীগৌরসুন্দর ও তৎপরিকরগণের একান্ত আনুগত্য ও প্রণালী-ধারা[২] হইতেই ভক্তভাবে তদীয় শ্রীচরণাম্বুজের

১। 'তদেবং তেষাং বহুভেদেষু সৎসু তেষামেব প্রভাবতারতম্যেন কৃপাতারতম্যেন ভক্তিবাসনাভেদ-তারতম্যেন—ইত্যাদি। (ভক্তি-সন্দর্ভ ২০২)

২। 'বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং বেদাদি দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি'॥ (চৈঃ চন্দ্রামৃত)

নিত্য সেবা লাভ ও তৎসেবনের ভিতর দিয়াই, শ্রীবৃন্দাবনে—শ্রীরাধারাণী ও তদীয়া শ্রীচরণানুচরী সখীদিগের আনুগত্যে মঞ্জরীভাবে ব্রজের কুঞ্জসেবায় প্রবেশ লাভ, যুগপৎ সংঘটিত হইয়া থাকে।[১]

সম্প্রাপ্তসিদ্ধ রসিক ভক্তগণের পক্ষে—শ্রীগৌরলীলা-রসার্ণবের উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে রসিক ভাসিয়া থাকিবার কালে, পরানন্দময় তদীয় প্রেমবিলাস-বিবর্তের ঘনীভূত রসাস্বাদন হয়; আর উহার মাদকতায় সেই রস-পাথারে নিমজ্জিত হইয়া যাইলে, মঞ্জরীভাবে শ্রীব্রজকিশোর-যুগলের প্রেম বিলাসরূপ লীলা-রসবৈচিত্রী পূর্ণরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। রসিক-ভক্তগণের এই রস-পাথারে উত্থান ও নিমজ্জন, ইহা নিত্যকালের জন্যই জানিতে হইবে। 'গৌরলীলা রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।' (শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরমহাশয়)

নিখিল ভগবৎ-স্বরূপই 'ভূমা' বলিয়া, তদুপাসকগণই পূর্ণানন্দের অধিকারী; তটস্থ-বিচারে তন্মধ্যে পূর্ণতর ও পূর্ণতম নির্ণয়।

অতঃপর বিবেচ্য বিষয় এই যে,—যে সুখের অধিক আছে, যে সুখ প্রাপ্ত হইয়া তদপেক্ষা অধিক সুখের অনুসন্ধান থাকে,—তাহাই 'অল্প' বা পরিচ্ছিন্ন বৈষয়িক সুখ। আর যে সুখের অধিক নাই, যে সুখ প্রাপ্ত হইয়া অপর সুখের অনুসন্ধান থাকে না,—তাহাই হইতেছে 'ভূমা' বা অপরিচ্ছিন্ন পরমানন্দ। (৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শ্রীভগবৎ-স্বরূপ বা পরতত্ত্ববস্তু মাত্রেই অপরিচ্ছিন্ন ও সর্বব্যাপক হওয়ায়—ভূমাবস্তুই হইতেছেন। সুতরাং নিখিল পরতত্ত্বস্বরূপই

৩। 'যথা যথা গৌরপদারবিন্দে—' ইত্যাদি। (চৈঃ চন্দ্রামৃত ৮৯)। 'মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে, হও পূর্ণ তৃষ্ণ। হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ ॥'— (শ্রীঠাকুরমহাশয়কৃত 'প্রার্থনা' ১৩) 'কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শতধার, দশদিগে বহে যাহা হৈতে। সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মন-হংস চরাহ তাহাতে ॥ ইত্যাদি। চৈঃ ২/২৫/২২৩ দ্রষ্টব্য।

পরমানন্দময়। এইহেতু যে কোন পরতত্ত্ববস্তুর উপাসকগণের পক্ষে নিজ নিজ উপাস্যের আরাধনা দ্বারা পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হওয়ায়, তদ্ভিন্ন অপর কোন অধিকতর আনন্দের সন্ধান থাকে না। ভূমাবস্তুর ইহাই হইতেছে স্বধর্ম। পরতত্ত্ব বিষয়ে পূর্ণতার নিম্নে অপর কোন পরিমাণ না থাকায়, এইহেতু পরতত্ত্বের যে কোন স্বরূপের উপাসক মাত্রের পক্ষেই নিজ উপাস্যের সর্বোত্তমতা ও তৎসেবনে নিজেকে 'পূর্ণ' বলিয়া বোধ করা স্বাভাবিকই হইয়া থাকে।[১] তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

কিন্তু যার যেই ভাব—সেই সর্বোত্তম।
তটস্থ হৈয়া বিচারিলে আছে তরতম ॥ (২/৮/৬৫)

সুতরাং 'ভূমা' বলিয়া, নিখিল ভগবৎস্বরূপ বা পরতত্ত্বের উপাসকগণ নিজ নিজ উপাস্য বিষয়ে সর্বোত্তমবোধে নিজেকে পূর্ণ বলিয়া মনে করিলেও, নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রানুসন্ধান দ্বারা, পরতত্ত্বের প্রকাশভেদ সকলের মধ্যে যে তারতম্য উপলব্ধ হয়, তদনুসারে যেমন তন্মধ্যেও আবার পূর্ণতর ও পূর্ণতম স্বরূপের সন্ধান বিদিত হওয়া যায়, তদনুরূপ সেই সেই উপাসকের মধ্যেও তারতম্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। অতএব বেদাদি সর্বশাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বমূলতা বা স্বয়ংভগবত্তা স্থিরীকৃত হওয়ায়, তিনিই পূর্ণতম পরতত্ত্ব বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন। এইজন্য স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপর নিখিল স্বরূপের উপাসক বা ভক্তগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের পারম্য বা পুর্ণতমতা অবশ্যই স্বীকার্য হইতেছে। তদনুসারে ভক্তগণের তারতম্য বিচার দ্বারা নিত্যসিদ্ধা

১। শ্রীহনুমান তাই বলিয়াছেন,—'শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥' সেইরূপ জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্মস্বরূপ ও অষ্টাঙ্গযোগীর নিকট পরমাত্মস্বরূপ—ভূমাবস্তু নিবন্ধন সর্বোত্তম বলিয়া বিবেচিত হওয়া সঙ্গত ও স্বভাবিক হইলেও, নিরপক্ষেভাবে শাস্ত্র বিচার দ্বারা তন্মধ্যে তারতম্য প্রমাণিত হইয়া থাকে।

ব্রজগোপীকাদিগেরই সর্বাধিকত্ব ও তন্মধ্যে আবার শ্রীরাধিকারই পারম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।[১]

ভক্তগণের তারতম্য; তন্মধ্যে শ্রীরাধিকারই পারম্য।

মার্কণ্ডেয়াদি সমস্ত ভক্তগণ মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ, এতাদৃশ প্রহ্লাদ অপেক্ষা পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ, পাণ্ডব অপেক্ষা কতিপয় যাদব শ্রেষ্ঠ, সমস্ত যাদব মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ, এতাদৃশ উদ্ধব হইতেও ব্রজরমাগণ পরম শ্রেষ্ঠা, সমস্ত গোপীগণ মধ্যে আবার শ্রীরাধিকাই সর্বাধিকা বা নিরতিশয় বরীয়সী। অতএব নিখিল ভক্তবর্গ মধ্যে শ্রীরাধিকার এই অসমোর্দ্ধ মহিমা শ্রুতিতেও কীর্তিত হইতে দেখা যায়।

অথর্বোপনিষদে পুরুষবোধিনী শ্রুতির পিপ্পলাদ শাখায় উক্ত হইয়াছে,—'গোকুলাখ্য-মথুরামণ্ডলে'—ইত্যুপক্রম্য 'গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ '—ইত্যাদি; দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ'—ইতি চোক্ত্বা 'যস্যা অংশে লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্তিঃ। ইতি পঠ্যতে।' (শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত, সিদ্ধান্তরত্নধৃত ২/২২)। উক্ত সম্পূর্ণ শ্রুতি বাক্যটির অর্থ,—

"মথুরামণ্ডলে, শ্রীগোকুলাখ্য-বৃন্দাবন মধ্যে, কল্পতরু মূলে, সহস্রদল পদ্মের মধ্যে, অষ্টদল কেশরে, শ্যামবর্ণ শ্রীগোবিন্দ অবস্থান করিতেছেন। তিনি পীতাম্বরধারী, দ্বিভুজ, ময়ূরপুচ্ছকৃত শিরোভূষণ এবং হস্তে বেণু ও বেত্র ধারণ করিয়া আছেন। তিনি নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণের অতীত, এবং সগুণ অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধী ষড়গুণবিশিষ্ট। তিনি নিরাকার অর্থাৎ প্রাকৃত মূর্তি রহিত এবং সাকার অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধী মনুষ্যাকার। তিনি নিরীহ অর্থাৎ প্রাকৃত চেষ্টাশূন্য এবং সচেষ্ট অর্থাৎ সমুদ্রতরঙ্গ ন্যায় স্বকীয় উল্লাসাত্মক নিত্য চেষ্টাযুক্ত। তাঁহার উভয় পার্শ্বে অর্থাৎ

১। ইহার বিশদ আলোচনা, শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীচরণকৃত শ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃত ও শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীচরণকৃত লঘুভাগবতামৃতে ভক্তামৃত দ্রষ্টব্য।

বামে ও দক্ষিণে শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী। বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীলক্ষ্মী এবং মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রী শ্রীদুর্গা প্রভৃতি শক্তিবৃন্দ এই শ্রীরাধিকারই অংশ।" ইত্যাদি।[১]

তাহা হইলে সমস্ত গোপীকার মধ্যে শ্রীচন্দ্রাবলী ও তদপেক্ষাও শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা হইতেছেন।[২]

অতএব বেদাদি সমস্তশাস্ত্রে শ্রীভগবদ্ভক্তগণের এবং সর্বমূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তেরই পারম্য প্রতিপাদিত হইল।

১। প্রভুপাদ শ্রীমৎ শ্যামলাল গোস্বামি মহোদয়কৃত বঙ্গানুবাদ। (সিদ্ধান্তরত্ন ২/২২)

২। 'তথাপি সর্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রবলীত্যুভে। যূথয়োস্তু তয়োঃ সন্তি কোটি সংখ্যা মৃগীদৃশঃ। তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে সর্বমাধুর্য্যতোহধিকা। রাধিকা বিশ্রুতিং যাতা যদ্‌গান্ধর্বাখ্যয়া শ্রুতৌ ॥" (শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিচরণকৃত—'শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ' —পরিশিষ্ট। ১৪২-৪৩)

অষ্টম উদ্ভাসন

উপাসনা বিচারে
সর্ব বেদের প্রচ্ছন্ন ভাগবতধর্ম-পরতা ও শ্রীভাগবতধর্মেরই এক-মুখ্যতা।

সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তিই ভাগবতধর্ম-সংজ্ঞায় উক্ত হইয়া থাকেন। ('সাক্ষাৎ ভক্তেরপি ভাগবতধর্মাখ্যত্বম'—। ভক্তি-সন্দর্ভঃ ২১৬ অনুঃ) ভগবান্, ভক্ত, ভক্তি—এই তিনের মধ্যে যে কোন একটির কথার আবির্ভাবে, তৎসহ অন্য বিষয় দুইটিরও অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকায়, এই বিষয়ত্রয়ের সম্মিলিত ভাবই ভগবতধর্মের মূল বিষয়বস্তু হইতেছেন। অর্থাৎ সর্বমূলতঃ কৃষ্ণ-কথা, কৃষ্ণভক্ত-কথা ও কৃষ্ণভক্তি-কথা,—এই সম্মিলিত পরমামৃতের ত্রিধারা অবিচ্ছিন্ন ধারায় যে ধর্মে নিত্য প্রবাহিতা, তাহাই হইতেছে 'ভাগবতধর্ম' নামক পুরুষের পরমধর্ম।

ভাগবতধর্মের বিশেষ লক্ষণ।

ভাগবতধর্মের বিশেষ লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীনিমি মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকবি যোগীন্দ্র যাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, সংক্ষেপার্থ তাহা হইতে কেবল কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

যে বৈ ভগবতাপ্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে ।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥

(শ্রীভাঃ ১১/২/৩৪)

ইহার অর্থ,—ভক্তিতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞজনের প্রতি কারুণ্যবশতঃ অনায়াসে নিজেকে প্রাপ্ত করাইবার যে সকল উপায় সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে,—সেই সকল উপায় বা ভজনকেই ভাগবতধর্ম বলিয়া জানিবে।

এ-স্থলে ভাগবতধর্মের স্বরূপ-লক্ষণ হইতেছে—সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ কথিত তৎপ্রাপ্তির উপায়সমূহ এবং উহার তটস্থ-লক্ষণ হইতেছে,—শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি। অতএব ভাগবতধর্মের উক্ত উপায় লক্ষণ দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, —যদ্দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ কথিত তৎপ্রাপ্তির সেই সকল উপায় বা ভজনকেই ভাগবতধর্ম বলা হয়। পরবর্তী শ্লোকে সেই ভাগবতধর্মের মহিমাবিশেষ ব্যক্ত করা হইয়াছে; যথা,—

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥

(শ্রীভাঃ ১১/২/৩৫)

ইহার অর্থ,—হে রাজন্ , শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যে ভাগবতধর্ম আশ্রয় করিলে নরমাত্র বিঘ্নসমূহ দ্বারা কখনও পরাভূত হয় না এবং যে পথে অবস্থিত হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলনপূর্বক ধাবিত হইলেও স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না।

তাহা হইলে উক্ত শ্লোকদ্বয় হইতে ভাগবতধর্মের সারমর্ম ইহাই অবগত হওয়া যাইতেছে যে,—

(১) যে ধর্ম সাক্ষাৎ ভগবৎ কথিত, অন্যের কথিত নহে।

(২) যে ধর্মোক্ত উপায় সকলের মুখ্য ফলে শ্রীভগবানকেই পাওয়া যায়, —অন্য পুরুষার্থ নহে।

(৩) যে ধর্ম, তৎপ্রতি শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিমাত্রই আশ্রয় করিবার অধিকারী। ইহা আত্মধর্ম বলিয়া, দৈহিক ধর্মের ন্যায় ইহাতে জাতি-কূল-আশ্রমাদি জড়-সম্বন্ধ জনিত কোন অধিকারের বিচার নাই।

(৪) যে ধর্ম আশ্রয়ে জড় সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ দ্বারা পরাভূত হইতে হয় না।

(৫) যে ধর্মপথে শ্রুতি ও স্মৃতি-বিধানরূপ নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়াও ধাবিত হইলে স্খলন বা পতনের সম্ভাবনা নাই।

উক্ত ভাগবতধর্মের তটস্থ-লক্ষণ অর্থাৎ কার্য দ্বারা পরিচয়টি হইতেছে,—যদ্দ্বারা ভগবানকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; অর্থাৎ শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার ও তৎসেবা লাভ।

পূর্বোক্ত আলোচনা সকল হইতে আমরা বিশেষভাবে অবগত হইয়াছি যে, একমাত্র শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার অপর কোন উপায় নাই।[১] সুতরাং নিজেকে অনায়াসে প্রাপ্ত করাইবার জন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ং যে সকল উপায় উপদেশ করিয়াছেন তাহা যে, শুদ্ধা ভক্তি ভিন্ন অপর কিছুই হইতে পারে না, ইহা স্বতঃই প্রতিপাদিত হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতির শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ উপায় বা সাধনাঙ্গ ভক্তি সকল ও তৎফল প্রেমভক্তি,—ইহাই হইতেছে—মূলতঃ শ্রীভগবৎপ্রোক্ত—তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

অতএব ভগবৎ কথিত তৎপ্রাপ্তির উপায় সকল যে, নির্গুণা ভক্তিই ইহা বুঝা যাইতেছে। নিম্নোক্ত মহিমাবিশেষ দ্বারাও তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে।

১। 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ—'। (ভাঃ ১১/১৪/২১)

দেহ-দৈহিক বা তৎসম্বন্ধীয় জড়ধর্ম সকল বিঘ্নাদি দোষযুক্ত।

(১) 'ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ' অর্থাৎ যে ধর্ম আশ্রয় করিয়া বিঘ্ন-সমূহ দ্বারা পরাভূত হইতে হয় না।

ইহার তাৎপর্য এই যে,—সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন, অর্থাৎ বিপদ ও তজ্জনিত ভয়,—ইহা হইতেছে সগুণ সুতরাং সদোষ জড় বিষয়েরই ধর্ম বা স্বভাব। আর চিদ্বস্তু হইতেছে নির্গুণ সুতরাং সর্বদোষশূন্য ও নিখিল কল্যাণ গুণাত্মক। জীব, চিন্ময় হইয়াও, অনাদি বহির্মুখতাবশতঃ দেহাত্মবোধে যে পর্যন্ত উপাধি বা জড়সম্বন্ধযুক্ত, যে পর্যন্ত ধর্মার্থকামমোক্ষ বা ভুক্তি ও মুক্তিরূপ সগুণ দেহ-দৈহিক ধর্মেই শ্রদ্ধান্বিত ও তদ্ধর্মেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। চিদ্বস্তু জীবের পক্ষে সগুণ ও সদোষ জড়ধর্ম সকল অস্বাভাবিক হওয়ায়, তৎসাধন পথেও বহু বিঘ্নাদিকর্তৃক প্রায়শঃ পরাভূত হইতে হয়।[১]

আত্মধর্ম-ভক্তির পথ বিঘ্নাদি দোষমুক্ত।

অপর পক্ষে নির্গুণা, সুতরাং নির্দোষ চিন্ময়ী ভক্তি, চিদ্বস্তু জীবের চিদংশে স্বজাতীয় হওয়ায়, উহা জীবের স্বাভাবিক বা আত্মধর্মই হইতেছে। সুতরাং এই নির্দোষ বা সুনির্মল ভক্তিপথের আশ্রয়ে সিদ্ধভক্তগণের পক্ষে কোন বাধা-বিঘ্নাদি জড়-ধর্মের সম্মুখীন হইতেই হয় না। সাধকগণের পক্ষে জড়-সম্বন্ধ থাকায়, তদবস্থা হইতে ক্রমশঃ সিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইবার পথে, জড়-সম্বন্ধস্বরূপ বিঘ্ন বা অনর্থ সকলের ক্রমশঃ নিবৃত্তি হইতে থাকে। তদনুসারে অধিক হইতে ক্রমশঃ অল্পতর বিঘ্নাদি দোষের সম্মুখীন হইতে হইলেও, ভক্তির প্রভাবে সেই সকল বিঘ্নাদি পরাভূত হইয়া যায়। অধিকন্তু সেই পরাভব প্রাপ্ত বিঘ্নসকলই সাধকগণের উন্নতির সোপান সকল গঠন করিয়া থাকে।[২] সুতরাং এই মহিমাটি ভক্তি পথেরই বুঝিতে হইবে।

১। 'যেহন্যে অরবিন্দাক্ষ—' (ভাঃ ১০/২/৩৩)

২। 'তথা ন তে মাধব তাবকাঃ—' (ভাঃ ১০/২/৩৩)

শুদ্ধা ভক্তির পথ জড়ীয় বিধি-নিষেধের অতীত।

অপর বিশেষ মহিমাটি হইতেছে,—

(২) 'ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ।' অর্থাৎ যে পথে শ্রুতি ও স্মৃতি বিধানরূপ নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়াও ধাবিত হইলে, স্খলন বা পতনের সম্ভাবনা নাই।

ইহার তাৎপর্য এই যে, —সংসারী জীবে নির্গুণা ভক্তির সংযোগ না হওয়া অবধিই জড় সম্বন্ধীয় আত্মসুখ -তাৎপর্য রূপ অজ্ঞানতা ও জড়ীয়বিষয় বাসনারূপ বিষক্রিয়া বিদ্যমান থাকে বলিয়া, জীবের সেই অস্বাভাবিক অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের কঠিন বন্ধনে অবস্থান করাই মঙ্গলজনক হইয়া থাকে। কিন্তু একমাত্র শুদ্ধা ভক্তির সংযোগে, উক্ত বিষক্রিয়া ক্রমশঃনিবারিত হইয়া জীবের স্বাভাবিক অবস্থার উদয় হইলে, তৎকালে আর শাস্ত্রচক্ষু[১] হইয়া চলিবার আবশ্যকতা থাকে না। এইহেতু ঐকান্তিক ভক্তগণের পক্ষেই কেবল এই ভক্তির স্বাভাবিক পথে শ্রুতি ও স্মৃতির বিধানরূপ দুইটি নেত্র মুদ্রিত করিয়া, স্খলন ও পতন ব্যতীতই ধাবিত হওয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ সাক্ষাৎ নিজ ভজন সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধ ব্যতীত শাস্ত্রোক্ত অপর সমস্ত বিধি-নিষেধ পরিত্যাগ করাই কেবল ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষেই বিধি হইতেছে।[২] সুতরাং উক্ত বিশেষ মহিমাটিও কেবল ভক্তিপথেরই বুঝিতে হইবে।

তাহা হইলে ভাগবতধর্মের স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ হইতে এখন আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে,—

(১) মূলতঃ উহা সাক্ষাৎ ভগবৎকথিত হওয়া আবশ্যক।

(২) অনায়াসে ভগবৎপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ উপায় অর্থাৎ 'মুখ্যা ভক্তি' হওয়া আবশ্যক।

১। 'পিতৃদেবমনুষ্যানাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।' (ভাঃ ১১/২০/৪)

২। এ-স্থলে ইহাও বিবেচ্য যে, বিধি-নিষেধ পরিত্যাগ করিলেই একান্তী হওয়া যায় না। ভজন প্রভাবে একান্তী হইলেই বিধি-নিষেধ আপনিহি সাধককে পরিত্যাগ করে।

(৩) শ্রীভগবৎপ্রাপ্তিই উহার মুখ্য ফল হওয়া আবশ্যক।

অর্থাৎ ইহার সারমর্ম এই যে,—অনায়াসে ভগবৎ সাক্ষাৎকার ও তৎসেবনই যাহার মুখ্য ফল,—সাক্ষাৎ ভগবৎকথিত তৎপ্রাপ্তির সেই উপায় সকলই হইতেছে সাধন ও সাধ্যরূপা 'ভক্তি'। সেই এক নির্গুণা ভক্তিধারার মধ্যেই ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি কথারূপে যে পরামৃতের ত্রিধারা একত্র প্রবাহিত,—এক কথায় তাহারই নাম—'ভাগবতধর্ম'।

সমস্ত বেদেরই প্রচ্ছন্ন ভাগবতধর্ম পরতা।

উক্ত লক্ষণ দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে সমস্ত বেদের প্রচ্ছন্ন ভাগবতধর্মপরতাই প্রতিপন্ন হইতে পারে।

লোকসৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে যিনি বেদ উপদেশ করিয়াছেন, এ-কথা—'যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং—' (শ্বেতা ৬/১৮) ইত্যাদি শ্রুতি হইতেই জানা যায়। এ-স্থলে তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ কার্যদ্বারা তাঁহার পরিচয় দিয়া, 'যো' অর্থাৎ 'যিনি' শব্দের অনির্দিষ্টতার আবরণে তাঁহার স্বরূপলক্ষণটি প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়।

অস্পষ্ট বেদের সুস্পষ্ট অর্থস্বরূপ শ্রীভাগবতীয় শ্লোক হইতে তাঁহার স্বরূপলক্ষণটির সহিত আরও সবিশেষ সংবাদ, শ্রীমদুদ্ধবের প্রতি তদীয় নিজোক্তি হইতেই জানা যাইবে।

কালেন নষ্টা প্রলয়েবাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১১/১৪/৩)

ইহার অর্থ,—'মদাত্মক' অর্থাৎ মন আমাতেই আবিষ্ট হয়, এতাদৃশ মদ্বিষয়ক ধর্ম (নির্গুণা ভক্তি), যাহা আদিতে আমাকর্তৃক ব্রহ্মাকে কথিত

হইয়াছিল, 'বেদ' নামক সেই বাণী কালধর্মে লুপ্ত অর্থাৎ তিরোহিত হইয়া যায়।[১]

তাহা হইলে সর্বাদিতে—(১) ব্রহ্মাকে উপদিষ্ট বেদরূপ বাণী, সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণকথিতই হইতেছে।

(২) তিনি উক্ত বেদবাণীকে স্বয়ংই 'মদাত্মকধর্ম' বলিয়া নির্দেশ করায়, উহা অনায়াসে তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় স্বরূপ যাহা,—সেই শুদ্ধা ভক্তিই হইতেছে।

(৩) শ্রীভগবৎপ্রাপ্তিই উহার মুখ্য ফল হওয়ায়, —এই সকল লক্ষণে উহাকে 'ভাগবতধর্ম বলিয়াই জানা যাইতেছে।

অতএব সমস্ত বেদে পরোক্ষভাবে একমাত্র শ্রীভাগবতধর্মই পরিগীত হইয়াছেন। এই কথারই অস্পষ্ট ইঙ্গিত স্বরূপ বেদ নিজেই বলিয়াছেন,—'সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি।' (কাঠকে ২/১৫) অর্থাৎ সমস্ত বেদ যে পূজ্যতমকে কীর্তন করেন। এই মন্ত্রে নাম ও নামীর অভিন্নতার জন্য তাঁহাকে পরোক্ষভাবে ওঁকার বলা হইয়াছে। আবার এই ওঁকার যে শ্রীকৃষ্ণই,—বেদের সারার্থ শ্রীগীতাতে তিনি নিজেই সে রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন; 'অহং ওঙ্কার—' ৯/১৭) অর্থাৎ আমিই ওঙ্কার। সুতরাং 'যৎপদম্' এই অস্পষ্ট উক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত হইলেও, তদ্ভক্ত ও তদ্ভক্তি—এই তিনের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বশতঃ এক কথায় ইহাকে 'ভাগবতধর্ম-কথা' বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ সমস্ত বেদ ভাগবতধর্মই কীর্তন করেন।

ত্রিকাণ্ড বেদেরই শ্রীকৃষ্ণপরতা।

এখন যদি বলা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন মূল ব্রহ্মবস্তু হইতেছেন এবং বেদ সকল যখন কর্ম, দেবতা ও জ্ঞান বা ব্রহ্মকাণ্ড—এই ত্রিকাণ্ডে

১। এ বিষয়ে পূর্বে ১৪৭-১৫২ পৃষ্ঠায় যাহা বলা হইয়াছে, এ স্থলে উহা পুনরায় দ্রষ্টব্য গ্রন্থবিস্তারাশঙ্কায় তদ্বিষয়ের পুনরুল্লেখ বর্জিত হইল।

বিভক্ত, তখন তৎকর্তৃক বেদকে 'মদাত্মক-ধর্ম' বলায়, তদ্দ্বারা বেদের কেবল ব্রহ্ম-কাণ্ডকেই নির্দেশ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে; কিন্তু এই উক্তি কর্মকাণ্ড ও উপাসনা বা দেবতাকাণ্ড বিষয়ে নহে। সুতরাং সমস্ত বেদেরই ভাগবতধর্ম পরতা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—বেদ সকল যাঁহার নিশ্বাস, —সেই সাক্ষাৎ বেদময় পুরুষ শ্রীভগবানেরই নিজোক্তি দ্বারা সর্ববেদের ভাগবতধর্ম-পরতার কথাই প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং তদ্বিষয়ে আর অন্যের বলিবার প্রয়োজন কি? শ্রীমদুদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণও নিজেই বলিয়াছেন,—

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ড বিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্ ॥

(ভাঃ ১১/২১/৩৫)

ইহার অর্থ,—কর্ম, দেবতা ও ব্রহ্ম,—এই ত্রিকাণ্ডাত্মক সমস্ত বেদই ব্রহ্মাত্মবিষয়ক।[১] মন্ত্রদর্শী ঋষিগণ ইহা পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অস্পষ্টতার আবরণে বলিয়া থাকেন। যে-হেতু তদ্বিষয়ে পরোক্ষই আমার প্রিয়।

পূর্বোক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ভাগবতধর্মকেই 'মদাত্মক-ধর্ম' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সর্বমূলতঃ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম বলিয়া, এ-স্থলে 'ব্রহ্মাত্মবিষয়া' এই উক্তি দ্বারা ত্রিকাণ্ড বেদই যে সেই শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ কৃষ্ণাত্মক-ধর্ম বা ভাগবতধর্ম,—ইহাই বুঝা যাইতেছে।

অতএব কেবল ব্রহ্মকাণ্ডই নহে,—সমুদয় ত্রিকাণ্ড বেদই 'ভাগবতধর্ম' হইলেও তদ্বিষয়ে আবরণ করিয়া বলা হয়, ইহা কৃষ্ণেরই

১। 'ব্রহ্মাত্মবিষয়াঃ সর্বতো বৃহত্তম য আত্মা পরমমূল-স্বরূপো ভগবানহম,—তৎপরতা এবেতার্থ।' (ক্রমসন্দর্ভ ভাঃ ১১/২১/৩৫)

অর্থ,—সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম যে ব্রহ্ম বা পরমাত্মবস্তু, তাহার পরমমূলস্বরূপ যে স্বয়ং ভগবান্ আমি, —সেই স্বয়ংভগবৎপরতা। ইহাই 'ব্রহ্মাত্মবিষয়ার' অর্থ।

ইচ্ছা জানিয়া, বৈদিক ঋষিগণ ও তদ্বিষয়ে পরোক্ষবাদী (অস্পষ্টবাদী) হইয়াছেন,—ইহাই বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্মকাণ্ড কিয়ন্মুক্ত থাকিলেও, অবশিষ্ট বেদকে সম্পূর্ণরূপে পরোক্ষবাদ দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক কর্মকাণ্ড ও দেবতাকাণ্ডরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা বেদের স্থূল—বাহ্যার্থ। সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় অর্থ হইতেছে—'ভাগবতধর্ম'।

বেদের নিগূঢ় অর্থ ও প্রচ্ছন্নতা, ভক্তের পক্ষে আবরক হয় না।

বেদ সকলের এই প্রচ্ছন্নতার আবরণ, নিষ্কাম—শুদ্ধান্তঃকরণ ভক্তগণের শুদ্ধ দৃষ্টি সমক্ষে আপনি অপসারিত হইয়া, সমস্ত বেদ এক ভাগবতধর্মরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু সকাম জীব সাধারণের নিকট তাহা কর্মকাণ্ডাদি পৃথকরূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

অতএব সমস্ত বেদ স্থূল—বাহ্যদৃষ্টির সমক্ষে কর্ম, দেবতা ও জ্ঞানকাণ্ডাত্মক 'ত্রয়ী'রূপে পরিদৃষ্ট হইলেও, কেবল ভগবদ্ভক্তগণের ভক্তি-বিভাবিত সূক্ষ্ম—অন্তর্দৃষ্টি সমক্ষে তৎসমুদয়ই ভাগবতধর্মাখ্য—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণ-ভক্তি—এই 'ত্রয়ী' রূপেই আত্মপ্রকাশ করেন। বেদের যথার্থ অর্থ যে, ভক্তগণের নিকটই প্রকাশিত হইয়া থাকে, এই মর্মই সাক্ষাৎ শ্রুতি হইতেও—অভিব্যক্ত হইতে দেখা যায়; যথা,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

(শ্বেতাঃ ৬/২৩)

ইহার অর্থ,—দেবে অর্থাৎ শ্রীভগবানে যাঁহার পরা ভক্তি, আবার দেবে যেমন শ্রীগুরুতেও সেইরূপ যিনি ভক্তিমান—সেই মহাত্মা সম্বন্ধে এই সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

তাহা হইলে বুঝিলাম, সমস্ত বেদে কেবল ভাগবতধর্মই কীর্তিত হইয়াছেন। কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় জানিয়া ঋষিগণ তদ্বিষয় অস্পষ্ট করিয়া অন্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রয়োজনপর জীবসাধারণের নিকট উহা বিভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইলেও, কেবল ভক্তগণের শুদ্ধ দৃষ্টি সমক্ষে উহার যথার্থ স্বরূপ উদঘাটিত হইয়া থাকে।

বেদে ভাগবতধর্মকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার তাৎপর্য।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে,—যাহা নিখিল জীবের আত্মধর্ম, যাহা জীবের সহজ ও স্বাভাবিক ধর্ম, যাহা পরম-পুরুষার্থ, সেই ভক্তি বা ভাগবতধর্মকে সংগোপনপূর্বক অপর দেহ-দৈহিক সম্বন্ধীয় অস্বাভাবিক ধর্মকে জীব জগতে প্রকাশ করিবার আবশ্যকতাই বা কি? এবং শ্রীভগবানের এবং বেদবিদ্ ঋষিগণেরই বা তদ্রূপ অভিপ্রায়ের কারণ কি?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—পূর্বোক্ত শ্রীকবি যোগীন্দ্র-কথিত ভাগবতধর্ম লক্ষণের দ্বিতীয় শ্লোকে (ভাঃ ১১/২/৩৫) 'যানাস্থায়' অর্থাৎ 'বিশ্বাস যুক্ত বা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে ধর্ম আশ্রয় করিলে'—এই 'শ্রদ্ধান্বিত' কথাটির মধ্যেই উক্ত প্রশ্নের সমাধান রহিয়াছে। অর্থাৎ অপর কোন অধিকারের অপেক্ষা না করিয়া,—তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে ধর্ম আশ্রয়ে, নরমাত্র বিঘ্নাদিকর্তৃক পরাভূত হয়েন না—ইত্যাদি।

নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধাই ভাগবতধর্ম প্রবৃত্তির হেতু।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, ইহা আশ্রয় করিতে হইলে, অপর কোন অধিকারের বিচার না থাকিলেও অর্থাৎ জীবমাত্রেই অধিকারী হইলেও, **তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হওয়া চাই।** যে-হেতু শ্রদ্ধাই সকল প্রবৃত্তির মূল। কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, তন্মূলে শ্রদ্ধা বা

বিশ্বাস না থাকিলে সে বিষয়ে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। (এ-স্থলে ৯৬ পৃষ্ঠা ও ১৯১ পৃষ্ঠা পুনর্বার দ্রষ্টব্য)।

ভাগবতধর্ম নিগুর্ণ অর্থাৎ প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণাতীত চিন্ময় বস্তু। এই নিমিত্ত চিদ্বস্তু জীবের পক্ষে চিদংশে ইহাই হইতেছে স্বজাতীয় বা স্বাভাবিক সুতরাং সর্বদোষশূন্য, সর্বকল্যাণ-গুণযুক্ত, সর্বমঙ্গলপ্রদ—আত্মধর্ম। তদ্বিষয়া শ্রদ্ধাও তদনুরূপ নির্গুণা ও চিন্ময়ী। অতএব সেই সুদুর্লভা নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধা ব্যতীত নিষ্কাম ভাগবতধর্মের অনুভূতি ও অনুশীলন প্রবৃত্তি অপর কোন উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সুদুর্লভ মহৎসঙ্গ হইতে আবির্ভূত শ্রীহরি-প্রসঙ্গ—যুগপৎ এই উভয় কারণের সংযোগই, ভাগবতী-শ্রদ্ধামূলক শুদ্ধা ভক্তি লাভের একমাত্র উপায়।

কেবল যদৃচ্ছালভ্য অর্থাৎ হেতুশূন্য মহৎগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ এবং তৎস্থলে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রীহরিপ্রসঙ্গ—যুগপৎ এই উভয় কারণের সংযোগ হইতেই, অনাদি বহির্মুখ জীবহৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে।[১] উহাই ভাগবতাদি শাস্ত্রোক্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনাকারে অভিব্যক্ত হইয়া, শ্রদ্ধাদি ক্রমে[২] 'ভাব' ও 'প্রেম' ভক্তির উদয় করাইয়া, শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার ও তৎসেবনরূপ পরম-পুরুষার্থ জীবের ভাগ্যে প্রকট করাইয়া থাকেন। ভক্তিই ভক্তির কারণ হওয়ায়।

১। 'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য—" ইত্যাদি (ভাঃ ৩/২৫/২৫), 'প্রায়েণ ভক্তি-যোগেন সৎসঙ্গেন—' ইত্যাদি। (ভাঃ ১১/১১/৪৮) দ্রষ্টব্য। 'সাধু সঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তি ফল প্রেম হয়,—সংসার যায় ক্ষয় ॥' (চৈঃ ২/২২/৩১)। তাৎপর্য—সাধু সঙ্গে শ্রীহরিপ্রসঙ্গ হয়। উভয়ের সংযোগে ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয়ে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। 'সাধুকৃপা নাম বিনা প্রেম নাহি হয়।' (চৈঃ ৩/৩/২৫৪) তাৎপর্য—সাধুকৃপা ও সঙ্গাদি হইতে শ্রীনাম-রূপ-গুণাদি-প্রসঙ্গের সংযোগে প্রেমভক্তির উদয় হয়।

২। 'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গো—' ইত্যাদি। (ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ১/৪/১১)

('ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা—' ভাঃ ১১/৩/৩১) ভক্তির এই ক্রমিক অভিব্যক্তিদ্বারা উহার অন্য নিরপেক্ষতার কোনও হানি হয় না। সুতরাং এতদ্ব্যতীত ভাগবতধর্মে শ্রদ্ধান্বিত ও প্রবৃত্ত হইবার অন্য কোন উপায় না থাকায়, সাধারণতঃ জীবের ভাগ্যে ইহা নিরতিশয় সুদুর্লভই হইতেছেন। তাই, এমন কি,—'কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।'

সুতরাং গুণ-সংস্পৃষ্ট জীব সাধারণের পক্ষে এই নির্গুণ ধর্মে প্রবৃত্ত হওয়া স্বতঃ বা পরতঃ সম্ভব নহে,[১] যদি উক্ত প্রকারে স্বয়ং জীবের ভাগ্যে প্রকাশ না হয়েন। যাঁহারই অন্তরে এই ভাগবতধর্মে শ্রদ্ধা অর্থাৎ সর্বোত্তম বলিয়া বিশ্বাস ও তজ্জনিত প্রবৃত্তি জাগিয়াছে, অবশ্যই বুঝিতে হইবে,—বর্তমান কিম্বা পূর্বজন্মার্জিত যাদৃচ্ছিক সৎসঙ্গাদি হইতে সঞ্চারিত শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ হরিকথাই তাহার একমাত্র কারণ।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে,—সেই নির্গুণ ও নিষ্কাম ভাগবতধর্মই সমস্ত বেদের একমাত্র মুখ্যধর্ম হইলেও, তজ্জাতীয়া শ্রদ্ধার অভাবে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি ও উপলব্ধি জীবসাধারণের পক্ষে যখন সুদুর্লভই হইতেছে এবং তদ্ভিন্ন সকাম জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধানুরূপ যদি অপর কোন ধর্ম বা শ্রেয়োলাভের পন্থা না থাকে, তাহা হইলে এইরূপ ধর্মহীন অবস্থায় অবস্থিত ও স্বেচ্ছায় পরিচালিত জনসমাজের পক্ষে অধঃপতিত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে।

আনুষঙ্গিক ধর্ম সকলের আত্মপ্রকাশ উদ্দেশ্যেই বেদে ভাগবতধর্মের আত্ম-গোপনের কারণ।

এই কারণেই—জীবজগতের মঙ্গলোদ্দেশে ও তদ্বিষয়ে মঙ্গলময় শ্রীভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া স্বতঃই দুষ্প্রবেশ্য হইলেও আবার ঋষিগণ কর্তৃক তদুপরি পরোক্ষবাদ ও নানাপ্রকার হেঁয়ালীর অন্তরালে বেদের

১। 'মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা—' (ভাঃ ৭/৫/৩০)

প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ সেই নিষ্কাম ভক্তি বা ভাগবতধর্মকে পরম গুহ্যবিদ্যারূপে[১] সংগোপন করা হইয়াছে। যাহার ফলে সেই মুখ্য বিষয়ের অনুপলব্ধিহেতু, স্থলবিশেষে উহারই ছদ্মরূপকে কিম্বা উহার আনুসঙ্গিক বিষয়কেই মুখ্য বিবেচনায়, জনসাধারণের পক্ষে উহাই কর্ম, দেবতা ও জ্ঞানকাণ্ডরূপে গ্রহণযোগ্য হইয়াছে। সকাম কিম্বা স্বপ্রয়োজনপর জনগণের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধানুরূপ শ্রেয়োবিধান নিমিত্ত, উহারই ফলস্বরূপ ধর্মার্থকাম বা 'ভুক্তি' এবং মোক্ষ বা 'মুক্তি'—এই চতুর্বিধ 'পুরুষার্থ' জীবজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সকল ধর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অন্ততঃপক্ষে জীবের অধোগতি নিরুদ্ধ ও যথোপযুক্ত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। এই চতুর্বর্গরূপ স্বপ্রয়োজনপর পুরুষার্থের উপলব্ধি ও তদ্ধর্ম সাধনে প্রবৃত্তি লাভের পক্ষেও জড়-সংস্পৃষ্ট জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধাই উপযুক্ত হইতেছে। তামসী ও রাজসী শ্রদ্ধা দ্বারা যথাক্রমে হিংসাযুক্ত ও হিংসারহিত সকাম যজ্ঞাদি কর্মের সাধনায় অর্থাৎ 'ভুক্তি'-ধর্মে প্রবৃত্ত হইলে, তদ্দ্বারা ইহলোকে সুখভোগ ও পরলোকে স্বর্গাদিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের বিকাশ হওয়ায়, ('সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং—'। গীতা ১৪/১৭) সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা[২] দ্বারা জ্ঞানমার্গের সাধনায় অর্থাৎ 'মুক্তি-ধর্মে প্রবৃত্ত হইলে তদ্দ্বারা মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। কিন্তু নির্গুণা ভাগবতীশ্রদ্ধা-মূলক স্বপ্রকাশ ভক্তি বা ভাগবতধর্ম, মহৎসঙ্গের মাধ্যমে স্বকৃপায় স্বয়ং জীবে সঞ্চারিত না হইলে, উক্ত প্রকার গুণ-সংস্পৃষ্ট কর্মজ্ঞানাদির সহস্র সাধন দ্বারাও উহা লাভ করা যায় না। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

১। বেদ-নিগূঢ় সেই পরম গুহ্য-বিদ্যাকে গীতায় ও ভাগবতে প্রকাশ করা হইয়াছে। সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।' (গীঃ ১৮/৬৪) 'গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।' (ভাঃ ৬/৩/২১)

২। 'সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা—' (ভাঃ ১১/২৫/২৭) ইত্যাদি শ্লোক ৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত—তন্ত্রোক্তি)

ইহার অর্থ,—জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বারা মুক্তিলাভ করা সুলভ; যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি ভুক্তিলাভ করাও সহজ; কিন্তু এই হরিভক্তি তদ্রূপ—সগুণ সহস্র সহস্র সাধন দ্বারাও সুদুর্লভ।

ভক্ত-পরিত্যক্ত, ভক্তির আনুষঙ্গিক বা গৌণফল সকলই কর্ম-জ্ঞানাদি আনুষঙ্গিক ধর্ম সকলের মুখ্য ফল।

সুতরাং সকাম ও স্বপ্রয়োজনপর জীবের শ্রদ্ধানুরূপ মুখ্যরূপে গ্রাহ্য জ্ঞানকর্মাদি, ভাগবতধর্মেরই আনুষঙ্গিক বা গৌণধর্ম হওয়ায় এই হেতু কর্ম্ম জ্ঞানাদির মুখ্য ফল যাহা, ভক্তি বা ভাগবতধর্মের আনুষঙ্গিক বা গৌণফলরূপেই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথাপি নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্তগণ তৎসমুদয় সাধনপথে উপেক্ষাপূর্বক ভগবৎসেবারূপ পরমপুরুষার্থ উদ্দেশ্যেই প্রধাবিত হয়েন; ইহা শাস্ত্র হইতেই জানা যায়;—

'যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি ॥'

(শ্রীভাঃ ১১/২০/৩২)

ইহার অর্থ,—যজ্ঞাদি কর্ম দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা, দানধর্ম দ্বারা ও অপরাপর শ্রেয়োসাধন দ্বারা যাহা কিছু লভ্য হয়, —আমার ভক্তের কোন বাঞ্ছা না থাকিলেও যদি ভজনের আনুকূল্যের

জন্য কখন কিঞ্চিন্মাত্রও ইচ্ছা করেন, স্বর্গ, মোক্ষ—এমন কি আমার বৈকুণ্ঠাদিধাম পর্যন্ত তৎসমুদয়ই আমার ভক্তিযোগ দ্বারা মদ্ভক্তগণ অনায়াসেই লাভ করিতে পারেন।

অতএব পরোক্ষভাবে হইলেও, এক নিষ্কাম ভাগবতধর্মেই সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য অবসান প্রাপ্ত হওয়ায়, বেদোক্ত অপর সমুদয় বিষয়কেই তদানুষঙ্গিক কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সুতরাং সাকল্যে সমুদয় বেদই এক ভাগবতধর্মময় বা কৃষ্ণময়ই হইতেছে।

সূর্য ও তৎসম্বন্ধীয়—গ্রহ ও প্রদীপাদির দৃষ্টান্তে বেদ ও ভাগবতের পার্থক্য নির্ণয়।

ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে,—যেমন গগনস্থিত গ্রহ-উপগ্রহাদি ও ভূতলস্থ প্রদীপ-বর্তিকাদি, এক মুখ্যবস্তু সূর্যেরই প্রকাশ বিশেষে প্রতিভাত হওয়ায়, উহারা তদানুষঙ্গিক অথবা তৎসম্বন্ধীয় বিষয় ভিন্ন অপর কিছুই নহে। কিন্তু দিবাকরের অস্তগমনরূপ অদর্শনকালেই তৎসমুদয় মুখ্য ও স্বতন্ত্ররূপেই গগনমণ্ডলে ও ভুতলে পরিদৃষ্ট হয়। সেইরূপ সর্ববেদের পরম মুখ্য যাহা, সেই ভাগবতধর্মের অনুপলব্ধিরূপ অদর্শন কাল পর্যন্তই, সকাম কিম্বা স্বপ্রয়োজনপর জীবসাধারণের পক্ষে, তদানুষঙ্গিক বা তৎসম্বন্ধীয় যাহা,—সেই কর্ম, দেবতা ও জ্ঞানকাণ্ডোক্ত বিষয়বস্তু সকলই মুখ্য ও স্বতন্ত্ররূপে অনুভূত ও গ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইয়া থাকেন।

দিবাকরের অদর্শনকালেও অভিজ্ঞজনের পক্ষে যেমন উহারই মুখ্যতা ও সত্তা সর্বত্রই অনুভূত হয় এবং গগনস্থিত গ্রহাদিকে ও ভূতলস্থ প্রদীপাদিকে তদানুষঙ্গিক বা তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ভিন্ন স্বতন্ত্র কিছুই বোধ না হইয়া,—সমস্তই এক সৌরমহিমারূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; সেইরূপ সর্ব বেদে পরমগুহ্যরূপে ভাগবতধর্মকে সর্ব প্রকারে সংগোপন

রাখা হইলেও, সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ দৃষ্টি সম্পন্ন ভাগবতগণের নিকট সেই প্রচ্ছন্নতার আবরণ আপনিই উন্মুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং শুদ্ধভক্তদিগের দৃষ্টির সমক্ষে সর্বদাই এক ভাগবতধর্মের ভাস্বরতা সর্বভাবে—সর্বত্রই অব্যাহত থাকে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ('তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।' —শ্বেতাঃ ৬/১৪)

আচ্ছাদিত ভাগবতধর্ম-স্বরূপ সেই বেদসকল শ্রীভগবানের নিশ্বাসের মতই অস্পষ্ট ও তদুপরি পরোক্ষবাদে প্রচ্ছন্ন থাকায়, এই-হেতু—তৎসম্বন্ধীয় হইলেও, বেদ হইতেই বিভিন্ন শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিগণকর্তৃক নিজ রুচি অনুরূপ বিভিন্ন বিষয়কে মুখ্য কিম্বা স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে এবং শ্রীভগবানেরও সেইরূপ অভিপ্রায়বশতঃ ইহাকে অস্পষ্ট করা হইয়াছে, ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক।

আবার যেমন প্রভাকরের উদয়কালে তৎসম্বন্ধীয় বা তৎপ্রভায় প্রভান্বিত গ্রহাদি ও প্রদীপাদি আপনিই অদৃশ্য কিম্বা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়া, তৎস্থলে যেমন এক মহাসূর্যই আত্মমহিমায় আপনি উদ্ভাসিত ও সর্বত্র প্রতিভাত হয়েন, সেইরূপ সুপ্রকাশ ভাগবতধর্ম-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত, এই কলিঘোর তিমিরাচ্ছন্ন জগতের ভাগ্যে সূর্যের মতই সমুদিত হইয়াছেন,[১] ইহা সেই ভাগবত হইতেই অবগত হওয়া যায়।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১/৩/৪৩)

ইহার অর্থ,—ভাগবতধর্ম ও ভগবজ্জ্ঞানাদিসহ শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে, এই কলিযুগে তদ্বিষয়ে অজ্ঞানান্ধ জনগণের হিতার্থ এই পুরাণ

১। '—তদিদং পুরাণমেবার্কঃ, ন তু শাস্ত্রান্তরবদ্দীপস্থানীয়ং যৎ।'—
(ক্রমসন্দর্ভঃ ভাঃ ১/৩/৪৩)

সূর্য শ্রীমদ্ভাগবত উক্ত ধর্ম্ ও জ্ঞান প্রকাশ নিমিত্ত, কৃষ্ণ প্রতিনিধি স্বরূপ সমুদিত হইয়াছেন। (ক্রমসন্দর্ভ টীকানুসারে)

সুতরাং যাঁহার উদয়ে, তদানুষঙ্গিক বা তৎসম্বন্ধীয় বিষয় সকল তন্মধ্যেই কোথাও অদৃশ্য ও কোথাও বা নিষ্প্রভরূপে অবস্থান করিয়া, নিজ কারণস্বরূপ—সেই পরম মুখ্য ভাগবতধর্মেরই সম্বন্ধ ঘোষণাপূর্বক নিজদিগকে গৌরবান্বিত করিতেছেন; অস্পষ্ট বেদের সেই নিগূঢ় অভিপ্রায়, সুস্পষ্ট বেদার্থ স্বরূপ শ্রীভাগবত হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীভাগবতে, মহাপুরাণোক্ত সর্গ, বিসর্গাদি দশ-লক্ষণের প্রসঙ্গ হইতে অবগত হওয়া যায়, ভাগবতে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই সেই দশ-লক্ষণেরই অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তন্মধ্যে দশমবস্তু বা 'আশ্রয়' হইতেছে মুখ্য। অপর নব-লক্ষণ তদাশ্রিত বা তদানুষঙ্গিক বিষয়; সুতরাং তৎসম্বন্ধীয়ই হইতেছে। এক শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—'আশ্রয়'; অর্থাৎ সর্বাশ্রয়তত্ত্ব বা দশম-পদার্থরূপে নিরূপিত হইয়াছেন। (২২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও সাক্ষাৎ তৎবিষয়ক ভক্তি বা ভাগবতধর্মই হইতেছেন ভাগবতের সর্বমুখ্য বিষয় বা সর্বাশ্রয়।

এই-হেতু ভাগবতোক্ত সৃষ্টিকথা, মন্বন্তর কথা, প্রভৃতি ও তন্মধ্যে কথিত কর্ম, যোগ, জ্ঞান, তপ, দানাদি বেদোক্ত সকল বিষয়ই সেই নব-লক্ষণের অন্তর্গত হইতেছে। সুতরাং তৎসমুদয়ই আশ্রয়াধীন, অর্থাৎ কৃষ্ণাধীন তদাশ্রিত তত্ত্ব রূপেই এই ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন। অতএব সূর্যস্বরূপ সমুদিত ভাগবতধর্ম-মূলক শ্রীভাগবত হইতে ভক্তি বা ভাগবতধর্মের সর্বমুখ্যত্ব ও অপর বিষয় বা অন্যান্য ধর্ম সকলের তদানুগত্যই স্পষ্টতঃ প্রকাশ হওয়ায়, তদ্দ্বারা অস্পষ্ট বেদের উক্ত নিগূঢ় অভিপ্রায় সুব্যক্ত হইয়াছে। তাই শ্রীচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে,—

'বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥' (২/৬/১৩৯)

এ-স্থলে পুরাণ শব্দে বিশেষভাবে পুরাণার্ক শ্রীভাগবতকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত ভাগবতীয় শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে,—যেমন বেদে কেবল 'ব্রহ্ম' শব্দের অস্পষ্টতার আবরণে যিনি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, ভাগবতে স্বরূপ-লক্ষণের সহিত তাঁহারই সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে; যথা,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥
(ভাঃ ১০/১৪/৩২)

ইহার অর্থ,—পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণ) যাঁহাদের মিত্র,—সেই নন্দগোপ ব্রজবাসীদিগের কি আশ্চর্য ভাগ্য! কি আশ্চর্য ভাগ্য!

উক্ত শ্লোকে, বেদোক্ত সনাতন পূর্ণব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণ,—ইহাই সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইল। তাহা হইলে এখন ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,—সমস্ত বেদের পরম মুখ্য অভিপ্রায় যাহা, সেই ভাগবতধর্মকে সংগোপন রাখায়, বেদে তদানুষঙ্গিক বিষয় সকলই মুখ্যরূপে পরিদৃষ্ট হইবার যোগ্য হইয়াছেন। অপরপক্ষে সুস্পষ্ট বেদার্থস্বরূপ শ্রীভাগবতে সূর্যের ন্যায় সেই ভাগবতধর্মই মুখ্যরূপে সমুদিত হওয়ায়, তদানুষঙ্গিক বিষয় সকল অস্পষ্ট বা নিষ্প্রভ হইয়া তদানুগত্যই ঘোষণা করিতেছেন; বেদ ও ভাগবতে ইহাই ব্যবধান।

মুখ্য বিষয়ের সম্পর্কশূন্য হইয়া তদানুষঙ্গিক বিষয় সকলের ফলদানে অক্ষমতা।

অতঃপর বিবেচ্য বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বেদে কীর্তিত

হইয়াছেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধীয় ও তদানুষঙ্গিক-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ মুখ্য ও গৌণ এই উভয় বিষয় মিলিয়া, সাকল্যে সমস্ত বেদই এক ভাগবতধর্ম্মময় বা আরও সহজ কথায়—ভগবদ্ভক্তিময় সুতরাং ভগবন্ময়ই হইতেছেন। উহার অনুপলব্ধি কালে তদানুষঙ্গিক বিষয়রূপ অপর ধর্ম্ম সকলকেই স্বাভাবিকী সগুণা শ্রদ্ধানুরূপ মুখ্যভাবে গ্রহণ করিয়া, তদনুষ্ঠান দ্বারা যথোপযুক্ত শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। তবে বিশেষ কথা এই যে, তৎসমস্তই উক্ত মুখ্য বিষয়ের আনুষঙ্গিক সম্বন্ধীয় বিষয় হওয়ায়, এই কারণে ভগবদ্ভক্তির সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াই সেই সকল ধর্ম্ম যথার্থ শ্রেয়োবিধানে সমর্থ হয়েন। কিন্তু ভগবৎ বা তদ্ভক্তিসম্বন্ধ বিযুক্ত হইলে, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ তপ, ব্রতাদি কোন সাধন কোন দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না, এ-কথা শাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে। (২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তাহা হইলে অপর সকল ধর্ম্ম যে, এক মুখ্য ভাগবতধর্ম্মেরই আনুষঙ্গিক সম্বন্ধীয়, তৎসমুদয়ের এই ভক্তির আনুগত্য হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। অতএব যাহা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় বা মুখ্য বিষয়, তাহাই ভাগবতধর্ম্ম এবং যাহা তদানুষঙ্গিক সম্বন্ধীয় বা গৌণ বিষয়, তৎসমুদয়কেই অপরাপর ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ক্রিয়াভেদে এক ভক্তিরই মুখ্যা ও গৌণীরূপে প্রকাশভেদ।

এই-হেতু এক ভগবদ্ভক্তিকেও মুখ্যা ও গৌণী ভেদে দ্বিরূপে প্রপঞ্চে প্রকটিতা হইতে হইয়াছে। যখন যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গের সহযোগে যুগপৎ এই উভয় কারণ হইতে জীবে সঞ্চারিতা হয়েন, তখন নির্গুণা বা শুদ্ধা ভক্তি নামে কীর্তিতা হইয়া নিজ মুখ্যফল যাহা, সেই শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজে প্রেমভক্তির উদয় করাইয়া থাকেন। ইহাই হইতেছে সুদুর্লভা মুখ্যা ভক্তি।

আর যখন আনুষঙ্গিক সকাম ধর্ম বা সাধন সকলের সিদ্ধিদায়িনীরূপে তৎসহ সংযুক্তা হয়েন, তখন সগুণা বা সকামা ভক্তি নামে অভিহিতা হইয়া, নিজ আনুষঙ্গিক বা গৌণ ফল যাহা, তদ্দ্বারা সেই ধর্মার্থকাম-মোক্ষ বা ভুক্তি ও মুক্তিরূপ পুরুষার্থ সকল প্রদান করাইয়া, সকাম বা স্বপ্রয়োজনপর সাধকদিগের সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন। ইহাই হইতেছে সুলভা গৌণী ভক্তি (৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ভক্তির এতাদৃশ প্রভাব যে, এই গৌণী ভক্তিরই সম্বন্ধ কিম্বা সংযোগবশতঃ ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া, 'কর্ম' প্রভৃতি 'আরোপসিদ্ধা-ভক্তি' নামে এবং 'জ্ঞান' ও 'যোগ'—'সঙ্গসিদ্ধা-ভক্তি' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য ও নিজ নিজ ফলদানে সমর্থ হয়েন। (৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অতএব মুখ্যা কিম্বা গৌণী যে ভাবেই হউক,—এক ভগবদ্ভক্তির মহিমা ব্যতীত বেদাদি শাস্ত্রে যে অপর কিছুই কীর্তিত হয়েন নাই; এ-কথা একটু স্থিরভাবে সকল দিক্ দিয়া চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে জীব-সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ বাণীই ভক্তিযোগ বা ভাগবতধর্ম।

তাই পূর্বোক্ত 'কালেন নষ্টা প্রলয়ে' (ভাঃ ১১/১৪/৩) ইত্যাদি শ্লোকে, শ্রীভগবান্ সমস্ত বেদকেই 'মদাত্মক ধর্ম' অর্থাৎ তদ্বিষয়া শুদ্ধাভক্তি বা ভাগবতধর্ম বলিয়াই নির্দেশপূর্বক, যখন 'বিসর্গ' অর্থাৎ ব্রহ্মার সৃষ্টিসামর্থ উদ্বুদ্ধ হয় নাই,—সেই সৃষ্টির আদিতে উহাকেই ব্রহ্মাকে কথিত তদীয় **'বাণীরূপ বেদ'** নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, যাহা তদীয় প্রথম নিশ্বাসরূপে আবির্ভূত **শব্দময় বেদ,'** তাহা তখনও সমুদ্রনির্ঘোষের মত অস্পষ্ট ধ্বনিরূপে মহার্ণবের গর্জনের

১। 'পরমীশ্বরং সৃষ্টিসময়ে প্রথম-নিঃশ্বাসভূতাঃ শ্রুতয়ঃ প্রবোধয়ামাসুঃ। —' ইত্যাদি। টীকা—স্বামীপাদ। (ভাঃ ১০/৮৭/১২)

সহিত মিলিত হইয়াই অবস্থান করিতেছিলেন। তাহাই স্পষ্টরূপে সাক্ষাৎ **বাণীরূপ বেদ অর্থাৎ 'চতুঃশ্লোকী'** দ্বারা ব্রহ্মাকে শ্রীমুখে উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং এক, সূত্ররূপ চতুঃশ্লোকীর অর্থই অস্পষ্টতার আবরণে চতুর্বেদে এবং সুস্পষ্টরূপে শ্রীভাগবতে পরিগীত হইয়াছে।

অতএব এই পরম মুখ্যধর্মই স্বয়ং শ্রীমুখের সুস্পষ্ট বাণীরূপে সমষ্টি-জীব স্বরূপ শ্রীব্রহ্মাকে উপদেশ করায়, তদ্দ্বারা সৃষ্টির প্রারম্ভে সংসারপথে যাত্রাকালে সর্ব জীবের প্রতি স্বয়ং স্রষ্টার ইহাই সাক্ষাৎ উপদেশ জানিতে হইবে। জীবের পক্ষে যাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর মঙ্গল অপর কিছুই নাই। পথহারা বহির্মুখ জীবসকলকে পরম শান্তিময় শ্রীচরণতলে—নিজ ঘরে ফিরাইয়া লইবার জন্য স্বয়ং ভগবানের 'যে, করুণার প্রথম আহ্বান বাণী,—তাহারই নাম 'ভাগবতধর্ম'।

তথাপি তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাহীন জীবের পক্ষে তৎগ্রহণের অযোগ্যতার কথাও তিনি চিন্তা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত জীবের স্ব-সামর্থ্যে গ্রহণোপযোগী কর্ম ও জ্ঞানরূপ তদানুষঙ্গিক ধর্ম গ্রহণ করিয়াও যাহাতে যথোপযুক্ত শ্রেয়োলাভ হয়, সেই উদ্দেশ্যে, সাক্ষাৎ কথিত ভক্তিযোগ ব্যতীত, তদানুষঙ্গিক কর্ম ও জ্ঞানযোগকেও 'ময়া প্রোক্তা' অর্থাৎ মদুক্ত বলিয়া, ভক্তির অনুপলব্ধিকাল পর্যন্ত উহাই গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তবে এ-স্থলে 'মৎকথিত' শব্দের তাৎপর্য হইতেছে শাস্ত্রমুখে কথিত। যে-হেতু তিনি 'শাস্ত্রযোনি'[১] অর্থাৎ শাস্ত্রের উৎপত্তিস্থল হওয়ায়, —বেদাদিশাস্ত্রও তৎকথিতই হইতেছে।

শ্রীভগবৎপ্রোক্ত কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ এবং উহার অধিকার-লক্ষণ।

অতএব তদীয় ভক্তিযোগের উপদেশ সর্বাদি সাক্ষাৎ শ্রীমুখের

১। 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'—(ব্রঃ সূঃ ১/১/৩)

বাণীরূপে এবং কর্ম ও জ্ঞানযোগ, বেদশাস্ত্রমুখে উপদিষ্ট হইবার কারণ এই যে,—সর্ববেদে তৎকথিত মুখ্য ভক্তিযোগ পরম গুহ্যবিদ্যারূপে সুরক্ষিত হওয়ায় উহার অদর্শন অর্থাৎ অনুপলব্ধিকালে তদানুষঙ্গিক ধর্ম যাহা, সেই কর্ম ও জ্ঞানযোগ মুখ্যরূপে গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনার কথা পূর্বে সূর্যের দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে। এই-হেতু তদ্দ্বারা স্বপ্রয়োজনপর জীবের অভীষ্ট যাহা, সেই ভুক্তি ও মুক্তি সুসিদ্ধ হইতে পারিবে। আর নিষ্কাম ভক্তজনের পক্ষে সেই নিগূঢ় ভক্তিযোগ স্বয়ংই আত্মপ্রকাশপূর্বক নিজ মুখ্যফল—শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রদান করিবেন। এই নিমিত্ত সৃষ্টির আদিতে সাক্ষাৎ শ্রীমুখে কথিত ভক্তিযোগ এবং শাস্ত্রমুখে কথিত কর্ম ও জ্ঞানযোগ,—এই যোগত্রয় যথাক্রমে মানবগণের পরম মঙ্গল ও মঙ্গলার্থ তদুক্ত বলিয়া শ্রীভগবান্ নিজেই নির্দেশ করিয়াছেন। বেদ নিহিত এই নিগূঢ় অভিপ্রায়, বেদার্থস্বরূপ ভাগবতেই সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে। দেখা যাইবে; যথা—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥

(শ্রীভাঃ ১১/২০/৬)

ইহার অর্থ,—মনুষ্যগণের শ্রেয়োবিধানের নিমিত্ত মদর্পণ-লক্ষণ কর্মযোগ, মদীয় ব্রহ্মাখ্য নির্বিশেষ আবির্ভাব সম্বন্ধীয় জ্ঞানযোগ এবং মদীয় ভগবদাখ্য সবিশেষ আবির্ভাব সম্বন্ধীয় ভক্তিযোগ নামক এই তিনটি উপায় আমাকর্তৃক উক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় কুত্রাপিও উক্ত হয় নাই।[১]

অতঃপর উক্ত যোগত্রয়ের অধিকার-লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে,—

নির্বিন্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্বিন্নচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥ (ঐ ৭)

১। এ-স্থলে অষ্টাঙ্গযোগ—জ্ঞানেরই অন্তর্ভূক্ত বুঝিতে হইবে।

তাৎপর্যার্থ,—যাঁহারা কর্ম ও তৎফলভোগে বা 'ভুক্তি' বিষয়ে দুঃখপ্রদ ও অনিত্যাদিবোধে বিরক্তচিত্ত, সেই লৌকিক ও বৈদিক সর্বকর্মত্যাগী অর্থাৎ কর্মসন্ন্যাসকারীদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগ অভীষ্টপ্রদ (অর্থাৎ মুক্তিপ্রদ) হয়।

যাঁহারা কর্ম ও তৎফল—'ভুক্তি' বিষয়ে আসক্তচিত্ত, সেই সকল ব্যক্তির পক্ষে কর্মযোগই অভীষ্টপ্রদ হইয়া থাকে। (অর্থাৎ 'ভুক্তি' প্রদান করে।)

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্ ।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ (ঐ ৮)

তাৎপর্যার্থ,—আর যাঁহারা যদৃচ্ছালব্ধ অর্থাৎ কোন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও কৃপাদি হইতে প্রাপ্ত সৌভাগ্য বিশেষে[২] আমার (শ্রীভগবানের) নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথাদিতে শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন এবং কর্ম ও তৎফলে ভুক্তিকামীর ন্যায় সত্যবোধে অত্যন্ত আসক্ত কিম্বা মুক্তিকামীর ন্যায় মিথ্যা বোধে অত্যন্ত বিরক্ত নহেন,—তাঁহাদিগের পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ (অর্থাৎ প্রেমভক্তিপ্রদ) হয়।

তদনন্তর উক্ত যোগত্রয় যেভাবে অবলম্বনে জীবের শ্রেয়োলাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন।

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা ।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ (ঐ ৯)

তাৎপর্যার্থ,—যে পর্যন্ত মদর্পণ-লক্ষণ কর্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া, কর্ম ও তৎফলে বিরক্তির উদয়ে জ্ঞানের অধিকার না হয়, কিম্বা যে পর্যন্ত যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গোত্থ আমার কথা শ্রবণাদি বিষয়ে শ্রদ্ধার (

২। 'যদৃচ্ছয়া—কেনাপি পরম-স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তসঙ্গতৎকৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন।'
—(ভক্তিসন্দর্ভঃ ১২৭ অনুঃ)

নির্গুণা ভগবতী-শ্রদ্ধার) উদয় না হয়,—সে পর্যন্ত কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিবে।[১]

তাহা হইলে এখন ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে,—যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গ ও তদুত্থ শ্রীহরিনাম-রূপ-গুণাদি-প্রসঙ্গরূপা ভক্তি,—যুগপৎ এই উভয় কারণের সুদুর্লভ সংযোগে যাঁহাদের শুদ্ধা ভক্তির উদয় ও তৎপূর্বিকা শ্রদ্ধার বিকাশ হইয়াছে, সেই সকল ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত অপর কোন কর্মানুষ্ঠানের —অপর কোন ধর্মোক্ত বিধি-নিষেধ পালনের আবশ্যকতা থাকে না। ইহারই নাম 'ভাগবতধর্ম' বা মুখ্যা ভক্তি। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবসমষ্টি—ব্রহ্মাকে উপলক্ষ্য করিয়া, সর্বজীবের প্রতি ইহাই হইতেছে স্বয়ং স্রষ্টা বা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের বাণী অর্থাৎ শ্রীমুখের সুস্পষ্ট ও পরম উপদেশ। যাহা পরোক্ষ বা অস্পষ্টভাবে—পরম গুহ্যবিদ্যারূপে সর্ববেদে সংগোপনে সুরক্ষিত এবং শ্রীমদ্ভাগবতে সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে সমুদিত হইয়াছে।

সকাম কর্ম ও কর্মযোগে পার্থক্য।

জীবের পক্ষে সেই পরম মুখ্যা ও অহৈতুকী ভক্তি বা ভাগবতধর্মের যে কাল পর্যন্ত সুদুর্লভ সংযোগ না ঘটে, সেই তদনুদয় ও তদনুপলব্ধিকাল পর্যন্তই বেদোক্ত তদানুষঙ্গিক ধর্ম সকলের মধ্যে প্রথমতঃ কর্মযোগের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। বেদোক্ত কেবল সকাম কর্মানুষ্ঠান দ্বারা অভীষ্টভোগ সিদ্ধ হইলেও, কাম্য-বিষয় কেবল উপভোগ দ্বারা ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় না; বরং অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় উহা বিবর্দ্ধিতই হইতে থাকে।[২] সুতরাং ভোগবাসনার নিবৃত্তি না হওয়া অবধি জন্মমৃত্যুরূপ সংসারগতিরও বিরাম হয় না। এই-হেতু কেবল কর্ম

১। 'অস্মিন্ লোকে—'—(ভাঃ ১১/২০/১১)
২। 'ন জাতু কামঃ—' (ভাঃ ৯/১৯/১৪)

না করিয়া, কর্মযোগের অনুষ্ঠান করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। যোগ অর্থে কৌশল।[১]

যেরূপ কৌশলের সহিত কর্ম করিলে তদ্দ্বারা জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার বন্ধন হয় না, তাহারই নাম 'কর্মযোগ'। পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্মফল অর্পণপূর্বক ভোগে অনাসক্ত হইয়া, কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতে যে কর্মের অনুষ্ঠান তাহাই হইতেছে কর্মযোগ।[২] এই ভাবে কর্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধির সহিত বিষয়ভোগ বাসনার ক্ষয় হইয়া থাকে। তাই সকাম জীবের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ শাস্ত্রমুখে কর্মযোগ উপদেশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্বসুখতাৎপর্যময়—বিষয়ভোগ-বাসনা-সন্তপ্ত সকাম জনগণের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন ও তৎফলে ভুক্তীচ্ছার বিরতি হইয়া থাকে। তদবস্থায় সেই সাধকের পক্ষে জ্ঞানযোগের অধিকার লাভ ও তৎসাধন দ্বারা 'মুক্তি' রূপ অভীষ্ট বা স্ব-প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। অথবা চিত্তশুদ্ধি হইলে ভক্তিযোগের দ্বারে উপনীত অর্থাৎ তৎসন্নিকটবর্তী হওয়া যায়। মহৎসঙ্গাদি হইতে সঞ্চারিত শুদ্ধা ভক্তির সংযোগ ব্যতীত তন্মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায় না। যে ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে; কর্মযোগাদির অপেক্ষা করিতে হয় না। হৃদয়স্থিতা অনাদি বিষয়বাসনা ও অবিদ্যাদির গ্রন্থীসমূহ ভক্তির সংযোগকাল হইতেই ক্রমশঃ অনর্থ-নিবৃত্তিরূপে বিলীন হইয়া যায়।[৩]

ভক্তিযোগে শ্রদ্ধার বিকাশই মহৎকৃপাদি সঞ্চারের লক্ষণ।

ভক্তির যাদৃচ্ছিকতা ও সার্বত্রিকতা স্বভাববশতঃ, উহা যে কখন কোন জীবে কোন্ অবস্থায় সঞ্চারিত হইবে বা না হইবে, তাহার কোন

১। '—যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।' (গীঃ ২/৫০)

২। গীতা ২/৪৭ গীতা, ৩/৯ দ্রষ্টব্য।

৩। 'যথা যথাত্মা—'। (ভাঃ ১১/১৪/২৬)

স্থিরতা না থাকায়, এই নিমিত্ত মুখ্যা ভক্তি সকলের পক্ষেই নিরাশা ও আশার বস্তু।

তবে যে কোন অবস্থায় যাঁহারই অন্তরে তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইয়া, সেই ভক্তি বিষয়েই পরম মুখ্যতা বোধ ও অত্যাদর বুদ্ধি হইয়াছে এবং কেবল শ্রীভগবৎ বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণসেবা ও তৎসন্তোষবিধানেচ্ছা ব্যতীত অপর কিছুতেই প্রয়োজন বোধ নাই,—বুঝিতে হইবে যে ভাবেই হউক মহৎসঙ্গাদি দ্বারা তিনি শুদ্ধা ভক্তির বা ভাগবতধর্মের অধিকারী হইয়াছেন।

মহৎকৃপাদি সঞ্চারেই কেবল মুখ্য বিষয় তদ্রূপেই গ্রাহ্য হয়; তদভাবে গৌণ বিষয় মুখ্যরূপে গ্রাহ্য হইয়া, তৎসিদ্ধির নিমিত্ত নির্গুণা ভক্তিই সগুণারূপে প্রকাশ হয়েন।

জীব হৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তির আবির্ভাবে, শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র ও তদুক্ত সাধন সকল, কিম্বা তৎবিষয়ক কথা-গীত-অভিনয়াদি সমস্তই মুখ্য নির্গুণ ও প্রেমদরূপেই গ্রাহ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধার অনুদয়কাল পর্যন্ত বেদোক্ত তদানুষঙ্গিক কর্ম-জ্ঞানাদি সাধন সকলই মুখ্যরূপে বিবেচিত ও গৃহীত হইবার যোগ্য হয়েন। তৎস্থলেই উক্ত সাধন সকলের সিদ্ধিদান নিমিত্ত, ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রোক্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সকল নিজ স্বরূপ গোপন করিয়া, সগুণা বা গৌণভক্তির ছদ্মেই আত্মপ্রকাশ করেন। সুতরাং যে-স্থলে মহৎসঙ্গাদির সংযোগে মুখ্যা ভক্তির বিকাশ হয় নাই, সে-স্থলে উক্ত প্রকারে গৌণা ভক্তির ছদ্মে প্রকাশিত শাস্ত্রোক্ত শ্রীহরিনাম-রূপ-গুণ প্রভৃতির শ্রবণ-কীর্তনাদি অথবা উহাই লোকসমাজে কথাগীতাভিনয়াদিরূপে প্রচারিত ও স্বপ্রকাশ হইয়াও যাহা কৃপায় সহজ লভ্য হইয়া রহিয়াছেন, সেই সগুণা ভক্তির অনুশীলন দ্বারাই কেবল প্রেমভক্তি ব্যতীত সকাম জীবের সর্বাভীষ্টই পূর্ণ হইতে পারে; যে ভক্তি নিজ সম্বন্ধ কিম্বা

সংযোগমাত্র প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সাধন সকলের সিদ্ধিদায়িনী হইয়া থাকেন। কর্ম-জ্ঞানাদি ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গেই সুকৌশলে উহার অঙ্গ রূপে ভক্তির সংযোগ করা হইয়াছে, অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।[১] অতএব উক্ত আনুষঙ্গিক সাধন সকলের যাহা মুখ্য ফল, সেই ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্বর্গ বা ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি স্ব-প্রয়োজনপর জীবের যাহা কিছু অভীষ্ট, তৎ-সমস্তই এই গৌণা ভক্তির সংযোগে বা সম্বন্ধেই সিদ্ধ হইয়া থাকে,—ভক্তির এতাদৃশই অচিন্ত্য প্রভাব !

কর্ম-জ্ঞানাদির ফল, তৎসাধন ব্যতীত কেবল সগুণা ভক্তিরদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যাইলেও, সাধারণতঃ জীবের পক্ষে তৎগ্রহণ-সৌভাগ্যেরও অভাব।

এ-স্থলে অপর বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে,—সকাম কিম্বা স্বপ্রয়োজনপর জীবের অনুষ্ঠেয় কর্ম-জ্ঞানাদি সাধন সকলের অঙ্গরূপে অধিষ্ঠিতা হইয়াই যে গৌণা ভক্তি,—কেবল ভক্তিই নহে, যখন মুক্তি পর্যন্ত জীবের সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করিতে সমর্থা, তখন কর্ম-জ্ঞানাদি সাধন ব্যতীত, উক্ত অভীষ্ট পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই যদি কেবল শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা সেই গৌণা ভক্তিমাত্রেই অনুশীলন করা যায়, তাহা হইলে যে তদপেক্ষা অধিকতর সুফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে অসম্ভাবনার কিছুই নাই।

তবে কথা হইতেছে এই যে,—যেমন উপাস্য বিষয়েও সকাম জীবের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সগুণ দেবতার উপাসনাদি বিষয়ে স্বতঃই আগ্রহ দৃষ্ট হয়; তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা ও তদুপাসনার ফল কিন্তু সর্বদেবতার অন্তর্যামীরূপে শ্রীভগবান্ কর্তৃক প্রদত্ত হইলেও তথাপি সেই

১। ভক্তির সংযোগ—কর্মে, ১২১ পৃষ্ঠায়, অষ্টাঙ্গযোগে,—৩৭ পৃষ্ঠায় এবং জ্ঞানে,—১১৯ পৃষ্ঠায়—আচার্য শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি দ্রষ্টব্য।

ভগবদ্ভজনের জন্য প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না।[1] 'কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ—' (গীতাঃ ৭/২০) ইত্যাদি শ্লোকের আলোচনায় পূর্বে এ-কথা বলা হইয়াছে। (১৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

কিন্তু কোন সৌভাগ্য বিশেষের উদয়ে দেবতান্তরের উপাসনায় উৎসাহিত না হইয়া, সকাম অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই যদি কেবল শ্রীভগবৎ-ভজন বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে সকাম দেবোপাসকগণ হইতেও তাঁহারা যে সুকৃত, এ-কথা গীতায় শ্রীভগবান্ নিজেই 'চতুর্বিধা ভজন্তে মাং—'। (৭/১৬) ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন।

উপাস্য বিষয়ে যেমন,—এ-স্থলে উপাসনা বিষয়েও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ গৌণা ভক্তির সামর্থেই সমস্ত সিদ্ধ হইলেও, সকাম কিম্বা স্বপ্রয়োজনপর জীবের ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি অভীষ্ট লাভের জন্য কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি ধর্মের অনুষ্ঠানে যেরূপ স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান,—কেবল শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা গৌণা ভক্তির অনুশীলনে তদ্রূপ প্রবৃত্তি প্রায়শঃ পরিদৃষ্ট হয় না।

কিন্তু মহৎসঙ্গাদি হইতে সঞ্চারিত না হইয়াও, কোন সৌভাগ্য বিশেষের উদয়ে,[2] অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যদি কর্ম-জ্ঞানাদি আনুষঙ্গিক ধর্মের অপেক্ষা না করিয়া, কেবল শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা গৌণা ভক্তিরই অনুশীলন করা হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রকার সুকৃতি ও সুবুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক হইয়া থাকে। তাহার কারণ সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতের উক্তিই উদ্ধৃত করা হইতেছে,—

"ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়। গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়। অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন। না মাগিতেও

১। 'রজঃসত্ত্বতমো নিষ্ঠা—' ইত্যাদি। (ভাঃ ১১/২১/৩২-৩৪) দ্রষ্টব্য।

২। ইহাকে 'মহৎসঙ্গাভাস'—বলা যাইতে পারে।

কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥ কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয় সুখ। অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মুর্খ ॥ আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেন দিব। স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥ কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে। কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥"

(শ্রীচৈঃ ২/২২/২৩-২৭)

অতএব যে ব্যক্তি সকাম ভাবে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধির জন্য কর্ম-জ্ঞানাদি সাধনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, কেবল শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা সহজলভ্য সগুণা ভক্তির আশ্রয়েই স্বাভীষ্টলাভে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে সেই সুকৃতী ও সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে কোন ভাগ্য বিশেষে, তদবস্থায় ভগবৎকৃপা বা তদ্ভক্তকৃপা সংযোগের সম্ভাবনাই অধিক হইয়া থাকে। যদ্দ্বারা শুদ্ধা ভক্তির সংযোগে পরম কৃতার্থ হওয়া যাইতে পারে। সেই সকল সাধকই—

'সাধুসঙ্গ-কৃপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধ ভক্তি পায় ॥

(শ্রীচৈঃ ২/২৪/৬৯)

তাহা হইলে এখন ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে,—শ্রীভগবৎ-চরণকমলে প্রেমসেবা প্রাপ্তির একমাত্র উপায় স্বরূপ মুখ্যা বা সুদুর্লভা শুদ্ধাভক্তির অনুদয় বা অনুপলব্ধিকালেও, কেবল গৌণা বা সগুণা ভক্তির ছদ্মে সহজলভ্যারূপে প্রপঞ্চে বিরাজমানা—শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা ভক্তির আশ্রয় করিয়াই, কর্ম-জ্ঞানাদি কোন ধর্ম বা অন্য কোন সাধনার অনুষ্ঠান ব্যতীতই জীবের সর্বাভীষ্ট সহজেই পূর্ণ হইতে পারে। সর্বপাপক্ষয় নিরয়-নিবারণ, সংসারাবর্তনের অবসান হইতে আরম্ভ করিয়া, ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি সর্বাভীষ্ট—বাঞ্ছিত যে কোন পুরুষার্থ প্রদান করিবার পক্ষে এই গৌণা ভক্তির প্রভাবই অচিন্তনীয় ও অব্যর্থ। অধিক কথা

কি?—যাহার আভাস মাত্র ঘটিলেও[১] মুক্তি পর্যন্ত জীবের সমস্ত অভীষ্টই সিদ্ধ হইয়া যায়,—সেই ভক্তির সাক্ষাৎ প্রভাবের কথা আর অধিক কি-ই বা বলা যাইতে পারে।

কেবল অপরাধ ভিন্ন ভক্তির ফলোদয়ে অপর কোন বাধা নাই।

অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই নিরপরাধে ভক্তির অনুশীলন বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবৎপদাম্বুজে বা সাক্ষাৎ তৎসম্বন্ধীয় ভক্তি, ভক্ত প্রভৃতি বিষয়ে অবজ্ঞাদিরূপ কোন অপরাধ ঘটিলে, এমন কি—মুক্তাবস্থায় আরূঢ় হইয়াও তথা হইতে অধঃপতিত হইতে হয়। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

> যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
> স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
> আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
> পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ ॥ (শ্রীভাঃ ১০/২/৩২)

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবগণের উক্তি)—হে কমলনয়ন! ভক্তির অভাবে তোমার প্রতি বিমুখ যাহারা নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে,—সেই তাহারা বহু তপস্যাদি দ্বারা অতি কষ্টে মোক্ষপদযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়াও, তোমার শ্রীচরণের প্রতি অনাদর বুদ্ধি করিয়া সেই স্থান হইতে অধঃপতিত হয়।

নিষ্কাম, সকাম, মোক্ষকাম—সকলের পক্ষে কেবল ভক্তিই অনুশীলনীয়।

অতএব নিষ্কাম, সকাম অথবা মোক্ষকাম—যিনি যাহাই হউন,

১। ভক্তির আভাসে মুক্তি পর্যন্ত ফললাভের দৃষ্টান্ত;—নামাভাসরূপ ভক্তির আভাসে অজামিলের মুক্তি। (ভাঃ ৬/২/৪৯)। মুষিককর্তৃক মন্দিরে দীপদানাভাসে। মদিরামত্ত ব্যক্তিকর্তৃক মন্দির ধ্বজারোপণাভাসে। কুক্কুর মুখধৃত পক্ষির মন্দির পরিক্রমাভাসে। (ভক্তিসন্দর্ভঃ ১৫২-১৫৩ অনুঃ দ্রষ্টব্য)।

সর্বজীবের সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্য সর্বাবস্থায় সর্বভাবে—কেবল অপরাধশূন্য হইয়া[1] একমাত্র ভক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করা সুবুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইয়া থাকে। এ-কথা সুস্পষ্ট বেদস্বরূপ শ্রীভাগবতেই বিঘোষিত হইয়াছে।

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

(ভাঃ ২/৩/১০)

ইহার অর্থ,—স্বসুখ কামনাশূন্য—একান্ত ভক্ত, কিম্বা সর্বকামনাপর—কর্মী, অথবা মোক্ষ-কামনাপর—জ্ঞানী,—যিনিই হউন, তিনি যদি সুবুদ্ধিমান্ (অর্থাৎ ভক্তির শ্রেষ্ঠতা ও সার্বত্রিকতা সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ) হয়েন, তাহা হইলে ঐকান্তিক ভক্তিযোগ দ্বারা শ্রীভগবানেরই আরাধনা করিবেন।

সুতরাং মুখ্যা বা গৌণা যেভাবেই হউন, সমস্ত বেদের কৃষ্ণভক্তিই যে একমাত্র অভিপ্রায় এবং বেদোক্ত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—সমস্তই যে প্রচ্ছন্নরূপে সেই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক ইহাই বুঝিতে পারা যায়। তন্মধ্যে মুখ্যা ভক্তি বা ভাগবতধর্মই মুখ্য অভিপ্রায়। অপর সমস্তই গৌণ বা তদানুষঙ্গিক বিষয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে।[2]

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন,—ইহাই চতুঃশ্লোকীর অভিপ্রায় হওয়ায়, সমস্ত বেদেরও সেই অভিপ্রায় হইতেছে।

এখন চতুঃশ্লোকীর তাৎপর্যের উপলব্ধি হইলেই বেদের উক্ত নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যাইবে।

১। 'অপরাধশূন্য' বলিতে—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ পর্যন্ত বুঝিতে হইবে।

২। 'গৌণ-মুখ্য-বৃত্তি কি অন্বয় ব্যতিরেকে। বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল—কহয়ে কৃষ্ণকে ॥' —(চৈঃ ২/২০/১২৮)

প্রণব হইতে গায়ত্রী ও গায়ত্রীর অর্থই অস্পষ্টতার আবরণে বেদে ও সূত্ররূপে চতুঃশ্লোকীতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীব্রহ্মাকে শ্রীভগবানের শ্রীমুখে কথিত সেই চতুঃশ্লোকীর তাৎপর্যই যে অস্পষ্টতার আবরণে চতুর্বেদে ও সুস্পষ্টভাবে শ্রীভাগবতে বিস্তারিত, এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

সেই চতুঃশ্লোকীর মুখবন্ধ বা ভূমিকাস্বরূপ উহার পূর্ববর্তী শ্লোক দুইটির তাৎপর্য উপলব্ধ হইলেই চতুঃশ্লোকীর অভিপ্রায় ও তদ্দ্বারা, অস্পষ্ট হইলেও বেদের মুখ্য তাৎপর্য কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইতে পারে। গ্রন্থবিস্তার আশঙ্কায় তদ্বিষয়ে এ-স্থলে কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র প্রদান করা যাইতেছে।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং যে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্ ।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥

(শ্রীভাঃ ২/৯/৩০)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবান্ কহিলেন হে ব্রহ্মণ! মদ্বিষয়ক পরমগুহ্য জ্ঞান, যাহা বিজ্ঞান সমন্বিত এবং উহার রহস্য ও তদঙ্গ যাহা, আমি তৎসমুদয়ই কথিতরূপে (শ্রীমুখের বাণী দ্বারা) তোমাকে বলিতেছি,— তুমি উহা গ্রহণ কর।

তাৎপর্য,—' মদ্বিষয়ক পরমগুহ্য জ্ঞান' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাদি হইতেও নিগূঢ় যাহা, সেই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক জ্ঞানকেই বুঝিতে হইবে। 'কৃষ্ণে ভগবত্তাজ্ঞান সংবিতের সার' —(চৈঃ ১/৪/৫৮) অর্থাৎ স্বরূপশক্তির অন্তর্গত সম্বিৎশক্তির সাররূপ যে জ্ঞান। প্রাকৃত সত্ত্বসঞ্জাত জ্ঞান নহে। সুতরাং ইহা সকল জ্ঞান হইতে গুহ্যতম। 'যাহা বিজ্ঞান সমন্বিত'— অর্থাৎ শ্রীভগবদনুভব যোগ্য বা তৎসাক্ষাৎকার যোগ্য অপরোক্ষ জ্ঞানের সহিত; কিম্বা যদ্দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—সেই হ্লাদিনী-সার

সমবেত সম্বিৎসার রূপা ভক্তি বা ভাগবতধর্ম বিষয়ক জ্ঞানসহ। 'উহার রহস্য' হইতেছে—সাধারণে অদেয় ('কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া । চৈঃ ১/৮/১৬) পরম রহস্যময় সুগোপ্য—প্রেমভক্তি। 'তদঙ্গ' হইতেছে—শ্রবন-কীর্তনাদিরূপা নবধা ভক্ত্যঙ্গ ও তৎসাধনাঙ্গ সকল। এই সমুদয় সাক্ষাৎ শ্রীমুখে কথিতরূপে ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়া, উহা গ্রহণ করিতে বলায়, এতদ্বারা পূর্বোক্ত 'কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।' (ভাঃ ১১/১৪/৩) ইত্যাদি শ্লোকোক্ত বাণীরূপ বেদ অর্থাৎ এই চতুঃশ্লোকীর কথাই বুঝা যাইতেছে। নিঃশ্বাসরূপ বেদ যাহার অস্পষ্ট অভিব্যক্তি। অপর শ্লোকটি হইতেছে,—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥

(শ্রীভাঃ ২/৯/৩১)

ইহার অর্থ,—আমি যে স্বরূপ বা পরিমাণ বিশিষ্ট, আমি যে লক্ষণান্বিত, আমি দ্বিভূজ-চতুর্ভুজাদি ও শ্যাম-শুক্লাদি যে যে রূপবিশিষ্ট এবং আমি যাদৃশ রূপ-গুণ-লীলা বিশিষ্ট, আমার অনুগ্রহে, তোমার তৎসমুদয়ের যথার্থ অনুভব হউক।

উক্ত স্বরূপ, লক্ষণ, রূপ-গুণাদির বিষয় হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ। অথবা উহা তৎসম্বন্ধীয়ও বলা যায়।

এখন বুঝিতে হইবে, বেদাদি শাস্ত্রোক্ত যাহা কিছু বক্তব্য, তৎসমুদয়ই অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের অর্থাৎ চারিটি প্রসঙ্গের অন্তর্গত। উহা হইতেছে (১) বিষয় (২) সম্বন্ধ (৩) প্রয়োজন (৪) অভিধেয়।

বিষয়ের জ্ঞান হইতে সম্বন্ধের জ্ঞান, সম্বন্ধের জ্ঞানে প্রয়োজনের জ্ঞান এবং প্রয়োজনের জ্ঞান হইতে অভিধেয় বা কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়া

থাকে। অনেক স্থলে আবার বিষয়কে সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি প্রসঙ্গরূপেও বলা হয়।

তাহা হইলে দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত বিষয়বস্তুগুলি সমস্তই কৃষ্ণ বিষয়ক হওয়ায়—শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন তৎসমুদয়ের বিষয় অথবা বিষয় ও সম্বন্ধ একত্র ধরিলে, উক্ত বিষয়গুলিকে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়ও বলা যায়। তাহা হইলে এইগুলি এবং প্রথম শ্লোকোক্ত তৎবিষয়ক জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতেছে—তৎবিষয়ক 'সম্বন্ধ'। 'রহস্য' বা প্রেমভক্তি হইতেছে তৎবিষয়ক 'প্রয়োজন'। 'তদঙ্গ' সকল হইতেছে তৎবিষয়ক 'অভিধেয়' বা কর্তব্য অতএব কৃষ্ণ বিষয়ক সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অভিধেয়—এই তিনটি প্রসঙ্গের অন্ততঃ আভাস মাত্র যাহা চতুঃশ্লোকীর মুখবন্ধ শ্লোক হইতে উপলব্ধি করা যাইতেছে, উহাই চতুঃশ্লোকীতে সূত্ররূপে শ্রীভগবান্ কর্তৃক কথিত হইয়াছে।

বেদ ও ভাগবত যখন চতুঃশ্লোকীরই অস্পষ্ট ও সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি, তখন বেদোক্ত যাহা কিছু বিষয়, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন প্রসঙ্গ, তৎসমুদয়ই যে, কৃষ্ণ বিষয়ক,—অস্পষ্ট হইলেও তদ্দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং এক শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনই ফল্গুধারার ন্যায় প্রচ্ছন্ন প্রবাহে সমস্ত বেদে এবং ইহাই মুক্ত প্রবাহে সমস্ত ভাগবতে বিস্তারলাভ করিয়াছেন, চতুঃশ্লোকীর আভাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।[১]

তাহা হইলে এই পর্যন্ত আলোচনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনরূপ ভাগবতধর্মই যে সমস্ত বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, ইহাই সর্বতোভাবে প্রতিপাদিত হইল। অপর সমস্ত বিষয়ই হইতেছে—কোথাও উহার ছদ্মরূপ, কিম্বা কোথাও উহারই গৌণ কিম্বা

১। 'ভাগবতে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন। ইত্যাদি। (শ্রীচৈঃ ২/২৫/৮৫) 'বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন।' ইত্যাদি (ঐ ২/২০/১০৯) দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক বিষয়। যদৃচ্ছালভ্যা সেই মুখ্যা ভক্তির অনুদয় ও অনুপলব্ধিকাল পর্যন্তই সকাম কিম্বা স্বপ্রয়োজনপর জীবের অভীষ্ট লাভের নিমিত্ত তৎসম্বন্ধযুক্ত কর্ম জ্ঞান প্রভৃতি তদানুষঙ্গিক ধর্ম সকলের, অথবা অধিকতর সৌভাগ্যোদয়ে কেবল গৌণী ভক্তির আশ্রয়েই অবস্থান করা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে,—তৎসহ ইহাও বুঝিতে পারা যায়।

শুদ্ধা ভক্তিই পরম-পুরুষার্থ; ধর্মার্থকাম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থ হইতেছে—স্বপ্রয়োজনপর জীবের জন্য উহারই ছদ্মরূপ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে,—যদি ভক্তিই জীবের, বেদাদি শাস্ত্রোক্ত একমাত্র মুখ্য প্রয়োজন হইলেন, তবে শাস্ত্র সকলে ভক্তির উল্লেখ না করিয়া কেবল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গকেই পুরুষার্থরূপে নির্দেশ করা হইল কেন?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—মুখ্যা ভক্তিই বেদাদি শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য হইলেও, তদনুদয় ও অনুপলব্ধিকালে শাস্ত্রকর্তৃক সকাম ও স্বপ্রয়োজনপর জীবের জন্য যেমন উহারই ছদ্মরূপকে কিম্বা উহার গৌণ অথবা আনুষঙ্গিক বিষয়কেই মুখ্যরূপে গ্রহণোপযোগী করিয়া রাখা হয়, তথাপি শুদ্ধদৃষ্টির সমক্ষে যেমন মুখ্য বিষয়েরই প্রকাশ হইয়া থাকে,—সেইরূপ একমাত্র মুখ্যা ভক্তিই জীবের মুখ্য প্রয়োজন বা পরমপুরুষার্থ হইলেও, তদনুপলব্ধি স্থলেই উহার ছদ্ম কিম্বা গৌণরূপকেই ধর্মার্থকামমোক্ষ নামক পুরুষার্থরূপে স্বপ্রয়োজনপর জীবজগতে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত করা হইয়াছে। ভক্তি বিভাবিত দৃষ্টির সমক্ষে চতুর্বর্গের সেই প্রচ্ছন্নতার যবনিকা আপনিই অপসারিত হইয়া, তৎস্থলে কেবল এক ভক্তিরূপ পরমপুরুষার্থই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। শাস্ত্র সকলও তদবস্থায় সেই ভক্তের নিকট ধর্মার্থকামমোক্ষ বা ভুক্তি ও মুক্তিরূপ প্রচ্ছন্ন পুরুষার্থ সকলের প্রকৃষ্ট স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন।

তাই দেখা যায়—যে 'ধর্ম', ধর্মার্থকাম অর্থাৎ ত্রিবর্গ বা ভুক্তির মূলরূপে এবং যে 'মুক্তি' মোক্ষরূপে জীবজগতে সুপরিচিত , সেই 'ধর্ম ও 'মুক্তির' যথার্থ স্বরূপ যে ভক্তিই—ভোগ-মোক্ষ নহে, এ-কথা নিম্নস্বরে শাস্ত্র সকল ভক্তিমান-জনকেই জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

'ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো—' (ভাঃ ১১/১৯/২৭)

অর্থাৎ আমার ভক্তির অনুশীলনই 'ধর্ম' নামে কথিত হইয়া থাকে। সেইরূপ মুক্তিরও যথার্থ তাৎপর্য 'মোক্ষ' নহে, —'ভক্তি'ই। ইহাও শাস্ত্র হইতে জানা যায়; যথা,—

'নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন ।'

(শ্রীহরিভক্তি-বিলাসধৃত—১০/৭৩ স্কান্দে—রেবাখণ্ডে—ব্রহ্মোক্তি) অর্থাৎ হে জনার্দন, তোমাতে যে অচলা ভক্তি, তাহাই 'মুক্তি' নামে কীর্তিতা হয়েন।

সুতরাং চতুর্বর্গের স্থূল বাহ্যার্থ—ভুক্তি ও মুক্তিরূপ পুরুষার্থ হইলেও, উহার সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় অর্থ যে ভক্তি ব্যতীত অপর কিছুই নহে, এ-কথাও নিম্নোক্ত শাস্ত্রোক্তি হইতে অবগত হওয়া যায়; যথা,—

ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা দ্বিজোত্তমাঃ ।
হরিভক্তিপরাণাং বৈ সম্পদ্যন্তে ন সংশয়ঃ ৷৷

(হরিভক্তি-বিলাসধৃত—১০/১০৪ বৃহন্নারদীয় বাক্য)

অর্থাৎ—হে বিপ্রসত্তমগণ, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নামক পুরুষার্থ হরিভক্তগণেরই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তাহা হইলে ভক্তিই যে পরমপুরুষার্থ এবং তদনুদয়কালে ধর্মার্থকাম-মোক্ষ অর্থাৎ ভুক্তি ও মুক্তি নামে কথিত পুরুষার্থ সকল

যে উহারই ছদ্মরূপ, একথা বুঝিবার পক্ষে এখন অসুবিধা থাকিতেছে না।

শুদ্ধা ভক্তির অনুদয়কালে, ভগবানে সর্বকর্মার্পণপূর্বক অন্ততঃ ভক্তির সন্নিকটবর্তী হইয়া অবস্থিতিই শাস্ত্রবিহিত।

সকাম জীবসাধারণের প্রয়োজন যাহা কিছু সমস্তই নিজের জন্য। এই-হেতু ইহা হইতেছে—'পুরুষার্থ' বা 'স্বার্থ'। নিষ্কাম শুদ্ধভক্তের প্রয়োজন যাহা কিছু, সমস্তই পরমপুরুষ অর্থাৎ কৃষ্ণের নিমিত্ত। এই-হেতু ইহা হইতেছে—'পরমপুরুষার্থ' বা 'কৃষ্ণার্থ'।

সুদুর্লভা শুদ্ধা ভক্তির সংযোগ না হওয়া পর্যন্ত কাহারও পক্ষে স্বপ্রয়োজনপর পুরুষার্থ ব্যতীত অপর কোন পুরুষার্থের ধারণা করাও অসম্ভব। সুতরাং তদবস্থায় জীবের ভাবনা, বাসনা এবং কায়িক, বাচিক ও মানসিক যাহা কিছু চেষ্টা—যে কিছু ক্রিয়া-কর্ম, তৎসমস্তই স্বপ্রয়োজনপর হওয়ায়, তদ্দ্বারা জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারগতি নিরুদ্ধ না হইয়া, ভয় ও বন্ধনেরই কারণ হইয়া থাকে। এই-হেতু কর্ম-প্রবণ জীবের কর্মপাশ বিমুক্তির কৌশলস্বরূপ শাস্ত্রে কর্মযোগের ব্যবস্থা। স্বনিমিত্ত কর্ম যখন করিতেই হইবে, তখন নিজ কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনাশূন্য হইয়া, অনাসক্তভাবে কর্মসকল অনুষ্ঠানপূর্বক উহা শ্রীভগবানে অর্পণ করাই কর্মের কৌশল। এইরূপ সুকৌশলে কর্মানুষ্ঠিত হইলে, কর্মবন্ধন না হইয়া চিত্তশুদ্ধি ও তৎফলে জ্ঞানমার্গে প্রবেশলাভ কিম্বা ভক্তির দ্বারে উপনীত হওয়া যায়। তদবস্থায় মহৎকৃপাদির সংযোগে ভক্তিমার্গে প্রবেশ লাভের সম্ভাবনাও করা যায়। ইহাই সর্বমুখ্য ভাগবতধর্মের অন্ততঃ সন্নিকটবর্তী হইয়া থাকিবার উপায়। এই-হেতু শ্রীকবি যোগীন্দ্রকর্তৃক ভাগবতধর্ম নির্দেশ করিবার পরেই, তদনুদয়কালে জীবের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত নিম্নোক্ত উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে; যথা,—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ ॥ (শ্রীভাঃ ১১/২/৩৬)

ইহার অর্থ,—বিধি অনুসারেই হউক কিম্বা স্বভাবকৃতই হউক,—দেহ দ্বারা, বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা, ইন্দ্রিয় দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা বা চিত্ত দ্বারা যে সকল কর্ম করা হয়, সে সকল কর্মই পরমেশ্বর—শ্রীনারায়ণকে সমর্পণ করিবে।[১]

শুদ্ধ ভক্তগণের সমুদয় চেষ্টাই শ্রীভগবৎসেবা ও তৎপ্রীতিবিধান নিমিত্ত; তদ্ভিন্ন স্বপ্রয়োজন কিছুই নাই।

শুদ্ধ ভক্তগণের কিন্তু সমুদয় চেষ্টা বা কার্য—শ্রীভগবানের প্রয়োজনে। স্বনিমিত্ত বলিয়া এখানে কোন কার্য বা কথা নাই। স্বপ্রয়োজনবোধের এখানে কোন স্থান নাই। ইহাই ভাগবতগণের বৈশিষ্ট। ভক্তের অখিল বাসনা ও চেষ্টাই ভগবদর্থে বা মূলতঃ কৃষ্ণার্থে।[২] অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রীতিবিধান নিমিত্ত,—স্বনিমিত্ত কিছুই নহে।

এখন যদি এইরূপ মনে করা হয় যে,—ভক্তগণের পক্ষে ভুক্তি-মুক্তিরূপ পুরুষার্থ সকল প্রয়োজন না হইতে পারে; কিন্তু প্রেমকেই যখন 'প্রয়োজন'রূপে স্বীকার করা হইয়াছে এবং সেই প্রেমোদয়ের নিমিত্ত শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা সাধনভক্তিও যখন তৎকারণরূপ প্রয়োজন হইতেছে, তখন ভক্তগণের স্বনিমিত্ত কোন প্রয়োজন নাই, এ-কথা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?

১। সেই পরমেশ্বর বা মূল-নারায়ণের নিজোক্তি হইতেও এই কথাই অবগত হওয়া যায়;—'যৎ করোষি যদশ্নাসি—।' ইত্যাদি। (গীতাঃ ৯/২৭) দ্রষ্টব্য।

২। 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা—'। (চৈঃ ২/২২/৭২)

তৎবিষয়ে সমাধান হইতেছে এই যে,—'প্রেম' শ্রীভগবানেরই প্রিয় সামগ্রী—একমাত্র প্রেম-মধুপ শ্রীভগবানের প্রেমই উপজীব্য। কুসুমে মধুর সঞ্চার যেমন ভ্রমরের প্রয়োজনেই, সেইরূপ ভক্তহৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার—উহা কেবল প্রেম-মধুপ ভগবানেরই প্রয়োজন বা প্রীতি সাধন নিমিত্ত,—ভক্তের স্বপ্রয়োজনে নহে। সেইরূপ প্রেমের কারণ—শ্রবণকীর্তনাদিরূপা সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান জন্য ভক্তগণের যে একমাত্র কামনা দেখা যায়, তাহাও স্বপ্রয়োজনে নহে। ভক্তিবশ ভগবানের কেবল ভক্তিই প্রিয়বস্তু; তাই সেই ভক্তি দ্বারা ভগবৎপ্রীতি-সাধন জন্যই ভক্তগণের ভক্তিলাভের কামনা। শ্রীভগবানের প্রিয়বস্তু ভগবানকে অগ্রে অর্পণ করিয়া, তৎপ্রসাদীরূপে উহা পরে গ্রহণ করা,—তৎসেবা দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিয়া নিজ সুখবাঞ্ছা না থাকিলেও পরে তৎপ্রদত্ত সেই প্রসাদীসুখে সুখী হওয়া, ইহাই ভক্ত চরিত্রের বৈশিষ্ট। এই-হেতু ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বা নিষ্কাম।

(১) স্বপ্রয়োজনপর সকল জীবেরই স্বনিমিত্ত অর্থাৎ নিজ-প্রয়োজন বা তৎসাধন রূপেই সমস্ত কার্য।

(২) সুকৃতীদিগের স্বনিমিত্তই প্রথমে সকল কার্যের অনুষ্ঠান ও পরে উহা ভগবানে অর্পণ।

(৩) শুদ্ধ ভক্তগণের কিন্তু ভগবৎসেবা ও তৎপ্রীতি বাঞ্ছা ব্যতীত স্বনিমিত্ত বলিয়া কিছু না থাকায়, সমুদয় কার্যই অগ্রে ভগবানে সমর্পণ ও তদীয় সেবার আনুকূল্য থাকিলে উহা পশ্চাতে প্রসাদীরূপে গ্রহণ।

এই-হেতু শুদ্ধ ভক্তগণের শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধন সকলের অনুষ্ঠান বিষয়েও দেখা যায়, উহা ভগবানের প্রিয় বলিয়া প্রথমে তাঁহাকে সমর্পণপূর্বক তৎসেবার আনুকূল্যে প্রসাদীরূপে পশ্চাতে উহা গ্রহণ। শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত নবধা সাধনভক্তি সম্বন্ধেও উক্ত রীতিই শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তো ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্‌ ॥

(শ্রীভাঃ ৭/৫/২৩-২৪)

ইহার অর্থ,—(শ্রীপ্রহ্লাদকর্তৃক পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রতি উক্তি) শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবনং, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, এবং আত্ম-নিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি, ভগবান্‌ বিষ্ণুতে সাক্ষাৎরূপে অর্পিত হইয়া[১] তৎপরে কোন ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকেই উত্তম অধ্যয়ন মনে করি।

কেবল ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষেই সুখ অপেক্ষা সেবারই গৌরবাধিক্য থাকায়, প্রাপ্ত সেবানন্দ বর্জন করিয়াও কেবল সেবাভিলাষ।

উক্ত বিষয়ের সার মর্ম হইতেছে এই যে,—শুদ্ধ ভক্তগণের যাহা কিছু বাসনা ও চেষ্টা এবং তদ্দ্বারা সেবার অনুকূল বোধে যাহা কিছু বিষয় গ্রহণ, তৎসমস্তই শ্রীভগবানের মনে করিয়া, তদ্দ্বারা ভগবানের সেবা ও প্রীতি বিধানই উহার একমাত্র অভিপ্রায়। কেবল ভগবৎসেবা দ্বারা তৎসুখবিধান ব্যতীত ভক্তগণের অন্য কোন প্রয়োজন নাই। ভগবানকে সেবা দ্বারা সুখী করিয়া, তৎসুখে সুখী হইবার অভিপ্রায়ও তাঁহাদের থাকে না। যে-হেতু কেবল ভক্ত ও ভগবানের এই বিশুদ্ধ সম্বন্ধস্থলেই ভক্তের পক্ষে 'সুখ' হইতেও 'সেবা' অনেক উপরের বস্তু।

১। 'সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত—টীকা স্বামিপাদ। অর্থ—শুদ্ধা ভক্তি হইতেছে—ভগবানে অগ্রে অর্পণ পরে অনুষ্ঠান। কিন্তু কর্মার্পণাদির ন্যায় অগ্রে অনুষ্ঠান ও পরে অর্পণ নহে।

সুতরাং কেবল সেবাবাঞ্ছা ভিন্ন এ-স্থলে সুখবাঞ্ছার কোন স্থান নাই। তাই সেবাদ্বারা ভগবানকে সুখী দেখিয়া, তাঁহারা তৎসুখের জন্য পুনঃ পুনঃ তৎসেবা লাভেরই বাসনা করেন কিন্তু তৎসুখে সুখাভিলাষ করেন না। এইরূপে ভক্তগণের সুখবাঞ্ছা না থাকিলেও, তথাপি ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ভক্তের সেবায় সুখী হইয়া, সেই প্রসাদী সুখে ভক্তগণকে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করেন। সুখবাঞ্ছা করিয়া তল্লাভেযে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্তের অবাঞ্ছিত হইলেও এই ভগবৎপ্রদত্ত সুখ তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক হইয়া থাকে। ('সুখ বাঞ্ছা নাই সুখ হয় কোটিগুণ'। চৈঃ ১/৪/১৫৭) সুখ অপেক্ষা সেবারই গৌরবাধিক্য থাকায়, ভগবদ্দত্ত সেই প্রাপ্তসুখকেও সেবার বাধক বোধ করিয়া ভক্তগণ উহা বর্জন করিতেই সচেষ্ট হয়েন।

এ-বিষয়ে শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে, যথা,—

'নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে।
যে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥'

(শ্রীচৈঃ ১/৪/১৭১)

ইহার দৃষ্টান্ত; যথা,—

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষা-
দক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥

(ভক্তিরসামৃত সিন্ধু পশ্চিম ২ লহঃ ২৪)

ইহার তাৎপর্যার্থ,—কৃষ্ণ সারথি দারুক একদা শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিতেছিলেন। কৃষ্ণসেবার ফলে, দারুকের চিত্তে আনন্দাতিশয্য নিবন্ধন

দেহে স্তম্ভ নামক সাত্ত্বিক ভাবোদয়ে, হস্ত জড়ীভূত হইয়া সেবায় বিঘ্ন হইতে লাগিল। এইজন্য দারুক সেই প্রাপ্ত প্রেমানন্দকেও অভিনন্দিত না করিয়া নিন্দাই করিয়াছিলেন।

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপুরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দ-বিলোচনা ॥

(ঐ দক্ষিণ ৩ লহ ৩২)

ইহার অর্থ,—কমলনয়না কোনও এক কৃষ্ণকান্তা, গোবিন্দদর্শন জনিত আনন্দাশ্রুসমূহকে কৃষ্ণদর্শনের বিঘ্নবোধে অতিশয় নিন্দা করিয়াছিলেন।

অতএব যে কৃষ্ণসেবার নিকট প্রেমানন্দও বিঘ্নস্বরূপ বোধ হয়, তাহার সহিত অপ্রাকৃত সালোক্যাদি মুক্তিসুখের কিম্বা আরও নিম্নস্থ প্রাকৃত সুখের আর কি-ই বা তুলনা হইতে পারে? নিষ্কাম ও নির্মলচিত্ত ভাগবতগণ এতাদৃশই স্বপ্রয়োজন-তাৎপর্যশূন্য।

অবশ্য এই সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবটি কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভক্তাধিকারী ভেদে যথাক্রমেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, ইহাও বুঝিতে হইবে।

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিলাম যে,—একমাত্র শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত, আত্মসুখ-তাৎপর্য বা স্বপ্রয়োজনপরতাশূন্য সম্পূর্ণ নিষ্কাম বা সুনির্মল—বিশুদ্ধভাব অপর কিছুই নাই। পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণার্থ ভিন্ন, স্বার্থসম্বন্ধের লেশাভাসও ইহাতে না থাকায়, ইহাই হইতেছে—পরম-পুরুষার্থ।

তাই শ্রীভগবানের স্বেচ্ছায় ভক্তাধীনতা।

এই-হেতু, ভ্রমর যেমন প্রস্ফুটিত তামরস-কোষে স্বেচ্ছায় সংবদ্ধ হয়,—দেবমুণীন্দ্রগুহ্য সর্বাধীশ শ্রীভগবানও সেই রূপ স্বেচ্ছায় ভক্তের প্রেম-ভক্তি পাশে আবদ্ধ হইয়া ভক্তাধীন হয়েন। স্বপ্রয়োজনপর

পুরুষার্থরূপ স্বার্থান্বেষী জীবজগতে এতাদৃশ নিঃস্বার্থ ও নিষ্কামধর্ম ধারণাতীত বা দুর্বোধ্য হওয়ায়, এই মুখ্যা ভক্তি বা ভাগবতধর্মই সমস্ত বেদ-বন্দিত সর্বসার-সম্পদ হইলেও, উক্ত কারণে বেদে পরমগুহ্য বিদ্যারূপে ইহাকে অতি সংগোপনে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। যাহার ফলে তদনুদয়কালে উহারই ছদ্মরূপ কিম্বা গৌণরূপকে অথবা তদানুষঙ্গিক বিষয় সকলকে মুখ্যরূপে বিবেচিত হইয়া, তদ্দ্বারা ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ স্বপ্রয়োজনপর পুরুষার্থান্বেষী ব্যক্তিগণের স্বাভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে।

সমগ্র ঋগ্বেদবর্ণিত সোম-রহস্য ও গুহ্য মধু-বিদ্যাই প্রচ্ছন্ন ভাগবতী-বিদ্যা বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-রহস্য।

সমস্ত বেদের মুখ্য অভিপ্রায় যে ভগবদ্ভক্তি বা ভাগবতধর্মেই পর্যবসিত—অত্যন্ত রহস্যাবৃতবৈদিক হেঁয়ালী ভাষা ও তদুপরি পরোক্ষবাদের প্রচ্ছন্নতা ভেদ করিয়া উহার সূক্ষ্ম মর্ম অনুধাবন করিতে যাঁহারা কথঞ্চিৎ সমর্থ হইয়াছেন, এরূপ বেদবিদ্ মনীষিগণের মধ্যে কেহ কেহ এই রূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন[১] যে,—বেদ সকলের মধ্যে কর্মকাণ্ডপ্রধান ঋগ্বেদের প্রায় সর্বত্রই সোম-যাগ, সোমপান, সোমগান, সোমস্তুতি—এক কথায় সোমঘটিত ব্যাপারে পরিপূর্ণ বলিলেই চলে। সত্র, অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোমাদি অধিকাংশ যাগ-যজ্ঞাদির সোমই হইতেছে প্রধান অঙ্গ। সাধারণ বা বাহ্যার্থে 'সোম' একপ্রকার লতা বিশেষ। উহার রস মাদকতা শক্তিসম্পন্ন ও বিস্বাদ। যজ্ঞে এই সোমরস দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইত। সেই নিবেদিত সোমরস ঋষিগণও স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তি কামনায় পান করিতেন। বেদোক্ত সোমের ইহাই স্থূল বা বাহ্যরূপ হইলেও, ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন সূক্ষ্ম অর্থ লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে, যাহার প্রকৃষ্ট মর্ম সুবিজ্ঞ 'ব্রহ্মা'

১। বেদ-প্রবেশিকা।

নামক ঋত্বিক প্রধানগণ ব্যতীত অপরে অবগত ছিলেন না। এই 'সোম' নামক পদার্থকে 'ইন্দু', 'রাজা', 'মধু' প্রভৃতি নামেও বেদের অনেকস্থলে নির্দেশ করিতে দেখা যায়। আর সেই 'সোম' সম্বন্ধে কেবল পানের কথাই নহে,—যজ্ঞকালে সেই সোমকে উদ্দেশ্য করিয়া এরূপ বহু প্রার্থনা ও স্তব-স্তুতি বিরচিত হইয়াছে, যাহাতে সোম ও সোমরসকে কোথাও বা পরমদেবতা—পরমাত্মা বা পরমেশ্বর এবং কোন স্থলে বা সেই পরমেশ্বরে বা শ্রীভগবানে 'ভক্তি' অর্থাৎ ভগবৎপ্রেম সুধা—প্রেম-মদিরা ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিবার হেতু পাওয়া যায় না। সে-সকল স্থলের অর্থের সহিত প্রাকৃত লতা বিশেষের বন্দনা কিম্বা তাহার নির্য্যাস হইতে প্রস্তুত কোন মাদক দ্রব্য বিশেষের স্তব-স্তুতির কথা মনে করিলে, কোন প্রকারেই তদ্ভাবের সহিত সঙ্গতি হয় না।

আবার বেদের কোন কোন স্থলে 'মধুবিদ্যা' নামক কোন এক গোপনীয় অর্থাৎ গুহ্যবিদ্যার উল্লেখ দেখা যায়। ইহা সাধারণে প্রকাশযোগ্য ছিল না। কথিত আছে, একদা ইন্দ্র, দধিচ ঋষিকে এই 'মধুবিদ্যা' উপদেশ করিয়া ছিলেন এবং ইহা অন্যত্র প্রকাশ করিলে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হইবে—এইরূপ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করাইয়া তবে সেই গুহ্যবিদ্যা তাঁহাকে প্রদান করেন। 'মধু' শব্দ যখন সোমেরই সমপর্যায়-রূপে দেখা যায়, তখন এই 'মধুবিদ্যা' যে 'সোমরহস্য' ভিন্ন অপর কিছু নহে, এরূপ অনুমান করা কোন প্রকারেই অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

এই সোমরস আবার ইন্দ্রের অতিশয় প্রিয় সামগ্রী বলিয়াও সেই বেদেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 'ইন্দ্র' শব্দও যে অনেক স্থলে পরমাত্মা—পরমেশ্বরেরই প্রচ্ছন্ন নাম, এ-কথাও পূর্বে সাক্ষাৎ শ্রুতিবাক্য হইতেই সমর্থিত হইয়াছে। বেদের বহু স্থলেই 'ইন্দ্র', 'সবিতা', 'অগ্নি' প্রভৃতি নামে সেই পরমাত্মবস্তু—পরমেশ্বরকেই যে, পরোক্ষভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে, এ-কথাও সেই সকল স্থলের অভিপ্রায় একটু স্থির ভাবে

প্রনিধান করিলে কথঞ্চিৎ বুঝিতে না পারা যায় এমন নহে। অতএব সোমরসকে ইন্দ্রের অতিশয় প্রিয়বস্তু বলিয়া উল্লেখ থাকায়, সোমপ্রিয় ইন্দ্রের আবরণে, ভক্তি প্রিয় শ্রীভগবানের ভক্তিই যে প্রিয় সামগ্রী ('ভক্তিবশঃ পুরুষো'। শ্রুতি) ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। সুতরাং 'সোমরস' সেই ভগবদ্ভক্তি—ভগবৎ প্রেমেরই যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত,—এরূপ অনুমান করা কোনক্রমেই অসঙ্গত নহে। তাহা হইলে পূর্বোক্ত 'মধুবিদ্যা' বা 'সোমরহস্য' যে গুহ্য 'ভক্তিবিদ্যা' অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিরহস্য বা 'ভাগবতধর্ম' ভিন্ন অপর কিছু নহে, এ-কথাও অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

তাহা হইলে এখন সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড প্রধান বলিয়া যে ঋগ্বেদ প্রসিদ্ধ, উহাতে ইন্দ্রাদি দেবতা ও তদুদ্দেশ্যে যে সকল যাগ-যজ্ঞাদি বিহিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই 'সোম' সম্বন্ধীয়। আর সেই 'ইন্দ্র' কিম্বা 'সোম' ও 'সোমরস' যদি শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তিরই নামান্তর বা সাঙ্কেতিক শব্দ হয়, তাহা হইলে বাহ্যদৃষ্টিতে কর্ম-প্রধান সমস্ত ঋগ্বেদই যে, প্রচ্ছন্ন সলিলা ফল্গুধারার মতই অন্তরে শ্রীভগবান্ বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও তৎসম্বন্ধীয় প্রেমভক্তি-কথারূপ সুধা-ধারাই বহন করিতেছেন, এ-কথা বলিবার পক্ষে কোনও বাধা থাকিতে পারে না।[১]

অতএব বিষয় বাসনা-সন্তপ্ত, রজস্তমোগুণ-বহুল সকাম কর্ম-চঞ্চল জনসাধারণের পক্ষে নির্গুণ ও নিষ্কাম ভক্তিরহস্য দুর্বোধ হওয়ায়, তদনুপলব্ধিকালে সেই সকাম জনগণের কর্মনিষ্ঠা বিচলিত বা বিক্ষুব্ধ না করিবার উদ্দেশ্যেই যে, সমস্ত বেদের মুখ্য অভিপ্রায়স্বরূপ এই 'মধুবিদ্যা' বা 'সোমরহস্য' নামক ভক্তি বা ভাগবতী-বিদ্যাকে বেদে বিশেষ সঙ্গোপনে রাখা হইয়াছে, এরূপ কথারও আভাস সেই বেদেরই

১। ৪৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

কোন কোন স্থল হইতে বিদিত হওয়া যায়। যথা,—

'আচ্ছদ্‌বিধানৈর্গুপিতো বার্হতৈঃ সোম রক্ষিতঃ ।'

(ঋগ্বেদ ১০/৮৫/৪)

অর্থাৎ হে সোম! স্তোতৃগণ সংগোপন করিবার অভিপ্রায়েই তোমার রহস্য আচ্ছাদন করিয়া রাখেন।

শ্রুতিকর্তৃক বেদগুহ্য সেই ভাগবতধর্মের ইঙ্গিত এবং তৎসমন্বয়ে শ্রীভাগবতে উহার সুস্পষ্ট সমাধান।

অতএব সমস্ত বেদে কোনও এক রহস্যবিশেষ যে, পরমগুহ্য ও নিগূঢ়রূপে সংরক্ষিত হইয়াছে,—যে রহস্য উহার বাহ্যার্থ দ্বারা প্রকাশ করা হয় নাই, পরোক্ষভাবে হইলেও, অন্ততঃ এইরূপে ভাগবতধর্মেরই ইঙ্গিত শ্রুতিকর্তৃক নিম্নোক্ত প্রকারে প্রদর্শিত হইতে দেখা যায়; যথা,—

তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ম্
তদ্ ব্রহ্মা বেদয়তে ব্রহ্মযোনিম্ ।
যে পূর্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদু-
স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ ॥ (শ্বেতাশ্ব ৫/৬)

ইহার অর্থ,—যাহা বেদের মধ্যে দুর্বোধ্যবিদ্যা, উপনিষদসমূহে গূঢ়রূপে অবস্থিত,—যিনি বেদের কারণ স্বরূপ, তাঁহাকে ব্রহ্মা জানেন, পূর্ব দেবতা (শম্ভু প্রভৃতি) এবং ঋষিগণ (কতিপয় শ্রীনারদাদি) তদ্বিষয়ে অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তন্ময় (তদ্ভাবযুক্ত) হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন।

উক্ত বেদগুহ্য বিদ্যার সুস্পষ্ট সারার্থ গীতায় (৯/১-২) 'রাজবিদ্যা' 'রাজগুহ্য'—ইত্যাদি শব্দে বর্ণিত বিষয় হইতে যেমন অবগত হওয়া যায়,—তেমনি আমরা সেই বেদগুহ্য বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় অবগত

হইতে পারি, —বেদের সুস্পষ্ট বিস্তারার্থস্বরূপ শ্রীভাগবতোক্ত ভাগবতধর্ম্মের বর্ণনার মধ্যেই। কেবল দিগ্‌দর্শনার্থ তাহা হইতে কয়েকটি শ্লোক ও তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এ-স্থলে করা যাইতেছে,—

অজামিলোপাখ্যানে স্বীয় দূতগণের প্রতি শ্রীধর্মরাজের উক্তি; —

ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধর-চারণাদয়ঃ ॥

(শ্রীভাঃ ৬/৩/১৯)

ইহার অর্থ,—সাক্ষাৎ ভগবদুক্ত তদাত্মক এই ধর্ম (অর্থাৎ ভক্তি বা ভাগবতধর্ম) তাহা যখন ঋষিগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ—কেহই অবগত নহেন, তখন অসুরগণ, মনুষ্যগণ এবং বিদ্যাধর ও চারণাদিরা আর কি প্রকারে জানিবে? (অর্থাৎ তাহারা যে ইহা বুঝিতে অসক্ত একথা বলাই বাহুল্য।)

যদি কেহই না জানেন, তবে সেরূপ ধর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ কি? এই সন্দেহের আশঙ্কায় পুনরায় বলিতেছেন,—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্।
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥

(শ্রীভাঃ ৬/৩/২০-২১)

পূর্বোক্ত 'তদ্বেদগুহ্যং—' (শ্বেতাঃ ৫/৬) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সমন্বয়ে উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকের একই তাৎপর্য বিদিত হওয়া যাইবে; যথা,—

হে দূতগণ! ব্রহ্মা, ('ব্রহ্ম বেদতে —' শ্বেতা°) নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, ব্যাসনন্দন শুকদেব

এবং আমি (ধর্মরাজ) এই দ্বাদশজন[১] আমরা সেই ভাগবতধর্ম রহস্য অবগত আছি; ('যে পূর্বদেবা [রুদ্রাদয়ঃ], ঋষয়শ্চ [নারদাদয়ঃ] তদ্বিদু।—শ্বেতা°।), ইহা বেদে গুহ্যরূপে নিহিত রহিয়াছে। ('তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ম্'। শ্বেতা°।); ইহা বিশুদ্ধ অর্থাৎ নির্গুণ ও নিষ্কাম; সুতরাং কৈতবাদি রহিত। এইজন্য সগুণ ও সকাম কর্মাদিপর সাধারণ স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে ইহা প্রকাশ না থাকায়, ভোগৈশ্বর্যাদি বা অর্থবাদাদি বিষয়েই আসক্ত মলিনচিত্ত জনসাধারণের পক্ষে এই ভাগবতধর্ম ('ব্রহ্মযোনিম্—'। শ্বেতাঃ ৫/৬) (অর্থাৎ বেদ কিম্বা ব্রহ্মার যিনি উৎপত্তিস্থল—সেই শ্রীভগবান্ ও তদাত্মক যে ধর্ম) দুর্বোধ্য। কিন্তু কোন বিশেষ ভাগ্যে ইহা জানিতে পারিলে অমৃতত্ব লাভ করা যায়; (স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ।' —শ্বেতা°।)

তাহা হইলে 'বেদগুহ্য' বিষয়ের রহস্য, যাহা অস্পষ্টভাবে পূর্বোক্ত শ্রুতিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে,—সেই শ্রুতি মন্ত্রের সহিত 'স্বয়ম্ভুরাদি' উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকার্থের সমন্বয়ে, এখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম,—ভাগবতধর্মই সেই বেদগুহ্য বিদ্যা, যাহার পরমামৃতধারা ফল্গুধারায় ন্যায় সমস্ত বেদে এবং মুক্তধারায় সমগ্র ভাগবতে প্রবাহিত হইতেছে।

সর্ববেদে ভক্তিযোগ বা ভাগবতধর্মেরই একমুখ্যতা, স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক সমর্থিত।

অতএব জীবমাত্রের আত্মধর্ম বা মুখ্য শ্রেয়ো সাধন যে বহু নহে—একটিই এবং উহাই হইতেছে ভাগবতধর্ম বা সর্বমূলতঃ 'প্রেমধর্ম'; তদ্ভিন্ন বেদাদি শাস্ত্রে বাহ্যতঃ যে বহু কর্তব্যের নির্দেশ দেখা যায়, তৎসমুদয়

১। 'এই দ্বাদশজন' বলিতে—তাঁহারা এবং তদনুগৃহীত সম্প্রদায়-পরম্পরা ভিন্ন অপরে মহাগুণযুক্ত হইলেও এই ভাগবতধর্ম অবগত নহেন,—ইহাই বুঝিতে হইবে। 'মহাজনো দ্বাদশেভ্যস্তদনুগৃহীত-সংপ্রদায়িভ্যশ্চ—' ইত্যাদি। (ভক্তিসন্দর্ভঃ ১১০ অনুঃ)

যে, সেই শুদ্ধা ভক্তির অনুদয়কালে বা তদ্বিষয়ে উপলব্ধির অভাবে অগত্যা করণীয় বিষয়,—এ-কথাও সেই বেদের কারণস্বরূপ—স্বয়ং শ্রীভগবানের নিজোক্তি দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে—শ্রীমদুদ্ধবের প্রশ্নের সমাধানে। সুতরাং ভাগবতধর্মের এক-মুখ্যতা বিষয়ে ইহার অধিক অপর প্রমাণের আর কি-ই বা আবশ্যকতা আছে? খুব সংক্ষেপে তদ্বিষয়ে এ-স্থলে কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন মাত্র করা যাইতেছে। বিস্তারিত বিষয় মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।[১]

বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ ।
তেষাং বিকল্প প্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা ॥

(শ্রীভাঃ ১১/১৪/১)

ইহার অর্থ,—উদ্ধব কহিলেন হে কৃষ্ণ! বেদবাদিগণ বহু অর্থাৎ নানা প্রকার শ্রেয়ঃ সাধনের কথা বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একটিই প্রধান বা মুখ্য ও অপরগুলি গৌণ কিম্বা সকলগুলিই প্রধান বা মুখ্য?

পরবর্ত্তী 'ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্—' ইত্যাদি শ্লোকে এই প্রশ্নের সংক্ষেপ সমাধান উদ্দেশ্যে শ্রীউদ্ধব নিজেই বলিতেছেন—হে স্বামিন্! আপনি কিন্তু অন্য নিরপেক্ষ অর্থাৎ পরম স্বতন্ত্র ভক্তিযোগের কথাই আমাকে উপদেশ করিয়াছেন; যাহার প্রভাবে অপর সাধ্য ও সাধন বিষয়ে আসক্তি শূন্য হইয়া চিত্ত একমাত্র আপনাতেই আবিষ্ট হইয়া থাকে।

অনন্তর শ্রীউদ্ধবকর্ত্তৃক বিষয়ের উত্তর দান প্রসঙ্গে 'কালেন নষ্টা প্রলয়ে—' (ভাঃ ১১/১৪/৩-৭) ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে সর্বপ্রথম তদীয় বাণীরূপ বেদ দ্বারা যে, তদাত্মক ভক্তিযোগ মাত্রই উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই ভক্তি বা

১। শ্রীভাগবত ১১/১৪/১-১৩) শ্লোক সকল দ্রষ্টব্য।

ভাগবতধর্ম্মময় বেদোৎপত্তির কথা হইতে আরম্ভ করিয়া, তৎপরবর্তী শ্লোক সকলে সেই বেদ যে প্রকারে ব্রহ্মা, মনু, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ হইতে তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি ও শিষ্য পরম্পরায় দেবতা, দানব, মনুষ্য, বিদ্যাধরাদি ক্রমে উহা বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন।

তৎপরে সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ-সম্পন্ন সেই সকল ভূত ও ভূতপতিগণের বিভিন্ন স্বভাব ও শ্রদ্ধা ভেদেই যে, সেই এক বেদার্থ ব্যাখ্যানে নানা প্রকার শ্রেয়ঃ সাধন বাক্য সমুৎপন্ন হইয়াছে সে কথাও শ্রীভগবান্ ব্যক্ত করিয়াছেন।

উক্ত স্বভাব বৈচিত্র্য হেতু মনুষ্যগণের মধ্যেও বেদ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কি, অবিজ্ঞ কোন কোন ব্যাখ্যাতার উপদেশ পরম্পরা হইতে অপরে বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ডমতেরও আশ্রয় করিয়াছে। তিনি ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম যথারুচি ॥

(শ্রীভাঃ ১১/১৪/৯)

ইহার অর্থ,—এইরূপে বিভিন্ন পুরুষগণের গুণ-কর্ম ও শ্রদ্ধা ভেদে, তাঁহারা যে, বেদের এই এক-মুখ্যতা (অর্থাৎ মদ্ভক্তি তাৎপর্য) উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, নানাপ্রকার শ্রেয়ঃ সাধনের কথা বলিয়াছেন,—হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ উদ্ধব! উহা আমার মায়ায় মোহিত হইয়াই জানিবে।

তাহা হইলে বেদের যথার্থ স্বরূপ অবগতির নিমিত্ত, বেদ যাঁহার নিঃশ্বাস—সেই সাক্ষাৎ বেদময় পুরুষ স্বয়ংভগবানের শ্রীমুখের উক্তির পর আর কোন প্রমাণের সার্থকতা থাকিতেছে না। সুতরাং শ্রীভগবানের নিজোক্তি হইতেই সমস্ত বেদের ভক্তিযোগেরই পূর্বসিদ্ধতা ও সাক্ষাৎ

ভগবৎপ্রবর্তিততা হেতু পরম মুখ্যতা এবং তদ্ভিন্ন অপরাপর শ্রেয়োসকলের তদানুষঙ্গিকতা বা গৌণতা কিম্বা স্ববুদ্ধি প্রবর্তিত আধুনিকতার[১] কথাই সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যাইতেছে। অতএব সমস্ত বেদের শ্রীভাগবতধর্মেরিই এক-মুখ্যতা প্রতিপাদিত হইল।

১। 'অগ্রে চ ভক্তিযোগস্যৈব প্রাক্‌সিদ্ধতা, সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ-প্রবর্ত্তিততা, স্বয়মেব মুখ্যতা, পরেষাত্ত্বর্বাচীনতা, যথারুচি নানাজন-প্রবর্ত্তিততা তুচ্ছতা চেতি।'

—(ভক্তিসন্দর্ভঃ ৭৫ অনুঃ)

নবম উদ্ভাসন

যুগধর্ম বিচারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রকটিত কলিযুগে সুদুর্লভা ভক্তির সহজলভ্যতারূপ সমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট।

সাধারণতঃ শুদ্ধা ভক্তির সুদুর্লভতা।

তাহা হইলে এতাবৎ আলোচনাদ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে, 'ভাগবতধর্ম' বা বিশুদ্ধা ভগবদ্ভক্তিই সর্বজীবের একমাত্র অমৃতময় প্রকৃষ্ট জীবনোপায় এবং তন্নিবন্ধন সর্ববেদাদি শাস্ত্রের ইহাই মুখ্য অভিপ্রায় হইলেও, তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধার সুদুর্লভতাই জীবসাধারণের পক্ষে তৎপ্রাপ্তির প্রধান অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য শ্রদ্ধাহীনজনের পক্ষে তৎপ্রয়োজনেরও কোন উপলব্ধি থাকে না ইহাও নিশ্চয়। কিন্তু কোন ভাগ্যে সেই নির্গুণা ভাগবতীশ্রদ্ধার উদয় হইলে, জীবমাত্রের পক্ষেই কোন অধিকার ভেদের অপেক্ষা না করিয়া তদ্বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইবামাত্র, সেই সুদুর্লভা শুদ্ধা ভক্তি সহজলভ্যা হইয়া স্বয়ংই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। আবার সেই নির্গুণা শ্রদ্ধার উদয়ও পরম স্বতন্ত্র মহৎসঙ্গাদি সাপেক্ষ হওয়ায় এবং যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গাদিও প্রায়শঃ সুদুর্লভ হওয়ায়, ('মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ।—নারদভক্তিসূত্র ৩৯) এই-হেতু অনাদি বহির্মুখ

জীবের পক্ষে ভক্তিরূপা সেই অপ্রাকৃত পরমামৃতধারার সহিত জীবনধারার সংযোগ স্থাপন করা একান্তই দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে।

সুদুর্লভ স্বাতি-নক্ষত্রের বারিবিন্দু স্পর্শে যেমন কোটি কোটি শুক্তিকার মধ্যে ক্বচিৎ কোথাও কোন একটির বুকে মুক্তার সঞ্চার হয়, সেইরূপ কোটি কোটি জীবের মধ্যে যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপা-বারির সংস্পর্শে ক্বচিৎ কোন জীবের হৃদয়ে নির্গুণা ভগবদ্ভক্তি—কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সুতরাং এতাদৃশী শুদ্ধা ভক্তির সুদুর্লভতা স্বাভাবিকই হইতেছে। তাই 'কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।'

যে বস্তু যত অধিকতর মূল্যবান তাহার গ্রাহক সংখ্যাও তদনুপাতে অল্প হইতে অল্পতর হইতে দেখা যায়। জাগতিক কোন মুল্যে নির্গুণা শুদ্ধা ভক্তিকে লাভ করা যায় না বলিয়া, ইহা অমূল্য বস্তুই হইতেছেন। সুতরাং এতাদৃশ অমূল্য বস্তুর গ্রাহক সংখ্যা যে সর্বাপেক্ষা অল্পই হইবে এবং তদ্বিষয়ে সেই অল্পতাই যে উহার সর্বশ্রেষ্ঠতার প্রমাণ,—ইহাও ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। তাই সমস্ত জীবের তারতম্য বিচারে ভক্ত জীবেরই পারম্য শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। 'জীবা শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং—' (ভাঃ ৬/২৯/২৮-৩৪) ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকে শ্রীভগবানের উহা নিজোক্তি। অতএব এতাদৃশী ভগবদ্ভক্তি চিরদিন যে জীবের ভাগ্যে সুদুর্লভা হইয়াই থাকিবার কথা,—ইহার অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকটিত বর্তমান কলিযুগের অসাধারণত্ব।

তথাপি এই জীবজগতের পক্ষে পরম আশা ও আনন্দের সংবাদ ইহাই যে,—ব্রহ্মার দিবস বা এক কল্পকাল মধ্যে এই বর্তমান কলিযুগেই কেবল ভব-বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত সেই পরমা ভক্তি, সর্বজীবের পক্ষেই একান্ত সহজলভ্য হইয়াছেন। এই বিশেষত্ব বর্তমান কলিযুগ ভিন্ন কল্পান্তর্গত সত্যাদি অপর কোন যুগেরই নাই, এ-কথা শাস্ত্র হইতেই প্রমাণিত হয়।

এই বিশেষ কলিযুগের উক্ত পরম বৈশিষ্টের জন্য তাই সত্যাদি যুগেরও মহা পুণ্যবান্ প্রজা সকল এই ভক্তি-ধন্য কলিযুগে জন্মলাভের প্রার্থনা করেন। ('কৃতাদিষু প্রজারাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।' ভাঃ ১১/৫/৩৮) তাহার কারণ এই যে, —যেমন দুগ্ধের সার নবনীত ও তৎসার ঘৃতই হইতেছে, সেইরূপ সর্ব বেদের প্রাণধারা স্বরূপ ভাগবতধর্ম বা ভক্তিযোগেরও সার যাহা, সেই ব্রজপ্রেমধর্ম বা এক কথায় 'প্রেমধর্ম' প্রতিকল্পে একবার করিয়া, উহার বিলাসভূমি ব্রজলোকের সহিত স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া থাকেন। তৎকালে সেই প্রেম জগতে প্রকটিত ও প্রদর্শিত হইলেও কিন্তু তৎকর্তৃক প্রদত্ত হয় না।

ভক্তগণকর্তৃক যে ভক্তি, স্বাতি-জলবিন্দুর মত অতি বিরলভাবেই ক্কচিৎ কোন জীবে সঞ্চারিত হয়,—সর্বলীলাসার সেই ব্রজলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণজলধির বাসনা হয়,—সেই ভক্তির পরমসার ও অন্যের অদেয় যে ব্রজপ্রেম, —মহাপ্লাবনের ন্যায় উহা দ্বারা একবার বিপুলভাবে জীবজগত পরিপ্লাবিত করেন। কিন্তু ভক্তিদান বিষয়ে ভক্তগণকেই সে অধিকার প্রদত্ত হওয়ায় এবং তৎকালে নিজেরও পূর্ণ সর্বেশ্বরত্ব প্রকাশ থাকায়[১], তদ্দ্বারা ভক্তের অধিকার অতিক্রম করা হয় ভাবিয়া—ভক্তাধীন তিনি, এই প্রতিবন্ধকতায় তদবস্থায় উক্ত বাসনাটিও অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই দেখা যায়, তৎকালে তিনি অরিগণকেও মুক্তিদান করিয়াছেন কিন্তু ভক্তিদানে প্রায়শঃ বিরত থাকিতে হইয়াছে।[২] ('মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।' (ভাঃ ৫/৬/১৮)

১। 'এক কৃষ্ণ সর্বসেব্য জগত ঈশ্বর। আর যত সব তাঁর সেব্কানুচর।' (চৈঃ ১/৬/৭০)

২। 'কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তের ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু প্রেম ভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥' (চৈঃ ১/৮/১৬)

সর্বভক্তিসার-ব্রজপ্রেম দানে একমাত্র শ্রীগৌর-জলধরেরই অধিকার।

এই-হেতু উক্ত প্রতিবন্ধকতার প্রতিকার কল্পে এবং পূর্বোক্ত নিজ অপূর্ণ বাঞ্ছাত্রয়ের সহিত (৩০৮ পৃষ্ঠায়) তদানুষঙ্গিকরূপে এই প্রেমদান বাসনাটিও পূর্ণ করিবার জন্য, ব্রজের শ্রীশ্যামসুন্দর মহাভাব-স্বরূপিণী সর্বভক্ত শিরোমণি—গৌরাঙ্গিণী শ্রীরাধিকার হেমতনুর প্রতি অণু দিয়া নিজ শ্যামাঙ্গের প্রতি পরমাণু ঢাকিয়া, তদ্ভাব ও কান্তির প্রাধান্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া, নিজ আবির্ভাব-বিশেষে—কনকোজ্জ্বল শ্রীগৌরসুন্দররূপে এই কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায়—শ্রীনদীয়ার অবতীর্ণ হয়েন।[১] তৎকালে নিজ পরিপূর্ণ ভগবত্তার সহিত পরিপূর্ণ ভক্তভাবের সম্মিলন থাকায়, ভক্তের অধিকার উল্লঙ্ঘন না করিয়াই, তদবস্থায় নিজ মহাভক্তত্ব নিবন্ধন, পূর্বসঙ্কল্পিত বাঞ্ছাত্রয় পূর্ণ করিবার ও তৎসহ জগতে বহুকাল অদেয় ব্রজপ্রেম স্বতন্ত্র সাধু-সঙ্গাদির অপেক্ষা না করিয়া, নিজেই বিপুলভাবে প্রদান করিবার পক্ষে আর কোন বাধাই থাকে না।

যেমন জলধিকর্তৃক ধরণী প্লাবিত করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, নিজভাবে থাকিয়া উহা সম্ভব হয় না—বেলাভূমি অতিক্রম করিবার অশক্যতায়; কিন্তু নিজ আবির্ভাববিশেষে যখন সূক্ষ্মতর বাষ্পভাব বহুল মেঘাকারে রূপান্তরিত ও তড়িৎদামে শোভিত হইয়া আকাশে পরিব্যাপ্ত হয়, তখনই যেমন গর্জনের সহিত প্রচুর বর্ষণ দ্বারা ধরণী প্লাবিত করা সম্ভব হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রজের কৃষ্ণ-জলধি, ভক্তিদানে সাধুগণের অধিকাররূপ বেলা অতিক্রমে অশক্য হইয়া, নিজ আবির্ভাববিশেষে যখন বাষ্পরূপ প্রেমাশ্রুবিগলিত ও বিদ্যুৎবর্ণা শ্রীরাধার কনককান্তি-শোভিত হইয়া, গৌর-জলধররূপে জীবের ভাগ্যাকাশে সমুদিত হয়েন,—শ্রীহরিধ্বনিমেঘমন্দ্রের গম্ভীর গর্জনের সহিত অজস্রধারায় প্রেমবারিবর্ষণে

১। 'ব্রহ্মার এক দিনে তিহোঁ একবার।' ইত্যাদি। (চৈঃ ১/৩/৪-২২) দ্রষ্টব্য।

তৎকালেই জগত প্লাবিত করিয়া, মর্ত্য জীবসমূহকে পরমামৃতত্ব প্রদান করিতে সমর্থ হয়েন। সৃষ্টির ইতিহাসে ইহার অধিক পরমাশ্চর্য ও পরম মাঙ্গলিক ঘটনা অপর কিছুই ঘটে না। অবশ্য এ-কথার উপলব্ধির পক্ষে তদনুরূপ শ্রদ্ধা বা মনোবৃত্তি থাকাও আবশ্যক।

সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে উপলক্ষ্য করিয়া জীব-সমষ্টির প্রতি স্বয়ং স্রষ্টা কর্তৃক উপদিষ্ট ভাগবতধর্মরূপ যে করুণার আহ্বানবাণী প্রদত্ত হয়, ব্রহ্মার দিবসের প্রায় মধ্যবর্তীকালে মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের মতই পূর্ণ মহিমায় উদ্ভাসিত সেই স্বয়ংভগবান্ জীব-জগতের ভাগ্যাকাশে সমুদিত হইয়া, নবনীত হইতে নিষ্কাশিত হবির ন্যায় পূর্বোপদিষ্ট ভাগবতধর্মের সার-সম্পদ—'ব্রজপ্রেম' ও তৎপ্রাপ্তির পরম উপায়—'কৃষ্ণনাম' উক্তপ্রকারে জগতে প্রকৃষ্ট ও পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ ও নির্বাধে যথেষ্টরূপে প্রদান করিয়া এই কলিযুগকে সর্বযুগ হইতে পরমধন্য করিয়া থাকেন।

ভাগবতধর্মের পরমসার—'প্রেমধর্ম' ও তৎপ্রদাতা শ্রীগৌরকৃষ্ণই সর্ববেদের নিগূঢ়তম বিষয়।

বেদগুহ্য ভাগবতধর্মেরও অভ্যন্তরে—আরও নিগূঢ়রূপে সন্নিহিত এই 'প্রেমধর্ম' এবং তৎপ্রকাশ ও প্রদানের একমাত্র অধিকার যাঁহার,—সেই রসরাজমহাভাব মিলিত—মূর্তিমন্ত প্রেমস্বরূপে প্রচ্ছন্ন—শ্রীগৌরকৃষ্ণ, ইহাই হইতেছে বেদের গহন প্রদেশে নিহিত সর্ব নিগূঢ়তম তত্ত্ব।[১] সুতরাং নিখিল ভগবৎস্বরূপের মধ্যে, স্বয়ংভগবানের কেবল এই সীমাপ্রাপ্ত আবির্ভাব বিশেষটিই সর্বকান্তা-শিরোমণির ভাব-কান্তি দ্বারা 'ছন্নত্ব' নিবন্ধন (ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম। ভাঃ

১। 'অশেষ শ্রুতিগূঢ়বেশং—' (চৈঃ চন্দ্রামৃত—৫৭) অর্থাৎ অশেষ শ্রুতি সকলের মধ্যে যিনি নিগূঢ়ভাবে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন।

'গতিরতিশয়েনোপনিষদাং—' (শ্রীরূপকৃত স্তবমালায় চৈতন্যাষ্টকে ১/২) অর্থাৎ উপনিষদ সকলের চরমগতি যে স্থানে সীমাপ্রাপ্ত।

৭/৯/৩৮) ইহা যেমন সর্বাপেক্ষা দূর্বোধ্য বিষয়ই হইয়াছে, তেমনি আবার কোন ভাগ্যে ইহা বুঝিলে, ইহার পর বুঝিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। পারমার্থিক জগতে ইহার পূর্বে সাধ্যের অবধি যে পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এই শ্রীগৌরতত্ত্বটি তাহারও উপরে নিরতিশয় নিগূঢ়রূপে অবস্থিত হওয়ায়, ইহা জগতের দুর্জ্ঞেয়ই ছিল। তাই নিজ তত্ত্বটি স্বয়ংই শ্রীল রামানন্দরায়ের দ্বারা জগতে প্রকাশ করাইবার অভিপ্রায়ে তৎকথিত 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্য সার'—এই কথা শ্রবণের পরেও, যেন কিছু সঙ্কোচের সহিত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

'প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয় ।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥ '

(শ্রীচৈঃ ২/৮/৭৩)

ব্রহ্মা উদ্ধবাদি বন্দিত ব্রজগোপিকাগণের মধুররসাত্মক কান্তাপ্রেমের উপরেও যে আর কোন সাধ্য বস্তুর কথা এ-জগতে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইহা শ্রীরামানন্দের ধারণাই ছিল না। তাই এই প্রশ্নকর্তাকেই সেই পরম নিগূঢ়তত্ত্ব বলিয়া সংশয়পূর্বক তিনি সবিস্ময়ে বলিয়াছেন,—

'রায় কহে ইহার আগে পুঁছে হেন জনে ।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥'

(শ্রীচৈঃ ২/৮/৭৪)

এই প্রশ্নের উত্তরে শেষ পর্যন্ত শ্রীরামরায় যাহা বলিয়াছিলেন—স্বয়ং প্রশ্নকর্তাই হইতেছেন উহার উত্তর। অর্থাৎ প্রেমবিলাস-বিবর্তের পরিণতি-স্বরূপ—সর্বসাধ্যের শেষ সীমাপ্রাপ্ত পরমাবস্থা—শ্রীগৌরসুন্দর।[১]

জগতে এ-যাবৎ অপ্রকাশিত ও উহার পরম গুহ্যত্ব নিবন্ধন, তৎকৃপা বিশেষ ভিন্ন সেই সীমাপ্রাপ্ত পরতত্ত্বের সন্ধানলাভ, সুদুর্লভই হইবার কথা। এই-হেতু তৎস্থলে কেবল তদীয় প্রচ্ছন্ন মহাভক্ত-স্বরূপটিই সাধারণতঃ জগতে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হইয়া থাকেন।[২] বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। এই-হেতু তাঁহাকে পরমভক্তস্বরূপে উপলব্ধি করিয়াও, তদানুগত্য দ্বারা অন্যের অপ্রকাশ্য ও অদেয় ভব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত সেই ব্রজপ্রেম, তৎপ্রবর্তিত শ্রীহরিনাম-কীর্তন হইতেই এই কলিযুগে জীবমাত্রের সুখলভ্য হইয়া থাকে। ইহাই বর্তমান যুগের অসাধারণ বৈশিষ্ট।

বেদগুহ্য ভাগবতীবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তি বা ভাগবতধর্ম সম্বন্ধেই যে, দেবতা ও ঋষিগণের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি উহা বিদিত ছিলেন, এ-কথা পূর্বে স্বীয় দূতের প্রতি শ্রীধর্মরাজের উক্তি হইতেই অবগত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং সেই ভাগবতধর্মেরও সারসম্পদ—'প্রেমধর্ম' ও বিশেষতঃ উহার বিলাসবিবর্তরূপ চরম সীমা বিষয়ে যে, প্রায় কেহই বিদিত ছিলেন না,[৩] কিম্বা শ্রীশুক-নারদাদির ন্যায় ক্বচিৎ কেহ অবগত থাকিলেও, উহা যে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ করেন নাই,—প্রেমধর্মের সেই অনির্বচনীয়তার কথা,—'অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপম্', 'মুকাস্বাদনবৎ' (নারদ-ভক্তিসূত্র) ইত্যাদি সূত্রাদি হইতেও জানা যায়।

শ্রীভাগবতে শ্রীরাসলীলায়, 'ন পারয়েঽহং—' (১০/৩২/২২)

১। শ্রীচরিতামৃত। ২/৮/৫৪—১৫৭ দ্রষ্টব্য।

২। 'অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্ন-বিগ্রহঃ। ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্বথা। (লঘুভাঃ ২ শ্রীপাদ বলদেবকৃত টীকাধৃত—বৃহন্নারদীয় বাক্য।)

'এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার। আপনি আচরি-ভক্তি করিল প্রচার ॥'

(চৈঃ ১/৪/৩৭)

৩। 'প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং—' (ভাঃ ৬/৩/২৫)

'ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা—'। ইত্যাদি (চৈতন্যচন্দ্রামৃত ২৪)

ইত্যাদি শ্লোকে স্বয়ংভগবান্ গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গোপীপ্রেমের নিকট ঋণী থাকিবার কথা ব্যক্ত রহিয়াছে। সেই সূত্র বা বীজের মধ্যেই সূক্ষ্মরূপে নিহিত রহিয়াছে—শ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাবরূপ উক্ত ঋণপরিশোধ-লীলা। যাহার পরম নিগূঢ় রহস্য প্রায়শঃ জগতে অপ্রকাশ ছিল। বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদই, উক্ত ভাগবতীয় সূত্রের ভাষ্যরূপে জগতে প্রকাশ।

অতএব উক্ত প্রকারে তদ্বিষয়ে কেহ কেহ অবগত থাকিলেও এবং শাস্ত্রবিশেষে নিহিত থাকিলেও, দেবতা বা ঋষিগণ কেহই যে উহা প্রকৃষ্টরূপে জগতে প্রকাশ ও প্রদান করিতে সচেষ্ট হয়েন নাই, তাহার অপর বিশেষ কারণ এই যে,—সাক্ষাৎ স্বয়ংভগবৎবিষয়ক পূর্ণজ্ঞান, তদ্বিষয়ক ব্রজপ্রেমধর্ম এবং সেই ব্রজপ্রেম প্রাপ্তির পরম উপায় স্বরূপ সমহিমা শ্রীনাম, ইহা জগতে প্রকাশ ও প্রদান করিবার একমাত্র সেই স্বয়ংভগবানেরই অধিকার। এমন কি অন্য কোন ভগবদবতারকর্তৃক এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় না।[১] এই প্রেমধর্মের ইহাই বৈশিষ্ট। এই বিশেষ অধিকার বিষয়ে যদিও তিনি পরম স্বতন্ত্র, তথাপি স্বীয়ভক্তবশ্যতা -স্বভাব জন্য ভক্তাধীন তিনি, তাই ভক্তের মর্যাদা রক্ষণ নিমিত্ত নিজে ও সগণ পঞ্চতত্ত্বে ভক্তভাব লইয়াই এই অন্যের অপ্রকাশ্য ও অদেয় বস্তু জগতে প্রকাশ ও প্রদান করেন এবং নিজেও পূর্বোক্ত অপূর্ণ বাঞ্ছাত্রয় পূর্ণ করেন।

শ্রীগৌরাবতার কালেই অন্যের অদেয় 'ব্রজপ্রেম' অবাধে ও অজস্রভাবে বিতরণ।

সেই রসরাজ-মহাভাব মিলিত গৌরকৃষ্ণরূপ মুর্ত্তিমন্ত-প্রেমস্বরূপের

১। 'যুগধর্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা (কৃষ্ণ) বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥' (চৈঃ ১/৩/২০)

অবতার কালেই, স্বীয় মাধুর্য ও রসবিশেষ আস্বাদনের আনন্দাতিশয্যে, নিজ পরম ঔদার্য স্বভাবের পূর্ণ প্রকাশ হওয়ায়[১] সেই অদেয় ব্রজপ্রেম, দেয় অদেয়, পাত্রাপাত্র কোন প্রকার বিচার না করিয়া, কেবল 'দিব মাত্র' প্রতিজ্ঞায়,[২] কল্পতরু হইতেও অধিক উদারতায় উহা তৎকালীন আচণ্ডাল সর্ব জীবে—এমন কি স্থাবর জঙ্গমে পর্যন্ত প্রদান করিয়াছেন।

হেমদণ্ডসম বাহু তুলিয়া হরি হরি ধ্বনির সহিত প্রেম দৃষ্টিতে যে দিকে চাহিয়াছেন,[৩] সেই কৃষ্ণনামের ধ্বনি ও তৎপ্রতিধ্বনিত আকাশ বাতাসের পুণ্যস্পর্শ যতদূর গিয়া যাহাতে লাগিয়াছে, সেই জীবমাত্রের অনাদি বহির্মুখতাজনিত দুর্বার বিষয়বাসনা ও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাদি নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া, সদ্যই কৃষ্ণসেবা-বাসনারূপ সুনির্মল প্রেমভাবের উদয়ে সেই জীব পরম ধন্য হইয়া গিয়াছে। আবার তৎসঙ্গে অন্যেরও তদ্রূপ প্রেমভক্তিই সংক্রামিত হইয়াছে।[৪] স্বপ্রয়োজনপরতারূপ যে কৈতব ব্রহ্মনিষ্ঠিত হৃদয়েও বিদ্যমান থাকে, তাহা নিমেষকাল মধ্যে বিদূরীত করিয়া দিয়া সদ্যই ব্রহ্মাদি বাঞ্ছিত পরমদুর্লভ ও নিষ্কাম ব্রজপ্রেমের সঞ্চার করা,—ইহা অপেক্ষা অত্যাশ্চর্য ও অত্যদ্ভুত প্রভাবের পরিচয় অপর কিছুতেই হইতে পারে না।

মরজগতে এই প্রেমামৃত বর্ষণই তদীয় সীমাপ্রাপ্ত স্বয়ংভগবত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

সেই ভক্তভাবে প্রচ্ছন্ন শ্রীচৈতন্যের সীমাপ্রাপ্ত স্বয়ংভগবত্তার প্রমাণ,

---

১। 'উদার্য্যেণ চ কোটিকোটিগুণিতং কল্পদ্রুমং হ্রাপয়ন্ ।' (চৈঃ চন্দ্রামৃতে ৯২)

২। মাগে বা না মাগে কেহ—পাত্র বা অপাত্র। ইহার বিচার নাহি, জানে 'দিব' মাত্র ॥ (চৈঃ ১/৯/২৭)। চৈ ১/৯ পরিচ্ছেদ—কল্পবৃক্ষ বর্ণন দ্রষ্টব্য।

৩। 'বাহু তুলি হরি বলি প্রেম দৃষ্টে চায়। করিয়া কল্মশ নাশ প্রেমেতে ভাসায়।' (চৈঃ ১/৩/৪৯)

৪। চরিতামৃত ২/৭/৯৪—১১৫ দ্রষ্টব্য।

প্রায়শঃ তদ্রূপ ছন্ন-লক্ষণেই বেদাদি বহু শাস্ত্রে বিদ্যমান থাকিলেও, স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়,—মরজগতে অপ্রকাশ্য ও অদেয় ব্রজপ্রেমের এতাদৃশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ মহাপ্লাবন সংঘটন করা অপেক্ষা, তদীয় স্বয়ংভগবত্তার অধিকতর প্রমাণ অপর কিছুই হইতে পারে না। তাই মর্ত্যে এই পরামৃতের মহাবন্যা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে মহামনীষী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন,—

রক্ষোদৈত্যকুলং হতং কিয়দিদং যোগাদিবর্ত্মক্রিয়া-
মার্গো বা প্রকটীকৃতঃ কিয়দিদং সৃষ্ট্যাদিকং বা কিয়ৎ।
মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং কিয়দিদং প্রেমোজ্জ্বলায়া মহা-
ভক্তের্বর্ত্মকরীং পরাং ভগবতশ্চৈতন্যমূর্ত্তিং স্তুমঃ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৭)

ইহার অর্থ,—শ্রীনৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণাদি মূর্তিতে রাক্ষস ও দৈত্যকুল বিনাশাদি কার্যই বা কি অধিক? কপিলাদি মুর্তিতে যোগ মার্গাদি প্রকট কার্যই বা কি অধিক? পুরুষাবতারাদি মূর্তিতে সৃষ্টাদি কার্যই বা কি অধিক?—যাহা অন্য কোন অবতারে প্রকটিত হয় না, এই কলিযুগে প্রেমোজ্জ্বল মহাভক্তিপথ প্রদর্শিকা সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমূর্তিকে আমরা বন্দনা করি।

মরজগতে শ্রীনাম ও প্রেম-বর্ষণের সেই ভরা বাদলের দিন স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া ও নিজেও সেই প্রেম-বৃষ্টিতে পরিসিক্ত হইয়া, বিস্ময়াবিষ্ট মহানুভব শ্রীসরস্বতিপাদ লিখিয়াছেন,—

অভূদ্‌গেহে গেহে তুমুলহরিসংকীর্ত্তনরবো
বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রুব্যতিকরঃ।
অপি স্নেহে স্নেহে পরম মধুরোৎকর্ষপদবী
দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরেহবতরতি॥ (ঐ ১১৪)

ইহার অর্থ,—শ্রীগৌরহরি জগতে অবতীর্ণ হইলে, গৃহে গৃহে তুমুল হরিসঙ্কীর্তন ধ্বনিত হইয়াছে, দেহে দেহে বিপুল পুলকাশ্রুধারা শোভিত হইয়াছে, স্নেহাদিক্রমে উত্তরোত্তর প্রেমভক্তির পরমোৎকর্ষ মধুর-পদবী—বেদেরও পরমগুহ্য যাহা, সেই প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে।

বাঁধভাঙ্গা প্রবল বন্যার খরস্রোত, সর্বাগ্রে নিম্ন ভূমিকেই প্লাবিত করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হয়, সেইরূপ গৌরাকৃতি—পরম স্বতন্ত্র—সীমাপ্রাপ্ত স্বয়ংভগবানের সাক্ষাৎ কৃপার ঝটিকা, পাত্রাপাত্র কোনরূপ বিচার না করিয়া প্রেমবন্যাসহ যে, কেবল বহির্মুখ সর্ব জগৎকে সহসা প্লাবিত করিয়াছে তাহাই নহে,—তন্মধ্যে আবার অত্যন্ত দুর্গতি, পতিত, সন্তপ্ত, দুর্বাসনা পীড়িত, ঘৃণিত, সর্বনীচাশয় যাহারা,—সেই কৃপাবারি তাহাদিগকেই সর্বাগ্রে পরিস্নাত ও প্রেমভক্তি শতদলে সুসজ্জিত করাইয়া, পরে সেই কৃপা ও প্রেম ক্রমশঃ উর্দ্ধাভিমুখী হইয়াছে। ইহাই প্রত্যক্ষদর্শী—মহানুভব শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তদীয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে 'পাত্রাপাত্রবিচারণং ন কুরুতে', 'পাপীয়ানপি—ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, সংক্ষেপার্থ তাহার কেবল অনুবাদ মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যে প্রভু (স্বতন্ত্র পরমেশ্বর) পাত্রাপাত্র বিচার, আত্মপর ভেদদর্শন, দেয়াদেয় বিবেচনা, কিম্বা কালাকালের প্রীতক্ষা করেন না; শ্রবণ, দর্শন, প্রণাম ও ধ্যানাদি দ্বারা দুর্লভ যে ভক্তিরস, যিনি তৎক্ষণাৎপ্রদান করেন, —সেই ভগবান্ গৌরহরি আমার একমাত্র গতি। (১১২)

অতি পাতকী, হীনজাতি, কদাচারী, চরম দুষ্কৃতিপরায়ণ, চণ্ডালাধম, সদা দুর্বাসনারত কুস্থানজাত, কুদেশবাসী এবং কুসঙ্গে বিনষ্ট ব্যক্তিগণও যাঁহার কৃপায় সদ্যই উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে,—সেই গৌরহরিকেই আমি একান্তভাবে আশ্রয় করি। (৪০)

উক্ত প্রত্যক্ষদর্শী মহানুভব গ্রন্থাকার, সেই প্রেমাবতার ও তৎকর্তৃক জগতে অত্যদ্ভুত প্রেমবন্যা সৃজনের পরমাশ্চর্য বৈশিষ্ট বিষয়ে তদীয়

গ্রন্থের সর্বত্রই সমুজ্বল ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। বাহুল্যবোধে কেবল তদ্বিষয়ে দিগ্‌দর্শন মাত্রই করা হইল।

একমাত্র 'ছন্ন' অবতারী—শ্রীগৌরহরিকে বেদাদি শাস্ত্রে প্রায়শঃ তদ্রূপ ছন্ন-লক্ষণেই নির্দেশ।

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, মহাভারত, পঞ্চরাত্র ও পুরাণাদি নানাশাস্ত্রে একমাত্র 'ছন্ন' অবতার কণককান্তি শ্রীগৌরসুন্দরের সীমাপ্রাপ্ত স্বয়ং ভগবত্তার প্রমাণ প্রায়শঃ তদ্রূপ ছন্ন-লক্ষণে বা ক্বচিৎ প্রকাশ্যে উক্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং বেদের সর্বনিগূঢ় এই শ্রীগৌরতত্ত্বটি বিশেষ সূক্ষ্মভাবে প্রণিধান ভিন্ন উহার উপলব্ধির সৌভাগ্য সহজসাধ্য নহে।

এই হেতু সেই সকল শাস্ত্র-প্রমাণ অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনার আবশ্যকতাবোধে, এ-স্থলে তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে দুই একটি স্থলের কেবল দিগ্‌দর্শন মাত্র করা যাইতেছে।

শ্রুতিসকল স্বতঃই প্রচ্ছন্ন। তাহার উপর সেই নিগূঢ়তম 'ছন্ন' অবতারের নির্দেশ বিষয়ে যে, অধিকতর প্রচ্ছন্নতা অবলম্বিত হইবে, এ-কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। উক্ত প্রমাণ ও তদ্বিষয়ে প্রচ্ছন্নতার কয়েকটি দৃষ্টান্তমাত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ (মুণ্ডকঃ ৩/১/৩)

ইহার অর্থ,—যখন দ্রষ্টা ঈশ্বরদিগের প্রভু, ব্রহ্মযোনি, স্বর্ণবর্ণ অর্থাৎ হেমকান্তি পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি বিদ্বান্ (প্রেমভক্তিমান্) হয়েন; তাঁহার পুণ্য ও পাপজনিত সমস্ত কর্মমালিন্য বিধৌত হইয়া

যায়; তিনি নিরঞ্জন (মায়ালেপ শূন্য) হইয়া, সেই পুরুষের পরম সমতা লাভ করেন।

উক্ত শ্রুতিবাক্যে স্বরূপ-লক্ষণ আচ্ছাদনপূর্বক কেবল তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ কার্যদ্বারা পরিচয়ে তাঁহাকে প্রথমতঃ 'ব্রহ্মযোনি' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্মযোনি শব্দের ত্রিবিধ অর্থ হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম অর্থে (১) বেদ, (২) ব্রহ্মা, (৩) নির্বিশেষ ব্রহ্ম। যিনি এই তিনেরই কারণ বা উৎপত্তিস্থল কিম্বা প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, তিনিই হইতেছেন—'ব্রহ্মযোনি'।

সর্বমূলতঃ শ্রীকৃষ্ণই যে, এই তিনের কারণ, এ-বিষয়ে পূর্বে অনেক স্থলেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মযোনি শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন উক্ত মন্ত্রের নির্দেশ্য বস্তু।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে,—কৃষ্ণ হইতেছেন নবনীরদ শ্যামবর্ণ। কিন্তু উক্ত মন্ত্রে সেই পুরুষকে 'রুক্মবর্ণ' অর্থাৎ স্বর্ণকান্তি বলা হইল কেন? তাহার কারণ এই যে,—শ্রীকৃষ্ণ যে অবস্থায় সীমাপ্রাপ্ত আবির্ভাব বিশেষে—নিজ প্রেয়সীর ভাব-কান্তি দ্বারা 'ছন্ন হইয়া'[১] স্বর্ণ গৌররূপে প্রকটিত হয়েন, সেই নিগূঢ়তম গৌরস্বরূপটিই ছন্ন-লক্ষণে কেবল 'রুক্মবর্ণ' শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে।

যদি বলা যায়,—ইহা নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মেরই নির্দেশক হইতে পারে। সে-কথা সঙ্গত নহে। কারণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম কখন বেদ ও ব্রহ্মার কারণ হইতে পারেন না। বিশেষতঃ ব্রহ্ম হইতেছেন জ্ঞেয়বস্তু,—দর্শনীয় নহেন; কিন্তু ইঁহাকে দ্রষ্টাকর্তৃক দর্শন করিবার কথা স্পষ্টই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ইনি সুরম্য দর্শনীয় কণককান্তি শ্রীগৌরসুন্দরই হইতেছেন।

১। 'ছন্নত্বং—প্রেয়সীত্বিষাবৃতত্বম্।' (লঘু ভা' টীকা ২—শ্রীবলদেব।)

শ্রুত্যুক্ত অপর লক্ষণগুলি হইতেও তাঁহাকে 'গৌরকৃষ্ণ' বলিয়াই বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি হইতেছেন—'কর্ত্তারমীশং' অর্থাৎ সর্বেশ্বর প্রভু।[১] ইহা স্বয়ং ভগবানেরই নির্দেশক। দ্রষ্টা 'বিদ্বান্' হয়েন। পরাবিদ্যার সারই 'ভক্তিবিদ্যা'। সেই ভক্তিবিদ্যায় বিদ্বান্—অর্থাৎ প্রেমভক্তিমান্ হয়েন। শ্রীচরিতামৃতের ভাষায়—'প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার। রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥' (চৈঃ ২/৮/১৯৯) 'পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ।' অর্থাৎ দ্রষ্টা সেই স্বর্ণকান্তি পুরুষকে দর্শন করিয়া, পুণ্যপাপ-বিধৌত ও মায়ালেপশূন্য হয়েন। শ্রুতির এই প্রচ্ছন্ন উক্তির শ্রীচরিতামৃতের ভাষায় সুস্পষ্ট অর্থ হইতেছে,—'শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥' (১/৩/৫০) তদ্দর্শনের আনুষঙ্গিক বা গৌণ ফল হইতেছে পুণ্য-পাপ-বিধৌতি ও মায়ালেপ বিমুক্তি। মুখ্যফল হইতেছে 'বিদ্বান্' অর্থাৎ প্রেমভক্তিমান্ হওয়া। 'পরমং সাম্যমুপৈতি।' অর্থাৎ দ্রষ্টা, সেই পুরুষের পরম সমতা প্রাপ্ত হয়েন। জগতে চিরকাল অন্যের অপ্রকাশ্য ও অদেয় 'ব্রজপ্রেম' স্বীয় নাম হইতেই আবির্ভূত করাইয়া, নিজ অবতার কালে তিনি নিজেই ভক্তভাবে যে প্রেম নামরস আস্বাদন করেন,—সেই নিজ আস্বাদিত নাম ও প্রেম অপরকেও আস্বাদনের অধিকারী করেন। শ্রীচরিতামৃতের ভাষায়,—'আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সঙ্কীর্তনে ॥ সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে। নাম-প্রেম মালা গাথি পরাইল সংসারে ॥' (চৈঃ ১/৪/৩৬) ইহাই হইতেছে পরমসমতা প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নিগূঢ়তম 'ছন্ন' অবতার বলিয়াই, তদ্বিষয়ে উক্ত প্রকারে প্রচ্ছন্নরূপে নির্দেশ করা হইলেও, শ্রুতির নির্দেশ্যবস্তু হইতেছেন—শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত-কৃষ্ণস্বরূপ—সেই স্বর্ণকান্তি শ্রীগৌরসুন্দর।

১। 'ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং।' (শ্বেতা° ৬/৭)

যুগাবতার ও যুগধর্ম; সাধারণ ও বিশেষ।

এখন যুগধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন মাত্র করা যাইতেছে। সত্যাদি চতুর্যুগে যুগধর্ম প্রবর্তনের জন্য শাস্ত্রে নিম্নোক্ত যুগাবতার চতুষ্টয়ের কথা উক্ত হইয়াছে;—

কথ্যতে বর্ণ-নামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥

(লঘুভা॰ যুগাবতার প্রকরণে)

ইহার অর্থ,—বর্ণ ও নাম দ্বারা শ্রীহরি যথাক্রমে সত্যযুগে শুক্লবর্ণ ও শুক্লনাম, ত্রেতায় রক্তবর্ণ ও রক্তনাম, দ্বাপরে শ্যামবর্ণ ও শ্যামনাম এবং কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণনাম ধারণ করিয়া অবতীর্ণ ও উক্তনামে কথিত হয়েন। ইহাই হইল সাধারণতঃ সর্ব চতুর্যুগের যুগাবতার সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

কিন্তু কল্পকাল মধ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিনে একবার করিয়া,—বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, নিজ ব্রজলোক ও ব্রজপরিকরগণের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন। ব্রজলীলা ও ব্রজপ্রেম জগতে প্রদর্শন করাইয়া, সেই লীলার অপ্রকটে, পুনরায় সেই দ্বাপরের ঠিক পরবর্তী কলিযুগে,[১] আবির্ভাব বিশেষে পীতবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) ও পরম ভক্তভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া,—শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণোপলক্ষে শ্রীগর্গমুনি, স্বয়ংভগবৎ-প্রকটিত সেই বিশেষ চতুর্যুগের অবতার সম্বন্ধেই নিম্নোক্ত প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন;—

১। 'অয়মবতারঃ শ্বেতবারাহকল্পগতবৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশতিতমকলৌ বোধ্যঃ।' —(লঘুভা॰ টীকা—৪ শ্রীবলদেব)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১০/৮/১৩)

ইহার অর্থ,—হে ব্রজরাজ, যুগে যুগে ভগবৎ শ্রীমূর্তি-প্রকটনকারী[২] অর্থাৎ সর্বাবতারী তোমার এই পুত্রের, শুক্ল, রক্ত ও পীত, এই তিন বর্ণ হইয়াছিল। অধুনা ইনি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই শ্রীগর্গোক্তিতেও দেখা যায়,—সত্য ও ত্রেতায় পূর্বোক্ত শুক্ল ও রক্ত —এই সাধারণ যুগাবতারের কথাই বলা হইয়াছে। বিশেষত্ব বা অসাধারণত্ব হইতেছে—ইহার দ্বাপর ও কলিযুগে। দ্বাপরের শ্যাম (শুকপত্রাভ শ্যাম) বর্ণ ও নাম বিশিষ্ট সাধারণ যুগাবতার স্থলে 'কৃষ্ণ' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। 'ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ' অর্থাৎ অধুনা কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'কৃষ্ণত্ব' বলিতে প্রসিদ্ধ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (ভাঃ ১/৩/২৮) এই ন্যায়ে, স্বয়ং ভগবত্তা যাঁহার তাঁহাকেই বুঝা যায়। আরও সেই স্থলেই 'কৃষ্ণ' শব্দের সর্বাকর্ষকত্ব ব্যঞ্জিত হওয়ায়, যুগাবতারাদি নিখিল ভগবৎ-স্বরূপকে আকর্ষণপূর্বক যিনি নিজ স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত করেন,—সেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দেশ করা হইয়াছে বুঝা যায়। সুতরাং তৎকালের 'শ্যাম' বর্ণ ও নামধারী সাধারণ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণেই মিলিত হইয়াছেন, জানিতে হইবে।

অবশিষ্ট থাকিতেছে কলিযুগের অবতার কথা। চারিযুগের মধ্যে, শুক্ল ও রক্ত, সত্য ও ত্রেতায় হইলে এবং 'ইদানীং' অর্থাৎ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ হইলে 'পীত' বর্ণ অবতারটি যে পরবর্তী কলিযুগেরই হইবে ইহা স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়। তবে এই বিশেষ কলিযুগের অসাধারণ

২। পরবর্তী শ্লোকে 'বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে' (ভাঃ ১০/৮/১৫) অর্থাৎ তোমার এই পুত্রের গুণ-কর্মানুরূপ অপর বহু নাম ও রূপ আছে—ইত্যাদি উক্তি দ্বারা, সেই সকল অবতারের শ্রীকৃষ্ণকেই অবতারী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

অবতার 'ছন্ন' বলিয়া, কিঞ্চিৎ আবরণের অভিপ্রায়ে 'হইবেন' না বলিয়া 'আসন' অর্থাৎ 'হইয়াছিলেন'—এই অতীতকাল নির্দেশপূর্বক, অতীতকল্পেও যেমন হইয়াছিলেন, —সেইরূপ বর্তমান্ কল্পেও হইবেন,—এই কথাটি উহ্য রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ এই অসাধারণ দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ কৃষ্ণ-স্বয়ংভগবান্ই আবির্ভাব বিশেষে, অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগে পীতবর্ণ হইয়া অবতীর্ণ হইবেন, ইহাই সূচিত হইয়াছে। তৎকালীন কৃষ্ণবর্ণ ও নামধারী সাধারণ কলিযুগাবতারও যে, পীতবর্ণ সেই স্বয়ংভগবানেই মিলিত থাকিবেন, ইহাও বুঝিতে হইবে। অতএব কল্পের মধ্যে পূর্বোক্ত দ্বাপরযুগের ন্যায়, এই বর্তমান কলিযুগও হইতেছে অসাধারণ কলিযুগ। যাহাতে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব বিশেষে, শ্রীরাধিকার স্বর্ণকান্তি ও পরমভক্তভাবে 'ছন্ন'হইয়া, 'পীত' অর্থাৎ হেমকান্তি শ্রীগৌরসুন্দররূপে প্রকটিত হয়েন। শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত 'ছন্ন' কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বং'—(ভাঃ ৭/৯/৩৮) ইত্যাদি বাক্য,—ইহাই হইতেছেন এই ছন্নাবতারী শ্রীগৌরহরিরই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। কল্পকাল মধ্যে কেবল উক্ত একটি মাত্র বিশেষ কলিযুগে, তাহাও আবার 'ছন্ন'-লক্ষণে স্বয়ংরূপতত্ত্ব বা স্বয়ংভগবান্ আবির্ভূত হয়েন বলিয়া, তাঁহার 'ত্রিযুগ' নামের কোনও অন্তরায় ঘটে না। তদ্ভিন্ন সর্বসাধারণ কলিযুগের কৃষ্ণাদি সকল অবতার —কেহই 'প্রত্যক্ষরূপধৃক্' (অর্থাৎ স্বয়ংরূপ কিম্বা তদেকাত্মরূপ) নহেন; ইঁহারা সকলেই হইতেছেন—আবেশাবতার।[১] এই হেতু কলিযুগে শ্রীভগবানের অপর কোনও প্রত্যক্ষরূপধারী অবতার হয় না বলিয়া তাঁহাকে 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত করা হয়।

১। 'প্রত্যক্ষরূপধৃগ্‌দেবো—' ইত্যাদি শ্লোক ও শ্রীবলদেবপাদকৃত উহার টীকা দ্রষ্টব্য। (লঘুভা° যুগাবতার প্রকরণ।)

'অন্যেষু কলিষু তু ক্বচিৎ শ্যামত্বেন, ক্বাপি-শুকপত্রাভত্বেন বাবতারস্যোক্তেঃ, স চ স চ তদাবিষ্টো জীববিশেষ ইতি।' (ঐ 'কৃষ্ণবর্ণ' ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ শ্লোকের টীকায়।)

সাধারণ কলিযুগের লক্ষণ ও যুগধর্ম।

এখন সর্বসাধারণ কলিযুগের লক্ষণ ও ধর্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।[১]

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরমং গুরুং
ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্ ।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ ॥
যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্ ।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥

(শ্রীভা° ১২/৩/৪৩-৪৪)

ইহার অর্থ,—হে রাজন্, কলি-কবলিত মানবগণ পাষণ্ডদিগের প্ররোচনায় বিভিন্ন মতবাদে হতবিবেক হইয়া, ত্রিলোকপালগণ যাঁহার শ্রীচরণ-কমলে প্রণত হইয়া থাকেন,—সেই জগতের পরমগুরু শ্রীভগবান্ অচ্যুতের আরাধনায় প্রায়শঃ বিরত থাকিবে। (৪৩)

যাঁহার নাম, ম্রিয়মাণ কিম্বা আতুর, পতিত, স্খলিত, অথবা বিবশ অবস্থায় গৃহীত হইলেও সমস্ত কর্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া, মানুষ উত্তমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে,—এমন শ্রীভগবান্নামও কলিযুগের জনগণ প্রায়শঃ যাজন করিবে না। (৪৪)

উক্ত প্রকারে সাধারণ কলিযুগের জনগণের ধর্ম বিমুখতা বর্ণনপূর্বক, কলিযুগের যুগধর্ম ও অপর যুগধর্ম হইতে তন্মহিমাধিক্য বর্ণিত হইয়াছে।

১। ভাগবতে ১২/৩/২৩-৪২ শ্লোকে, কলিযুগের বিশেষ লক্ষণ সকল দ্রষ্টব্য।

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

(শ্রীভাঃ ১২/৩/৫১-৫২)

ইহার অর্থ,—হে রাজন্, নিখিল দোষনিধিস্বরূপ হইলেও, কলিযুগের একটি মাত্র মহৎগুণ এই যে,—এ যুগের লোকের কেবল শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন হইতেই সকল পাপাদি বিমুক্ত হইয়া, পরমপদ (ভক্তি) লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। (৫১)

সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা, পরিচর্যা (অর্চন) দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কলিযুগে তৎসমুদয়ই শ্রীহরিনাম-কীর্তন হইতেই লভ্য হইয়া থাকে।

তাহা হইলে সর্বসাধারণ কলিযুগ সম্বন্ধে ইহাই অবগত হওয়া যাইতেছে যে—পাষণ্ডমার্গস্থ বহির্মুখ ব্যক্তিদিগের প্ররোচনায়, কলিযুগের হতবিবেক মানবগণ প্রায়শঃ ভগবৎ-পরায়ণ হয় না। এমন কি, যাঁহার শ্রীনাম যে কোন ভাবে গৃহীত হইলেই সকল কর্মপাশ বিমুক্ত করিয়া পরমাগতি প্রদান করেন,—সেই ভগবন্নাম কলিযুগের যুগধর্ম হইলেও, জনগণ প্রায়শঃ উহাও গ্রহণ করে না।

এই-হেতু উক্তপ্রকার দোষবহুল কলিযুগের যুগধর্মরূপে যাহা সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য এবং সর্বোত্তম—এমন একটি মহৎ গুণের সঞ্চার করা হইয়াছে। উহা হইতেছে—শ্রীভগবন্নাম-কীর্তন। সত্যাদি যুগত্রয়ে ধ্যানাদি সুকঠিন সাধন দ্বারা যে সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কলিযুগে কেবল শ্রীহরিনাম-কীর্তন হইতেই তৎসমুদয় ফলের সহিত পরমপদ যাহা, সেই ভগবদ্ভক্তি পর্যন্ত লভ্য হইয়া থাকে। ইহাই কলিযুগের বিশেষ মাহাত্ম্য হইলেও, প্রায়শঃ জনসাধারণের তৎগ্রহণ-প্রবৃত্তির অভাব।

অতএব দেখা যাইতেছে, সর্বসাধারণ কলিযুগে; 'কৃষ্ণ' নাম ও বর্ণবিশিষ্ট যুগাবতারকর্তৃক সহজসাধ্য ও মহিমায় সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিনাম-কীর্তন যুগধর্মরূপে প্রবর্তিত হইলেও, উহার গ্রাহকাভাবের কথাই স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহাই হইল সর্বসাধারণ কলিযুগের কথা।

শ্রীভাগবতে প্রচ্ছন্ন-লক্ষণে ছন্নরূপে অবতীর্ণ শ্রীগৌরহরির নির্দেশ।

অতঃপর বিশেষ বিবেচ্য বিষয় হইবে এই যে,—পূর্বোক্ত শ্রুতি সকলের অস্পষ্ট উক্তির অর্থ, সর্বক্ষেত্রেই শ্রীভাগবত হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রুত্যুক্ত 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং—' (মুণ্ডক' ৩/১/৩); ইত্যাদি পরমনিগূঢ় ও রহস্যময় মন্ত্রটির সমাধান বিষয়ে পূর্ববৎ সুস্পষ্ট না হইয়া, ভাগবতেও অধিকতর প্রচ্ছন্নতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ভাগবতে পরম রহস্যপূর্ণ সেই শ্লোক সকলের প্রচ্ছন্নতারূপ অধিকতর অস্পষ্টতা সাধনের এই যে প্রমাণ,—এই অস্পষ্টতাই সেই একমাত্র 'ছন্ন' অবতার রুক্মবর্ণ—স্বর্ণকান্তি শ্রীগৌরসুন্দরের সুস্পষ্ট প্রমাণ রূপেই বিবেচিত হইবার যোগ্য হইয়া থাকে।

শ্রীগর্গোক্তির সমর্থনে শ্রীকরভাজন-বর্ণিত অসাধারণ চতুর্যুগ ও উহার দ্বাপর ও কলিযুগের বৈশিষ্ট্য।

সত্যাদিযুগভেদে শ্রীভগবান্ কোন যুগে কীদৃশ বর্ণ ও নামে কোন্ বিধানে মনুষ্যগণকর্তৃক এই পৃথিবীতে আরাধিত হয়েন?—শ্রীনিমি-মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকরভাজন-যোগীন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, (শ্রীভাগবতে ১১/৫/২০-৪০)। শ্লোক সকল বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য), এ-স্থলে সংক্ষেপে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

পূর্বোক্ত শ্রীগর্গোক্তিতে যে অসাধারণ বা বিশেষ চতুর্যুগের কথা অবগত হওয়া গিয়াছে, শ্রীকরভাজন-বর্ণিত এই চতুর্যুগ প্রসঙ্গই সেই বিশেষ চতুর্যুগ। গর্গোক্ত সেই বিশেষ চতুর্যুগের সত্য ও ত্রেতায় যেমন 'শুক্ল' ও 'রক্ত'—এই সাধারণ যুগাবতার কথাই বলা হইয়াছে, করভাজন-বর্ণিত এই বিশেষ চতুর্যুগের সত্য ও ত্রেতায় সেই সাধারণ যুগাবতারই উক্ত হইয়াছে। এই যুগদ্বয়ে কোন বিশেষত্ব উক্ত হয় নাই। গর্গোক্ত দ্বাপর ও কলিযুগেরই যেমন অসাধারণত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, করভাজনের বর্ণনায় তাহাই পরিদৃষ্ট হইবে।

গর্গোক্ত 'ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ'—এই উক্তি দ্বারা যে অসাধারণ দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণকেই নির্দেশ করা হইয়াছে,—করভাজনবর্ণিত সেই দ্বাপর যুগে দ্ব্যর্থবোধক 'শ্যাম' নামোল্লেখ দ্বারা দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ—' ইত্যাদি (ভাঃ ১১/৫/২৭) সাধারণতঃ সাধারণ দ্বাপর যুগাবতারের (শুকপত্রাভ শ্যাম) ইঙ্গিত মাত্র করিয়া, পরবর্তী 'নমস্তে বাসুদেবায়—'। (ভাঃ ১১/৫/২৯) ইত্যাদি শ্লোকে, 'শ্রীকৃষ্ণ-চতুর্ব্যূহ' সকলের প্রণাম দ্বারা যে, বিশেষভাবে উক্ত 'শ্যাম' নামে স্বয়ংভগবান্ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দেশ করা হইয়াছে ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

গর্গোক্তিতে উহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগ বিষয়ে পূর্বকল্পের দৃষ্টান্তে যেমন প্রচ্ছন্ন-লক্ষণে 'পীত'—এই বর্ণমাত্রের উল্লেখ দ্বারা, শ্রুত্যুক্ত সেই 'রুক্মবর্ণ' শ্রীগৌরহরিকেই নির্দেশ করা হইয়াছে, সেইরূপ করভাজন বর্ণিত দ্ব্যর্থবোধক 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং—' (ভাঃ ১১/৫/৩২) ইত্যাদি শ্লোকে, সামান্যতঃ 'কৃষ্ণ' নাম ও বর্ণযুক্ত সাধারণ কলিযুগাবতারের ইঙ্গিত মাত্র করিয়া,[১] বিশেষভাবে উক্ত অসাধারণ কলিযুগীয় সমস্ত বর্ণনার মধ্যেই ছন্ন লক্ষণে একমাত্র ছন্নাবতারী—সেই

১। 'কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ'—হরিবংশে।

'পীত' বা বেদোক্ত 'রুক্মবর্ণ' শ্রীগৌর কৃষ্ণই কীর্তিত হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যাইবে।

এই অসাধারণ দ্বাপর ও কলিযুগে স্বয়ংভগবানের আবির্ভাব জন্য,তৎকালীন যুগাবতার স্বয়ংভগবানেই প্রবিষ্ট থাকায়,[২] এই-হেতু গর্গোক্তিতে তৎবিষয়ে উল্লেখ নাই। করভাজনের দ্ব্যর্থবোধক বর্ণনায় দ্বাপর ও কলিযুগের সাধারণ যুগাবতারও বিদিত করাইবার জন্য, সামান্যতঃ উহার ইঙ্গিত মাত্র করিয়া, বিশেষভাবে এই অসাধারণ যুগদ্বয়ের অসাধারণ অবতার অর্থাৎ অবতারীর কথাই কীর্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ছন্নত্ব নিবন্ধন এই কলিযুগবিশেষের অবতার কথাই যে, বিশেষভাবে রহস্যপূর্ণ, ইহাই ক্রমশঃ বুঝিতে পারা যাইবে।

রহস্যময় দ্ব্যর্থবোধক শব্দে সাধারণ কলিযুগাবতার ও বর্তমান বিশেষ কলিযুগে ছন্নরূপে অবতীর্ণ শ্রীগৌরকৃষ্ণকে প্রচ্ছন্ন-লক্ষণে নির্দেশ।

করভাজন-বর্ণিত নিম্নোক্ত দ্ব্যর্থবোধক শব্দে প্রথমে সামান্যতঃ সর্বসাধারণ কলিযুগের 'কৃষ্ণ' নাম ও বর্ণবিশিষ্ট যুগাবতারের ইঙ্গিত মাত্র করিয়া, অপর অর্থে সেই অসাধারণ অবতার অর্থাৎ সর্বাবতারী শ্রীগৌরহরিকেই অধিকতর প্রচ্ছন্ন-লক্ষণে বিশেষরূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১১/৫/৩২)

২। 'পূর্ণ ভগবান্ অবতারে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে'—ইত্যাদি, (চৈঃ ১/৪/৯)

ইহার অর্থ,—কৃষ্ণবর্ণ, কান্তি অকৃষ্ণ (অথবা কৃষ্ণ), অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদসহ অবতীর্ণ সেই শ্রীভগবান্, তৎকালে সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণকর্তৃক শ্রীনামসঙ্কীর্তন-প্রধান পূজোকরণ দ্বারা আরাধিত হইয়া থাকেন।

সাধারণ কলিযুগাবতার পক্ষে অর্থ,—

'কৃষ্ণবর্ণং' 'বর্ণ' বলিতে 'বর্ণন' অর্থাৎ আখ্যা বা নামকেও বুঝায়। তাহা হইলে, 'কৃষ্ণ' এই নাম যাঁহার। 'ত্বিষাকৃষ্ণং'—কান্তি বা দেহবর্ণ যাঁহার কৃষ্ণ। অর্থাৎ যিনি 'কৃষ্ণ' নাম ও বর্ণবিশিষ্ট; (কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভূঃ'—হরিবংশে)। অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদসহ অবতীর্ণ সেই শ্রীভগবানকে, তৎকালে সুবুদ্ধি ব্যক্তি সকল, শ্রীনামসঙ্কীর্তন-প্রধান যজ্ঞদ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন। এ-স্থলের 'সঙ্কীর্তন' অর্থে 'কীর্তন' অর্থাৎ ভগবন্নাম উচ্চ কথন কিম্বা কথন মাত্র।

এ-স্থলের 'সুমেধসঃ' অর্থাৎ সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বলিবার তাৎপর্য এই যে,—নাম সঙ্কীর্তন-প্রধান উপাসনাই যুগধর্ম হইলেও, সর্বদোষনিধি সাধারণ কলিযুগের মনুষ্যগণ প্রায়শঃ উহার আচরণ করে না; ('যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ।'—ভাঃ ১২/৩/৪৪)। সুতরাং তন্মধ্যে অতি অল্প লোক যাঁহারা উক্ত যুগধর্ম আচরণ করেন, তাঁহারাই সুমেধা অর্থাৎ সুবুদ্ধি ব্যক্তি হইতেছেন। ইহাই হইল সামান্যতঃ সাধারণ কলিযুগের যুগাবতারের নির্দেশ।

এখন সেই অসাধারণ কলিযুগ পক্ষে উক্ত শ্লোকের নিগূঢ় ও আচ্ছাদিত অর্থের নিম্নে দিগ্‌দর্শনমাত্র করা যাইতেছে।

'কৃষ্ণবর্ণং' অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণত্বের অভিব্যঞ্জক 'কৃষ্ণ' এই বর্ণযুগল যাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'—এই নামের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। কিম্বা যিনি শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করেন অর্থাৎ স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও সেই নিজ পরমানন্দ বিলাস স্মরণজনিত মহোল্লাসবশতঃ যিনি স্বয়ং অন্যের অপ্রকাশ্য ('মান্তু বেদ না কশ্চন'। গীতা ৭/২৬) সেই কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি প্রকৃষ্টরূপে বর্ণন ও গান

করেন এবং যিনি জীবের প্রতি পরমকারুণিকতাবশতঃ সেই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম সমস্ত লোককে উপদেশ করেন,—তিনিই 'কৃষ্ণবর্ণ'।

'ত্বিষাকৃষ্ণং'—অর্থাৎ উক্ত প্রকারে 'কৃষ্ণবর্ণ' হইয়া, যিনি কান্তিতে অর্থাৎ বহিঃস্ফুরিত অঙ্গপ্রভায় 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ 'পীত'।

'অকৃষ্ণ' অর্থে যাহা কৃষ্ণবর্ণ নহে ইহাই বুঝা যায়; কিন্তু উহা যে 'পীতবর্ণ' তদ্রূপ নিশ্চয়তার হেতু কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে বিশেষ দ্বাপরে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার ঠিক পরবর্তী কলিযুগে, সেই কৃষ্ণই আবির্ভাব বিশেষে পীতবর্ণে ছন্ন হইয়া অবতীর্ণ হয়েন। সুতরাং পূর্বোক্ত '—তথা পীত' (ভাঃ ৭/৯/৩৮) ইত্যাদি প্রহ্লাদোক্তি হইতে, যখন এই বিশেষ কলিযুগে পীতবর্ণ—প্রচ্ছন্ন অবতারের বিষয় বিদিত হওয়া গিয়াছে তখন 'অকৃষ্ণ' বলিতে অন্য কোন বর্ণ কল্পনা না করিয়া, উক্ত শাস্ত্রপ্রমাণ বলে পীতবর্ণ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। পূর্বোক্ত শ্রুতিও যাঁহাকে 'রুক্মবর্ণ' বলিয়া ছন্ন-লক্ষণেই নির্দেশ করিয়াছেন। রুক্ম বা স্বর্ণবর্ণের নামই পীতবর্ণ।

তাহা হইলে 'ত্বিষা অকৃষ্ণং' ইহার নিগূঢ় অর্থ হইতেছে,—যিনি পূর্বোক্ত প্রকারে 'কৃষ্ণবর্ণ' হইয়া, নিজ কান্তা-শিরোমণির 'পীত' অর্থাৎ হেমকান্তি দ্বারা প্রচ্ছন্নরূপে এই বিশেষ কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েন,—সেই শ্রীগৌরসুন্দর।

'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্'—ইহার সহজার্থ হইতেছে—শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত যাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাস পণ্ডিতাদি যাঁহার উপাঙ্গ, তৎসম অবিদ্যাদি ছেদনকারী শ্রীহরিনাম যাঁহার অস্ত্র এবং শ্রীগদাধর-গোবিন্দাদি যাঁহার পার্ষদ,—তৎসহ মিলিত হইয়া[২] জীবের অবিদ্যাকল্মষাদি নাশে মহাবলীরূপে অবতীর্ণ,—ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।[৩]

১। বিস্তারিত আলোচনা উক্ত শ্লোকের, শ্রীজীবপাদ ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য। (ভাঃ ১১/৫/৩২)

২। ইহার বিশেষ অর্থ ক্রমসন্দর্ভঃ টীকা। (ভাঃ ১১/৫/৩২)

৩। 'প্রত্যক্ষ তাঁহার—' ইত্যাদি। (চৈঃ ১/৩/৪৬-৬১)

'যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি'—অর্থাৎ তৎকালে সঙ্কীর্তন-প্রধানরূপ অর্চন অর্থাৎ পূজাসম্ভার দ্বারা তাঁহার আরাধনা করা হয়।

এ-স্থলে সঙ্কীর্তন অর্থে—বহুলোক মিলিয়া মুখবন্ধে গৌরগানযুক্ত যে শ্রীকৃষ্ণ গান এবং তন্মধ্যে বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম প্রধান যে গান—তাহারই নাম সঙ্কীর্তন।[১] ইহা সেই বিশেষ কলিযুগীয় অবতারেরই স্বপ্রবর্তিত।

'সুমেধসঃ' অর্থে গর্গোক্ত 'শুক্ল-রক্ত-স্তথাপীত' প্রহ্লাদোক্ত 'ছন্নঃ কলৌ যদভব' করভাজনোক্ত 'কলাবপি তথা শৃণু'—ইত্যাদি বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য (যাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে) ধারণা করিবার উপযুক্ত শোভমানা বুদ্ধি যাঁহাদের—এ-স্থলে তাঁহারাই 'সুমেধা' শব্দে লক্ষিত হইয়াছেন।[২] অদূরভবিষ্যতে এই যুগবিশেষের বহু ব্যক্তিই 'সুমেধা' হইবেন। ইহাও এই যুগের বৈশিষ্ট।

অতএব ইহা যে সাধারণ কলিযুগ নহে,—শ্রীগর্গ ও শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত সেই অসাধারণ কলিযুগ, তাহা নিম্নোক্ত প্রমাণ সকল হইতেও সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে।

সাধারণ কলিযুগ হইতে শ্রীগৌর-প্রকটিত বর্তমান কলিযুগের বৈশিষ্ট।

সাধারণ কলিযুগের জনগণ প্রায়শঃই যে, ভগবদ্বিমুখ ও ভগবন্নাম গ্রহণে পরাঙ্মুখ,—ইহা পূর্বোক্ত 'কলৌ ন রাজন্—' (ভাঃ ১২/৩/৪৩-৪৪) ইত্যাদি শাস্ত্রোক্তি হইতে জানা গিয়াছে। (৪৪২ পৃষ্ঠায়)?

১। 'সঙ্কীর্তনং—বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানমুখং শ্রীকৃষ্ণগানং,তৎপ্রধানৈঃ। (ক্রমসন্দর্ভঃ টীকা ঐ)

২। শ্রীচক্রবর্তিপাদকৃত টীকানুসারে।

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্ ।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১১/৫/৩৭)

ইহার অর্থ,—হে রাজন্, সত্যাদি যুগত্রয়ের প্রজাগণ কলিযুগে জন্মলাভের ইচ্ছা করেন। তাহার কারণ এই যে, কলিযুগের মনুষ্যগণ শ্রীহরিপরায়ণ হইবেন।[১]

এখন উক্ত শ্লোক সম্বন্ধে বিবেচ্য এই যে,—

প্রথমতঃ যে সাধারণ কলিযুগের প্রায়শঃ মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ হরিবৈমুখ সত্যাদি যুগের পুণ্যবান প্রজাগণ সেই যুগে জন্ম গ্রহণ করিলে, কলিধর্মের স্বভাববশতঃ তাঁহারাই বা কি প্রকারে হরিপরায়ণ হইবেন? সুতরাং তদ্রূপ যুগে তাঁহাদের জন্ম গ্রহণের ইচ্ছা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। অতএবযে যুগবিশেষের জনগণ স্বভাবতঃই হরিপরায়ণ,— করভাজন-বর্ণিত সেই কলিযুগ বিশেষেই তাঁহাদের জন্মলাভের ইচ্ছা, ইহাই সঙ্গত হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ—উক্ত শ্লোকে 'ভবিষ্যন্তি' অর্থাৎ ভবিষ্যৎকাল বাচক 'হইবেন' এই উক্তি দ্বারা, পরবর্তী কোন যুগবিশেষকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। এই মহিমা সর্বসাধারণ কলিযুগের হইলে, 'হইবেন' না বলিয়া 'হয়েন' বলা হইত। অতএব ইহা যে গর্গোক্ত 'পীত' বর্ণে প্রচ্ছন্ন শ্রীগৌরকৃষ্ণ-প্রকটিত এই বর্তমান অসাধারণ কলিযুগ, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

শ্রীগৌরহরি-প্রকটিত অসাধারণ কলিযুগ বিশেষ নিদর্শনে নির্দিষ্ট।

আরও দেখা যায় উক্ত শ্লোকের সংযোগেই এ অসাধারণ মহিমান্বিত

১। উক্ত শ্লোক ও পরবর্তী শ্রীগৌর সম্বন্ধীয় প্রমাণ শ্লোক সকলের আরও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা গ্রন্থকারকৃত—"শ্রীশ্রীরাগভক্তি রহস্যদীপিকা" গ্রন্থের নবম উদ্ভাসন দ্রষ্টব্য।

কলিযুগকে নিম্নোক্তরূপে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। যে সুস্পষ্ট লক্ষণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে অসাধারণ কলিযুগে সেই পীতবর্ণে প্রচ্ছন্ন স্বয়ংভগবান অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার অবতরণের পূর্বে, সেই যুগে প্রকাশ্যভাবে বহু প্রসিদ্ধ স্থানে বহুল পরিমাণে পরম বৈষ্ণবগণ আবির্ভূত হইয়া বহুলোককে ভক্তিদানে কৃতার্থ করিবেন। অন্য কোন কলিযুগের এইরূপ নিদর্শন বা চিহ্ন নাই। সুতরাং বর্তমান কলিযুগটিই যে সেই সুস্পষ্ট লক্ষণে চিহ্নিত কলিযুগবিশেষ, তাহা নিম্নোক্ত লক্ষণ হইতেই বিশেষভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

'ক্কচিৎ ক্কচিন্ মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী ॥
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী ॥'

(শ্রীভাঃ ১১/৫/৩৯)

ইহার অর্থ,—হে মহারাজ, কোন কোন স্থানে এবং দ্রবিড়দেশে—যেখানে তাম্রপর্ণী নদী, কৃতমালা, পুণ্যসলিলা পয়স্বিনী, কাবেরী ও পশ্চিম বাহিনী মহানদী প্রবাহিত ইত্যাদি, সে-সকল বহুব্যক্তিই হরিভক্ত হইবেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে উক্ত বর্ণনায় 'ক্কচিৎ ক্কচিৎ' এই অনির্দিষ্ট উক্তি দ্বারা কোন কোন স্থানকে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন প্রকাশ্যভাবে দ্রাবিড় দেশ এবং তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, কাবেরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুণ্য সলিলা নদী সকলের তটস্থিত প্রদেশসমূহে, হরিভক্তিপরায়ণ মহানুভব বৈষ্ণবগণের আবির্ভাবে, সেই সকল প্রদেশের জনগণ বহুল পরিমাণে নারায়ণ-পরায়ণ হইবেন, ইহাই সুস্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে।[১]

১। 'দ্রবিড়েষু ভূরিশঃ ইতি শ্রীবৈষ্ণবাদ্যপেক্ষয়া।' (ক্রমসন্দর্ভ)

এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি দ্বারা এই বর্তমান যুগেই উক্তস্থান সকলে আবির্ভূত সুপ্রসিদ্ধ শ্রী-সম্প্রদায়ভুক্ত[১] মহানুভব পরম বৈষ্ণবগণকেই নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহা বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা নাই। তাহা হইলে উক্ত লক্ষণ দ্বারা নির্দিষ্ট এই বর্তমান কলিযুগেই যে, উহারই পরবর্তী সময়ে সেই পীতবর্ণে প্রচ্ছন্ন স্বয়ংভগবান শ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাব, সে বিষয়ে আর কোন সংশয়ই থাকিতেছে না।

অধিকন্তু উক্ত বর্ণনা হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, তিনিই একমাত্র 'ছন্ন' অবতার বলিয়া, তৎসম্বন্ধীয় গৌড়, উৎকলাদি প্রদেশ সমূহকেই দ্রাবিড়াদির ন্যায় সুস্পষ্ট নির্দেশ না করিয়া 'ক্বচিৎ ক্বচিৎ'— এই রূপে যে, প্রচ্ছন্ন লক্ষণে নির্দেশ,[২] এই প্রচ্ছন্নতার প্রয়াস দ্বারা সেই 'ছন্ন' অবতারীকে অধিকতর সুস্পষ্ট করাই হইয়াছে, যে-হেতু তৎসম্বন্ধীয় স্থানগুলিকে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইলে, প্রহ্লাদোক্ত 'ছন্ন' কলৌযদভব—(ভাঃ ৭/৯/৩৮) ইত্যাদি বাক্যে তদীয় এই প্রচ্ছন্ন লক্ষণের ব্যতিক্রম হইয়া, তদ্দ্বারা তাঁহাকে সেই 'ছন্ন-অবতার' বলিয়া বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা ঘটিবারই কারণ হইত।

অতএব বর্তমান যুগে উক্ত বিশেষ লক্ষণে চিহ্নিত ঘটনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে,—যেমন রাজাধিরাজ-চক্রবর্তীর শুভাগমণের পূর্বে, রাজঅমাত্যগণ আগমনপূর্বক সেই শুভানুষ্ঠানের সূচনা দ্বারা উক্ত সুসংবাদ ঘোষণা করেন, তদ্রূপ এই যুগে স্বয়ংভগবানের অবতরণের পূর্বে, উক্ত ভগবৎপার্ষদস্থানীয় মহানুভব বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব ও

১। 'দ্রাবিড়াদিদেশবিখ্যাত পরমভাগবতানাং তেষামেব বাহুল্যেন তত্র বৈষ্ণবত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ, শ্রীভাগবত এব,—'ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ' ইত্যনেন প্রথিত মহিম্নাং সাক্ষাৎ শ্রীপ্রভৃতিতঃ প্রবৃত্তসম্প্রদায়ানাং শ্রীবৈষ্ণবাভিধানাং—' ইত্যাদি।
(তত্ত্ব-সন্দর্ভ ২৭ অনুঃ)

২। 'ক্বচিৎ ক্বচিৎ গৌড়াদৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবাবতারেণ।' (ক্রমসন্দর্ভঃ ২৭ অনুঃ) চকারাদ্গৌড়োর্ড্রয়োঃ (শ্রীচক্রবর্তীপাদ)

তৎকর্তৃক অন্যযুগের দুষ্প্রাপ্য বৈধী[1] -শুদ্ধা-ভক্তি পর্যন্ত জনসমাজে বিপুলভাবে সঞ্চাররূপ এই যে পরম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান,—ইহাকেই স্বয়ং ভগবানের শুভাবির্ভাবরূপ এই যুগের অসাধারণ মহিমার ঘোষণা বা শঙ্খধ্বনিস্বরূপ বলিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে।

কল্পের মধ্যে কেবল এই যুগেই উক্ত অসাধারণ লক্ষণ দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, এই অসাধারণ কলিযুগেই কেবল উহার পরবর্তী কালে ভাগবতধর্মের সার-সম্পদ যাহা, সেই অন্যযুগের অচিন্ত্য ও অন্যের অদেয় 'প্রেমধর্ম' বা 'ব্রজপ্রেম', পীতবর্ণে প্রচ্ছন্ন স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনকর্তৃক[2] সর্বজগতে নির্বিচারে প্রদত্ত হইয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। যে অসাধারণ মহা-মহিমার জন্য সত্যাদিযুগের পুণ্যবান প্রজাগণও এই কলিযুগে জন্মলাভ কামনা করেন।

শ্রীকরভাজনের নির্দেশ হইতে দ্রাবিড়াদি প্রদেশীয় পরম ভাগবত-গণ যে, স্বয়ংভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণের শুভবারতা উক্ত প্রকারে প্রচারের অগ্রদূতরূপে এই কলিযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ-কথা তাঁহারা জানিয়া বা সেই ভগবানের ইচ্ছায় না জানিয়া থাকিলেও, ভগবৎ-প্রেরণায় কার্যতঃ নিম্নোক্ত বিষয়টি হইতে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

শাস্ত্রসিদ্ধ বিদ্বদনুভব প্রমাণেও শ্রীচৈতন্য ও তদীয় পরিকরগণ ব্যতীত তৎপূর্ববতী কেহই শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজপরিকররূপে বিনির্ণীত হয়েন নাই।

শাস্ত্রসিদ্ধ ভগবদবতারের ন্যায় শাস্ত্রসিদ্ধ ভক্তগণের শুদ্ধ অন্তঃ করণের অনুভূতি বা উপলব্ধি যাহা, তাহাকেই 'বিদ্বদনুভব' প্রমাণ বলিয়া,

১। 'রাগ ভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ংভগবান্ পায়। বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠতে যায়।' (চৈঃ ২/২৪/৬১-৬২)

২। 'নন্দসূত বলি যাবে ভাগবতে যায়। সে-ই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি।' (চৈঃ ১/৩/৬)

শাস্ত্রপ্রমাণের মতই পরম সত্যরূপে চিরদিন বিজ্ঞপরম্পরায় বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। শাস্ত্র-প্রমাণের ন্যায় 'বিদ্বদনুভব' দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরাধিকার ভাব-কান্তিতে প্রচ্ছন্ন শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং তদীয় নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ প্রায়শঃ ব্রজপরিকররূপেই বিনির্ণীত হইয়াছেন।[১]

সেই রূপ শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী ধর্ম-সম্প্রদায়াচার্য কিম্বা পরম ভাগবতগণেরও পূর্বস্বরূপ, 'বিদ্বদনুভব' দ্বারাই স্থিরীকৃত হওয়ায়, উহার সত্যতা সম্বন্ধেও কোনরূপ সংশয়ের অবকাশ নাই। তাই দেখা যায়, উক্ত জগৎপূজ্য আচার্যগণের মধ্যে কেহ শ্রীলক্ষ্মণের, কেহ সূর্য কিম্বা সুদর্শনের, কেহ সমীরণের কেহ শ্রীশঙ্করের অবতাররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। আবার উক্ত ভাগবতগণের মধ্যে কেহ কেহ বৈকুণ্ঠাধীশ শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্য, গদা, খড়গ অথবা কেহ কুমুদ, কৌস্তুভ, শ্রীবৎস ও বনমালার কিম্বা কেহ ভূ-শক্তির ও কেহ কেহ ভগবৎপার্ষদ—বিষ্বকসেন ও গরুড়ের অবতাররূপে নিরূপিত।

কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে,—সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতরণের পূর্বাবধি যে সকল জগদ্বরেণ্য সম্প্রদায়াচার্য কিম্বা মহাভাগবতগণ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পূর্বস্বরূপে কেহই শ্রীকৃষ্ণ কিম্বা তদীয় কোন ব্রজ-পরিকররূপে পরিচিত হয়েন নাই। স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাববিশেষে পরবর্তীকালে সপরিকর অবতীর্ণ হইবেন বলিয়াই যেন উক্ত আসনগুলি তাঁহাদিগের জন্য সংরক্ষণপূর্বক, পূর্ববর্তী মহানুভবগণের মধ্যে যাঁহার যাহা যথার্থ পূর্ব-স্বরূপ, তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। উক্ত স্বরূপ নির্বাচন যদি আধুনিক কালের ন্যায় স্বকল্পিত হইত, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বকালেও কেহ না কেহ শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় কোন ব্রজপরিকররূপে নিরূপিত হইতে

১। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ও অনন্ত সংহিতা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

পারিতেন। সুতরাং ইহা যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং এই বর্তমান যুগে শ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তৎপূর্ববর্তী দ্রবিড়াদি প্রদেশীয় ভাগবতগণের আবির্ভাবের মধ্যে উক্ত প্রকারে সংযোগ সূত্র দ্বারা যথাক্রমে মুখ্য ও তদানুষঙ্গিকরূপেই যে, উহা শ্রীকরভাজনের বর্ণনায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে, ইহাও বিশেষভাবে প্রণিধান করিবার বিষয়।

রহস্যময় বন্দনা-শ্লোকদ্বয়ে কেবল বিশেষণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরকৃষ্ণকেই নির্দেশ।

অতঃপর এই অসাধারণ বর্ত্তমান কলিযুগের উপাস্য বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত বন্দনা শ্লোকদ্বয়ের রহস্যময়তা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। পূর্ববর্ণিত সত্যাদি যুগত্রয়ের বর্ণনায় সর্বত্রই উপাস্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু দ্রবিড়াদি স্থানোক্ত ঘটনাবিশেষ দ্বারা চিহ্নিত এই বিশেষ যুগের বর্ণনার মধ্যে উপাস্য বিষয়ে কোনও নামোল্লেখ দেখা যাইবে না। এমন কি তৎসম্বন্ধীয় গৌড়-উৎকলাদি স্থান সকলের নামও ছন্ন-লক্ষণে বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে, 'ক্বচিৎ ক্বচিৎ' অর্থাৎ 'অপর কোন কোন স্থানে' —এইরূপ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই যে সুস্পষ্টরূপে প্রচ্ছন্নতা রূপ অস্পষ্টতার প্রয়াস,—ইহা কি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নহে? সেই তাৎপর্য হইতেছে—একমাত্র 'ছন্ন' অবতারীরূপে এই যুগে অবতীর্ণ যিনি, ছন্ন-লক্ষণ দ্বারাই তাঁহাকে ব্যক্ত করা। অপর কোন অবতারই 'ছন্ন' নহেন। তাই নিম্নোক্ত বন্দনাদ্বয়ে কেবল বিশেষণ দ্বারাই তাঁহাকে বিশেষিত করিবার প্রয়াস দেখা যাইবে।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

(শ্রীভাঃ ১১/৫/৩৩)

ইহার সংক্ষেপ অর্থ[1] —হে মহাপুরুষ! সদা ধ্যেয়—পরিভবঘ্ন, অভীষ্টদোহ, তীর্থাস্পদ, শিব-বিরিঞ্চিনুত, শরণ্য, ভৃত্যার্তিহ, প্রণতপাল, ভবাব্ধিপোত, তোমার চরণারবিন্দকে বন্দনা করি।

শ্লোকোক্ত 'মহাপুরুষ' শব্দে, শ্রুতি যাঁহাকে 'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ—' (শ্বেতাঃ ৩/১২) বলিয়া অস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন, উক্ত শব্দত্রয়ের মধ্যে কেবল আদ্যন্ত শব্দের সংযোগেই এ-স্থলে 'মহান্ পুরুষ' বা 'মহাপুরুষ' শব্দের উদ্ভাবনা। ইহার নিগূঢ় রহস্য হইতেছে, মহাপ্রভু—শ্রীগৌরসুন্দরকেই ছন্নরূপে নির্দেশ। 'মহাপ্রভু' শব্দটিও উক্ত শ্রুতির আদি ও মধ্য শব্দদ্বয়ের সংযোগমাত্র।

উক্ত বন্দনায়, 'শিব-বিরিঞ্চিকর্তৃক প্রণত' এবং 'তীর্থাস্পদ'—অর্থাৎ গঙ্গাদি সর্বতীর্থের পবিত্রতাময় তোমার যে 'শ্রীচরণারবিন্দ'—এই বিশেষণদ্বয় তদীয় সর্বেশ্বরত্ব মহামহিমারই দ্যোতক। অবশিষ্ট বিশেষণগুলি তদীয় নিরুপাধি মহাকারুণ্যের পরিচায়ক। যে-হেতু মহৎকৃপার মাধ্যম ব্যতীত সাক্ষাৎভাবে জনসাধারণে ভগবৎকৃপামৃতের সংযোগ, ইহা কেবল এই অসাধারণ অবতারেরই বৈশিষ্ট, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। আরও বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, পূর্বোক্ত সত্যাদি যুগের স্তব বা বন্দনা সকল সাক্ষাৎ উপাস্য বিষয়েই পরিগীত; কিন্তু এ-স্থলে উহা উপাস্যের 'চরণারবিন্দের' মহিমারূপেই কীর্তিত হওয়ায়, ইহা দ্বারা তদীয় অসমোর্দ্ধ মহামহিমাই বিঘোষিত হইয়াছে, ইহাও বুঝিতে পারা যায়।

মহাপুরুষাখ্য সেই মহাপ্রভু—শ্রীগৌর-কৃষ্ণই শ্রীরামাদি নিখিল অবতারের অবতারী অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্।

দ্বিতীয় বন্দনাটি অধিকতর রহস্যপূর্ণ; যথা,—

১। বিশদর্থ—উক্ত শ্লোকের শ্রীচক্রবর্তিপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্‌ ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্‌
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্‌ ॥

(শ্রীভা° ১১/৫/৩৪)

ইহার সংক্ষেপ অর্থ,—হে মহাপুরুষ! ধর্মিষ্ঠ যে তুমি সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ পূর্বক, আর্যবাক্য পালনের নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিয়াছিলে এবং দায়িতাকর্তৃক ঈপ্সিত মায়ামৃগের অনুধাবন করিয়াছিলে সেই তোমার চরণারবিন্দ বন্দনা করি।

প্রথম বন্দনাটিও যে মহাপুরুষের চরণারবিন্দের উদ্দেশ্যে, এখানেও তাহাই পার্থক্য এই যে, পূর্বোক্তটিতে বিশেষভাবে শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না; কিন্তু ইহাতে রামাবতার সম্বন্ধীয় কোনও নামের উল্লেখ না থাকিলেও ইহার ভাবার্থে শ্রীরামচন্দ্রই প্রতীত হইয়া থাকেন। পূর্ববর্তী টীকাকারগণ রামচন্দ্র পক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[1] কিন্তু '—কলাবপি তথা শৃণু।' (ভাঃ ১১/৫/৩১) এই উক্তিদ্বারা শ্রীকরভাজন এ-স্থলে কেবল কলিযুগের উপাস্য ও উপাসনার কথাই বলিতেছেন। সুতরাং তন্মধ্যে ত্রেতাযুগের অবতার—তাহাও আবার বর্তমান অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের ত্রেতা নহে,—চতুর্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতায় অবতীর্ণ[2] শ্রীরামচন্দ্রের প্রসঙ্গ, ইহা অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অপ্রাসঙ্গিক নহে,—ইহা পরম রহস্যপূর্ণ।

সেই নিগূঢ় রহস্য হইতেছে,—প্রথমোক্ত বন্দনায় 'মহাপুরুষ' নামে যাঁহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাঁহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া

১। উক্ত শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণপক্ষে ও শ্রীচক্রবর্তিপাদকৃত টীকার শ্রীগৌরপক্ষে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২। 'কৌশল্যায়াং দশরথান্নবদূর্বাদলদ্যুতিঃ। ত্রেতায়ামাবিরভবৎ চতুর্বিংশে চতুর্যুগে ॥' (—লঘুভাঃ লীলাবতার প্রকরণে)

বলা হইয়াছে—হে মহাপুরুষ! (মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচ্ছন্ন নির্দেশ) ধর্মিষ্ঠ যে তুমি, (শ্রীরামাবতারে) সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া, আর্যবাক্য পালনের নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিয়াছিলে, ইত্যাদি। সেই তোমার চরণারবিন্দ বন্দনা করি।

ইহার তাৎপর্য হইতেছে,—স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরেই, পরাবস্থ[১] অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ অনুসারে শাস্ত্রে শ্রীরামচন্দ্রই নিরূপিত হইয়াছেন। এই-হেতু 'রামাদি' বলিলেই শ্রীরামচন্দ্রকে 'আদি' ধরিয়া নিখিল অবতারের শ্রীকৃষ্ণকেই 'অবতারী' বুঝা যায়। তাই ব্রহ্ম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে, 'রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্—' (৫/৫০) অর্থাৎ যে পরমপুরুষ রামাদিমুর্তিতে স্বাংশকলাদি নিয়মে স্থিত হইয়া প্রপঞ্চে নানাবতার প্রকাশ করেন' ইত্যাদি,—সেইরূপ উক্ত ছন্ন-লক্ষণে বর্ণিত যিনি, তিনিই সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রচ্ছন্ন আবির্ভাববিশেষ বলিয়া তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের 'অবতারী' রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারা তিনিই যে, রামাদি নিখিল ভগবদবতারের অবতারী অর্থাৎ স্বয়ংভগবান, —এই রহস্যই উক্ত বন্দনায় নিহিত থাকায়, এ-স্থলে শ্রীরামাবতার-প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক না হইয়া, উক্ত তাৎপর্যপূর্ণই হইতেছে।

পরাবস্থ অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের পরেই শ্রীনৃসিংহের স্থান। সুতরাং এই ছন্ন অবতারী শ্রীগৌরহরি যে সেই নৃসিংহেরও অবতারী, এ-কথা পূর্বোক্ত 'ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোহথ স ত্বম্। (ভাঃ ৭/৯/৩৮) অর্থাৎ কলিযুগবিশেষে ছন্নরূপে অবতীর্ণ সেই তিনিই আপনি; এই-হেতু 'ত্রিযুগ' নামে কথিত হইয়া থাকেন। এই প্রহ্লাদ বাক্যেই প্রকাশ রহিয়াছে।

১। নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিপূরিতম্। পরাবস্থাস্তু তে তস্য দীপাদুৎপন্ন-দীপবৎ ॥ (লঘুভাঃ ধৃত পাদ্মবাক্য) উত্তরোত্তর পরাবস্থার পূর্ণতা থাকায়, শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণপরাবস্থ—স্বয়ংভগবান্।

যথাক্রমে সাধারণ কলিযুগের ও বর্তমান বিশেষ কলিযুগের সঙ্কীর্তনরূপ উপাসনা বৈশিষ্ট।

পূর্বোক্ত দ্ব্যর্থবোধক শব্দে যেমন সামান্যতঃ সাধারণ কলিযুগের ও বিশেষতঃ এই বর্তমান অসাধারণ কলিযুগের উপাস্য বিষয়ে বর্ণন করা হইয়াছে, অতঃপর দেখা যাইবে কলিযুগের উপাসনা বিষয়েও সেইরূপ নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে যথাক্রমে সামান্যতঃ সাধারণ ও বিশেষভাবে বর্তমান কলিযুগ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥

(শ্রীভাঃ ১১/৫/৩৫)

ইহার অর্থ—সারগ্রাহী, গুণজ্ঞ শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ কলিযুগকে সম্মান করেন; কারণ যে কলিতে কেবল নাম সঙ্কীর্তন দ্বারা সর্ব স্বার্থই লাভ করা যায়।

তাৎপর্য,—কঠিন রোগাক্রান্ত মুমূর্ষু ব্যক্তির সেবনার্থ, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন একমাত্র সহজগ্রাহ্য সর্বোৎকৃষ্ট ভেষজের ব্যবস্থা করেন, তেমনি সর্বথা বহির্মুখ কলিযুগের জনগণের পক্ষে একমাত্র শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ সহজসাধ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা যুগাবতারকর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া থাকে। নাম সঙ্কীর্তনের মহামহিমা বিষয়ে সুবিজ্ঞ যাঁহারা, কেবল সেই গুণদর্শী ব্যক্তিগণই কলির এই সারভাগ অর্থাৎ গুণাংশ মাত্রই গ্রহণ করিয়া, কলিযুগকে বহু সম্মান প্রদান করেন।[১]

এতাদৃশ মহিমাযুক্ত হইলেও, কিন্তু সাধারণ কলিযুগে উহার গ্রাহকাভাবের কথাই পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। স্বপ্রয়োজনপর জীবের স্বার্থের সীমা হইতেছে 'ভুক্তি' ও 'মুক্তি' পর্যন্ত। তাহার উপর শুদ্ধা

১। 'প্রণমিহ কলিযুগ সর্বযুগ সার। শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তন যাহাতে প্রচার। (শ্রীঠাকুর মহাশয়)

ভক্তি হইতেছে—কৃষ্ণার্থ। এই নিষ্কাম ভক্তি, কেবল সাধুসঙ্গের মাধ্যমেই শ্রীনামাদি ভগবৎপ্রসঙ্গ হইতে জীবে সঞ্চারিত হয়েন। ইহাই শ্রীনামের মুখ্যফল। সাধুসঙ্গ ব্যতীত কেবল শ্রীনাম কীর্তনাদি হইতে উহার গৌণফল যাহা, সেই স্বার্থের সীমাভুক্ত ধর্মার্থকাম-মোক্ষ পর্যন্ত স্বপ্রয়োজনপর জীবের সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। সাধারণ কলিযুগের জীব সকলের পক্ষে প্রায়শঃ শ্রীনামগ্রহণে উন্মুখতাই থাকে না। এই হেতু সাধারণ কলিযুগে—এমন কি ভক্ত বা ভাগবত নাম পর্যন্ত দুর্লভ বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। 'কলৌ ভাগবতং নাম দুর্লভং নৈব লভ্যত' ইত্যাদি। (৩৪৯ পৃষ্ঠায় ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।)

সুতরাং তৎকালে মহৎসঙ্গের মাধ্যমে শ্রীনাম হইতে শুদ্ধাভক্তি লাভ করা যে, একান্তই দুর্ঘট বিষয় ছিল, ইহার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন। এতাদৃশ ধর্মবিমুখ যুগেও, তন্মধ্যে সুবুদ্ধিমান্ যাঁহারা,—অন্ততঃ ভুক্তি-মুক্তিরূপ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেও শ্রীনামকীর্তনে উন্মুখ হয়েন, কেবল সেই নামকীর্তন দ্বারা তাঁহাদের সর্বস্বার্থ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে,—ইহাই উক্ত শ্লোকের অভিপ্রায়।

অতঃপর বর্তমান অসাধারণ কলিযুগ পক্ষে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি উক্ত হইয়াছে, বুঝিতে পারা যাইবে।

নহ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১১/৫/৩৭)

ইহার অর্থ,—জন্ম-মরণরূপ সংসার ভ্রমণকারী দেহীদিগের পক্ষে ইহা হইতে পরমলাভ অপর কিছুই নাই। যে সংকীর্তন হইতে পরমাশান্তি লাভ ও সংসার ক্ষয় হইয়া থাকে।

তাৎপর্য,—এ-স্থলে কিন্তু শ্রীনামসঙ্কীর্তনের ফল বলা হইতেছে—'পরমলাভ' এবং 'পরমা শান্তি'। উহার আনুসঙ্গিক ফল হইতেছে—

সংসারের ক্ষয়। তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীবের পক্ষে, সর্বোত্তমা স্বরূপ-শক্তির অধিকার প্রাপ্তি, ইহা কেবল ভক্তিদ্বারাই সাধিত হয় বলিয়া, ভক্তি লাভকেই জীবের যথার্থ লাভ বলা হয়।[১] তাই শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন,—'লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ। (ভাঃ ১১/১৯/৪০) অর্থাৎ আমার ভক্তিই উত্তমলাভ। ভগবদ্ভক্তিই যখন উত্তমলাভ তখন 'পরমলাভ' শব্দে পরমাভক্তি যাহা সেই স্বয়ংভগবৎ সম্বন্ধীয় 'ব্রজপ্রেম' বা রাগানুগাভক্তিকেই বুঝিতে হইবে। যাহার অধিক বা সমান অপর কোন লাভ নাই।

জীবাত্মার সম্যক প্রসন্নতার নামই 'শান্তি'। আত্মার যথার্থ প্রসন্নতা ভক্তিলাভেই সাধিত হয়। 'যয়াত্মা সুপ্রসিদতি'। (ভাঃ ১/২/৬) সাধারণতঃ বৈধী ভগবদ্ভক্তিই যখন প্রকৃষ্ট শান্তিস্বরূপা হইতেছেন, তখন 'পরমাশান্তি' শব্দে স্বয়ংভগবৎ সম্বন্ধীয় 'ব্রজপ্রেম' বা রাগানুগারূপা পরমাভক্তি লাভের শান্তিকেই যে নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহাও বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা নাই।

তাহা হইলে বর্তমান অসাধারণ কলিযুগে স্বয়ংভগবৎ প্রবর্তিত শ্রীনামসঙ্কীর্তনের ফল হইতেছে—'ব্রজপ্রেম' বা রাগানুগাখ্যা পরমাভক্তি। পরমা শান্তি যাঁহার সঙ্গিনী। সাধারণতঃ ভগবদ্ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই যখন জন্মমৃত্যুরূপ সংসারগতির নিবৃত্তি হয়, তখন ব্রজপ্রেমরূপ পরমাভক্তি লাভে সেই সংসারপাশ যে বিচ্ছিন্ন হইবে, ইহা আর অধিক কথা কি?

সাধারণতঃ ভগবদ্ভক্তির উদয়ে শাস্ত্রোক্ত সকল বিধি-নিষেধের অতীত হওয়া যায়, এ-কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তাহা হইলে স্বয়ংভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্রজপ্রেমরূপ পরমাভক্তির উদয়ই যে, বিধি-নিষেধ সকল পরিত্যক্ত হইবার প্রকৃষ্ট স্থল, তাহারই নির্দেশ স্বরূপ এই

১। জীবের 'ক্ষতি' 'প্রাপ্য' ও 'লাভ' সম্বন্ধে গ্রন্থকারকৃত 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম' পুস্তকের (৫ম সংস্করণ) ৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাগানুগাভক্তি-প্রধান বিশেষ কলিযুগের মহিমা কীর্তনের পরিশেষেই তদ্বিষয়ে 'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং—'এবং 'স্বপাদমূলং—' (ভাঃ ১১/৫/৪১-৪২) ইত্যাদি শ্লোক দুইটি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তাহা হইলে উক্ত রহস্যপূর্ণ কলিযুগীয় বর্ণনার মধ্যে সামান্যতঃ সাধারণ কলিযুগাবতার ও তৎপ্রবর্তিত শ্রীনামসঙ্কীর্তনের ইঙ্গিত মাত্র করিয়া, বিশেষভাবে ছন্ন-লক্ষণে বর্তমান অসাধারণ কলিযুগের উপাস্য ও উপাসনা বিষয়ে যাহা কীর্তিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা একমাত্র ছন্ন অবতার শ্রীগৌরহরিই যে নির্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সর্বতোভাবেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিশেষতঃ শ্রীকরভাজনের উক্ত বর্ণনায়—শ্রীনামসঙ্কীর্তনের প্রবর্তনরূপ এই বিশেষ লক্ষণটি কেবল সাধারণ কলিযুগাবতার এবং শ্রীচৈতন্যাবতার[১] ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না, ইহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। অধিকন্তু তদ্বর্ণিত ভব-বিরিঞ্চি-প্রণত-চরণারবিন্দ ও শ্রীরামাদি অবতার সকলেরও অবতারীরূপে স্বয়ংভগবল্লক্ষণ সকল যখন আবেশাবতারস্বরূপ কলিযুগাবতার পক্ষেও প্রযুক্ত হইতে পারে না, তখন উক্ত বিশেষ বর্ণনা সকল যে, একমাত্র পীতবর্ণে প্রচ্ছন্ন স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ব্যতীত অপর কোন ভগবৎস্বরূপ সম্বন্ধীয় নহে,—এ-বিষয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ থাকিতেছে না।

এখন যদি এরূপ বলা হয় যে,—একমাত্র ছন্নাবতার বলিয়া তৎসম্বন্ধে উক্ত প্রকার প্রচ্ছন্ন-লক্ষণে বর্ণনা করা তদুপযুক্তই হইয়াছে এবং উক্ত বর্ণনায় একমাত্র শ্রীগৌরহরিই যে নির্দিষ্ট হইয়াছেন—ইহা বুঝিলাম। তবে এই সঙ্গে কোন শাস্ত্রান্তরেও যদি শ্রীভগবৎ বিষয়ক

১। 'যুগধর্ম প্রবর্তাইমু—নাম-সঙ্কীর্তন'—(চৈঃ ১/৩/১৭)

শতনাম বা সহস্রনাম সকল মধ্যে কোথাও শ্রীগৌরাবতার সম্বন্ধীয় সুস্পষ্ট কোনও নাম পরিদৃষ্ট হইত, তাহা হইলে উক্ত সমস্ত বর্ণনাই যে তদ্বিষয়ক, ইহা বুঝিবার পক্ষে আর কোন অসুবিধাই থাকিত না।

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তদ্রূপ প্রমাণ মহাভারত ও পুরাণাদি অপর অনেক শাস্ত্রে বিদ্যমান থাকিলেও, এ-স্থলে সংক্ষেপার্থ তদ্বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নহে। সুতরাং কেবল তদ্রূপ প্রমাণের দুই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র সুপ্রাচীন শাস্ত্র—শ্রীনারদপঞ্চরাত্র (বা জ্ঞানামৃতসার) হইতে[১] নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

উক্ত গ্রন্থের চতুর্থরাত্র—৮ম অধ্যায়ে, শ্রীবালকৃষ্ণের সহস্রনাম স্তোত্রে (১১৬-১১৭ সংখ্যাক শ্লোক দ্রষ্টব্য) 'চৈতন্য' নামের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা যে শ্রীচৈতন্যাবতার সম্বন্ধীয় নাম, তাহা আরও স্পষ্ট বুঝা যায়, ঠিক তৎপূর্ব ও পরবর্তী চরণে 'নিত্যানন্দ' ও 'অদ্বৈত' নামের উল্লেখ হইতে। সুতরাং চৈতন্যাবতার বিষয়ক পরপর এই তিনটি প্রসিদ্ধ নামের সন্নিবেশ, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণই বুঝিতে হইবে। যথা—

'ভক্তপ্রিয়ো ভক্তিদাতা দামোদর ইভস্পতিঃ।
ইন্দ্রদর্পহরোঽনন্তো **নিত্যানন্দ** চিদাত্মকঃ ॥ (১১৬)

চৈতন্যরূপশ্চৈতন্যশ্চেতনাগুণবর্জ্জিতঃ।
অদ্বৈতাচারনিপুনোঽদ্বৈতঃ পরমনায়কঃ ॥ (১১৭)

সেইরূপ উক্ত সহস্রনাম স্তোত্রে, গৌরাবতার সম্বন্ধীয় সুস্পষ্ট 'গৌরঃ নামটিরও উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইবে; যথা,—

নীলঃশ্বেতঃ সিতঃকৃষ্ণো **গৌরঃ** পীতাম্বর ছদঃ ॥ (৮৪)

১। এসিয়াটিক সোসাইটিকর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক হইতে, রামেশ্বর ভট্টাচার্য দ্বারা অনুবাদিত। বেণীমাধব দে কর্তৃক চিৎপুর রোড ২৮ নম্বর, শোভাবাজার হইতে ১২৮১ সালে প্রকাশিত। বিদ্যারত্ন যন্ত্রে অরুণোদয় ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

তদীয় প্রসিদ্ধ 'বিশ্বম্ভর' নামটিও উক্ত গ্রন্থে, চতুর্থ রাত্রি, ৩য় অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম মধ্যে উক্ত হইতে দেখা যায়।

'বিশ্বম্ভরস্তীর্থপাদঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তন। (৪৫)

এমন কি, যে নাম একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরকে নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোন ভগবৎস্বরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না,—সেই 'শচীসূত' নামটিও পূর্বোক্ত শ্রীবালকৃষ্ণ সহস্রনাম স্তোত্রে (চতুর্থ রাত্রি, অষ্টম অধ্যায়) স্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হইবে। যথা,—

'—**শচীসূত**জয়প্রদ,।' (১৫৪)

তাহা হইলে এই অতিশয় সুস্পষ্ট 'শচীসূত' নামের উল্লেখ হইতেই, পূর্বোক্ত 'বিশ্বম্ভরঃ', 'গৌরঃ', 'চৈতন্য' নামত্রয় সেই শচীসুত—গৌরাবতার সম্বন্ধীয় নামরূপেই প্রতিপন্ন হইবার যোগ্য হইতেছেন।

সেইরূপ, ছন্নত্ব নিবন্ধন একমাত্র গৌরাবতারই করভাজনের প্রচ্ছন্ন বর্ণনায় স্বতঃ প্রমাণিত হইলেও, উক্ত শাস্ত্রসিদ্ধ 'শচীসূত' প্রভৃতি নাম সকলের বিদ্যমানতা দ্বারাও, শ্রীকরভাজনকর্তৃক ছন্ন-লক্ষণে বর্ণিত—অনুক্তনামা, পীতবর্ণে প্রচ্ছন্ন সেই স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপটিই যে শচীসূত—গৌরহরি, তদ্বিষয়ে পূর্বোক্ত সংশয়েরও আর কোন অবকাশ থাকিতেছে না।

শ্রীভগবান্ প্রমাণিত হয়েন—একমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারাই।[১] তদ্ভিন্ন অপর কোন প্রমাণে নহে। অতএব, স্বয়ং প্রচ্ছন্ন বলিয়া, সর্বাপেক্ষা নিগূঢ়তম হইলেও, শ্রীগৌর-স্বরূপটি সর্বভাবে শাস্ত্রসিদ্ধ স্বয়ংভগবান্ই হইতেছেন।

আবার সেই শাস্ত্রপ্রমাণিত ভগবান্ অনুভূত হয়েন,—বিশেষস্থলে

১। 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১/১/৩)

কেবল তদীয় কৃপা দ্বারা।[১] তাহাকে 'কৃপা-সিদ্ধ' বলে। সাধারণ স্থলে—তৎকৃপালব্ধ শাস্ত্রসিদ্ধ সাধন দ্বারা।[২] ইহাই 'সাধন-সিদ্ধ' নামে কথিত হয়। তদ্ভিন্ন ভগবদনুভূতির অন্য উপায় নাই।

সত্যাদিযুগত্রয়ে শ্রীনাম বিদ্যমান থাকিলেও এবং সাধারণ কলিযুগের যুগধর্ম হইলেও, জনসাধারণের তৎগ্রহণে উন্মুখতার অভাব।

সর্বসাধারণ কলিযুগের যুগাবতার প্রবর্তিত যুগধর্ম বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে (৪৩৪ পৃষ্ঠায়)।

তদ্বিষয়ে বিশেষ কথা এই যে,—শ্রীনাম সর্বকালে—সর্বযুগেই সর্বোত্তম সাধনরূপে সর্বোপরি জয়যুক্ত হইয়া বিরাজমান থাকিলেও,[৩] সাধারণ বুদ্ধিতে যুগধর্মেরই প্রাধান্য থাকায়, সত্যাদি যুগত্রয়ে ধ্যানাদি যুগধর্মের অনুষ্ঠানেই প্রায়শঃ জনসাধারণের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। নাম গ্রহণে উন্মুখতা না থাকায়, বিশেষ সুকৃতী ও সুবুদ্ধিমান ব্যতীত উহা প্রায়শঃ গ্রহণীয় হয়েন না।[৪]

ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ে কলিযুগের জনসাধারণকে সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ জানিয়া, করুণাময় ভগবানের নিয়মে সেই সর্বোত্তমধর্ম শ্রীনামসঙ্কীর্তনই কলিযুগের যুগধর্মরূপে প্রবর্তিত হওয়ায়, এই যুগের জনগণের বিশেষ সৌভাগ্যের সূচনা করা হইয়াছে। কিন্তু কলির জীব সকলের এমনি দুর্দৈব যে, সেই সহজসাধ্য ও সর্বোত্তমধর্ম শ্রীনামগ্রহণেও উন্মুখ না

১। '—যমেবৈষ্য বৃণুতে তেন লভ্য—' (কঠোঃ ১/২/৯)

২। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো—' (বৃঃ আঃ ২/৪/৫)

৩। চারিযুগেই তারকব্রহ্ম নামরূপে—শ্রীনামের বিদ্যমানতা শাস্ত্রসিদ্ধ।

৪। 'তস্মাদধ্যানাদি-সমর্থাস্তাঃ প্রজা জিহ্বৌষ্ঠ-স্পন্দনমাত্রস্য নাতিসাধনত্বং ভবেদিতি মত্বা তন্ন শ্রদ্ধিতবত্যশ্চ।' (ক্রমসন্দর্ভঃ ১১/৫/৩৭)

হইয়া, তাহারা প্রায়শঃ অধর্মেই সংরত হয়। যে নাম গৃহীত হইলে তৎফলে সত্যাদি যুগধর্মত্রয়ের সমুদয় ফলের সহিত, অন্য যুগের সুদুর্লভ শ্রীভগবানে শুদ্ধা ভক্তি পর্যন্ত লভ্য হইয়া থাকে,—কলিসঞ্চারিত পাপ ও অপরাধাদি-প্রবণ কলিযুগের প্রজাগণ কর্তৃক প্রায়শঃ সেই শ্রীনামগ্রহণ করিবার প্রবৃত্তিই থাকে না। ইহাই হইল সাধারণ কলিযুগের বিষয়।

শ্রীনামগ্রহণ বিষয়ে বর্তমান কলিযুগে শ্রীগৌরপ্রকটের পূর্ববর্তী অবস্থা।

অতঃপর শ্রীগৌর-প্রকটিত বর্তমান কলিযুগের বৈশিষ্ট সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সাধারণ যুগাবতার স্থলে, বর্তমান কলিযুগের যুগধর্ম—শ্রীনামসঙ্কীর্তন স্বয়ংভগবান, শ্রীগৌরকৃষ্ণকর্তৃক প্রকটিত। সুতরাং তৎপূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত এই যুগে যুগধর্মরূপে শ্রীনামের আবির্ভাব না থাকায়, তৎকালে শ্রীনামসঙ্কীর্তনের আচরণ, কিম্বা নিরতিশয় সুকৃতি ভিন্ন শ্রীনাম-পরায়ণ ব্যক্তি, প্রায়ই পরিদৃষ্ট হইতেন না; এ-কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থের বর্ণনা হইতে বিদিত হওয়া যায়।

"না বাখানে যুগধর্ম—কৃষ্ণের কীর্তন। দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন ॥ যে বা বিরক্ত তপস্বী অভিমানী। তা'সবার মুখে-হ নাহিক হরিধ্বনি। অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়। গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম কভু লয় ॥ বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণের নাম ॥ নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান।"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত ১/২)

এমন কি, উহার বহু পূর্ববর্তী দ্রাবিড়াদি প্রদেশীয় পরম ভাগবতগণের আবির্ভাব কালেও সত্যাদিযুগ-দুর্লভ যে শুদ্ধা ভক্তি বিপুলভাবে জনসমাজে সঞ্চার করা হইয়াছিল, তাহা মহৎসঙ্গের মাধ্যমে—অর্চন-

বন্দন-দাস্যাদি প্রধান ভক্ত্যঙ্গের সংযোগে; কিন্তু প্রায়শঃ নামসঙ্কীর্তন প্রধান ভক্ত্যঙ্গের সংযোগে নহে। যে-হেতু তখনও যুগধর্মরূপে শ্রীনামের আবির্ভাব ঘটে নাই। সুতরাং উক্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান—বর্তমান যুগের আগমনোন্মুখ অসাধারণ যুগধর্মের সূচনা বা সুমঙ্গল আবাহন স্বরূপ হইয়াছিল। এই-হেতু তৎকালেও নামগ্রাহী ব্যক্তির সুদুর্লভতার কথাই ভগবৎপার্ষদ স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ আলবারগণের অন্যতম—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীকুলশেখর নৃপতিকর্তৃক তদীয় মুকুন্দমালা স্তোত্রেও উক্ত হইতে দেখা যায়। যথা,—

অনন্ত বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।
বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চিদহো জনানাং বাসনাভিমুখ্যম্ ॥ (২৯)

ইহার অর্থ,—অনন্ত, বৈকুণ্ঠ, মুকুন্দ, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব—এই প্রকার ভগবন্নাম সকল বলিতে সমর্থ হইয়াও, কোন ব্যক্তি বলে না। হায়! জনগণের কি বহির্মুখী গতি।[১]

যুগধর্ম শ্রীনামের সহিত শ্রীগৌর-প্রকটের পরবর্তী অবস্থা।

নামগ্রহণ বিষয়ে শ্রীগৌর-প্রকটের পূর্ববর্তীকালের অবস্থার কথা ইঙ্গিত করা হইল। এখন দেখা যাইবে, তদীয় অবতরণের সহিত উহার আনুষঙ্গিকরূপে, বর্তমান যুগের যুগধর্ম—সেই জগৎ-দুর্লভ শ্রীনামসঙ্কীর্তনেরও জগতে বিপুলভাবে সহসা আবির্ভাব ঘটে।

গগনে সুধাকরের পূর্ণ উদয়েই যেমন মহাসিন্ধু উদ্বেলিত হয়, সেইরূপ বর্তমান বিশ্বের ভাগ্যাকাশে শ্রীগৌর-পূর্ণেন্দুরূপে স্বয়ংনামীর উদয় মুহূর্ত হইতেই নামামৃত সিন্ধুও উদ্বেলিত হইয়া উঠেন। যে নাম-রত্নাকরের মহোচ্ছ্বাস হইতেই জীবজগতের অচিন্ত্য—ব্রজপ্রেমরূপ

১। উক্ত স্তবে 'আশ্চর্য্যমেতৎ হি মনুষ্যলোকে—' ইত্যাদি ৩৮ সংখ্যক শ্লোকেও একই অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইয়াছে।

চিন্তামণি সকল অজস্রভাবে জীবলোকে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যদ্দ্বরা নিজ মহৌদার্য স্বভাবেরও পূর্ণ পরিচয় প্রকট হয়। মরলোকে ব্রজপ্রেম বিতরণ, সৃষ্টির ইতিহাসে যাহা অভূতপূর্ব—সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা।

যাঁহা হইতে জগতের জন্মলাভ,[১] সেই তাঁহার জগতে জন্মলীলার দিনের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়—নিজ অভিন্নস্বরূপ শ্রীনামকে জন্মাইয়া স্বয়ং শ্রীনামী জন্মলীলা প্রকট করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাব দিন হইতেই এই বিশেষ কলিযুগের যুগধর্মরূপে শ্রীনামসঙ্কীর্তনও তাঁহার সহিত আবির্ভূত হইয়াছেন।

শুধু আবির্ভাব নহে,—অন্যযুগে যে নাম সহজগ্রাহ্য ছিলেন না, আজ স্বয়ং শ্রীনামীর অর্থাৎ স্বয়ংভগবানের আবির্ভাবকাল হইতে সেই শ্রীনামও স্বতঃই সকল রসনায় স্ফুরিত হইয়া সর্বজনেরই গ্রহণযোগ্য হইলেন। ইহাও বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট। তাই দেখা যায় শ্রীগৌরচন্দ্রকর্তৃক নিজ জন্মগ্রহণ লীলাকালে গগনেও চন্দ্রগ্রহণ করাইয়া, সেই গ্রহণের ছলে জগজনকে শ্রীনামগ্রহণে উন্মুখতা প্রদানপূর্বক এই কলিযুগকে পরমধন্য করিয়া, সত্যাদি যুগজনেরও বন্দনীয় করিয়াছেন। আজ এই গ্রহণকাল হইতেই প্রকৃষ্টরূপে জীবের নাম গ্রহণ হইল। নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

"ফাল্গুন-পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়। সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ॥ 'হরি হরি' বোলে লোকে হরষিত হইয়া। জন্মিলা চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়া ॥" (শ্রীচৈঃ ১/১৩/১৮-১৯)

ইহার পূর্ববর্তী গ্রহণাদিকালে সাধারণতঃ লোকে দান ব্রতাদি শুভকর্মের অনুষ্ঠানেই নিষ্ঠিত ছিলেন। নামগ্রাহীজনের বিরলতার বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু আজ এই পরম শুভমুহূর্ত হইতে বিপুলভাবে লোকমুখে শ্রীনামের আবির্ভাব, ইহা অতীব বিস্ময়কর ঘটনাই হইয়াছিল। তাই শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে,—

১। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ।' (ব্রঃ সূঃ ১/১/২)

"জগৎ ভরিয়া লোক বলে 'হরি হরি'। সেই ক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি ॥ প্রসন্ন হইল সর্বজগতের মন। 'হরি' বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন।" ইত্যাদি। (শ্রীচৈঃ ১/১৩/৯৩)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনায় সেই কথাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

"সঙ্কীর্ত্তন সহিত প্রভুর অবতার। গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥ হেন মতে প্রভুর হইল অবতার। আগে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার ॥ চতুর্দ্দিকে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া। গঙ্গাস্নানে 'হরি' বলি যায়েন ধাইয়া ॥ যার মুখে এ-জন্মেও নাই হরিনাম। সেহো 'হরি' বলি ধায় করি গঙ্গাস্নান ॥ দশদিক পূর্ণ হই উঠে হরিধ্বনি।" ইত্যাদি। (আদি ২ পঃ)

এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, বর্তমান যুগের এই অসাধারণ যুগধর্ম—শ্রীনামসঙ্কীর্তন কেবল যে, শ্রীচৈতন্যকর্তৃক জগতে প্রবর্তিত হইয়াছেন।[১] তাহাই নহে,—তদীয় কৃপাবিশেষে সেই শ্রীনাম সর্বজনের গ্রহণীয়ও হইয়াছেন। আজ যে, ইচ্ছামাত্র যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধায়—হেলায় যেভাবে হউক নাম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন, —আজ যে, কলিপ্রভাবের মধ্যেও যেভাবেই হউক শ্রীনামসঙ্কীর্তন সর্বত্রই প্রসারতা লাভ করিতেছেন,—ইহার মূলে রহিয়াছেন সেই পরম উদার শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা বৈশিষ্ট। যে বৈশিষ্টের জন্য অপর সকল যুগ হইতে গৌর-প্রকটিত বর্তমান কলিযুগ মহাধন্যরূপে সাধু ও শাস্ত্রকর্তৃক সম্মানিত হইয়াছেন।[২]

১। 'সঙ্কীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সঙ্কীর্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য ॥' (চৈঃ ১/৩/৬২)

কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন—' ইত্যাদি। (চৈঃ ২/২০/২৮৪) দ্রষ্টব্য।

২। 'প্রণমিহ কলিযুগ সর্বযুগ সার। হরিনাম সঙ্কীর্তন যাহাতে প্রচার ॥' (শ্রীঠাকুর মহাশয়)

শ্রীচৈতন্যকর্তৃক শ্রীনামের স্বরূপ ও মহিমাদি বিষয়ে জগতে যথার্থ চেতনা প্রদান ও নামাপরাধ হইতে সতর্কীকরণ।

সর্বোপরি বিশেষ কথা এই যে—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অবতরণের পূর্বে, শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপাদি সম্বন্ধে জগৎ যেমন অচৈতন্য ছিল, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-নামের যথার্থ স্বরূপ ও মহিমাদি বিষয়েও জগৎ ভ্রান্ত হইয়াছিল। তৎকালে শ্রীনামের অসমোর্দ্ধ মহিমাদি বিষয়ে উপলব্ধি না থাকায়, শ্রীনামকে অপর শুভক্রিয়াদি কিম্বা জ্ঞান-যোগাদির সহিত সমতা অথবা তদপেক্ষা ন্যূনতা মনন করা হইত।[১] এবং 'নামাপরাধ' সম্বন্ধেও জনসমাজে বিশেষ আলোচনার অভাবে অজ্ঞতা থাকায়, শ্রীনামের নিরতিশয় মহিমা বিষয়ে প্রায়শঃ অতিশয়োক্তি বিবেচনা করা হইত। সুতরাং তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার কল্পিত অর্থের অবতারণাপূর্বক নামের মুক্ত মহিমার সঙ্কোচ বা খর্বতা সাধন প্রয়াস দ্বারা 'অর্থবাদ' ও 'কল্পনাদি'রূপ নামাপরাধ সকল সৃজন করা হইত।[২] যাহার অনিবার্য কুফলে শ্রীনাম অপ্রসন্নচিত্তে অপরাধ-ধূলি ধূসরিত জগতের উপর নীরবে অবস্থান করিতেন।

তৎপ্রতিকার স্বরূপ শ্রীনাম-মহিমার মূর্তবিগ্রহ, ঠাকুর শ্রীব্রহ্মহরিদাসকে অগ্রে আবির্ভাব করাইয়া, তৎকর্তৃক শ্রীনাম-মহামন্ত্রের আচার ও প্রচার দ্বারা তদ্বিষয়ে অপরাধমূলক কুসংস্কার সকল জনসমাজ হইতে পূর্বেই বহুল পরিমাণে অপসরণ করাইয়া, পরে শ্রীগৌরহরি স্বয়ং শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ যুগধর্মের সহিত অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া জীবজগতকে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে পূর্ণ চৈতন্য প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ অজ্ঞতাবশতঃ পূর্ববর্তী

১। 'ভাবকের সিদ্ধান্ত শুন—' ইত্যাদি। (চৈঃ ৩/৩/১৮১)

২। 'কেহো বোলে নাম হইতে হয় পাপ ক্ষয়।' ইত্যাদি। (চৈঃ ৩/৩/১৬৯) 'শুনি এক পঢ়ুয়া তাহা অর্থবাদ কৈল। (১/১৭/৬৮) দ্রষ্টব্য।

৩। '—অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।' ইত্যাদি। (হরিভক্তি বিঃ ধৃত ১১/২৬৯)

জনসমাজকর্তৃক উপেক্ষিত—অনাদৃত—ধূলি বিলুণ্ঠিত নিজ অভিন্নরূপ[১] জগন্মঙ্গল শ্রীনামকে সযত্নে উঠাইয়া লইয়া, ধূলি-কাদা ঝাড়িয়া মুছিয়া, তদীয় মহামহিমান্বিত চিন্তামণিময় মহাপীঠে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, শ্রীনামকে সর্বোপরি জয়যুক্ত করিয়াছেন। সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ ও সাধনাঙ্গের মধ্যে সর্বোপরি শ্রীনামেরই স্থান নিরূপণপূর্বক, আবার সেই নাম গ্রহণ-প্রণালীর মধ্যে সঙ্কীর্তনেরই সর্বোৎকর্ষ সর্বভাবে প্রচার করিয়াছেন।

কেবল সেই এক নাম হইতেই যে প্রকারে জীবের বাসনা-মলিন চিত্তদর্পণ সুমার্জিত হইয়া শ্রদ্ধাদি ক্রমে সর্বভক্ত্যঙ্গ ও সাধনাঙ্গ সকলের উদ্‌গমের সহিত, শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তিরূপ পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া যায়, তাহা স্বরচিত শিক্ষাশ্লোকের প্রথমেই প্রদর্শন করাইয়া, পরিশেষে সেই স্বয়ং নামীই তদীয় অভিন্নাত্ম শ্রীনামের জয়ধ্বনি জগভরি ঘোষণা করিলেন,—**'শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং পরং বিজয়তে'** অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন সর্বোপরি পরম উৎকর্ষ বৈশিষ্টের সহিত জয়যুক্ত হইতেছেন।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥

ইহার অর্থ শ্রীচরিতামৃত হইতেই উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

'সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন। চিত্তশুদ্ধি, সর্বভক্তি-সাধন উদ্‌গম।[২] কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম, প্রেমামৃত আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ॥' (শ্রীচৈঃ ৩/২০/১০-১১)

১। '—অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।' ইত্যাদি (হরিভক্তি বি ধৃত ১১/২৬৯)

২। সর্বভক্তি—নববিধ ভক্ত্যঙ্গ। 'শ্রবণং-কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ—' ইত্যাদি (ভাঃ ৭/৫/২৩) সাধন=চৌষট্টি সাধনাঙ্গ। ('বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি—' ইত্যাদি। চৈঃ ২/২২/৬০ দ্রষ্টব্য)

যে শ্রীভগবানের সমান কেহই বা কিছুই নাই, সেই স্বয়ং নামীও যাঁহার জয়গানে বিভোর, এতাদৃশ শ্রীনামের সহিত যে, সর্বশুভ-ক্রিয়াদি অপর কোন কিছুরই সমতা হইতে পারে না।[১] এমন কি অজ্ঞতাবশতঃ সমতা চিন্তা করিলেও উহা অপরাধরূপে পরিণত হয়,[২] ইহা এখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

তাই নামাপরাধ বিষয়ে অজ্ঞাত জগতকে সতর্ক করিয়া দিবার নিমিত্তই বিঘোষিত হইল,—

'কোটি অশ্বমেধ এক-কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥'

(শ্রীচৈঃ ১/৩/৬৪)

নবধা ভক্তির মধ্যেও শ্রীনামের সর্বোৎকর্ষ বা অঙ্গীত্ব প্রচার

'সর্ব শুভক্রিয়া' বলিতে, কেবল ধর্ম-ব্রতাদিই নহে,—শুভ বা মঙ্গলের চরমসীমা যে পর্যন্ত প্রসারিত সেই নবাঙ্গ-ভক্তি বা ভজনাঙ্গ পর্যন্ত নির্দেশ করা হইয়াছে।[৩] যাহার উপর আর কোন 'শুভ' নাই— সেই নবধা ভক্তির অঙ্গরূপে একই আসনে শ্রীনাম অবস্থান করিলেও, তন্মধ্যে শ্রীনামসঙ্কীর্তনই যে সর্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত, এ-কথা বুঝিবার সম্ভাবনা ছিল না, যদি জীবের পরম মঙ্গলদাতা, সেই স্বয়ং নামী—শ্রীগৌরহরিকর্তৃক ইহা সুস্পষ্টরূপে বিঘোষিত না হইত; যথা—

'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে

১। গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ। যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ॥ (হরিভক্তি বিঃ ১১/১৮৬)

২। 'ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।' (হরিভক্তি বিঃ ধৃত পাদ্মে ১১/২৮৫)। অর্থাৎ ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ ও হোমাদি সর্বশুভ কর্মের সহিত নামের সমতা চিন্তন—একটি নামাপরাধ।

৩। 'নামসঙ্কীর্তন হৈতে সর্বানর্থনাশ। সর্বশুভোদয়—কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥'

(চৈঃ ৩/২০/৯)

মহাশক্তি ॥ তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন। নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥' (চৈঃ ৩/৪/৬৫-৬৬)

ইহার তাৎপর্য এই যে,—কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সাধন সকল ভক্তিমুখাপেক্ষী বলিয়া[১] এবং ভক্তি স্বতন্ত্রভাবেই নিজ মুখ্যফল—কৃষ্ণপ্রেমোদয় করাইয়া, কৃষ্ণসেবা প্রদান করিতে মহাশক্তি সম্পন্ন বলিয়া, নববিধা ভক্তিই সকল সাধন ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এতাদৃশী মহাপ্রভাবান্বিতা নবধাভক্তির মধ্যে আবার শ্রীনামসঙ্কীর্তনই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই নামের নিকট নিরপরাধ হইয়া কেবল নাম গ্রহণ দ্বারাই যথাক্রমে প্রেমরূপ পরম সম্পদ লাভ করা যায়; এবং এই যুগে সেই প্রেমও আবার অন্য যুগের অচিন্ত্য স্বয়ংভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্রজপ্রেম বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

অতএব নববিধা ভক্তির অঙ্গরূপে অবস্থান করিলেও, তন্মধ্যে আবার স্বয়ংনামীকর্তৃক 'সর্বশ্রেষ্ঠ'রূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় এবং 'যুগধর্ম' রূপেও প্রাধান্য থাকায়, অন্ততঃ বর্তমান যুগে একমাত্র শ্রীনামসঙ্কীর্তনই সমস্ত ভজন বা সাধনাঙ্গের 'অঙ্গী' অর্থাৎ বীজ বা কারণ স্বরূপ হইতেছেন। অপর ভক্ত্যঙ্গের দ্বারা সিদ্ধিলাভ অন্যযুগে কিম্বা শ্রীগৌরপ্রকটের পূর্ববর্তীকালে সম্ভব হইতে পারিলেও,—এই বিশেষ কলিযুগে স্বয়ং ভগবৎ-প্রবর্তিত শ্রীনামসঙ্কীর্তনের বিশেষত্ব এই যে, কেবল নাম হইতেই যথাক্রমে প্রেমভক্তির কারণ যাহা, সেই সাধনভক্তি সকলের উদ্‌গম বা বিকাশ হয় বলিয়া, তৎসমুদয়কে নামেরই কার্য বা 'অঙ্গ' এবং নামকেই তৎসমুদয়ের কারণ বা 'অঙ্গী' রূপেই বিদিত হওয়া যায়।[২]

শ্রীনাম হইতে প্রেমোদয়ের ক্রম।

প্রেমোদয়ের ক্রম সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

১। 'ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম-যোগ-জ্ঞান।' (চৈঃ ২/২২/১৪)

২। 'এক কৃষ্ণনাম করে সর্বপাপনাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥' (চৈঃ ১/৮/২২)

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

(ভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ ১/৪/১১)

ইহার অর্থ,—প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধুসঙ্গ (২য়), তাহার পর ভজন ক্রিয়া (সাধনাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান), তাহার পর হইতে অনর্থনিবৃত্তির আরম্ভ, তাহার পর নিষ্ঠা, তৎপরে রুচি, তৎপরে আসক্তি, তাহার পর ভাব এবং তদনন্তর প্রেমের উদয়ে পরিপূর্ণরূপে অনর্থনিবৃত্তি হয়। শুদ্ধাভক্তির সাধকদিগের পক্ষে প্রেম প্রাদুর্ভাবের ইহাই ক্রম।

শ্রীভাগবতে (৩/২৫/২৪) এই ক্রমটিই সংক্ষেপে নির্দেশ করা হইয়াছে; শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।' অর্থাৎ প্রথমে শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্যন্ত—'সাধনভক্তি'), তৎপরে রতি ('ভাবভক্তি'), তদনন্তর ভক্তি ('প্রেম-ভক্তি) এইরূপ ক্রমে উদয় হয়।

শ্রীভাগবতে 'সতাং প্রসঙ্গান্—(ভাঃ ৩/২৫/২৪) ইত্যাদি শ্লোকে, মহৎ-সঙ্গের সহিত হরিকথাদির যুগপৎ সংযোগরূপ কারণ হইতেই যে, উক্ত ক্রমে শুদ্ধাভক্তির পরিণতি—প্রেমের উদয় হয়, সে-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে (৭৯ পৃষ্ঠায়)। সাধারণতঃ সর্বকালেই সাধনসিদ্ধের রীতিতে প্রেমোদয়ের ইহাই নিয়ম। সাধুসঙ্গোত্থিত শ্রীহরিনামাদির সংযোগ ব্যতীত অপর কোন উপায়ে প্রেমভক্তি লাভ করা যায় না।[১]

মহামহৎরূপে প্রচ্ছন্ন শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত শ্রীনাম হইতে প্রেমোদয়ে, সুদুর্লভ মহৎ-সঙ্গাদিরও অপেক্ষা রাহিত্য।

কিন্তু বর্তমান যুগের অসাধারণ বৈশিষ্ট এই যে, মহাপ্রভু

১। 'সাধুকৃপা নাম বিনা প্রেম নাহি হয়।' (চৈঃ ৩/৩/২৫৩)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজেই মহা-মহৎরূপে প্রচ্ছন্ন স্বয়ংভগবান্ বলিয়া, তৎপ্রবর্তিত ও তদাস্বাদিত নাম হইতে ব্রজপ্রেমোদয়ের পক্ষে সেই অন্যযুগের সুদুর্লভ মহৎসঙ্গেরও অপেক্ষা থাকে নাই। সুতরাং তৎপ্রবর্তিত, প্রচারিত ও আচরিত সর্ব ভজনাঙ্গের 'অঙ্গী' বা কারণ স্বরূপ এই শ্রীনামমাত্রের সংযোগ হইতেই, পূর্বোক্ত শ্রদ্ধাদিক্রমে 'সাধনাঙ্গ' সকলের উদ্গম হইয়া, 'ভাবভক্তি' ও পরিশেষে 'প্রেমভক্তির' বিকাশ কার্য অনিবার্যই জানিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ এই যুগধর্মই প্রেমধর্মের কারণ হওয়ায় তদীয় শ্রীমুখোদ্গীর্ণ হরেকৃষ্ণেত্যাদি কেবল তৎপ্রসাদী এই নাম সকল হইতেই অন্যযুগের অচিন্ত্য ও অন্যের অদেয় রাগানুগাভক্তি বা ব্রজপ্রেমোদয় সংঘটিত হইয়া থাকে। তাই শ্রীমদ্রূপগোস্বামীচরণ তদীয় শ্রীলঘুভাগবতামৃতের মঙ্গল শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে-কৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥

ইহার অর্থ,—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র হইতে বিগলিত 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি তৎসম্বোধক[১] বর্ণ সকল প্রেমতরঙ্গে জগজ্জনকে নিমজ্জিত করিতে করিতে সর্বোপরি জয়যুক্ত হউন।

সমস্ত সাধনভক্তির অঙ্গী বা কারণ হওয়ায়, শ্রীনামকে 'পরম উপায়' বলিয়া নির্দেশ।

সেই 'অঙ্গী' শ্রীনাম হইতে কেবল সাধনাঙ্গই নহে,—নববিধা ভক্তিই পূর্ণরূপে সমুদিত হইয়া প্রেমোদয় করাইয়া থাকেন; ইহাও জানা যায়।

১। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরকৃষ্ণ অভিন্নস্বরূপ বলিয়া, কৃষ্ণনামকেও তৎসম্বোধক বলা হইয়াছে।

'এক কৃষ্ণ নাম করে সর্বপাপক্ষয়। নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ দীক্ষা-পূরশ্চর্যাবিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে ॥ আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়। চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥' (চৈঃ ২/১৫/১০৮-১১০)

তাই আরও দেখা যায়, অপর ভজন বা সাধনাঙ্গ সকলকেও 'কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়' বলা হইয়াছে। 'কৃষ্ণ প্রাপ্ত্যের উপায় বহুবিধ হয়।' (চৈঃ ২/৮/৬৪) কিন্তু তৎসমুদয় উপায়েরও উপায়স্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত ভজনাঙ্গ বা সাধনভক্তিরও কারণ বা 'অঙ্গী' বলিয়া, স্বয়ং নামীকর্তৃক একমাত্র শ্রীনামসঙ্কীর্তনকেই এই যুগে 'পরম উপায়' বলিয়াই স্পষ্টতঃ ঘোষণা করা হইয়াছে; যথা,—

'হর্ষে প্রভু কহে—শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥

(চৈঃ ৩/২০/৭)

উক্ত কারণে কেবল নাম-গ্রহণাদি লক্ষণেই ভক্ত বা বৈষ্ণব-লক্ষণ নির্দেশ।

বহু ভজনাঙ্গের বিকাশ দ্বারা সর্বসদ্‌গুণভূষিত বৈষ্ণব বা ভাগবতগণের লক্ষণ প্রকাশ হয়। কিন্তু সেই সকল লক্ষণ বা ভজনাঙ্গের প্রকাশ বিষয়ে অন্ততঃ এই যুগে 'অঙ্গী' নামই কারণ এবং তৎসমুদয় নামেরই 'অঙ্গ' বা কার্য হওয়ায়, কেবল কারণের উল্লেখেই তৎকার্যেরও বিদ্যমানতা বুঝাইয়া থাকে। এই-হেতু স্বয়ং নামীকর্তৃক বৈষ্ণব-লক্ষণ নির্দেশকালেও, কেবল কৃষ্ণনামের সংযোগ লক্ষণই উল্লেখ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তদঙ্গ বা কার্যের উল্লেখ করা হয় নাই। শ্রীনামরূপ কারণের বিদ্যমানতায় তৎকার্যও অনিবার্যই বুঝিতে হইবে।

তাই কুলীনগ্রামীকর্তৃক 'বৈষ্ণব-লক্ষণ' বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু যথাক্রমে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম—এই ত্রিবিধ বৈষ্ণব-লক্ষণ, কেবল কৃষ্ণনামের সংযোগ লক্ষণেই নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব একমাত্র শ্রীনামই যে সমস্ত ভজনাঙ্গের 'অঙ্গী' বা কারণ, —নাম হইতেই যে, তদঙ্গস্বরূপ সমস্ত সাধনভক্তির প্রকাশ হয়, এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

'প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥' (চৈঃ ২/১৫/১০৭) 'কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে। সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে। যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান ॥' (চৈঃ ২/১৬/৭১)

ইহা হইতেও বুঝা যায়, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর হইতে এই যুগে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিলাভের মূল বা কারণ কেবল শ্রীনাম। তাই শ্রীচরিতামৃতে দেখা যাইবে, প্রায়শঃ সর্বত্র—সকল ক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি—কৃষ্ণপ্রেম উপদেশ করিতে তিনি এক কথায় কেবল তৎকারণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্তনেরই নির্দেশ দিয়াছেন। প্রেমদানকালেও সর্বত্রই নাম গ্রহণ করাইয়াই প্রেম দিয়াছেন।

সংক্ষেপের জন্য কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। বিশেষভাবে শ্রীচরিতামৃতের বহুস্থলে এইরূপ পরিদৃষ্ট হইবে। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রতি—'ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন। প্রভু উপদেশ কৈল নামসঙ্কীর্তন।' (হরের্নাম—' ইত্যাদি শ্লোকোক্তি) 'এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার। শুনি ভট্টাচার্যের মনে হৈল চমৎকার —॥' (চৈঃ ২/৬/২১৮)

'সেই দেশে বিপ্র এক মিশ্র তপন। নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য সাধন।' 'প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য সাধন কহিল। নামসঙ্কীর্তন কর, উপদেশ কৈল ॥' (চৈঃ ১/১৬/৮-১৩)

প্রেমোদয় কার্যের নামই কারণ বা অঙ্গী বলিয়া, সর্বত্রই 'নাম-প্রেম'—এই কারণ ও কার্য মাত্রের উল্লেখ দেখা যায়; যথা—'কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥' 'মথুরা চলিতে প্রেমে যাহা রহি যায়। কৃষ্ণ নাম-প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥' (চৈঃ ২/১৭/১৪২) 'যাহা যায়, তাহা লওয়ায় নামসঙ্কীর্তন। (চৈঃ ১/১৬/৬) 'নাম-প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার ॥' (চৈঃ ৩/৩/২১৩) ইত্যাদি।

পূর্বে যেমন শ্রীভাগবতধর্মের ও তন্মধ্যে বিশেষভাবে প্রেমধর্মের একমুখ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে, (৪১৩ পৃষ্ঠায়), সেইরূপ তৎসাধন বিষয়েও বর্তমান যুগে শ্রীনামেরই এক-মুখ্যতা সংস্থাপন করা,—ইহাও কলিহত জীবের পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের একটি বিশেষ কৃপা বৈশিষ্টই বুঝিতে হইবে।

শ্রীগৌর-প্রকটকালে অস্বাভাবিক কৃপা-বৈশিষ্ট।

শ্রীগৌর প্রকট কালের অত্যাশ্চর্য ও অস্বাভাবিক কৃপা বৈশিষ্ট এই যে,—

(১) সাধনসিদ্ধের রীতিতে—পূর্বোক্ত শ্রদ্ধাদিক্রমে প্রেমোদয় হওয়া সর্বকালেই—সাধারণ নিয়ম। কিন্তু গৌর-প্রকটকালে কৃপাসিদ্ধের রীতিতে —কেবল নাম হইতেই প্রায় সর্বত্রই প্রেমদান কার্য পরিদৃষ্ট হইয়াছে। যে কোন ভাবে নামের সংযোগমাত্রেই শতপত্রবেধ-ন্যায়ে[১] শ্রদ্ধাদি ক্রম লক্ষিত না হইয়াই সদ্যই প্রেমের কারণ ও কার্য যুগপৎ সমুদিত হইয়াছে, ইহাই অবগত হওয়া যায়।

(২) ভক্তির সাধনপথে অপরাধের ও বিশেষভাবে নামাপরাধের বিচার সর্বকালেই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু গৌর-প্রকটকালে সেই অপরাধেরও বিচার রাখা হয় নাই।[২] শ্রীনামগ্রহণমাত্রই নিরপরাধ

১। সূচিবিদ্ধ শতপদ্মপত্র যেমন প্রথম-দ্বিতীয়াদিক্রমে বিদ্ধ হইলেও, অত্যন্ত দ্রুততাবশতঃ যুগপৎ বিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়,—ইহাই 'শতপত্রবেধ-ন্যায়ের' অর্থ।

ব্যক্তিতে সদ্যাই প্রেমোদয় এবং অপরাধক্ষেত্রে নামের সংযোগে তৎক্ষণাৎ নিরপরাধ করাইয়া তৎপরক্ষণেই প্রেমোদয়ের কথাই অবগত হওয়া যায়। তবে যে-সকল স্থলে অপরাধ বিষয়ে দণ্ডদান কিম্বা শাসনাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তৎকালের জন্য নহে; কারণ গৌর-প্রকটকালের সর্বজীবোদ্ধাররূপ এই সমষ্টির মহা-অভিযানের দিনে অপরাধাদির বিচারের সার্থকতা থাকিতেছে না। সুতরাং উহা তদীয় অপ্রকটকালের ভবিষ্যৎ জীবসকলকে তদ্বিষয়ে সর্তক করিবার উদ্দেশ্যেই বুঝিতে হইবে। যে-হেতু গৌর অপ্রকটকালে, সর্বকালের ন্যায় সাধারণ নিয়মেই অপরাধের বিচার অবশ্যই থাকিবে। তাই 'নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন'—এ-কথা তাঁহারই নিজোক্তি।[১]

(৩) কেবল সাধক মাত্রের পক্ষেই সাধন দ্বারা সংসারপাশ বিমুক্ত হইয়া নিজ অভীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা সর্বকালেই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু গৌর প্রকটকালে জগতের সমষ্টি জীব উদ্ধারের কথাই অবগত হওয়া যায়। অবশ্য এই অচিন্ত্য-অলৌকিক বিষয় বিচার বিতর্কের গ্রাহ্য হইতে পারে না।[২] ইহা কেবল তদনুরূপ ভাগবতীবৃত্তি দ্বারাই বোধগম্য হইতে পারে।

ব্রহ্মাণ্ডগত জীবসমষ্টি উদ্ধারে বর্তমান বেতার-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মনীতি অবলম্বিত।

শ্রীরামচন্দ্রাবতারে যেমন অযোধ্যাবাসী সর্বজীবের উদ্ধারলাভ হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবতরণকালে যেমন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জীবের সংসারমোচন হইয়াছিল, তদ্রূপ শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকটকালের স্থাবর-জঙ্গম ব্রহ্মাণ্ডগত সমষ্টি জীবের উদ্ধার প্রাপ্তি ও প্রেমলাভের কথাই অবগত

১। 'নিতাই চৈতন্যে নাহি এসব বিচার। নাম লৈতে প্রেম দেন,—বহে অশ্রুধার ॥' (চৈ ১/৮/২৭) এস্থলে 'নাম' বলিতে ভগবন্নামমাত্রই বুঝিতে হইবে।

২। 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।' (লঘুভাঃ ধৃত স্কান্দবাক্য)

হওয়া যায়। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-মহিমাদি বিষয়ে ইষ্টগোষ্ঠীর মধ্যে এই রহস্যের সুস্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে বুঝিতে পারা যাইবে।[১]

এ-স্থলে সংক্ষেপে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদান করা যাইতেছে। তদীয় সমষ্টি জীবোদ্ধারলীলা কার্যটির বিষয় নাম-মহিমার মূর্তবিগ্রহ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বাণী দ্বারাই জগতে ব্যক্ত করাইবার ছলে, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'পৃথিবীতে বহু জীব—স্থাবর-জঙ্গম।
ইহাসভার কি প্রকারে হইবে মোচন॥'

তদুত্তরে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উক্তি; যথা,—

"হরিদাস কহে—প্রভু, যাতে এ কৃপা তোমার। স্থাবর-জঙ্গমে প্রথম করিয়াছ নিস্তার॥ তুমি যেই করিয়াছ উচ্চ সঙ্কীর্তন। স্থাবর জঙ্গমের সেই হয় ত' শ্রবণ॥ শুনিতেই জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়। স্থাবরে সে শব্দ লাগে —তাতে প্রতিধ্বনি হয়॥ প্রতিধ্বনি নহে সেই—করয়ে কীর্তন। তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন॥ সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্তন। শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম॥"—ইত্যাদি।

এ-স্থলে সর্ব জীবোদ্ধারের প্রথম কারণস্বরূপ তৎপ্রবর্তিত ও তদীয় মুখোদ্‌গীর্ণ শ্রীনামের উচ্চ সঙ্কীর্তনের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই উচ্চ সঙ্কীর্তন-ধ্বনি কেবল শ্রবণ দ্বারাই নহে,—তদ্দ্বারা স্পন্দিত আকাশ তরঙ্গ সূক্ষ্মভাবে সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া, সেই নাম-প্রবাহের সংস্পর্শেই ব্রহ্মাণ্ডগত জীবমাত্রের উদ্ধার ও প্রেমলাভের কারণ সদাই সংঘটিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। আধুনিক আবিষ্কৃত বেতার-বিজ্ঞান যখন সুষুপ্তির অবস্থায় অবস্থিত, তৎকালে এই বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যটি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত জগৎকে যেভাবে যতটুকু প্রকাশ করা সম্ভব ছিল,

১। একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা। তাঁহা লঞা গোষ্ঠী করি তাঁহারে পছিলা॥ ইত্যাদি (শ্রীচরিতামৃতে ৩/৩/৪৮-৮৪ দ্রষ্টব্য।)

সেইভাবেই,—'স্থাবরে শব্দ লাগে', প্রতিধ্বনি হয়', 'সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্তন'—ইত্যাদি বর্ণনার মধ্যে তাহার আভাষ রহিয়াছে বুঝিতে পারা যায়।[১] অবশ্য সর্ব বিজ্ঞানময় পুরুষ যিনি, তাঁহার পক্ষে উক্ত কার্য্যের জন্য কোন যন্ত্রাদির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তদীয় ইচ্ছামাত্রেই উক্ত বিজ্ঞানের মূল প্রণালী অবলম্বনে তৎকার্য সাধিত হইতে পারে—এ-কথার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন। অবশিষ্ট কারণগুলি মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটেও, বর্তমান যুগব্যাপী তৎপ্রবর্তিত শ্রীনাম হইতেই ব্রজপ্রেমোদয়ে—কেবল নিরপরাধে নাম গ্রহণের অপেক্ষা।

তাহা হইলে বর্তমান কলিযুগব্যাপী যুগধর্মই সেই স্বয়ং নামী প্রবর্তিত প্রেমধর্ম হওয়ায় এবং তল্লাভের নিমিত্ত শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনই পরম উপায় ও উহা সর্বজীবের গ্রাহ্য হওয়ায়, এই যুগে তৎপ্রবর্তিত শ্রীনামেরই প্রাধান্য ও অঙ্গীত্বরূপ বৈশিষ্ট রহিয়াছে। তদীয় অপ্রকটকালে যদিও সর্বকালের ন্যায় সাধারণ নিয়মেই নিরপরাধে ও সাধনসিদ্ধের রীতিতে—শ্রদ্ধাদিক্রমে, নাম হইতে প্রেমোদয় হইবে, তথাপি সেই প্রেম হইবে—অন্যযুগের অচিন্ত্য—অন্যের অদেয়—স্বয়ং ভগবানের বশীকারোপায় যাহা, সেই উদ্ধবাদি-বন্দিত, ব্রজরামাগণের অনুগত—'ব্রজপ্রেম'। বর্তমান যুগের শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ বিশেষ যুগধর্মের ইহাই অসাধারণ বৈশিষ্ট। যে মহিমা বিশেষের জন্য সত্যাদি যুগের প্রজাগণ এই বিশেষ কলিযুগে জন্মলাভকে অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন।[২]

১। ইহার বিশদালোচনা গ্রন্থকার লিখিত 'শ্রীগৌরাঙ্গের জগতোদ্ধার কার্য' নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। (শ্রীসোনার গৌরাঙ্গ ১০ ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। ভাদ্র, ১৩৩৯ সাল।) বা বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা' —১৭৭পৃঃ।

২। "কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্ ॥" (ভাঃ ১২/৫/৩৭)

দশম উদ্ভাসন

বর্তমান যুগে প্রেমোদয়ের পরম কারণ— শ্রীনামেরই সকল ভজনাঙ্গের অঙ্গীরূপ একমুখ্যতা ও সর্বশ্রেষ্ঠতা।

শ্রীনামের অব্যর্থ ফলোদয়ে কেবল নামাপরাধ বর্জনের আবশ্যকতা।

বর্তমান যুগে স্বয়ং শ্রীনামীর কৃপাবিশেষ হইতে লব্ধ, তৎপ্রবর্তিত, তদীয় শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ সুতরাং অপর মহৎকৃপাদি নিরপেক্ষ, সহজগ্রাহ্য ও সহজসাধ্য শ্রীনামসংকীর্তনরূপ পরম কারণ বা পরম উপায় হইতে যথাক্রমে প্রেমোদয়ের পক্ষে—একমাত্র নামাপরাধ ব্যতীত অপর কোন ব্যর্থতার কারণ নাই, ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক। এই ব্যর্থতা বিরোধিতাকৃত নহে; ইহা নামের নিজ অপ্রসন্নতাই বুঝিতে হইবে। যে-হেতু নামের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে এমন কেহ বা কিছুই নাই। যে সকল কারণে শ্রীনাম অপ্রসন্ন হইয়া স্বেচ্ছায় নিজ মহিমা বা শক্তি প্রকাশে বিরত থাকেন তাহাই হইতেছে—'নামাপরাধ'।

অপরাধ সকল প্রধানতঃ সেবাপরাধ এবং নামাপরাধ ভেদে দ্বিবিধ। সেবাপরাধ নামের দ্বারা ভঞ্জন হয়; কিন্তু নামাপরাধ হইতে বিমুক্ত হইবার

শেষ উপায়—নামই।[১] একান্তভাবে শ্রীনামেরই শরণাপন্ন হইয়া অবিরত নামকীর্তন দ্বারাই নামাপরাধ মুক্ত হওয়া যাইতে পারে।[২] সুতরাং নামাপরধেরই আধিক্য প্রতিপন্ন হইতেছে। তন্মধ্যে আবার সাধুনিন্দাদি মহৎগণ-সম্বন্ধীয় অপরাধেরই প্রাধান্য থাকায়, এই অপরাধকে বিশেষভাবে বৈষ্ণবাপরাধ বা 'মহদপরাধ' নামে নির্দেশ করা হয়। সংক্ষেপার্থ এ-স্থলে কেবল দশবিধ নামাপরাধের নামমাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) সাধুনিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ ঈশ্বর বুদ্ধি, (৩) গুরুদেবে অবজ্ঞা, (৪) বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা, (৫) নাম-মাহাত্ম শ্রবণে 'ইহা অর্থবাদ বা স্তুতিমাত্র' এইরূপ মনন, (৬) নামমহিমার মুখ্যত্ব খর্ব হয় এইরূপ অর্থকল্পন বা কুব্যাখ্যা। (৭) নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি (৮) সর্বশুভক্রিয়াদির সহিত নামের সমতা চিন্তা, (৯) অশ্রদ্ধান্বিত বিমুখ, শুনিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে নামোপদেশ, (১০) নাম-মাহাত্ম শ্রবণ করিয়া অপ্রীতি।[৩]

অঙ্গী শ্রীনাম হইতে ভজনাঙ্গের বিকাশে প্রেমোদয়ের ক্রম।

উক্ত 'নামাপরাধ' বর্জনপূর্বক কেবল শ্রীভগবন্নাম গ্রহণের ফলে বা তৎকার্যরূপেই পূর্বোক্ত শ্রদ্ধাদি ক্রমে, সাধক ভজনক্রিয়ার ভূমিকায় উপনীত হয়েন। ইচ্ছা হইতেই ক্রিয়ার প্রকাশ হয়। সেই সুপ্রসন্ন নামই সাধকের অন্তরে 'ভজনক্রিয়া' সম্বন্ধীয় ইচ্ছার উদ্‌গম করাইয়া, যথাকালে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়াদি সাধনাঙ্গরূপ ভজন ক্রিয়া সকলে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন। উক্ত প্রকারে যে, ভজনের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি, উহা স্বেচ্ছাকৃত নহে,—নামকৃত বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

১। 'সর্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে—'ইত্যাদি। (হরিভক্তি বিঃ ধৃত ১১/২৮২—পাদ্মে)

২। জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন। সদা সংকীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ। (হরিভক্তি বিঃ ধৃত ১১/২৮৭ পদ্মপু° স্বর্গ ৪৮ অঃ)

৩। হরিভক্তিবিলাসধৃত ১১/২৮৩। 'সতাং নিন্দা—' ইত্যাদি। পাদ্মবাক্য দ্রষ্টব্য। কবিরত্ন সংস্করণ।

তদনন্তর শ্রীনাম ও ভজনক্রিয়ার ফলে ক্রমশঃ অনর্থনিবৃত্তির সহিত যথাক্রমে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিরূপ সাধনভক্তির সীমা অতিক্রম করাইয়া, পরে ভাবভক্তি ও পরিশেষে প্রেমভক্তি উদয়ে শ্রীনামই সাধককে কৃতকৃতার্থ করিয়া থাকেন।[১] এই সমুদয়কে তৎকারণ স্বরূপ শ্রীনামেরই কার্য বলিয়া বুঝিতে পারিলে, এই যুগে কেবল শ্রীনামেরই একমুখ্যতা অর্থাৎ সমস্ত ভজনাঙ্গের অঙ্গীরূপে উপলব্ধি করিবার পক্ষেও অসুবিধা হয় না। তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

'এক কৃষ্ণ নামের ফলে পাই এত ধন ॥' (১/৮/২৪)

কিন্তু এতাদৃশ 'অঙ্গী' শ্রীনাম গ্রহণ করিয়াও যদি যথাক্রমে ও যথাকালে নামের কার্য অর্থাৎ শ্রদ্ধাদি ক্রমে সাধনাঙ্গ সকলের উদ্‌গম অনুভূত না হয়, তাহা হইলে সেই ভজনের মধ্যে নামাপরাধের বিদ্যমানতা অবশ্যই বুঝিতে হইবে। আবার নিরপরাধ ও অপরাধের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে সাধনাঙ্গের আবির্ভাব বিষয়েও যথাক্রমে দ্রুত, বিলম্বিত কিম্বা স্তব্ধ হওয়াই স্বাভাবিক বুঝিতে হইবে।

ভজনপথে এই নামাপরাধরূপ সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে শ্রীচরিতামৃতের উক্তি; যথা—'

"হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার ।
তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর ।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥"

(শ্রীচৈ° ১/৮/২৫-২৬)

এ-স্থলে অপরাধকেই যেমন নামের ফলোদয় না ঘটিবার কারণরূপে বলা হইয়াছে, সেইরূপ কৃষ্ণ নামকেই 'বীজ'রূপে নির্দেশ করিয়া,— বীজরূপ কারণ হইতে অঙ্কুরোদগম হইয়া, যথাক্রমে ও যথাকালে যেমন

১। বিশদ আলোচনা—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ কৃত 'মাধুর্য বাদম্বিনী'—দ্রষ্টব্য।

কাণ্ড, শাখা, পল্লব, পুষ্প ফলরূপ তৎকার্যের বিকাশ হয়,—প্রেমভক্তি ও তৎকারণ সাধনভক্তির বিকাশেও তেমনি নামেরই অঙ্গীত্ব বা কারণত্বও ইহা দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ভজনের প্রাণস্বরূপ স্মরণাঙ্গেরও অঙ্গী—শ্রীনাম।

এমন কি, যে রাগানুগাভক্তির স্মরণাঙ্গই মুখ্য বা জীবনস্বরূপ বলা যায়, সেই স্মরণাঙ্গের আবির্ভাবও এইযুগে নামকীর্তনেরই ফল বা কার্য হওয়ায় শ্রীনামই স্মরণাঙ্গেরও 'অঙ্গী' হইতেছেন। অতএব জীবনলাভের আনন্দ অপেক্ষা যেমন জীবনদাতার প্রতি সমধিক আদর-বুদ্ধিই প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য হয়, সেইরূপ ভজনের প্রাণ-স্বরূপ স্মরণাঙ্গের সহজ আবির্ভাব করাইয়া, অঙ্গী শ্রীকৃষ্ণনামই জয়যুক্ত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ তদীয় রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকায়, স্মরণাঙ্গেরও নামকীর্তনাধীনত্বের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

"অত্র রাগানুগায়াং যন্মুখ্যস্য তস্যাপি স্মরণস্য কীর্তনাধীনত্বমবশ্যং বক্তব্যমেব। কীর্তনস্যৈব এতদ্‌যুগাধিকারত্বাৎ সর্বভক্তিমার্গেষু সর্বশাস্ত্রৈস্তস্যৈব সর্বোৎকর্ষপ্রতিপাদনাচ্চ।" (১/১৪)

ইহার অর্থ—'এই রাগানুগাভক্তিতে মুখ্য যে স্মরণ, তাহারও কীর্তনাধীনত্ব অবশ্য বক্তব্য হইতেছে; কারণ এই বর্তমান কলিযুগে ঐ কীর্তনেরই অধিকার এবং সমস্ত ভক্তিমার্গে সকল শাস্ত্রকর্তৃক নামকীর্তনেরই সর্বোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে।'[১]

শূন্যের প্রথমে এক (১) প্রভৃতি অঙ্ক থাকিলে উহা সার্থক হয়, নচেৎ অঙ্কহীন শূন্য সকলের যেমন শূন্যমাত্রই ফল,—তদ্রূপ এই যুগে সমস্ত ভজন, নামমুখ্যই জানিতে হইবে।

দেশ-কালাদি নিয়ম নিরপেক্ষ শ্রীভগবন্নাম সর্বকালেই সমান মহিমান্বিত হইলেও, স্বয়ংভগবৎ-প্রবর্তিত বর্তমান কলিযুগ বিশেষে পূর্বোক্ত মহিমা বিশেষের প্রকাশ থাকায়, এই-হেতু বর্তমান যুগে সর্বজন

১। প্রভুপাদ শ্যামলাল গোস্বামিকৃত অনুবাদ।

গ্রাহ্য ও সর্বথা শ্রীনামেরই কারণত্বরূপ মুখ্যত্ব বা অঙ্গীত্ব সর্বভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে।

মহাপ্রভাবান্বিত ভজনাঙ্গ সকলের উদয়ে এবং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি ও নিষ্ঠাদির বিকাশেও—অঙ্গী শ্রীনাম।

নির্গুণা ভক্তি, চিদানন্দময়ী স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ হওয়ায়, ভক্ত্যঙ্গ ও সাধনাঙ্গ মাত্রেই নিরতিশয় মহাপ্রভাব সম্পন্ন হইতেছেন। এই-হেতু স্মরণ, বন্দন, অর্চনাদি কিম্বা সাধু, গুরু, ভাগবতশাস্ত্রাদি, অথবা ধাম, প্রসাদ, তুলসী ও বৈষ্ণব-ব্রতাদি নিখিল ভজনীয় বস্তুর মহিমাদির ইয়ত্তা করা যায় না। সুতরাং যে অঙ্গে যাঁহার আবেশ, তাহার পক্ষে তাহাই সর্বোত্তমবোধ হওয়া স্বাভাবিক। তথাপি ইহাও বিবেচ্য যে, অন্ততঃ এই যুগবিশেষে কেবল নামকীর্তনই যখন শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে বিশেষভাবে যুগধর্মরূপে কীর্তিত হইয়াছেন। এবং স্বয়ংভগবানকর্তৃক 'তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ', 'পরম উপায়' ও সমুদয় ভজনাঙ্গের 'বীজ বা কারণরূপে স্পষ্টই নির্দিষ্ট হইয়াছেন, তখন কেবল নামকেই তদঙ্গীবোধে 'আশ্রয়পূর্বক ভজনে প্রবৃত্ত হইলে, সেই সুপ্রসন্ন নামেরই কৃপায়, উক্ত ভক্ত্যঙ্গ ও সাধনাঙ্গ সকলের মহামহিমাদিও যথার্থরূপে অন্তরে অনুভূত হয়; সেই নামেরই কৃপা হইতে সমুদিত নিজ অভীষ্ট ভজনাঙ্গের সুদৃঢ় নিষ্ঠার আবির্ভাব হয়। কিন্তু 'অঙ্গী' নামকে অপর ভজনাঙ্গের ন্যায় একটি অঙ্গ—এইরূপ নামের সমতা চিন্তা করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইলে, তদ্দ্বারা অপরাধের সঞ্চার হয় বলিয়া উক্ত ভক্ত্যঙ্গ বা সাধনাঙ্গ সকলের মহামহিমা এবং নিজ অভীষ্ট ভজনাঙ্গে নিষ্ঠা, তদবস্থায় অন্তরে অনুভূত না হইয়া কেবল গ্রন্থাদিতেই লিপিবদ্ধ ও মুখের কথাতেই পর্যবসিত হইয়া থাকেন। উক্ত 'অঙ্গ' সকলের অপরিসীম মহিমাদি যাঁহারই চিত্তে যথার্থরূপে উদিত

হইয়াছে,—তাহাকে অবশ্য তদঙ্গীবোধে শ্রীনামেরই একান্ত আশ্রিত বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

'নামাশ্রয়'-লক্ষণ।

অতএব এই যুগে সর্বভজনের কারণরূপে শ্রীনামেরই একমুখ্যতা থাকায়,[১] অপর সমস্ত ভজনাঙ্গের অঙ্গী বা কারণরূপে গ্রহণপূর্বক, সেই নামেরই কার্যরূপে সমস্ত সাধনাঙ্গের বিকাশ হইতেছে ও হইবে এই বোধে, নামকেই প্রেমোদয়ের পরম উপায় জানিয়া—অত্যাদর বুদ্ধিতে যে নাম গ্রহণ, তাহাকেই 'নামশ্রয়' বলা হয়। যুগপৎ একাধিক সমবিষয়ে আনুগত্যকে 'আশ্রয়' বলা যায় না। সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরম মুখ্যবোধে একান্তী হইয়া একেরই আনুগত্যের নাম 'আশ্রয়'। এইভাবে 'নামাশ্রয়ী' হইয়া, সকল ভজনাঙ্গের নামকেই অঙ্গীরূপে ধরিতে পারিলে সেই সুপ্রসন্ন নামেরই কৃপায় প্রেমোদয়ের যাহা কিছু প্রয়োজন সে সকল অঙ্গ অতি সহজে শ্রীনামই ধরাইয়া দেন; নিজ কার্যরূপে প্রকাশ করেন। নিজ অভীষ্ট ভজনাঙ্গে প্রকৃষ্ট আবেশ আনিয়া দেন। ভজনপথের নিখিল মঙ্গল—এই মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ শ্রীনামেরই কার্যরূপে আপনিই সমাগত হয়েন।[২] মুখ্যভাবে শ্রীনামাশ্রয় হইতেই—শ্রীসাধু-গুরু-গোবিন্দ-ধাম প্রভৃতি বিষয় সকলেও প্রকৃষ্টরূপে প্রপন্ন বা আশ্রিত হওয়া যায়।

নামাশ্রয়ে ভজনে, অপরাধাদি অমঙ্গল হইতে শ্রীনামকর্তৃক আশ্রিত-রক্ষণ।

আশ্রিতকে সর্বভাবে বিনাশ হইতে রক্ষা করা ইহা যেমন

১। কলি যুগে হরিনাম একমাত্র ধর্ম। যেই নাম, সেই হরি,—ইথে বুঝ মর্ম ॥' (ভক্তমাল ৩য় মালা)। 'নাম বিনু কলিকালে ধর্ম নাহি আর।' (চৈঃ ১/৩/৮৩)

২। '—মঙ্গলং মঙ্গলানাং'। (হরিভঃ ধৃত—১১/২৩৪ প্রভাস খণ্ডে)

শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা,[১] —আশ্রিতকে কোন প্রকারে ত্যাগ করিতে তিনি যেমন অসমর্থ, ('আশ্রয় করিয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে।') ভগবান ও ভগবন্নাম অভিন্ন বলিয়া, আশ্রয় করিয়া ভজন করিলে শ্রীনামও সেইরূপ তদাশ্রিতকে সর্বভাবে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধই জানিতে হইবে। নামাশ্রিতজনের অপরাধ-প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই না থাকিলেও, নামের পক্ষে আশ্রিতকে অপরাধাদি সর্ব অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ববোধ অধিকতর হওয়ায়, নামাশ্রিতের পক্ষে নামাপরাধাদি সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা অল্পই হইয়া থাকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোনরূপে সংঘটিত হইলে হৃদয়স্থিত শ্রীনামই উহা বিদূরীত করিয়া দিয়া আশ্রিতকে ভজনপথের অনর্থসমূহ হইতে রক্ষা করেন।[২] আশ্রিত রক্ষণে শ্রীনামী হইতে অভিন্ন শ্রীনামের এতাদৃশী কৃপা।

শ্রীনামকে একটি ভজনাঙ্গমাত্রবোধে, সমতাবুদ্ধিতে নাম গ্রহণের অনর্থকারিতা।

অপরপক্ষে—সেই অঙ্গী বা সর্বকারণস্বরূপ শ্রীনামকে তদঙ্গ বা তৎকার্যস্বরূপ অপর সাধনাঙ্গের মতই ভজনের একটি অঙ্গমাত্র মননপূর্বক যদি সমভাবে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে 'সর্বশুভক্রিয়াদির সহিত নামের তুল্যত্ব চিন্তনরূপ এই নামাপরাধের সঞ্চার হইয়া, তদ্দ্বারা নামের অপ্রসন্নতার কারণ ঘটে। এইরূপে অপর যে কোন সাধনাদি শুভ বিষয়ের সহিত নামের সমতা চিন্তাই যখন অপরাধ, তখন তদপেক্ষা নামের ন্যূনতা চিন্তা যে অধিকতর দোষাবহ, ইহার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন। এই প্রকারে নামের সমতা কিম্বা ন্যূনতা মনন পূর্বক যে নাম গ্রহণ, ইহা কদাপি 'নামাশ্রয়' হয় না। কোন বিষয়ে একান্তী না হইলে, তদাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং 'নামাশ্রয়ী' না

১। 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥' (গীতা ৯/৩১)

২। 'স্বপাদমূলং—' (ভাঃ ১১/৫/৪২)

হইয়া উক্ত প্রকারে নামের সমতা বা ন্যূনতা বুদ্ধিতে কেবল নামগ্রাহী হইলে, তদ্দ্বারা অপ্রসন্ন নাম হইতে ভজনপথের কুশল লাভ করা কঠিন হইয়া থাকে।

শ্রীনামের সর্বশ্রেষ্ঠতাদিবোধ বিষয়ে পূর্বপক্ষ ও তাহার সমাধান।

(১) এখন যদি বলা হয়,—অগ্নির অব্যর্থ দাহিকাশক্তি প্রকাশের ন্যায়, নামের স্বরূপ বা মহিমাদি বিষয়ে জানিয়া বা না জানিয়া যেভাবেই হউক উহা গ্রহণমাত্রই যখন তৎপ্রভাব বিস্তারের কথাই শাস্ত্রসিদ্ধ, তখন সেই নাম সম্বন্ধে উক্ত প্রকার কারণত্ব, অঙ্গীত্ব বা সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি অবগত হইয়া ভজন করিবার কি-ই বা আবশ্যকতা থাকিতে পারে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, নামের শক্তি প্রকাশে তন্মহিমাদি বিষয়ে অবগত হওয়া বা না হওয়ার কোনও অপেক্ষা না থাকিলেও, নামাপরাধ বিষয়ে সচেতন থাকিবার বিশেষ অপেক্ষার কথা শাস্ত্রে বিশেষভাবেই উক্ত হইয়াছে। নামের সর্বশ্রেষ্ঠতা বা মুখ্যতাবোধ না থাকিলে, অপর যে কোন শুভ বিষয়ের সহিত নামের সমতাবোধে নামাপরাধ ঘটে। এই-হেতু নামের মুখ্যত্ব বা অঙ্গীত্ব বিষয়ে অবগত হইবার বিশেষ আবশ্যকতাই রহিয়াছে। নাম সম্বন্ধে অন্য কোন বোধের আবশ্যকতা না থাকিলেও, অপরাধ সম্বন্ধে বোধ থাকা একান্তই প্রয়োজন। কারণ অনবধানেও অপরাধ ঘটিলে উহার ফলভোগ অনিবার্য।

আরও বিশেষ অগ্নি প্রাকৃত জড়বস্তু হওয়ায় সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় তাহার বস্তুগত ধর্মলক্ষণ প্রকাশ করা স্বাভাবিক হইলেও, শ্রীভগবদ্‌ভিন্ন শ্রীনাম বিভুসচ্চিদানন্দময়, অর্থাৎ চিন্ময়বস্তু; সুতরাং তিনি অপরাধাদির বিচারক্ষম। বিশেষতঃ শ্রীনাম যুগধর্ম হওয়ায় ও অঙ্গী শ্রীনাম অভিভাবকরূপে, তদাশ্রিতজনের মঙ্গলের নিমিত্ত, প্রেমলাভের পথে

পরম অনর্থ স্বরূপ নামাপরাধ সকল বর্জন করাইয়া থাকেন। অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর মহিমাদি বিষয়ে প্রাকৃত জড় বস্তুর উদাহরণ দান একারণে সর্বক্ষেত্রে বিধেয় নহে।

২। অতঃপর যদি এইরূপ বলা হয়,—ইহা না হয় বুঝিলাম, কিন্তু কর্ম-জ্ঞানাদি ভক্তিমুখাপেক্ষী হইলেও, স্বয়ংসিদ্ধা ভক্তি যখন অন্য-নিরপেক্ষভাবেই নিজ মুখ্য বা গৌণ সর্বফল প্রদানে মহাপ্রভাব-সম্পন্না, তখন সেই ভক্ত্যঙ্গ সকলের পক্ষে তৎফলোদয়ে নামের কারণত্বের অপেক্ষা থাকিলে, ভক্তির অন্য-নিরপেক্ষতা কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে?

তদুত্তরে ইহাই জ্ঞাতব্য যে,—শ্রীনাম ও শ্রীনামী অভিন্নতত্ত্ব। এইহেতু ভগবৎসম্বন্ধীয় শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুশীলনই যেমন 'ভক্তি'—সেইরূপ ভগবন্নামের অনুশীলনও ভক্তিই হইতেছেন। সাধনভক্তিকে যেমন প্রেম-ভক্তির কারণ বলা হইলেও, (প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।' চৈঃ ১/৮/২২) ভক্তিই ভক্তির কারণ হওয়ায়, (ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা—' ভাঃ ১১/৩/৩১) তদ্দ্বারা যেমন ভক্তির স্বতন্ত্রতার হানি হয় না, তদ্রূপ শ্রীনামকীর্তনাদিরূপ ভক্তিই, সাধন ভক্তি ও প্রেমভক্তির কারণ বা অঙ্গী হইলে, তদ্দ্বারা ভক্তির অন্য-নিরপেক্ষতার কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না।

(৩) এখন যদি বলা হয় যে,—চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গ-ভক্তির মধ্যে নিম্নোক্ত পঞ্চ অঙ্গকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে; যথা—

'সাধুসঙ্গ নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্তি শ্রদ্ধায় সেবন ॥ সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ'॥[১] (শ্রীচৈঃ ২/২২/৭৪)

তাহা হইলে এই পঞ্চ সাধনাঙ্গের মধ্যে যখন নামকীর্তনেরও স্পষ্টই

১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১/২/৪৩) দ্রষ্টব্য।

উল্লেখ দেখা যাইতেছে, তখন সেই নামকীর্তনকেই সমস্ত সাধনাঙ্গের 'অঙ্গী' বলিয়া কি প্রকারে অবধারণ করা যাইতে পারে?

ইহার উত্তর এই যে,—বীজরূপ অঙ্গী হইতে যেমন কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প ও ফলরূপ অঙ্গ সকলের বিকাশের সহিত তদঙ্গরূপে তদনুরূপ বীজেরও বিকাশ হয়; উভয় বীজ একরূপ হইলেও যেমন অঙ্গবীজ ও অঙ্গীবীজে কার্য-কারণভেদ থাকে, সেইরূপ অঙ্গী নামকীর্তন হইতেই তদঙ্গরূপে সাধনাঙ্গ সকলের উদ্‌গমের সহিত তন্মধ্যে অঙ্গ নামকীর্তনেরও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

আবার সেই অঙ্গবীজ হইতেও যেমন তদঙ্গরূপে শাখা-পল্লবাদির বিকাশ হইয়া উহাই পুনরায় অঙ্গী-বীজের ধর্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ উক্ত অঙ্গ-নাম কীর্তনের শ্রবণাদি হইতে উহাই অপর ব্যক্তিতে সাধনাঙ্গ সকলের উদগম করাইয়া, তৎস্থলে অঙ্গী-নামরূপেই প্রকাশ হইয়া থাকেন। অতএব সর্বত্রই সর্বকারণ শ্রীনামকে বীজধর্মী অর্থাৎ 'অঙ্গী' রূপ বৈশিষ্টের সহিত বিদিত হওয়া আবশ্যক।

(৪) পুনরায় যদি এইরূপ বলা হয় যে,—ইহাও বুঝিলাম; কিন্তু ভক্তির যে কোন এক বা একাধিক অঙ্গের সাধনায়, নিষ্ঠা হইতে ক্রমে প্রেমোদয়ের কথা স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যাইতেছে;—

'এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥ এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ। অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন ॥' (শ্রীচৈ ২/২২/৭৬-৭৭)

এক অঙ্গ সাধনের দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমে পদ্যাবলীধৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটি প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা,—

'শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদবৈয়াসকিঃ কীর্তনে'। ইত্যাদি (৫৩) ইহার কেবল অনুবাদমাত্র প্রদত্ত হইতেছে,—অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণে পরীক্ষিৎ, শুকদেব কীর্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, লক্ষ্মী পাদসেবনে, পৃথু পূজনে, অক্রূর বন্দনে, কপিপতি দাস্যে, অর্জুন সখ্যে এবং বলিরাজ

সর্বস্বের সহিত আত্মনিবেদনে, ভগবৎপ্রেমলাভে শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তৎপরে অম্বরীষাদিভক্তের বহু অঙ্গ সাধনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ—'স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো—' (ভাঃ ৯/৪.১৮-২০) ইত্যাদি শ্লোক প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাহা হইলে ভক্তির যে কোন অঙ্গের সাধনেই যখন যথাক্রমে প্রেমোদয় হইতে পারে,তখন সেই ভক্ত্যঙ্গ সকলের মধ্যে একটি অঙ্গরূপে অবস্থিত নামকেই বা সমস্ত ভজনাঙ্গের 'অঙ্গী' বা কারণরূপে নির্দ্ধারণ করিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

এইরূপ সংশয়ের সমাধান এই যে,—শ্রীভগবানের অভিন্নস্বরূপ শ্রীনাম, সর্বকালে সর্বভাবে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান থাকিলেও, সত্যাদি যুগত্রয়ে 'যুগধর্ম'রূপে শ্রীনামের প্রকাশ না থাকায়, তৎকালে যুগধর্ম অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকর্তৃক ভক্তির যে কোন এক বা একাধিক অঙ্গের আশ্রয়েই প্রেমোদয়ের পক্ষে কোনও অন্তরায় ঘটে নাই।

কিন্তু সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্তনেরই যুগধর্মরূপে কলিযুগে আবির্ভাব থাকায়, সর্বসাধারণ কলিযুগেও নামের মহিমাবিশেষের প্রকাশ রহিয়াছে। বিশেষতঃ বর্তমান কলিযুগে স্বয়ংভগবান্ কর্তৃক প্রবর্তিত, আচরিত এবং তৎকর্তৃক অপর সমস্ত ভজনাঙ্গের মধ্যে শ্রীনামেরই শাস্ত্রসিদ্ধ পারম্য সর্বোপরি বিঘোষিত হওয়ায়, বিশেষভাবে বর্তমান যুগে নামের মুখ্যত্ব বা কারণত্ব বিষয়ে সচেতন থাকিয়া, তদানুগত্যেই সমস্ত ভজন-সাধন অনুষ্ঠিত হওয়াই কর্তব্য হইতেছে।

সুতরাং একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, উক্ত দৃষ্টান্তের মধ্যে বর্তমান কলিযুগে কেবল শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ ও শ্রীশুকদেব ভিন্ন অপর সকলেরই অন্যযুগে সিদ্ধি লাভের কথাই বুঝিতে

পারা যায়।[১] কিন্তু পরীক্ষিত ও শুকদেবের প্রেমভক্তি লাভের মূলে যে, শ্রবণ ও কীর্তনাঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়, তাহারও মূলে শ্রীনামেরই মুখ্যত্ব বা প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইবে।

পরীক্ষিত ও শুকদেবের শ্রবণ ও কীর্তনরূপ ভজনাঙ্গও শ্রীনাম-প্রধান।

'শ্রবণ' ও 'কীর্তন' এই দুইটি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে, যথাক্রমে শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় নাম, রূপ, গুণ ও লীলা শ্রবণ এবং নাম রূপ, গুণ ও লীলা কীর্তনকেই বুঝিতে হইবে। ইহার মধ্যে নামেরই প্রথম উল্লেখ থাকায়, তন্মধ্যে মুখ্যত্ব রূপে নামেরই প্রাধান্য প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রায়শঃ কোনস্থলে উক্তক্রম ভঙ্গ করিয়া, নামের পূর্বে রূপ কিম্বা গুণাদির সং যোগ দৃষ্ট হইবে না।[২] অতএব এই কলিযুগে শ্রীপরীক্ষিত শ্রবণরূপ যে ভক্ত্যঙ্গের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন,—তাহারও মূলে মুখ্যরূপে অগ্রগণ্য হইয়া রহিয়াছেন—শ্রীনাম। শ্রীশুকদেবের কীর্তনাঙ্গ ভজনের মূলেও মুখ্যরূপে সেই নামেরই অবস্থিতির কথা জানা যাইতেছে। অতএব শ্রীচরিতামৃতে এই অভিপ্রায়েই উহা উক্ত হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়।

বর্তমান কলিযুগে অর্কের ন্যায় সমুদিত শ্রীভাগবত শাস্ত্রও নাম-প্রধান।

বিশেষতঃ যে কৃষ্ণ-কথাময় শ্রীভাগবত তাঁহাদিগের শ্রবণ ও কীর্তনের বিষয় হইয়াছিলেন,—এই কলিযুগে অজ্ঞানান্ধকার বিনাশে

১। সিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের যে সাধনাগ্রহ উহা তন্মাধুর্যাস্বাদনের অপরিহার্যতা অথবা জীবের ভজনশিক্ষার নিমিত্তই বুঝিতে হইবে।

২। 'যথাক্রমপ্রাপ্তং শ্রবণং। তচ্চ নাম-রূপ-গুণ-লীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ।' ইত্যাদি (ভক্তিসন্দর্ভঃ ২৪৮ অনুঃ)

সূর্যের ন্যায় সমুদিত[১] সেই শ্রীভাগবত-পুরাণশাস্ত্রও যে নাম-প্রধান পুরাণ, ইহাও 'ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং—'। (ভাঃ ১/৩/৪০) ইত্যাদি শ্লোকের টীকার পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপ্রভু সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা,—

'ইদং পুরাণং ভাগবতং নাম শ্রীভাগবতসংজ্ঞং। যদ্বা নামপুরাণং—নাম প্রধানং পুরাণমিদমিত্যর্থঃ। সর্বত্রৈব বিশেষতো ভগবন্নামমাহাত্ম্য প্রতিপাদনাৎ।'—(হরিভক্তি বিঃ ১০/২৮৫)

অর্থাৎ—ভাগবত নামক এই পুরাণ। কিম্বা ইহার সর্বত্রই বিশেষভাবে ভগবন্নামমাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হওয়ায়, এই শ্রীভাগবত হইতেছেন—নাম-প্রধান পুরাণ।

বেদমাতা গায়ত্রীর বিস্তারিত অর্থ যে, শ্রীভাগবতের আদ্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে, ইহা বিদিত হওয়া যায়,—ভাগবতের উপক্রমে 'জন্মাদস্য যতঃ —(১/১/১) ইত্যাদি শ্লোকোক্ত,—সত্যং পরং ধীমহি' এবং উপসংহারে 'কস্মৈ যেন—' (১২/১৩/১৯) ইত্যাদি শ্লোকান্তে—সত্যং পরং ধীমহি'—এই গায়ত্রীরই ইঙ্গিত হইতে।[২] আবার যে প্রণব হইতে গায়ত্রী সমুদ্ভূতা,[৩] সেই প্রণবের অর্থই যে শ্রীভগবন্নাম বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণনাম এবং শ্রীভাগবত যে, সেই নাম প্রধান,—ইহাও বিদিত হওয়া যায়, ভাগবতের বহুস্থলে ও বিশেষভাবে উপক্রমে 'আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম—' (১/১/১৪) ইত্যাদি এবং উপসংহারে—সর্বশেষ 'নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য—' (১২/১৩/২৩) ইত্যাদি শ্লোকে সেই শ্রীনামেরই নির্দেশ হইতে।

তাহা হইলে এই কলিযুগে শ্রীনামেরই মুখ্যতা বা সর্বপ্রাধান্য থাকায়, বিশেষতঃ এইযুগে প্রকৃষ্ট জ্ঞানালোক প্রদানের নিমিত্ত সমুদিত যে

১। 'কলৌ নষ্টদৃশ মেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতাঃ।' (ভাঃ ১/৩/৪৩)

২। ২৭৮ পৃষ্ঠা ৩। ২৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্র,—সেই পুরাণার্ক শ্রীভাগবত-শাস্ত্রও যে, শ্রীনাম-প্রধান রূপেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং উক্ত পুরাণ 'শ্রবণ' ও 'কীর্তন' রূপ ভক্ত্যঙ্গে যে, নামেরই প্রাধান্য বিদ্যমান্ রহিয়াছে ইহা না বুঝিবার পক্ষে এখন কোনই কারণ থাকিতেছে না।

তৎসহ ইহাও বিবেচ্য যে,—পরীক্ষিত মহারাজ এবং শ্রীশুকদেবের উক্ত ভাগবত শ্রবণ ও কীর্তনকালে তখনও যুগধর্মরূপে শ্রীনামসংকীর্তনের আবির্ভাব হয় নাই। সুতরাং তৎকালেও তাঁহাদের পক্ষে নাম ব্যতীত অন্য ভক্ত্যঙ্গের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিত। কিন্তু যে অসাধারণ কলিযুগে অসাধারণ 'ছন্ন' অবতারীকর্তৃক প্রেমধর্মরূপে প্রবর্তিত নামসঙ্কীর্তনরূপ অসাধারণ যুগধর্ম, যে ভাগবতেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে, (১১/৫/৩২) সেই নাম-প্রধান শ্রীভাগবতেরই শ্রবণ-কীর্তনরূপে প্রকাশকালে, তাই তাঁহারাও উক্ত প্রকারে নাম-প্রধান আচরণ দ্বারা বর্তমান যুগধর্মেরই আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

অতএব বর্তমান কলিযুগে শ্রীনামকীর্তনের সর্বোৎকর্ষরূপ পারম্য শ্রীভাগবতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ-বিষয়ে শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণ তদীয় ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

'শ্রীভাগবতস্য পরমমহিমানমুক্ত্বা তদনন্তরং শ্রীভাগবতমুপক্রমমাণ এব তস্য নানাঙ্গবতঃ শ্রীভগবদুন্মুখতয়া তন্নামকীর্তনমেবোপদিশতি। তত্রাপি সর্বেষামেব পরমসাধনত্বেন পরমসাধ্যত্বেন চোপদিশতি। 'এতন্নির্বিদ্যমানানাং—' (ভাঃ ২/১/১১) ইত্যাদি। (ভক্তিসন্দর্ভঃ ২৬৫)

ইহার অর্থ—(শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব শ্রীভাগবতের পরম মহিমার উল্লেখ করিয়া, তদনন্তর ভাগবত-প্রসঙ্গের উপক্রমেই শ্রীভগবানে উন্মুখতা সম্পাদক বিবিধ ভক্তি সাধনের মধ্যে শ্রীনামকীর্তনেরই উল্লেখ করিয়াছেন। যে-হেতু ভাগবতেও সর্বজনের পক্ষে পরম সাধন ও পরম সাধ্যরূপে 'এতন্নির্বিদ্যমানানাম্—'

(ভাঃ ২/২/১১) ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীনামকীর্তনেরই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে।[১]

বর্তমান যুগে পরমমুখ্য বা অঙ্গী শ্রীনামের প্রসন্নতা হইতেই ভজনাঙ্গ সকলের সহজ আবির্ভাব।

তাহা হইলে বর্তমান যুগে শ্রীনামেরই প্রাধান্য সর্বভাবে প্রতিপন্ন হওয়ায়, নামবর্জিত কিম্বা নামের সহিত সমতা চিন্তিত কোন সাধন দ্বারাই সুফলের আশা করা যাইতে পারে না। এই-হেতু সমস্ত ভজনের মধ্যে পরম মুখ্য বা সর্বশ্রেষ্ঠবোধে অর্থাৎ অঙ্গী বা কারণরূপে—পরমাদরবুদ্ধিতে শ্রীনামকেই ভজনের সর্বাগ্রে সংস্থাপন করিতে পারিলে, সেই অঙ্গী শ্রীনামেরই প্রসন্নতা হইতে তদঙ্গ বা কার্যরূপে অপর সাধনাঙ্গ সকলও সুপুষ্ট ও সুপ্রসন্ন হইয়া সাধকের সাধনপথে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সেই ভজনাঙ্গ সকলের শাস্ত্রোক্ত মহা-মহিমাদিও তৎকালে কেবল গ্রন্থেই নহে, —নিজ অন্তরেও প্রতিভাত হয়েন। অঙ্গী বা কারণ-স্বরূপ নামে যেমন আদরবুদ্ধির বিকাশ হইবে, তদঙ্গ সকলেও তদনুরূপ আবেশ ও নিষ্ঠাদি আবির্ভূত হইয়া নামেরই কৃপায় যথাকালে প্রেমের উদয় হইবে; এবং সেই প্রেমও হইবে—অন্য যুগের অচিন্ত্য ও অন্যের অদেয় 'ব্রজপ্রেম'। ইহাই এই নামসঙ্কীর্তন প্রধান যুগে ভজনের মূল রহস্য।

বর্তমান যুগে নাম-বর্জিত কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না।

অতএব শ্রীনামের প্রাধান্য সর্বকালেই সমভাবে বিদ্যমান থাকিলেও, এই বিশেষ যুগে, বিশেষ যুগধর্মরূপে আবির্ভূত ও স্বয়ং ভগবৎ কৃপায় সর্বজন গ্রাহ্য হওয়ায়, এই যুগে নাম-বর্জিত কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না।

১। শ্রীভাগবত ২/১/১১ শ্লোকের শ্রীচক্রবর্তিপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

যে কোন কর্মাঙ্গের অনুষ্ঠানেও, কলিদোষকৃত ছিদ্র কিম্বা ন্যূনতা সকলের সংস্কার জন্য তৎসহ নামেরই সংযোগ অত্যাবশ্যক।[১]

অপর ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান বিষয়েই আগ্রহশীল যাঁহারা,—সেই ভজনাঙ্গের সহিত নামের সংযোগ একান্তই প্রয়োজন। সে-স্থলে অঙ্গরূপেই নাম গৃহীত হওয়ায়, সেই অপ্রসন্ন নামের প্রসন্নতা বিধানের নিমিত্ত বিশেষভাবে স্বচেষ্টায় সমস্ত নামাপরাধ বর্জনপূর্বক ভজন করা আবশ্যক হয়।

বর্তমান যুগে একমুখ্য নামাশ্রয়ে ভজনই অত্যন্ত প্রশস্ত।

কিন্তু পরমমুখ্য বা অঙ্গীবোধে—পরমাদরবুদ্ধিতে নাম গ্রহণ,—ইহাই হইতেছে 'নামাশ্রয়'। এইরূপে স্বতন্ত্রভাবে কেবল শ্রীনামকে একমুখ্য বা সর্বকারণরূপে আশ্রয় করিয়া ভজন করাই এই যুগে অত্যন্ত প্রশস্ত। ইহা দ্বারা, বীজ হইতে কাণ্ড, শাখা, পল্লবাদির বিকাশের ন্যায়, সুপ্রসন্ন নামের কৃপায় তৎকার্যরূপে ভজনাঙ্গ সকলের বিকাশে—অন্যযুগের অচিন্ত্য ব্রজপ্রেমের উদয় হইয়া থাকে। অপরাধাদি হইতে সাধক সতর্ক থাকিলেও, শ্রীনামই সাধককে আশ্রিতবোধে নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণপূর্বক সাধনপথে পরিচালন করেন। উক্ত বিষয়ে শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপ্রভুকর্তৃক নিম্নোক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইয়াছে;—

'তস্মাৎ সর্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎসঙ্কীর্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ তু শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্‌গ্রাহ্যত ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্র তৎপ্রশংসেতি স্থিতম। অতএব যদ্যন্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা, তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্ 'যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈঃ' ইতি। **অত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্।** 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্—ইত্যাদৌ।' (ক্রমসন্দর্ভঃ ১১/৫/৩৯) ইহার অর্থ সুস্পষ্ট।

১। 'মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং—'। 'যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা—'
(হরিভক্তি বিঃ ১১/১৮০ দ্রষ্টব্য)

অতএব স্বয়ংভগবানকর্তৃক ব্রজপ্রেম-ধর্মরূপে প্রবর্তিত বর্তমান কলিযুগের এই যুগধর্ম—শ্রীনামসঙ্কীর্তনেরই যে, পরমমুখ্যত্ব রহিয়াছে[১] ইহা সর্বভাবেই প্রতিপাদিত হইবার যোগ্য। সেই শ্রীনামেরই প্রেমধর্মের বীজত্ব বা কারণত্ব রূপ শাস্ত্রসিদ্ধ অসমোর্দ্ধ মহিমাই স্বয়ং শ্রীনামীকর্তৃক উদঘাটিত হইয়া তদ্বিষয়ে অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবজগতে পূর্ণ চেতনা প্রদান করা হইয়াছে। তাহার পরেও যদি নামের সর্বমুখ্যতা কিম্বা অঙ্গীত্ব বিষয়ে অনবধানপূর্বক অপর সর্বশুভক্রিয়াদি—এমন কি সর্বশুভের চরমসীমা প্রাপ্ত যাহা, সেই অপর ভক্ত্যঙ্গের সহিতও সমতা চিন্তা করা হয়, তাহা হইলে ইহাও অপরাধরূপে গণ্য হইবার যোগ্য হইয়া ভজন পথে অনর্থসৃজনের সম্ভাবনা হয়। কেবল নামাপরাধ ব্যতীত নামের ফলোদয়ে অপর কোন প্রতিবন্ধকতা নাই, পূর্বে বলা হইয়াছে।

সাধারণ কলিযুগধর্মরূপেও শ্রীনামের অঙ্গীত্ব বা একমুখ্যতা।

সাধারণ কলিযুগধর্মরূপেও দেখা যায়, নামকীর্তনেরই একমুখ্যতা অর্থাৎ একমাত্র অঙ্গীত্বই নির্দিষ্ট হইয়াছে—'কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য—' (ভাঃ ১২/৩/৫১) ইত্যাদি শ্লোকে। অর্থাৎ কলিযুগ দোষনিধি হইলেও 'হি' শব্দ দ্বারা নিশ্চিতরূপে দৃঢ়তার সহিত বলা হইতেছে—ইহাতে একটিমাত্র মহৎগুণ আছে, তাহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন। সুতরাং নিশ্চয়রূপে গণনাপূর্বক 'একটিমাত্রই গুণ' এবং উহাও 'মহৎগুণ' (পারম্য ব্যঞ্জক), আর সমস্তই 'দোষ' বলিবার তাৎপর্য হইতেছে,—কলিযুগে নামেরই অঙ্গীত্বরূপ একমুখ্যতা নির্দেশ অর্থাৎ যদি একমাত্র এই নামকীর্তনকেই ধরা হয়, (অর্থাৎ পরম মুখ্যবোধে 'আশ্রয়' করা হয়), তাহা হইলে অপর সমস্ত

১। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত নামসঙ্কীর্তনই ব্রজপ্রেমোদয়ের কারণ হওয়ায়, ইহাকে 'প্রেম সঙ্কীর্তন' বলা হইয়াছে—'চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম সঙ্কীর্তন।' ইত্যাদি। (চৈঃ ২/১১/৮৬-৮৮) দ্রষ্টব্য।

গুণই ধরা দিয়া থাকেন; (অর্থাৎ তৎকার্যরূপে প্রকাশ হয়েন)। আর যদি সেই একমুখ্য নামকে একান্তভাবে আশ্রয় না করিয়া, তত্তুল্য বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠবোধে অপর গুণসকলকে ধরিতে যাওয়া হয়, তাহা হইলে সমস্তই 'দোষনিধি' অর্থাৎ তদঙ্গরূপে কোন গুণের প্রকাশ হয় না। (অঙ্গীকে না ধরিলে অঙ্গের বিকাশ হইবে কাহা হইতে?)

সাধারণ কলিযুগেও যখন শ্রীনামেরই অঙ্গীত্বরূপ একমুখ্যতা রহিয়াছে, তখন এই অসাধারণ কলিযুগে স্বয়ংভগবৎ-প্রবর্তিত ব্রজপ্রেম-প্রদ শ্রীনাম সঙ্কীর্তনের যে পরম অঙ্গীত্বরূপ একমুখ্যতা থাকিবে, ইহা আর অধিক কথা কি?

শ্রীচৈতন্যকর্তৃক 'হরের্নাম' শ্লোকের প্রকৃষ্ট তাৎপর্য প্রচার দ্বারা শ্রীনামের একমুখ্যতা ঘোষণা।

তাই দেখা যায়, বর্তমান যুগে শ্রীনামের একমুখ্যতা বিষয়ে যে শাস্ত্র নির্দেশ পূর্বে উপেক্ষিত অবস্থায় কেবল গ্রন্থ মধ্যেই নিবদ্ধ ছিলেন,— তদ্বিষয়ে জ্ঞানাচ্ছন্ন জনসমাজের পুরোভাগে উহা সংস্থাপনপূর্বক, উহার যথার্থ তাৎপর্যসহ স্বয়ং নামীকর্তৃক জগতে বিঘোষিত হইল,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

(বৃহন্নারদীয়ে ৩৮/১২৬)

বর্তমান যুগে শ্রীনামের একমুখ্যতা বিষয়ে, তৎকর্তৃক উক্ত শ্লোকের যেরূপ দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়তা সম্পাদনের পক্ষে যে, আর কোন ভাষা নাই,—ইহাও প্রণিধানযোগ্য।

'দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার। জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥ 'কেবল' শব্দ পুনরপি নিশ্চয় করণ। জ্ঞান-যোগ-তপ-

কর্ম-আদি নিবারণ ॥ অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার । 'নাহি' 'নাহি' 'নাহি'—তিন, তিনে 'একবার' ॥ (শ্রীচৈঃ ১/১৭/২০-২২)

তাহা হইলে অন্ততঃ এই যুগের জন্য শাস্ত্রে যেখানে যে কোন ভজনসাধন উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে নাম-মুখ্যই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অঙ্গী নামের আশ্রয় হইতেই, তৎকৃপায় তদঙ্গরূপ সেই ভজন বিষয়ে প্রবৃত্তি অর্থাৎ ইচ্ছা ও ক্রিয়ার বিকাশ।

ভক্তি যখন 'অঙ্গী'—শ্রীভগবানেরই 'অঙ্গ' বা শক্তি বিশেষ হইতেছেন, তখন সেই ভগবান হইতে অভিন্ন শ্রীভগবন্নাম বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণনামের পক্ষে নিখিল ভক্ত্যঙ্গ বা তাহা হইতে প্রকাশিত সাধনাঙ্গের 'অঙ্গী' হওয়ায়, ইহা আর অধিক কথা কি হইতেছে?

অতএব ভক্ত্যঙ্গ সকলের সহিত শ্রীভগবন্নামের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সংবদ্ধ জানিয়া, অঙ্গী শ্রীনামকেই মুখ্যরূপে আশ্রয়পূর্বক নিরপরাধে ভজন করিলে, তৎকৃপায় ও তৎকার্যরূপে অভিপ্রেত সকল ভজনাঙ্গেরই উদগম হইয়া যথাকালে ব্রজপ্রেমোদয় হইবার পক্ষে এই যুগে অপর কোনও বাধা নাই। কিন্তু নামী হইতে অভিন্ন সেই সর্বকারণ শ্রীনামে অত্যাদর বুদ্ধি না রাখিয়া, সমতা বা ন্যূনতাবোধে ভজন করিলে যে,—কলিকালে 'গতি' নাই'—এ-কথা ত্রিসত্য করিয়াই তিনবার বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহার পর এ-বিষয়ে আর কোন কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তাই দেখা যায়, সর্বোপাস্য শ্রীভগবানের সহিত ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অপর কোন উপাস্যের সমতা চিন্তা যেমন অপরাধরূপে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে; (যস্তু নারায়ণং দেবং—'। ইত্যাদি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ভগবন্নামের সহিত অন্য কোন উপাসনা বা ভজনাদির সমতা চিন্তাও সেইরূপ অপরাধজনক বলিয়া শাস্ত্রেই নির্দিষ্ট হওয়ায় ইহাদ্বারাও নামী ও নামের অভিন্নতা-ব্যঞ্জক মহা-মহিমাই প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু অপর কোন সাধনাঙ্গের সহিত পরস্পরের মধ্যে সমতা মননে কোনও অপরাধের

কথা কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না। ইহাও নামের সর্বোৎকর্ষ মহিমা বিশেষের পরিচায়ক হইতেছে।

শ্রীনামের সর্বাধ্যক্ষতা।

বিশেষতঃ সাধু, গুরু, শাস্ত্রাদি অপর ভক্তিস্থানে অপরাধ ঘটিলে তাহা 'নামাপরাধ' রূপেই গণ্য ও কথিত হওয়ায় এবং সেই অপরাধ সকলের খণ্ডন বিষয়েও সর্বশেষ শ্রীনামেরই আশ্রয়ে অবিরত নামকীর্ত্তন দ্বারাই উহার প্রতিকারোপায় বিহিত হওয়ায়, এতদ্দ্বারাও শ্রীনামেরই সর্বাধ্যক্ষতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এমন কি, শ্রীনামী অর্থাৎ ভগবানের সেবাদি বিষয়ে অপরাধ ঘটিলে, তৎসেবা দ্বারা উহা খণ্ডিত হয় না; কিন্তু তৎপ্রতিকারেও সেই নামকীর্তনই শেষাশ্রয়রূপে নির্দিষ্ট হইয়া—কৃপাধিক্যে নামী হইতে নামেরই অসমোর্দ্ধ মহিমাই পরিগীত হইয়াছে।[১] সুতরাং যে নাম, সর্বজীবের শেষাশ্রয়রূপে অবগত হওয়া যাইতেছে, সেই নামকে ভজন পথের প্রথমাশ্রয়রূপে অবগত করাই যে অধিকতর 'সুমেধা' বা সুবুদ্ধির পরিচায়ক হয় এবং তদ্দ্বারা অপরাধাদি ঘটিবার সম্ভাবনাও যে অল্পই হইয়া থাকে,—ইহা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং নামী হইতে অভিন্ন হইয়াও আধিক্যপ্রাপ্ত—এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণনামের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে, তদ্বিষয়ে কখনই মুখ্যতাস্থলে যেমন সমতা কিম্বা ন্যূনতাবুদ্ধিরূপ অপরাধ সম্ভব হয় না, সেইরূপ তন্মহিমাদি বিষয়ে সর্বাধিক্যবোধ থাকিলে, তৎশ্রবণে উল্লসিত না হইয়া অপ্রীত হওয়া,[২]—এই অপরাধেরও কারণ ঘটে না। তাই নামী হইতে নামের অভিন্নতা ও প্রেমোদয়ে জগত নিস্তার কার্যে উহার সর্বকারণত্ব বিষয়ে উক্ত হইয়াছে;—

১। 'বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি—' (শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক—৬) দ্রষ্টব্য।

২। 'শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।' (হরিভক্তি বিঃ ১১/২৮৬) অর্থাৎ নামের মহিমা শ্রবণে যে অধম ব্যক্তি অপ্রীত হয়।

'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার ।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগত নিস্তার' ॥

(শ্রীচৈঃ ১/১৭/১৯)

মহাভাগবতগণের আচরণেও নামাশ্রয়তা।

এখন মহাভাগবতগণের আচরণ হইতেও প্রমাণিত হইতে পারে যে, তাঁহারা কেবল ভক্তির একটি অঙ্গরূপ—সমতাবুদ্ধিতে নামগ্রাহীমাত্রই ছিলেন না; কিন্তু পরম মুখ্যবোধে—অঙ্গীরূপ পরমাদর বুদ্ধিতে শ্রীনামগ্রহণ দ্বারা নামাশ্রয়ীই ছিলেন।

মহানুভব শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিচরণ তদীয় শ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃত গ্রন্থে শ্রীভগবন্নামের পরম মুখ্যত্ব সম্বন্ধে অনেক স্থলেই উল্লেখ করিয়াছেন। বাহুল্যাশঙ্কায় তাহা উদ্ধৃত করা সম্ভব না হওয়ায়, কেবল উহার মঙ্গলাচরণ শ্লোক হইতে একটি শ্লোকের কিয়দংশমাত্র এ-স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। 'জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে'—ইত্যাদি শ্লোকের শেষ চরণে শ্রীনাম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'পরমমমৃতমেকং জীবনং ভুষণং মে।' অর্থাৎ অমৃত যেমন জীবন দান করে সেইরূপ হে নাম! তুমি আমার পক্ষে একমাত্র পরম অমৃতরূপে জীবন স্বরূপ হইয়াছ। ইহা হইতেই বুঝা যায়, শ্রীনামের প্রতি কি প্রকার পারম্যবোধে—পরমাদরবুদ্ধির সহিত নামাশ্রয় করিয়া, জীবকে নামাশ্রয়ী হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

মহানুভব শ্রীমদ্রূপগোস্বামীচরণকৃত 'শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক' স্তোত্রের অন্ততঃ প্রথম শ্লোকটি মাত্র প্রণিধান করিলেও বুঝিতে পারা যায়, শ্রীনামের প্রতি কি প্রকার পরমোৎকর্ষ ও পরম সমাদর বুদ্ধির সহিত নামাশ্রিত হইবার আদর্শ স্থাপনপূর্বক জীবকেও তদ্রূপে নামাশ্রিত হইতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

নিখিল-শ্রুতিমৌলিরত্নমালা-দ্যুতি নীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত ।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥

ইহার অর্থ,—নিখিল শ্রুতিগণের শিরোরত্ন-মালার স্নিগ্ধদ্যুতি দ্বারা তোমার পাদপদ্মের নখমণিরূপ শেষসীমা নীরাজিত হইতেছে; মুক্ত-পুরুষগণ নিরন্তর তোমার উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। হে শ্রীহরিনাম! নামী হইতে অভিন্ন সেই তোমাকে আমি সর্বভাবে আশ্রয় করি।

ভজনের সর্বপ্রধান আদর্শস্থল—শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দের আচরণেও দেখা যায়, তাঁহারা পরমভাগবতের সর্বলক্ষণে ভূষিত থাকিলেও, তদঙ্গীরূপে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান লক্ষণটি যাহা তাঁহাদিগের আচরণে প্রকাশ ছিল—তাহাই হইতেছে—শ্রীনামপরায়ণতা অর্থাৎ শ্রীনামে একান্ত অনুরক্তি বা 'নামাশ্রয়'। তাই শ্রীচরিতামৃতে—তৎকালীন শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে,—

'বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব মণ্ডল। কৃষ্ণনামপরায়ণ পরমমঙ্গল ॥ যার প্রাণধন নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য। রাধাকৃষ্ণভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥' (শ্রীচৈঃ ১/৫/২০৪-২০৫)

শ্রীনামের পারম্য সম্বন্ধে পূর্বোক্তি সকলের অনেক কথাই নিম্নোদ্ধৃত মহৎ-হৃদয়ের অনুভূতি হইতেও প্রমাণিত হইবে; যথা,—

কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানম্ ।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবর-বচসাং জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণনাম ॥

(পদ্যাবলীধৃত ১৯)

ইহার অর্থ,—যিনি নিখিল কল্যাণের আধার স্বরূপ, কলিদোষ সমূহের বিধ্বস্ত কারক, পবিত্রকর বস্তু সকলেরও পবিত্রকারী, ভববন্ধন-মুক্তির

পাথেয়স্বরূপ; যিনি ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও শুকাদি কবিবরগণের[১] নির্দ্দেশ বাণীর একান্ত বিশ্রাম-স্থল; যিনি সাধুগণের জীবন ও যিনি ধর্ম্মরূপ মহীরূহের বীজস্বরূপ,—সেই শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আপনাদের মঙ্গলার্থ ও পরমপদ প্রাপ্তির নিমিত্ত নিজ পরম প্রভাব বিস্তার করুন।

শ্রীকৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধিকারও জপ্য—শ্রীকৃষ্ণনাম।

শ্রীকৃষ্ণনামের পারম্যের শেষ সীমা সম্বন্ধে শেষ কথা ইহাই বলা যাইতে পারে যে,—যাহার উপর আর কিছু নির্ণয় হয় না, সেই স্বয়ং ভগবানের স্বরূপশক্তিবর্গের মধ্যে পরমা যে হ্লাদিনীশক্তি,—সেই হ্লাদিনীর পরমসার—মহাভাবমূর্তিমতী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী—শ্রীগোবিন্দকান্তা-শিরোমণি যিনি,—তাঁহারও জপ্য এই কৃষ্ণনাম। 'জপ্যঃ স্বাভীষ্টসংসর্গী কৃষ্ণনাম মহামনুঃ।' (শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা; পরিশিষ্টভাগ ১৭৮)। অর্থাৎ নিজ অভীষ্ট কৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্তির সহায় শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র—শ্রীরাধিকার জপ্য।

যদিও নিত্যসিদ্ধদিগের কোন সাধনাপেক্ষা নাই, তথাপি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম অভিন্নস্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণনামেও অসমোর্দ্ধ মহামাধুর্য পূর্ণরূপে আস্বাদিত হওয়ায়, তাঁহাদিগের চিত্তভৃঙ্গ নামরসে নিত্য আকৃষ্টই থাকে; উহা কদাচ পরিহারের বিষয় হয়েন না। তাই শ্রীরাধিকাকর্তৃক উক্ত হইয়াছে,—'না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো—বদন ছাড়িতে নাহি পারে। জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,—কেমনে পাইব সখি তারে॥' (চণ্ডীদাস)

শ্রুতিতেও প্রণব উপলক্ষণে শ্রীনামের পারম্য কীর্তন।

শ্রুতিতেও দেখা যায়, ব্রহ্মলাভের পক্ষে তদ্বাচক প্রণবকেই

১। 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে—' (ভাঃ ১/১/১)

পরমাশ্রয় বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং তদুপলক্ষণে পরোক্ষভাবে শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির পক্ষে তদ্বাচক শ্রীনামকেই পরমাশ্রয় বলা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে পারা যায়; যথা,—

'এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্ ।' (কাঠকে ১/২/১৭) আলম্বন অর্থে অবলম্বন বা আশ্রয়। তাহা হইলে ইহার অর্থ হইতেছে,—ভগবৎ-প্রেমোদয় করাইয়া শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির পক্ষে এইনামই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কেবল 'শ্রেষ্ঠ' বলিলে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ অবলম্বনের সহিত সমতা ঘটিতে পারে; এই আশঙ্কায় পুনর্বার বিশেষভাবে বলা হইয়াছে "এতদালম্বনম্পরম্"—এই নাম হইতেছেন পরম অবলম্বন অর্থাৎ পরমাশ্রয়।

শ্রুতিতে প্রণব উপলক্ষে শ্রীনামকে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের মুখ্য সাধনরূপে কীর্তিত হইতেও দেখা যায়; যথা,—

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্ ।
ধ্যান-নির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥

(শ্বেতাঃ ১/১৪)

ইহার অর্থ,—নিজ দেহকে অরণি এবং প্রণবকে (তদুপলক্ষিত শ্রীনামকে) উর্দ্ধারণি করিয়া, ধ্যানরূপ ঘর্ষণ অভ্যাস দ্বারা কাষ্ঠে নিগূঢ়রূপে অবস্থিত অগ্নিবৎ দেব অর্থাৎ পরমেশ্বরকে দর্শন করিবে। ('দেব' ও 'দর্শন' শব্দ দ্বারা—সবিশেষ শ্রীভগবানকেই নির্দেশ করায়, এ-স্থলে প্রণবকে প্রচ্ছন্ন ভগবন্নামই বুঝা যাইতেছে।)

শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও তদ্বাচক প্রণবের অভিন্নতা প্রদর্শন দ্বারা পরোক্ষভাবে শ্রীনামী ও শ্রীনামের অভিন্নাত্মতা সমর্থিত হইয়াছে।

শ্রুতি সকল 'ব্রহ্ম' শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে এবং তদ্বাচক প্রণব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-

নামকে পরোক্ষভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। এ-বিষয়ে পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাই দেখা যায়, ভগবান ও ভগবন্নাম বা মূলতঃ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম যেমন অভিন্ন, ('অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ'।—পাদ্মে) শ্রুতি সকল 'ব্রহ্ম' শব্দের আবরণে শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দেশ করায়, এই-হেতু ব্রহ্মের বাচক প্রণব বা ওঁকারকেও সেইরূপ বাচ্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপেই বলা হইয়াছে। সুতরাং উহা পরোক্ষভাবে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামের অভেদত্বেরই প্রতিপাদক। তাই দেখা যায়, বাচ্য বা নামীকে নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। (ছান্দোঃ ৩/১৪/১) অর্থাৎ এই সমুদয় ব্রহ্ম। আবার তদ্বাচক বা নামকে নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন—'ওমিতীদং সর্বং'। অর্থাৎ ওঁকার—ইহাই এই সমুদয়। অতএব পরোক্ষভাবে হইলেও, উক্ত প্রকারে বাচ্য ও বাচকে বা নামী ও নামে অভিন্নতা স্থাপন দ্বারা, শ্রুতিকর্তৃক মূলতঃ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামের অভেদত্বই নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহা বেদের সারার্থ গীতা হইতেও বুঝিতে পারা যায়।

প্রণবের প্রচ্ছন্ন অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ নাম।

ব্রহ্ম ও প্রণবরূপ বাচ্য ও বাচকের অভেদত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণই যে, সেই প্রণবের বাচ্য ব্রহ্ম, ইহা বিদিত করাইবার জন্য, 'পিতাহমস জগতো—'গীতাঃ ৯/১৭) ইত্যাদি শ্লোকে,—তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন, 'অহমোঙ্কার'। অর্থাৎ আমি সেই ওঁকার বা প্রণব। তাহা হইলে প্রণবের বাচ্য ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণই সুতরাং প্রণব যে, প্রচ্ছন্নরূপে শ্রীকৃষ্ণনাম,—ইহা তাঁহার শ্রীমুখের বাণী দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রুতির প্রায় সর্বত্রই ব্রহ্ম ও তদ্বাচক প্রণব উপলক্ষিত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামই মুখ্য তাৎপর্য। স্থলবিশেষে 'ব্রহ্ম' শব্দে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-

প্রভা স্থানীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম[১] ও তদ্বাচকরূপে প্রণব ব্যবহৃত হওয়ায়, সে-স্থলে প্রণব বা ওঁকার নির্বিশেষ কৃষ্ণনামই হইতেছেন।

শ্রীনামের সর্ববীজত্ব বা সর্বকারণত্ব।

তাহা হইলে কৃষ্ণই যখন 'ব্রহ্ম' তখন তদ্বাচক কৃষ্ণনামই যে, প্রণবরূপে সঙ্কেতিত অথবা কৃষ্ণনামেরই নির্বিশেষ প্রকাশ, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণই যেমন সর্বাদি ও সর্বকারণ স্বরূপ হইতেছেন, ('অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্'। ব্রহ্মসংহিতা) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামের অভিন্নতাবশতঃ সেইরূপ প্রণব উপলক্ষিত শ্রীকৃষ্ণনামকেই সর্বকারণ অর্থাৎ সর্ববীজ বা সর্ব 'অঙ্গী'রূপেই সর্বত্র পরিদৃষ্ট হইবে। তাই শাস্ত্রে প্রণব বা কৃষ্ণনাম,—সর্বকারণ—বীজরূপেই কীর্তিত হইয়াছেন—

'স সর্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদ বীজং সনাতনম্ ।' (ভা ১২/৬/৪১)

অর্থাৎ, সেই প্রণব বা নামই সমস্ত মন্ত্র-উপনিষদ রহস্যের ও বেদের সনাতন বীজ স্বরূপ।

শ্রীচরিতামৃতেও প্রণবকে 'ঈশ্বরের মূর্তি'[২] অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপ বলিয়াই,—ভগবান হইতে অভিন্ন ভগবন্নামরূপেই নির্দেশ করা হইয়াছে;—

প্রণব যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্তি ।
প্রণব হইতে সর্ববেদ জগতের উৎপত্তি ॥ (২/৬/৫৮)

প্রণব বা শ্রীনাম হইতেই বেদমাতা গায়ত্রী ও সমস্ত বেদের বিকাশ।

১। কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল। উপনিষদ্ কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্মল।' (চৈঃ ১/৫/২৮)

২। 'প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ—' শ্রুতিঃ।

তাই দেখা যায়, সেই প্রণবোপলক্ষিত শ্রীনামকে সমস্ত বেদের মূলে, বীজ বা কারণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে;—'বেদঃ প্রণব এবাগ্রে—' (ভাঃ ১১/১৭/১১) অর্থাৎ বেদ প্রথমে—বিকাশের পূর্বে নামরূপেই ছিলেন।

অধিক কথা কি?—স্বয়ং বেদমাতা গায়ত্রীও প্রণব বা নামকে মস্তকে ধারণ করিয়া, নাম হইতেই যে গায়ত্রীর বিকাশ, ইহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। সুতরাং শ্রুতিরূপ সন্তানগণ যে জননীর অনুসরণ করিয়া শ্রীনামেরই পদাক্রান্ত মস্তক দ্বারা নীরাজন করিবেন, ইহা আর অধিক কথা কি? তাই শ্রীমদ্রূপপ্রভু তদীয় শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক স্তোত্রে লিখিয়াছেন;—

'নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।' অর্থাৎ নিখিল শ্রুতিগণের শিরোরত্ন-মালার স্নিগ্ধ দ্যুতি দ্বারা যে শ্রীহরিনামের পাদপদ্মের শেষ সীমা নীরাজিত হইতেছেন।[১]

তাহা হইলে সর্বকারণ প্রণব উপলক্ষিত শ্রীনাম হইতেই যে, তৎকার্য-রূপে সমস্ত বেদের অভিব্যক্তি, সুতরাং বীজরূপ কারণ বা অঙ্গীর প্রাপ্তিতে যেমন তদঙ্গ সকলকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়,—সর্ববেদের বীজ সেই প্রণব যে, শ্রীহরিনামেরই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত,—ইহারই সুস্পষ্ট নির্দেশরূপে তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে;—

ঋগ্বেদো হি যজুর্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥

(বিষ্ণুধর্মোত্তরে)

১। প্রায় সমস্ত শ্রুতিরই প্রারম্ভে বা পরিসমাপ্তিতে মঙ্গল স্বরূপ 'ওঁ' অথবা 'হরি' শব্দের সন্নিবেশ দ্বারা শ্রীনামের আনুগত্যই পরিদৃষ্ট হইবে।

ইহার অর্থ,—যে ব্যক্তি কর্তৃক হরি এই দুইটি অক্ষর উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে ঋগাদি চতুর্বেদ অধ্যয়নের ফলই লভ্য হইয়াছে জানিতে হইবে।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—সর্ববেদেভ্য আধিক্যং ব্যক্তমেব।' (শ্রীহরিভক্তি-বিলাস ১১/১৮১) অর্থাৎ 'হরি' এই অক্ষরদ্বয়ের উক্তিতেই সমস্ত বেদাধ্যয়ন সিদ্ধ হওয়ায়, হরিনাম যে সমস্ত বেদ হইতেও অধিক অর্থাৎ তত্ত্বীজস্বরূপ ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

বেদে পরোক্ষভাবে প্রণব উপলক্ষিত শ্রীনামের প্রধান্য কীর্তিত হওয়ায়, বেদের বিস্তারার্থ শ্রীভাগবতকেও নাম-প্রধানরূপেই জানা যায়।

অতএব শ্রীনাম হইতেই সমস্ত বেদের বিকাশ হেতু সমস্ত বেদ যে নামময় বা নাম-প্রধান এ-কথা পরোক্ষভাবে প্রণবকে নির্দেশপূর্বক শ্রুতি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন, 'সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি—' (কাঠকে ২/৫) অর্থাৎ সমুদয় বেদ যে পূজনীয়কে কীর্তন করেন, ইত্যাদি। 'তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।' তাঁহাকে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে,—তিনি এই ওঁ। অর্থাৎ সেই প্রণবকে সমস্ত বেদ কীর্তন করেন বলিয়া, সমস্ত বেদ প্রণব বা নাম-প্রধান হইতেছেন।

অস্পষ্ট বেদের সুস্পষ্ট প্রকাশই—শ্রীমদ্ভাগবত, এ-কথা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই ভাগবতোক্ত' ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং —' (১/৩/৪০) ইত্যাদি শ্লোকে, ভাগবত যে নাম-প্রধান পুরাণ—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে (৪৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। সুতরাং সুস্পষ্ট বেদ-স্বরূপ শ্রীভাগবতকে যখন নাম-প্রধানরূপেই জানা যাইতেছে, তখন পরোক্ষভাবে প্রণব-প্রধানরূপে কীর্তিত অস্পষ্ট বেদ সকল যে নাম-প্রধানই হইতেছেন, এখন ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

ভাগবতধর্মেরও আদিতে অঙ্গী-শ্রীনাম।

শ্রীকৃষ্ণনামের পরম মুখ্যতা বা সর্বপ্রাধান্য সম্বন্ধে আরও দেখা যাইবে—সর্ববেদের প্রচ্ছন্ন সারসম্পদ যে ভাগবতধর্ম, যাহা শ্রীভাগবতে মুক্তধারায় প্রবাহিত—সেই ভাগবতধর্মেরও অঙ্গী বলিয়া,—শ্রীভগবন্নামকেই সর্বাগ্রে নির্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীধর্মরাজকর্তৃক নিজ দূতগণের প্রতি ভাগবতধর্ম বর্ণনকালে,—'ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।' (ভাঃ ৬/৩/২২) অর্থাৎ 'ভগবন্নাম গ্রহণাদি-লক্ষণ ভগবানে যে ভক্তিযোগ।'—এই উক্তির দ্বারা নামকেই ভক্তিযোগের মধ্যে অর্থাৎ সমস্ত ভজনাঙ্গের আদিরূপে—সর্বাগ্রে নির্দেশ করিয়া, সর্বকারণ শ্রীনামেরই ভাগবতধর্মেরও অঙ্গীত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

নিখিল বিশ্ব-সংসারের বীজরূপেও—শ্রীকৃষ্ণনাম।

অতঃপর পরিদৃষ্ট হইবে,—কেবল বেদাদি উৎপত্তির কারণ বা বীজরূপেই নহে—নিখিল বিশ্ব-সংসারের অভিব্যক্তির মূলেও বীজ বা অঙ্গীরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণনাম।

পরোক্ষভাবে প্রণব উল্লেখপূর্বক, 'ওমিতীদং সর্বং' (তৈত্তিঃ ১/৭) অর্থাৎ 'ওঁকারই এই সমুদয়'—এই বলিয়া সৃষ্টির কারণরূপে শ্রুতি প্রণবকে নির্দেশ করিয়াছেন। সেই প্রণবের সুস্পষ্ট অর্থই যে শ্রীকৃষ্ণনাম,—অপর শ্রুতি হইতেও ইহা প্রমাণিত হইয়া থাকে।

শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে (পূর্ব ২৭/২৯) অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রাত্মক শ্রীকৃষ্ণনামকেই এই সমুদয় বিশ্ব-সংসারের বীজ বা কারণরূপে সুস্পষ্ট নির্দেশ দ্বারা পূর্বোক্ত প্রণবের প্রকৃষ্ট অর্থ সুবিদিত করাইয়াছেন। অতএব প্রণব যে প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণনাম অথবা স্থল-বিশেষে কৃষ্ণনামেরই নির্বিশেষ প্রকাশ, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। তাহা হইলে সমস্ত সৃষ্টির মূলেও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন সেই শ্রীকৃষ্ণনামই সর্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত

হইয়া, শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় নামী ও নামের অভেদত্ব ঘোষণা করিতেছেন,—ইহাই আমরা অবগত হইলাম।

পরম সাধ্য হইয়া পরম সাধনরূপেও—শ্রীকৃষ্ণনাম।

অন্যান্য সাধ্য ও সাধন পরস্পরে ভিন্ন বলিয়া, সাধ্য লাভে সাধন পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবন্নাম ও নামী অভিন্ন হওয়ায়, শ্রীভগবন্নাম বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণনাম পরমসাধ্য ও পরম সাধনরূপেই পরিকীর্তিত হইয়াছেন।[১] এই-হেতু কি নিত্যসিদ্ধ, কি মুক্তকুল, কি সিদ্ধ, কি সাধক, কি মোক্ষার্থী, কি বিষয়কামী—সকলের পক্ষে সর্বভাবে শ্রীনাম অপরিহার্যই জানিতে হইবে।

এই শ্রীকৃষ্ণনাম পরমসাধ্যরূপে শ্রীনারদাদি মুক্তকুলের বীণাযন্ত্রাদিকে উজ্জীবিত করিয়া সুধা-উর্মিমালার ন্যায় নিরন্তর মাধুর্যরাশি বিস্তার পূর্বক ত্রিলোক সম্মোহিত ও সুপবিত্র করিতেছেন। সেই শ্রীনামই আবার পরম সাধনাকারে কৃতপাপী, দুরাচার, নিন্দুক, পাষণ্ড ও পতিতদিগেরও পরিত্রাতারূপে মরজগতে অমৃতত্ব প্রদান করিয়া সর্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন।

অতএব সর্বকারণ বা বীজস্বরূপ এতাদৃশ অসমোর্দ্ধ মহামহিমায় বিরাজিত—নামী হইতে অভিন্নাত্ম—সর্বারাধ্য—সর্বসেব্য শ্রীকৃষ্ণনামই যে, নববিধ ভক্ত্যঙ্গের কিম্বা সাধনাঙ্গ সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ[২] সুতরাং 'অঙ্গী' হইবেন, ইহা আর অধিক কথা কি হইতেছে? শ্রীনামরূপ কারণ বা বীজ হইতে তৎকার্যরূপে ভজনাঙ্গ সকলের উদগম হয় বলিয়া,

---

১। 'তত্রাপি সর্বেষামেব পরমসাধনত্বেন পরমসাধ্যত্বেন চোপদিশতি।' 'এতান্নির্বিদ্যমানানাম—' (ভাঃ ২/১/১১ দ্রষ্টব্য)। (ভক্তিসন্দর্ভঃ ২৬৫) অনুঃ)

২। শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত (১১/২৩৬) 'অঘচ্ছিৎ স্মরণং—' ইত্যাদি শ্লোকের শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদকৃত '—শ্রবণকীর্তনস্মরণাদিভক্তিপ্রকারাণামপি মধ্যে শ্রীমন্নামকীর্তনস্য শ্রৈষ্ঠ্যং লিখন্—' ইত্যাদি টীকা দ্রষ্টব্য। ২। ৪৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা নবাঙ্গভক্তির প্রথমেই নাম-রূপ-গুণ-লীলা-শ্রবণ—এই ক্রম নির্দেশ নামকেই সর্বাগ্রে স্থাপনপূর্বক, কেবল শ্রীনামেরই অঙ্গীত্ব এবং তদ্ভিন্ন অপর সকলেরই তদঙ্গত্বই নিদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্য-প্রকটিত বর্তমান যুগে তৎপ্রবর্তিত শ্রীনামেরই একমুখ্যতা সর্বভাবে প্রতিপাদিত হইবার যোগ্য।

তাহা হইলে এখন ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে,—শ্রীনামী হইতে অভিন্নাত্ম বলিয়া, শ্রীভগবান্নাম বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণনাম হইতেছেন সর্বকারণ অর্থাৎ সর্ববীজ স্বরূপ—সকলেরই অঙ্গী; সুতরাং সমস্তই নামের অঙ্গ বা কার্যরূপেই অভিব্যক্ত। এই-হেতু পরমসাধ্য হইয়াও শ্রীনাম পরম সাধনরূপেও প্রকাশ রহিয়াছেন। নামের সাধ্যত্ব বা স্বরূপাদি বিষয়ে উক্ত প্রকারবোধ থাকা সাধারণতঃ সম্ভব না হইতে পারে। সে-স্থলে অন্ততঃপক্ষে নামের সাধনত্ব বিষয়েও পারম্যবোধ থাকা আবশ্যক।

সাধনরূপেও নাম-প্রধান ভক্ত্যঙ্গই সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অপর ভজনাঙ্গের অঙ্গী।

অর্থাৎ শ্রীনাম, সাক্ষাৎ নামী হইতে অভিন্ন হইলেও, সেই নামের সঙ্কীর্তনাদিরূপ অনুশীলনকে ভক্তির একটি অঙ্গরূপে বিবেচিত হইতে পারে। সে-স্থলেও সেই নামকীর্তনাদিরূপ ভক্ত্যঙ্গকে ভক্তির অপর অঙ্গ কিম্বা সমস্ত ভজনাঙ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরম সাধনরূপে সুবিদিত থাকিলে, ('তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্তন' চৈঃ ৩/৪/৬৬) সেই নামপ্রধান ভক্তিকে অপর ভক্ত্যঙ্গ সকলের অঙ্গীরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। বিশেষতঃ বর্তমান যুগে প্রেমোদয়ের অন্য উপায় সকলেরও উপায় স্বরূপ অর্থাৎ ভজনাঙ্গ সকলের অঙ্গী বলিয়া, নামকীর্তনাদি-প্রধান ভক্তিকেই তৎকারণ বা পরম উপায় বলা হইয়াছে। ('নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়'। ঐ ৩/২০/৭)

১। ৪৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতএব শ্রীনাম সম্বন্ধে পরম সাধ্যরূপে উপলব্ধির অভাবস্থলেও অন্ততঃপক্ষে পরমসাধনরূপেও—সর্বশ্রেষ্ঠবোধে—সমস্ত ভজনাঙ্গের অঙ্গীরূপে—অত্যাদর বুদ্ধিতে শ্রীনাম গৃহীত হইলে, উহাকেও 'নামাশ্রয়' বলা যায়।

শ্রীনামে সর্বশ্রেষ্ঠতাবোধ থাকিলে সমতা চিন্তাদিরূপ অপরাধ ঘটিতে পারে না।

উক্তপ্রকারে নাম সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠতাবোধ কিম্বা প্রেমোদয়ের পরম উপায় বলিয়া উপলব্ধি থাকিলে, নামকীর্তনরূপ ভক্ত্যঙ্গের সহিত ও তৎকার্য বা তদঙ্গস্বরূপ অপর ভজনাঙ্গ বা অন্য কোন বিষয়ের সহিত সমতা মননরূপ নামাপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ সর্বশুভক্রিয়াদির সহিত নামের সমতা বা তুল্যত্ব-চিন্তন একটি নামাপরাধ; ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। নামের সমতা চিন্তাই যখন অপরাধ, তখন ন্যূনতা চিন্তায় অপরাধের কথা আর উল্লেখ করিবারই বা কি আবশ্যক।

শ্রীনাম সম্বন্ধে নিরপেক্ষস্থলে উক্ত অপরাধের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু সাপেক্ষস্থলেই সম্ভাবনা।

এ-স্থলে ইহাও বিবেচ্য যে,—নাম সম্বন্ধে কোনরূপ সংশ্লিষ্ট নহে—এমন সাধনহীন নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের পক্ষে নামের সর্বশ্রেষ্ঠতা কিম্বা সমতা বা ন্যূনতা—কোনরূপ চিন্তারই অবকাশ না থাকায়, সে-ক্ষেত্রে উক্ত অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। সেরূপ-স্থলে (অন্য অপরাধ না থাকিলে), শ্রদ্ধায়, হেলায়—যে কোন ভাবে হউক, এমন কি নামাভাস হইলেও নামের ফলপ্রাপ্তির পক্ষে কোনও প্রতিবন্ধক হয় না,—যে পর্যন্ত তদ্রূপ নিরপেক্ষ থাকা যায়। কিন্তু ভজন উদ্দেশ্যে গৃহীত হইবামাত্র নামের সহিত সাপেক্ষতা অনিবার্যই হইয়া উঠে।

অর্থাৎ যাঁহাদের ভজন-সাধনের সহিত সংযোগ থাকায় নাম সম্বন্ধে অপেক্ষা রহিয়াছে, সেরূপ ক্ষেত্রেই নামের সর্বশ্রেষ্ঠতাবোধ না থাকিলে, অপর কোন বিষয় বা ভজনাঙ্গের সহিত নামের সমতা কিম্বা ন্যূনতা চিন্তা করিবার সহজেই অবকাশ ঘটিতে পারে; সুতরাং ভজনশীলজনের পক্ষেই নামের সর্বশ্রেষ্ঠতা বা পারম্যবোধ এবং তজ্জনিত নামে আদরবুদ্ধি থাকা একান্ত আবশ্যক।

উক্তপ্রকারবোধ না থাকা, কোন অপরাধ মধ্যে গণ্য না হইলেও, শ্রীনামের সর্বশ্রেষ্ঠতাবোধ এবং তদ্বিষয়ে পরমাদর বুদ্ধি না থাকিলে, তৎসাধকগণের পক্ষে অন্ততঃ নিম্নোক্ত নামাপরাধকয়টি সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা থাকে,[১] ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

(১) ভক্ত্যঙ্গ পর্যন্ত সর্ব শুভক্রিয়াদির সহিত নামের সমতা চিন্তন। (২) নামের পারম্য বা সর্বোৎকর্ষ মহিমাদি শ্রবণে উল্লসিত না হইয়া অপ্রীতি। (৩) নামের অসমোর্দ্ধ মহিমাদি বিষয়ে অর্থবাদ' অর্থাৎ অতিশয়োক্তি বা স্তুতিমাত্র মনন। (৪) স্বকল্পিত কুব্যাখ্যা দ্বারা নামের সেই অবাধ ও মুক্তমহিমা বিষয়ে গৌণতাকরণ অর্থাৎ সংকোচ সাধন প্রয়াস।

নামাশ্রয়ই অপরাধাদির প্রতিরোধক ও সর্বকল্যাণদায়ক।

কিন্তু বীজ বা অঙ্গীরূপে—সর্বশ্রেষ্ঠবোধে, অত্যাদর বুদ্ধির সহিত শ্রীনাম গৃহীত হইলে, ইহাকেই 'নামাশ্রয়' বলা হয়। নামাশ্রয়ে থাকিয়া ভজন করিলে, সেই সুপ্রসন্ন শ্রীনামই আশ্রিতকে নামাপরাধাদি সর্ব অমঙ্গল হইতে সংরক্ষণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধই রহিয়াছেন। নামেরই প্রেরণায় সাধকের অন্তরে অপরাধ প্রবৃত্তিও জন্মে না। অতএব

১। পূর্বোক্ত নামাপরাধ তালিকায় (৪৭৫ পৃষ্ঠায়) যথাক্রমে ৮, ১০, ৫, ৬, সংখ্যায় এই অপরাধ উক্ত হইয়াছে।

বুঝিতে হইবে, কল্পকাল মধ্যে এই অসাধারণ কলিযুগেই কেবল স্বয়ং ভগবানকর্তৃক অসাধারণ কৃপাবৈশিষ্ট্যের সহিত তদীয় অভিন্নাত্ম শ্রীনাম যুগধর্ম্মরূপে প্রবর্তন ও তদীয় আবির্ভাব কালে 'গ্রহণ' উপলক্ষে, উহা সর্বজনের গ্রহণযোগ্য করা হইয়াছে। এতাদৃশ শ্রীনামকে সর্বকারণ বা অঙ্গীরূপে, সর্বোৎকর্ষ ও সমাদর বুদ্ধিতে আশ্রয় করিলে, সেই সুপ্রসন্ন শ্রীনাম হইতে আবির্ভূত ভজনাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা অন্যযুগের অচিন্ত্য,অন্যের অদেয়, বিধিভবাদি বাঞ্ছিত, ব্রজরমাগণের অনুগত স্বয়ং ভগবৎ বিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রজপ্রেম বর্তমান যুগে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রাপ্ত হওয়া অনিবার্যই জানিতে হইবে।

বর্তমান যুগবিশেষে জন্মলাভ অতি-ভাগ্যের পরিচায়ক।

অন্যযুগে যদি কুত্রাপি এই ব্রজপ্রেমের বিকাশ লক্ষিত হয়, উহাকে অবশ্যই কোন গৌর-প্রকটিত কলিযুগের শ্রীনাম হইতে সঞ্চারিত হইয়া ও অপরাধাদি কোন কারণ বিশেষে, উহার অভিব্যক্তি রুদ্ধ থাকিয়া, পরে তদুপশমে উহা ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সুতরাং সৃষ্টির ইতিহাসে সেই পরম শুভতম যুগ আমাদের অতিভাগ্য হইতে এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। যদিও শ্রীগৌরলীলা-প্রকটকালে নাম হইতে প্রেমোদয়ে অপরাধেরও বাধা থাকে নাই; এই-হেতু তৎকালে জন্মলাভের মহাসুযোগ হয় নাই যাহাদের, সেই সকল জীবের পক্ষ অবলম্বনে, শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস ঠাকুর দুঃখ জানাইয়া লিখিয়াছেন,—'হইল পাপিষ্ঠ, জন্ম নহিল তখনে।' (চৈঃ ভাঃ ৮ অঃ)—তথাপি সেই মহাসুযোগ হারা হইয়াও এখনও—এই কলিযুগব্যাপী আমাদের যে অতিভাগ্যের সংযোগ রহিয়াছে,—তাহাতে নিরপরাধে ভজন করিতে পারিলে কেবল শ্রীনাম হইতেই উক্ত চরম অভীষ্টলাভ অবশ্যই সম্ভব হইতে পারে; এবং নামাশ্রয়ে ভজন অনুষ্ঠিত হইলে, সেই সুপ্রসন্ন শ্রীনামেরই প্রসাদে অপরাধাদির আশঙ্কাও দূরীভূত হইয়া যায়।

শ্রীনামে অনুরাগ বা আদর-বুদ্ধির অভাবকেই জীবের যথার্থ 'দুর্দৈব' বলিয়া স্বয়ং শ্রীনামীকর্তৃক নির্দেশ।

কিন্তু স্বয়ংভগবান্ কর্তৃক তৎপ্রকটিত বর্তমান যুগে অন্যযুগের অচিন্ত্য ব্রজপ্রেমপ্রদ নিজ অভিন্নাত্ম শ্রীনাম-প্রবর্তনরূপ জীবের প্রতি এতাদৃশী কৃপা বিস্তার করা হইলেও, অনুরাগের সহিত অর্থাৎ অত্যাদর বুদ্ধিতে সেই শ্রীনামকে আশ্রয় করিবার যে প্রবৃত্তি,—বাস্তবিকপক্ষে নামের প্রতি প্রায়শঃ সেই অনুরাগের অভাবকেই আমাদের যথার্থ দুর্দৈবরূপেই বুঝিতে পারা যায়। তাই পরম উপাস্য হইয়াও, যিনি নিজে আচরণপূর্বক আচার্যরূপে জীবশিক্ষা দিয়াছেন,[১] সেই পরতত্ত্বের-সীমা শ্রীগৌরসুন্দর জীবের পক্ষ অবলম্বনে—ভক্তভাবে স্বরচিত শ্লোকদ্বারা আমাদিগকে সেই দুর্দৈবের কথা অবগত করাইয়া দিতেও বিরত হয়েন নাই।

তদীয় শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।

(শ্রীচরিতামৃতধৃত—(৩/২০/১২) শ্রীশিক্ষাষ্টকের ২য় শ্লোক)

ইহার সংক্ষেপ অর্থ,—হে ভগবন! তোমার এক শ্রীনামকেই বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি ও বাঞ্ছাদি ভেদে বহুধা প্রকাশ করিয়াছ; সেই নামে আবার নিজ সর্বশক্তি ও মহিমাদি অর্পণ করিয়াছ; (ইহা দ্বারা নামী ও নামের অভিন্নতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে।) সেই নাম স্মরণাদি বিষয়ে (অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণেও) কোন কালাদি নিয়ম (অর্থাৎ দেশ, কাল,

১। 'আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে ॥ (চৈঃ ১/৩/১৮)

পাত্রাদি বিচার) রাখ নাই; (ইহা দ্বারা নামী হইতে নামে কৃপাধিক্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে।) আমার প্রতি তোমার এতাদৃশী কৃপার বিস্তার করা হইলেও, কিন্তু আমার দুর্দৈব হইল ইহাই যে, এমন নামেও আমার অনুরাগ অর্থাৎ প্রীতি বা আদরবুদ্ধি জন্মিল না।

তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, সত্যাদি যুগবাসীর শ্লাঘ্য—বর্তমান এই নামপ্রধান যুগে, নামের প্রতি অনুরাগ অর্থাৎ প্রীতি বা আদরবুদ্ধির অভাব ঘটিলে, তাহাকেই আমাদের যথার্থ দুর্দৈব বলিয়া স্বয়ং নামীই স্বকৃত শ্লোক দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব শ্রীনাম সম্বন্ধে প্রাধান্যবোধ এবং তজ্জনিত অনুরাগ বা আদরবুদ্ধি থাকিলে উহাকেই 'নামাশ্রয়' বলা হয়; এবং নামাশ্রয়ে থাকিয়া ভজনাদি অনুষ্ঠিত হইলে, আশ্রিত-পালক শ্রীনামেরই কৃপায় অপরাধাদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। এ-বিষয় পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

এখন একটু স্থিরচিত্তে বুঝিতে হইবে এই যে,—প্রেমধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যের প্রকটলীলাকালে, তদীয় অত্যাশ্চর্য ও অস্বাভাবিক কৃপা বৈশিষ্টে, তৎকালে অপরাধেরও বিচার না থাকায়, নাম হইতে প্রেমোদয়ের কারণ ঘটিয়া তদ্দ্বারা সর্বজীবের উদ্ধারের পক্ষে কোন বাধা হয় নাই, এ-কথা পূর্বে অবগত হওয়া গিয়াছে।

তদীয় অপ্রকটকালে, স্বাভাবিক নিয়মে নামাপরাধের বিচার ও উহার অনর্থকারিতা বিদ্যমান থাকিলেও, বর্তমানে নামাপরাধ বর্জনেচ্ছার সহিত নামপরায়ণ অর্থাৎ নামাশ্রিত থাকিয়া ভজন করিতে পারিলে শ্রীনামের কৃপায় তাঁহাদিগের ভজনপথ, অপরাধাদিরূপ বিঘ্ন আসিয়া অবরোধ করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে সুপ্রসন্ন নাম হইতে যথাক্রমে ব্রজপ্রেমোদয়ে, বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইতে হয় না; ইহাও পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

বিশ্বব্যাপী আগতপ্রায় প্রেমযুগের অভ্যুদয় সূচনায়, অকালে বিদায়োন্মুখ কলিকর্তৃক অন্তিম-প্রভাব বিস্তার।

বর্তমান যুগধর্মের বৈশিষ্টের ন্যায়, বর্তমান যুগেরও বৈশিষ্ট এই যে,—সাধারণ কলিযুগের মত ইহা চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর কাল স্থায়ী না হইয়া অদূর ভবিষ্যৎ হইতেই ইহার অবশিষ্টকাল ব্যাপী—বর্তমান বিশ্বের প্রধান আকাঙ্ক্ষিত যাহা—সেই এক পরমাশান্তিরূপ প্রেমযুগের বা বিশ্বব্যাপী এক প্রেমধর্মের অভ্যুত্থান হইবে বলিয়া, এই কলিযুগ অকালে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং ইহার এই অত্যল্প অবশেষকাল মধ্যে কলির সমুদয় প্রভাব একীভূত করিয়া, নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেমন একবার শেষ উদ্দীপ্ত হইয়া নির্বাপিত হয়, তদ্রূপ বর্তমান কলির সেই অন্তিম প্রভাব সর্বত্রই পূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত ও পরিলক্ষিত হইলেও, তদ্দ্বারা ইহার বিদায়-লক্ষণই সূচিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের এই বর্তমান সময়টি হইতেছে—কল্পের মধ্যে আগতপ্রায় এক পরম সুদিনকে পশ্চাতে করিয়া, অকালে নির্গতিপ্রায় কলিকৃত এক পরম দুর্দিন। যে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার এ-স্থলে অবকাশ না থাকায়, আমাদের বক্তব্য বিষয়ের সমর্থনে তদ্বিষয়ে ইঙ্গিত মাত্র করা হইবে।[১]

বর্তমানে ভজনপথে নামাপরাধের সঞ্চার,—ইহা কলি-প্রভাবকৃত।

এই-হেতু পূর্বাপেক্ষা পরবর্তীকালে ক্রমবর্দ্ধমান কলির প্রভাব প্রায় চরম সীমার সন্নিকটবর্তী হওয়ায়, বর্তমান আধ্যাত্মিক জগতের পক্ষে তৎকৃত প্রধান অনর্থকারিতা হইতেছে—সৃষ্টির পরম সার্থকতা যাহাতে,

---

১। গ্রন্থকারকৃত 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' গ্রন্থের পরিশিষ্ট ও নামাপরাধ দর্পণ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সেই প্রেম-ধর্মের ভজনপথ, অপরাধাদির আধিক্য ঘটাইয়া অবরোধ করা। তাই দেখা যায়, শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতকার বর্ণিত 'কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।' (১২৫) ইত্যাদি, কিম্বা 'কলি ঘোর তিমির গরাসওল জগজন, ধরম করম গেল দূর।' (শ্রীনয়নানন্দ) ইত্যাদি মহাজনোক্তি সকলের তৎকালে সেরূপ সার্থকতা ছিল না—বর্তমান অতুগ্র কলিকৃত অনর্থ সকল সংঘটন বিষয়ের ভবিষ্যৎ-বাণীরূপে ইহার যেরূপ সার্থকতা হইয়াছে। অতএব বর্তমানে ভজন পথের প্রধান বিঘ্নস্বরূপ যে অপরাধ-প্রবণতা, —ইহাকে প্রবৃদ্ধ কলি-প্রভাবকৃতই বুঝিতে হইবে।

নামাশ্রয় হইতে বিচ্যুত করাই কলির শ্রেষ্ঠতম প্রতারণা।

কেবল তাহাই নহে,—যে দুর্ভেদ্য দুর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া ভজন অনুষ্ঠিত হইলে, কলির এই উন্মত্ত রণতাণ্ডবের মধ্যেও উহার সকল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া নির্বিঘ্নে ভজনের সবকুশলতাই লাভ করা যাইতে পারিত, সেই পূর্বেকার নামাশ্রয়কারিণী-বুদ্ধির ক্রমশঃ বিক্ষেপ আনয়নপূর্বক, উহাকে আশ্রয়চ্যুত করিয়া, সেই আশ্রয়হীনতার সুযোগ কলিকর্তৃক পূর্ণরূপে গৃহীত হইতেছে। এই-হেতু অনেকস্থলেই অঙ্গী শ্রীনামে অনুরাগ বা আদরবুদ্ধির অভাব ঘটাইয়া, নামকে ভজনাঙ্গ সকলের মতই একটি অঙ্গ মাত্র,—এইরূপ সমতা বুদ্ধির সংযোগ দ্বারা, নামের অপ্রসন্নতা বিধানরূপ নামাপরাধের সঞ্চার করাইয়া, ভজনপথের অগ্রগতিকে নিরুদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। যে অপরাধের বিষময় ফলে কোনস্থলে ভজনশৈথিল্যজনিত নিরুদ্যম আনিয়া দিতেছে; কিম্বা কোথাও বা ভজনে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির সমাবেশ ঘটাইয়া, উহাকেই ভজনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাবোধ করাইতেছে। কলিযুগদেবতাকৃত এই অনর্থ সৃজন,—ইহাই হইতেছে বর্তমান সাধন জগতের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্দৈব। এইখানেই রহিয়াছে—ভজনের জীবন মরণ সমস্যা।

মরণোন্মুখ কলিকৃত এই ঘোর চক্রান্ত জালে নিপতিত না হইয়া, এখনও যদি আমরা বিশেষভাবে নামাপরাধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন ও তদ্বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক 'নামাশ্রয়' দুর্গের আশ্রিত হইতে পারি, তাহা হইলে আশ্রিতরক্ষক শ্রীনামই তদাশ্রিতজনকে সর্বভাবে রক্ষা করিবেন,—ইহা সুনিশ্চয়। কেবল সংরক্ষণই নহে, আশ্রিতকে পালনও করিবেন তিনি। যাহার অমৃতময় ফলে, ভজনের সর্বকুশল সমুদিত হইয়া, প্রেমোদয় অনিবার্যই জানিতে হইবে।

কেবল শ্রীনামাশ্রয়ই কলিবাধা অপহারক।

কলির প্রতারণায় বিভ্রান্ত ও নামাশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়াই আজ আমাদিগকে এইরূপ দুর্দৈবগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। নামাশ্রয়ে থাকিয়া সাধনভজনাদি অনুষ্ঠিত হইলে, কলিকর্তৃক সেই নামাশ্রিতজনের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবার সাধ্য ছিল না এ-কথার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন। তাই কলির সর্ববিধ আক্রমণ হইতে আশ্রিতরক্ষণে, কলিবাধা অপহারিত্ব-মহিমা বিশেষেও শ্রীনামেরই প্রাধান্যের কথা, শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপেই কীর্তিত হইতে দেখা যায় যথা,—

> হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।
> ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্॥
>
> (শ্রীহরিভক্তি বিঃ ধৃত—১১/১৭৩ বৃহন্নারদীয় বাক্য)

ইহার অর্থ,—এই ঘোর কলিযুগে যে সকল ব্যক্তি হরিনাম পরায়ণ, তাঁহারাই কৃতকৃতার্থ; নিশ্চয়ই কলি তাঁহাদিগকে বাধা প্রদানে সমর্থ হয় না।

উক্ত শ্লোকে 'নামপরা' শব্দে নাম-পরায়ণ অর্থাৎ নামাশ্রিতকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহা হইলে নামাশ্রিতকে কলি কোন বাধাই দিতে পারে না, ইহা সুনিশ্চিতরূপেই জানা যাইতেছে।

অতএব এই অসাধারণ কলিযুগে স্বয়ং শ্রীনামীর কৃপাবিশেষে প্রবর্তিত—ব্রজপ্রেম-প্রদ শ্রীনাম, প্রায়শঃ সর্বজনগ্রাহ্য ও সহজলভ্য যুগধর্মরূপে আবির্ভূত হওয়ায়, স্বমহিমায় উত্তরোত্তর জগতে প্রসারতা লাভ করিতেছেন। শ্রীনামের এই ব্যাপ্তির বিরুদ্ধে কোনরূপ বাধাদানে কলির লেশমাত্রও শক্তি নাই। কিন্তু যে নাম কেবল নামাপরাধ বর্জিত হইয়া যে কোনভাবে—যে কোন ব্যক্তিকর্তৃক গৃহীত হইলেই যথাক্রমে প্রেমোদয়ের পক্ষে যে যুগে একটি জীবেরও বঞ্চিত হইবার কারণ ছিল না,—জনসাধারণকর্তৃক সেই নাম বহুলভাবে গৃহীত হইয়াও, পূর্ববর্তীকালের মত আজ যে তদ্রূপ প্রেমোদয়ের লক্ষণ প্রায়শঃ পরিদৃষ্ট হইতেছে না, —ইহাই হইতেছে আজিকার পারমার্থিক জগতের প্রতি কলির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতারণা এবং এইভাবে কলিকর্তৃক প্রতারিত হওয়াই বর্তমান যুগের অতিভাগ্য-লব্ধ জনগণের সর্বাধিক দুর্দৈব।

পূর্বেকার ন্যায় 'নাম-পরায়ণ' হইয়া নামাশ্রয়ে না থাকায়, সেই আশ্রয়হীন অবস্থার অবকাশ পাইয়া, অকালে মরণোন্মুখ ক্রুর সর্পের ন্যায় ক্রোধোন্মত্ত কলি, উক্ত প্রকারে আমাদিগকে প্রতারিত ও বিড়ম্বিত করিতেছে। কলিকৃত সেই চক্রান্তজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া এখনও যদি আমরা—বিশেষতঃ এই নামপ্রধান কলিযুগে, অপর কোনও বিষয়ের সহিত নামের তুল্যত্ব কিম্বা ন্যূনত্ব চিন্তা না করিয়া, নামকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বা সকলের অঙ্গীবোধে আদর বুদ্ধির সহিত নাম গ্রহণ করি,—ইহাই হইল নামাশ্রয় বা নামপরায়ণতা। কলিকৃত এই ঘোর সঙ্কটকালেও কেবল নামাশ্রয়ে থাকিতে পারিলে, রুষ্ট কলি হইতে কোনও আশঙ্কার কারণ থাকে না। তাই শাস্ত্র কলিসঙ্কটত্রাণের পক্ষেও শ্রীনামেরই প্রাধান্য ঘোষণাপূর্বক কলিকৃত ত্রাস হইতে জীবকে অভয় দান করিয়াছেন;—

কলিকাল-কুসর্পস্য তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য মা ভয়ম্ ।
গোবিন্দনাম-দাবেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাম্ ॥

(হরিভক্তি বিঃ ধৃত—১১/১৭৩ স্কান্দ বাক্য)

ইহার অর্থ,—কলিকালরূপ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ক্রুর কালসর্প হইতে ভয় নাই। গোবিন্দনামরূপ দাবাগ্নিতে উহা দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া যাইবে[১]।

অতএব বর্তমানে, অকালে বিদায়োন্মুখ প্রবৃদ্ধ কলিকৃত ঘোর সঙ্কটকালের মধ্যে নামাশ্রয়ে থাকিয়া ভজন-সাধন নির্বাহ হইতে থাকিলে, কাহারও পক্ষে ভজনের ফলোদয় ব্যর্থ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না,—ইহা সুনিশ্চয়।

শ্রীনাম-পরায়ণ মহৎগণের কৃপাশীর্বাদই আমাদের নামাশ্রিত হইবার উপায়।

ক্ষয়োন্মুখ কলিকৃত এই ঘোরতর দুর্যোগের মধ্যেও সকল বিঘ্নাদি উপেক্ষা করিয়া যে সকল নাম-পরায়ণ মহানুভব ভাগবতবৃন্দ আজিও পূর্ণরূপে ভজনানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই ভজন প্রভাব এখনও বিশ্বের কল্যাণ বিধান করিতেছে বলিয়া, কলি-প্রভাব এখনও জগৎকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণে আমরাও যাহাতে নামাশ্রয়ে থাকিয়া কলির পরাক্রম উপেক্ষাপূর্বক নামের পূর্ণফল লাভ করিয়া অতিধন্য হইতে পারি,—বর্তমান কলি-বিড়ম্বিত জগতের প্রতি তাঁহারা এই কৃপাশীর্বাদ বর্ষণ করুন, ইহাই ভজননিষ্ঠ মহৎগণের শ্রীচরণাম্বুজে সকাতর প্রার্থনা।

বর্তমান ভজনপথ-নির্দেশক আদর্শবাণী।

কলি-কুহেলিকাচ্ছন্ন দিগ্‌ভ্রান্ত আধ্যাত্মিক জগতকে প্রকৃষ্ট পথ-প্রদর্শনের নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীনামীকর্তৃক যে বিস্মৃতপ্রায় অমূল্য

১। পূর্বোক্ত শ্লোকে 'হরিনামপরা' অর্থাৎ নামাশ্রিতের কথাই উক্ত হওয়ায়, তৎপরবর্তী এই শ্লোকটিও নামাশ্রিতের পক্ষেই বুঝিতে পারা যায়।

শাস্ত্রনির্দেশকে জনগণের সম্মুখে দিগ্‌দর্শনরূপে সংস্থাপন করা হইয়াছিল, কলিপ্রভাবে উহা ক্রমশঃ আবার পশ্চাতবর্তী হইয়া পড়িতেছে। এই কলি-ঘোর-তিমিরাবৃত জগতে সেই কল্যাণতম নির্দেশ-বাণী আবার আমাদের পুরোবর্তিনী হইয়া সমুদিত হউন।

আবার আমাদিগকে প্রকৃষ্ট ভজনপথ প্রদর্শন ও এই যুগে শ্রীনামের একমুখ্যতা বিষয়ে সচেতন করাইয়া, বর্তমান সাধন পথের পথিকগণের পক্ষে ধ্রুবতারারূপে বিরাজিত হউন।

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥'

(বৃহন্নারদীয়ে ৩৮/১২৬)

হরিনাম হরিনাম হরিনামই কেবল ।
কলিতে নাই-ই নাই-ই নাই-ই অন্যগতি,—
সর্বঅঙ্গী—সর্বকারণ শ্রীনামই সম্বল ।

শ্রীকৃষ্ণনাম-বীজ হইতে বেদাদি শাস্ত্রের সহিত নিখিল বিশ্ব-সংসারের বিকাশ। এই-হেতু উহার মূল অনুসন্ধানে যাইয়া, সকল অনুসন্ধান শ্রীনামেই পর্যবসান প্রাপ্ত হয়। তাই শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস, শ্রীশুক, শ্রীসূতাদি শ্রীভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবর্তক পূর্বাচার্যগণের নির্দেশ-বাণীর চরম বিশ্রামস্থল[১]—এই শ্রীকৃষ্ণনাম।

১। বিশ্রামস্থানমেকং কবিবর-বচসাং—ইত্যাদি (৪৯৫) পৃষ্ঠা)।

পরিশিষ্ট

অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান কলিযুগ তাহার পূর্ণপ্রভাব প্রদর্শন করাইয়া অকালে অস্তমিত হইয়া যাইলে, তখন সাধন পথের প্রধান বিঘ্ন-স্বরূপ নামাপরাধই আর থাকিবে না; সুতরাং তৎকালে সকলের পক্ষেই নির্বাধে শ্রীনাম হইতে যথাক্রমে প্রেমোদয় একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে—এই অসাধারণ যুগবিশেষে।

তৎকালে কলিকৃত সকল ভেদনীতি বিলুপ্ত হইয়া, মহামিলনের সুদৃঢ় বন্ধনে বিশ্বমানব-হৃদয় একীভূত হইবে। জড়বাদের সকল অপূর্ণতা,—জড়তার সকল উত্তাপ ও অতৃপ্তি—মানব অন্তরের হিংসা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাসাদি সকল মালিন্যের অবসান ঘটিবে। এ-বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণাদি সহ বিস্তারিত আলোচনার আবশ্যকতায়, এ-স্থলে সাধারণ ভাবে কেবল উহার ইঙ্গিত মাত্র করা যাইতেছে।

আগামী সত্যযুগের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত, এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপী জগতে এক নবযুগের আবির্ভাব ঘটিয়া, শান্তিহারা বিশ্বমানবকে পরিপূর্ণরূপে পরা শান্তির অধিকার প্রদান করিবে। যে অধিকার প্রতি কল্পে কেবল একবার, অকালে কলি-পরিত্যক্ত এই অসাধারণ বর্তমান যুগবিশেষেরই প্রাপ্য বিষয়। সৃষ্টির চিরাকাঙ্ক্ষিত সেই পরম শান্তিময় যুগই হইবে 'প্রেমযুগ' বা 'শুদ্ধসত্ত্বযুগ'। যাহা সত্যযুগেরও বরণীয় ও বন্দনীয় হইবে।

কলি-প্রভাবকৃত জড়বাদের বিভ্রমে, মানবদেহ ও মানবাত্মার পার্থক্য বোধ ক্রমশঃ অধিকতররূপে আবৃত হইয়া পড়ায়, দেহেন্দ্রিয়ের অনুকূল—বৈষয়িক সুখ এবং আত্মার অনুকূল—শান্তি, এই উভয়ের

ভিন্নতাবোধও সেই পরিমাণে লুপ্ত হইয়া, দৈহিক সুখকেই শান্তি নামে পরিচিত করা হইতেছে। তথা-কথিত শান্তির উপায়রূপে জড়বিজ্ঞানকর্তৃক দিন দিন দৈহিক সুখ-সুবিধার অধিকতর সমাবেশ করা হইলেও, প্রকৃষ্ট শান্তি হইতে মানবাত্মা দিন দিন ততই অধিকতর দূরবর্তী হইয়া পড়িতেছে; ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই আজ জগতে বৈষয়িক সুখের প্রাচুর্যের মধ্যেও তদনুপাতে শান্তির অভাব অনুভূত হইবার কারণ ঘটিয়াছে; স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। চিন্ময় মানবাত্মা, পারমাত্মিক চিন্ময় বিষয়ে আশ্রিত ও তদ্দ্বারা পরিসিক্ত থাকিলে জড়ীয় বাহ্য-সুখোপকরণ না থাকিলেও যে, জীবজগতে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতে পারে,—চিদ্-বিজ্ঞান দ্বারা সেই পরমা শান্তির উপায় আবিষ্কৃত হইবে।

গ্রীষ্মের ধূলি-ধূসরিত শুষ্কতা, যেমন সহসা বর্ষার পরিপ্লাবিত সিক্ততায় রূপান্তরিত হইয়া যায়—আমাদের অপ্রত্যাশিতরূপেই, তেমনি কালের আবর্তনে ও শ্রীভগবানের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায়, বর্তমান বিস্ময় ও বিভ্রমকর জড়বিজ্ঞান অন্তিমসীমা প্রাপ্ত হইলে, সেই স্থলেই সংস্পৃষ্ট হইবে—চিদ্‌বিজ্ঞানের পাদপীঠ। বর্তমান জড়-বিজ্ঞান, জড়-দেহাতিরিক্ত আত্মার পৃথক সত্তা অপ্রমাণিত করিতে যাইয়াই প্রমাণিত হইয়া পড়িবে—চিদাত্মার সুস্পষ্ট পৃথক অস্তিত্ব। যাহার ফলে জড়বাদ আপনিই অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তৎস্থলে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে বিশ্বব্যাপী চিদ্‌বাদ—চিদ্‌বিজ্ঞানের সমুজ্জ্বল অভিনব আলোকমালা;—প্রাচীন ভারতীয় আর্যঋষিগণ যে বিজ্ঞানের প্রধান বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তখন হইতে পরমাত্মবস্তুর পরমস্বরূপের অনুসন্ধানই হইবে বিশ্বমানবের মুখ্য অভিপ্রায়। জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রত।

জীবের দেহ-দৈহিক জড়-বিষয়েরই ভেদ থাকায়, তৎসম্বন্ধীয় জড়ধর্ম যাহা, তাহাতে বিভেদ অনিবার্য। কিন্তু সকল জীব—সকল মানবাত্মার একতা থাকায়, প্রকৃষ্ট আত্মধর্ম যাহা, তাহাতে কোন ভেদ—

কোন বৈষম্যই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। যেমন সকল লতিকার পক্ষে তরুকে অবলম্বন চেষ্টা স্বাভাবিকী, সেইরূপ সকল জীবাত্মার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়—পরমাত্মার আশ্রয়ে—পরমাত্মবস্তুর অনাবিল প্রীতির বন্ধনে ও তদালিঙ্গনে সংবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি। ইহাই হইতেছে সর্বজীবের স্বাভাবিক আত্মধর্ম। জীবের এই স্বাভাবিক সম অভিপ্রায়, দেহাত্মবোধে আচ্ছাদিত হইয়া নানা বাসনাকারে প্রকাশ হইতেছে। এই আত্মধর্মে—পরমাত্ম-সম্মিলনের এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষায় কোনও বৈষম্য নাই। যে-হেতু ইহার মধ্যে বৈষম্যমূলক জড়-সম্বন্ধের অভাব। ইহাকে যে-নামে বা যে ভাবেই নির্দেশ করা হউক,—সকল মানবাত্মার এই অভিপ্রায়ের সমতা রহিয়াছে।

আত্মধর্মের চরম অভিব্যক্তি যাহা,—সেই পরমাত্মবস্তুর পরমস্বরূপের সন্ধানলাভ করিয়া তদাশ্রয়ে অবস্থিতি, ও তদালিঙ্গন প্রাপ্তিতে জীবাত্মার যে, পরম পরিতৃপ্তি,—ইহারই নাম পরমা-শান্তি এবং ইহাই হইবে আগামী প্রেমযুগের সার্বজনীন অধিকার। যাহার অপর নাম 'প্রেমধর্ম'।

অপূর্ণ জীবের চরম পূর্ণতা প্রাপ্তির নাম—'প্রেম'। সেই জাগ্রতপ্রায় প্রেমযুগের পরম শান্তির দিনে বিশ্বমানবের মিলিত কণ্ঠ হইতে শান্তিময় শুভ্র বিশ্বে আবার মুখরিত হইয়া উঠিবে বিশ্বপতির জয়গান—তন্নামকীর্তন। বিশ্বমানবের এই পরম আত্মধর্মের অভ্যুদয়,—ইহা হইবে মুর্তিমন্ত প্রেমাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্মেরই মূলনীতি।

'প্রভু করে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি ।
নাম সার্থক হয়,—যদি প্রেমে বিশ্বভরি ॥' (শ্রীচৈঃ ১/৯/৫)

তদীয় এই ভবিষ্যদ্বাণীর ইহাতেই—এই প্রেমযুগের অভ্যুদয়েই হইবে পূর্ণ-সার্থকতা।

বীজ হইতে তৎকার্যরূপ বৃক্ষের বিকাশ হয়। আবার সেই বৃক্ষ অন্তর্হিত হইবার পূর্বে বহু বীজ রাখিয়া যায়—ভবিষ্যতের বহুবৃক্ষের

কারণরূপে। সেইরূপ শ্রীগৌরলীলাকালে নামরূপ বীজ হইতে জগতে প্রেম-বিটপীর বিকাশ করাইয়া সেই লীলা অপ্রকটে, তাহা হইতে সঞ্জাত অসংখ্য প্রেমবীজরূপ শ্রীনাম, এই বিশ্বে ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হইয়া রহিয়াছে,—যাহা অদূর ভবিষ্যতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে; এবং ক্রমশঃ প্রেমধর্ম্মমহামহীরুহরূপে অভিব্যক্ত ও ব্যাপকভাবে বিশ্বে প্রসারিত হইয়া, বাসনাচঞ্চল বিশ্ব-মানবকে সকল জড়তাপ হইতে নিজ স্নিগ্ধ ছায়ায় সুশীতল করিয়া, পূর্ণ পরিতৃপ্তি দান করিবে। জীবের এই জড়-সম্বন্ধশূন্য পূর্ণ পরিতৃপ্তির নামই—'পরমা-শান্তি'। যাহা প্রেমের সহচরীরূপে অনুগামিনী হইয়া থাকে। ইহাতেই হইবে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত শ্রীনামসঙ্কীর্তন হইতে অভিব্যক্ত সেই প্রেমরূপ পরমাশান্তিকেই জীবের 'পরম-লাভ' বলিয়া, বর্তমান যুগেরই প্রাপ্যবিষয়রূপে শ্রীভাগবতে নির্দেশ করা হইয়াছে।

('নহ্যতঃ পরমো লাভো......যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং—ইত্যাদি। ভাঃ ১১/৫/৩৭) দ্রষ্টব্য ৪৫২ পৃষ্ঠায়)

ইহাই হইতেছে—বিশ্বমানবের প্রতি ভারতের পরা-শান্তির সন্ধানের শাশ্বতী বাণী।

'জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥'

॥*॥ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হউন ॥*॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান জগতের বিচ্ছিন্নতাবাদ ও ধর্মসঙ্কটের জটিলতার মধ্যে বিভ্রান্ত ধর্মানুসন্ধিৎসু জনগণকে *বেদ* ও *ভাগবতাদি* শাস্ত্র নিরূপিত সাম্যবাদ ও প্রেমধর্মের প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শনের পক্ষে আলোকস্তম্ভ ও শান্তিলাভের পরম উপায় স্বরূপ কতিপয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

নামবিজ্ঞানাচার্য

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী-বিরচিত

মৌলিক সিদ্ধান্ত সমন্বিত ও হৃদয়গ্রাহী প্রাঞ্জল উদাহরণ সহ—

১। *জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম* (পঞ্চম সংস্করণ, আনুকুল্য-১৫ টাকা)

দেশ বিদেশের প্রখ্যাত বহু ধর্মাচার্য মনীষী, সুধী, সজ্জনগণ, ও পত্রিকা কর্তৃক বিপুলভাবে সমর্থিত ও অভিনন্দিত। প্রত্যেক গ্রন্থসহ বিস্তারিত অভিমত পত্রে উহা দেখিতে পাইবেন। গ্রন্থের ভূমিকায় শতঞ্জীব বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিত শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় কর্তৃক গ্রন্থকারের পারিবারিক ঐতিহ্য ও বংশ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অবতরণিকা ও পরিশিষ্টে দুইটি প্রাণিধানযোগ্য প্রবন্ধের সংযোজনা আছে।

২। *বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা* (চারিশতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। আনুকুল্য—৬০ টাকা)

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মাসিক পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই একত্রে সংগৃহীত। ইহাতে—পরপারের পাথেয়,

অভক্তের ভগবান, ভক্তের ভগবান, ধর্ম, ফাল্গুনী পূর্ণিমা, পরতত্ত্ব সীমা, ভক্তি ও ভানুনন্দিনী প্রভৃতি ১৯ টি অপূর্ব প্রবন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে, শ্রীমৎ গ্রন্থকারের আলেখ্যসহ। প্রবৃত্ত সাধকগণের পক্ষে ভজন পথের দিশারী স্বরূপ এই গ্রন্থ অনন্য মৌলিকতা ও হৃদয়গ্রাহী প্রাঞ্জল উদাহরণ সমৃদ্ধ।

৩। **শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি** (প্রথম কিরণ), (চতুর্থ সংস্করণ) আনুকুল্য—৩০ টাকা।

শতঞ্জীব বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভুষণ মহোদয় লিখিয়াছেন—

"গ্রন্থখানি দেখিয়া আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের প্রেরণা ভিন্ন এরূপ গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নহে। আমার এই সুদীর্ঘ বয়সে এইরূপ অপূর্ব গ্রন্থ দেখি নাই।" —(ইহাতে শ্রীনামের স্বরূপ লক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে শাস্ত্র প্রমাণ সহ)

৪। **শ্রীশ্রীনাম চিন্তামণি** (দ্বিতীয় কিরণ—২য় সংস্করণ) বা (নামাপরাধ দর্পণ আনুকুল্য— ৪০ টাকা।)

"হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার। তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার। তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর। কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥ বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'উজ্জীবন' হইতে সমালোচনার কিয়দংশ মাত্র লিখিত হইল—

মানুষের সাধনপথের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা "নামাপরাধ" পূজ্যপাদ গ্রন্থকার পদ্মপুরাণোক্ত এই দশটি নামাপরাধের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। কিভাবে সাধক এইগুলি এড়াইয়া সাবধানতা সহকারে অগ্রসর হইবেন, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থে দেখিতে পাই। তাঁহার লেখার মধ্যে শাস্ত্র এবং যুক্তির অদ্ভূত সমাবেশ। বিচারশৈলী অকাট্য অথচ মনোরম।

৫। শ্রীশ্রীনাম চিন্তামণি (তৃতীয় কিরণ) বা (শ্রীনামের মাহাত্ম্য, আনুকুল্য—১৬ টাকা।)

শ্রীনামের মহিমা অর্থাৎ শক্তিকার্য বিষয়ে অপর সকল পন্থা পরিহার পূর্বক কেবল স্বয়ং শ্রীনামীকৃত শিক্ষাষ্টকেরই প্রথম শ্লোকটি প্রকৃষ্ট নাম মহিমা রূপে ব্যক্ত করিবার নির্দেশ ও প্রেরণা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক প্রদত্ত হওয়া, গ্রন্থকারের লেখনী মুখে মর্মার্থের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এই গ্রন্থে।

৬। **শ্রীশ্রীভক্তি রহস্য কণিকা** (তৃতীয় সংস্করণ) আনুকূল্য— ১০০ টাকা।

শ্রীগোবর্দ্ধন নিবাসী পণ্ডিত শ্রীমৎ অদ্বৈত দাস বাবাজী মহারাজ লিখিয়াছেন— আপনার প্রণীত শ্রীভক্তিরহস্য কণিকা আস্বাদন করিয়া বুঝিলাম ইহা 'কণিকা' নহে—কৌস্তুভমণি।

মহামহোপধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ, এম, এ, ডি, লিট, মহোদয় লিখিয়াছেন—

"ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সুসমৃদ্ধ বিস্তারিত আলোচনাত্মক একখানা গ্রন্থের নির্মাণ ও প্রকাশন বহুদিন হইতে ভক্ত-সমাজ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জগতের বর্তমান পরিস্থিতিতে উহার একান্ত অভাব অনুভূত হইতেছিল। গ্রন্থাকারকে নিমিত্ত করিয়া শ্রীভগবান্ এতদিনে ঐ অভাব দূর করিলেন।"

৭। *শ্রীশ্রীরাগভক্তি রহস্য দীপিকা* (আনুকুল্য— ৪০ টাকা।)

ইহাতে রাগভক্তি মার্গের উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য স্বরূপের পরম বৈশিষ্ট আলোচিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভজন রীতিতে যে সুগোপ্য মঞ্জরী ভাবের ভজন পদ্ধতি গুরুপরম্পরায় এবং সিদ্ধ প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রদত্ত হয়—সেই অতি গূঢ় রাগভক্তি পরিসীমার সিদ্ধান্তের দিকটিই প্রভুপাদ অনন্য মৌলিকতায় পরিস্ফূট করিয়াছেন।

৮। *মহৎ-সঙ্গ প্রসঙ্গ*— (মূল্য ৮ টাকা।)

'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ'—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত এই বাক্যের ব্যাখ্যায় মহৎ-সঙ্গ সুদুর্লভ, অহৈতুকী ও আমোঘ ফলদায়ক। ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

৯। *পথের গান ও লালসা-মুকুল* (কবিতা) একত্র মূল্য— ৫ টাকা। শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী ও শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী বিরচিত।

অপর কবিতা গ্রন্থ

১০। লালসা মুকুল (দ্বিতীয় স্তবক) মূল্য— ৩ টাকা।
১১। লীলা মাধুরী। (মূল্য— ৪ টাকা।)
১২। শ্রীশ্রী গৌরগোবিন্দ লীলা স্মরণ মঙ্গল (মূল্য —৫ টাকা।)
১৩। প্রেমাশ্রু ধারা (মূল্য —১৬ টাকা।)
১৪। শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাম মহিমা কীর্তন। (আনুকুল্য—২ টাকা।)
শ্রীমৎ গোকুলানন্দ গোস্বামী বিরচিত।
১৫। ভক্তকবি শ্রীকিশোররায়ের নূতন কাব্যগ্রন্থ 'ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী' ও তৎসহ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীর অপ্রকাশিত পাঁচটি কবিতা।
—(যন্ত্রস্থ)